সমাজ-সন্দীপনা

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

সমাজ-সন্দীপনা

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

প্রকাশক ঃ
শ্রী অনিন্দ্যদ্যুতি চক্রবর্ত্তী
সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস
পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড

প্রথম সংস্করণ ঃ
১লা কার্ত্তিক, ১৩৭০
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ
১লা আষাঢ়, ১৩৮৯
তৃতীয় সংস্করণ ঃ
৩রা কার্তিক, ১৪১৬

মুদ্রাকর ঃ
বেঙ্গল ফটোটাইপ কোম্পানি
৪৬/১ রাজা রামমোহন রায় সরণী
কলকাতা—৭০০ ০০৯

Samaj Sandipana
Sri Sri Thakur Anukulchandra
3rd Edition, April, 2009

ভূমিকা

ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পর অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সমাজের সহযোগিতা বাদ দিয়ে ব্যক্তির জীবন অচল, আবার ব্যক্তিহীন সমাজ অকল্পনীয়। কারণ, বহুব্যক্তির সমষ্টিই সমাজ। অবশ্য পরস্পর বিচ্ছিন্ন কতকগুলি লোক পাশাপাশি থাকলেই যে তাদের নিয়ে একটি সমাজ গ'ড়ে ওঠে তা' কিন্তু নয়। তাদের ভিতর থাকা চাই একটি যোগবন্ধন। এই যোগবন্ধনই পরস্পরকে প্রীতির ডোরে আকর্ষণ ক'রে সংহত ক'রে রাখে। আর, সেইটিই হ'লো সমাজ-দেহের প্রাণবস্তু। সমাজ কথাটির মূলগত তাৎপর্য্যও হ'লো—একসঙ্গে একই অভিমুখে চলা [সম্-অজ্ (গমন) + অ]। এই আভিমুখ্য কিসের? খুব সংক্ষেপে ব'লতে গেলে ব'লতে হয় সত্তাসম্বর্দ্ধনার, বাঁচাবাড়ার। তার কারণ, যে যেমনই হো'ক, ঐ গূঢ় এষণা কাউকে ছাড়ে না। পরমপিতা জীবনসম্বেগরূপে প্রতিটি সত্তায় নিত্য বিদ্যমান। তবে শুধু উদ্দেশ্যের ঐক্য থাকলে হবে না, এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির আপূরণী উৎসবিগ্রহ চাই, যাঁর সঙ্গে প্রতিটি ব্যষ্টির যোগাবেগ সংগ্রথিত হ'য়ে সমগ্র সমষ্টি স্ফটিক-সংগঠনে সংগঠিত হ'য়ে ওঠে—মেধা, বল, বীর্য্য ও বান্ধববন্ধনের উর্জ্জী উজ্জীবনে। ঐ উৎসবিগ্রহ বা আদর্শই হ'লেন সমাজের প্রাণপুরুষ—ধারণ-পালনীধাতা—নিত্য-নবায়মান শাশ্বত অমৃতপ্রস্রবণ। সমাজ-বিজ্ঞান-সম্বন্ধে এইটিই হ'লো পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের মূলকথা। এইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি বিষয় সম্পর্কেই তাঁর সূক্ষাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-সমন্বিত অপূর্ব্ব সমাধান 'সমাজ-সন্দীপনা'য় সন্নিবিষ্ট হয়েছে। বহু বিস্তৃত ও ব্যাপক এর পরিধি। ব্যক্তিগত জীবনগঠন, বিবাহ, দাম্পত্য-জীবন, সুপ্রজনন, প্রতিলোমের কুফল, সন্তানের পালন, পোষণ ও চরিত্রগঠন, গার্হস্থ্য-আশ্রমের বহুমুখী দায়দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যপালন, বর্ণধর্ম্ম, চতুরাশ্রম, অসৎ-নিরোধ, সামাজিক শাসন ও শৃঙ্খলা, দারিদ্র্য-ব্যাধির নিরসন, বেকার-সমস্যার সমাধান, অর্থনৈতিক উন্নতি-সাধনে করণীয়, পারিপার্শ্বিকের সেবা, যতি, শ্রমণ, গণ-জীবনে ইষ্ট-কৃষ্টি-সঞ্চার, সমাজ-সংস্কার, সামাজিক সংহতি, নারীশিক্ষা,

সতীত্ব, স্বীয় সমাজ ও অন্যান্য সমাজের জন্য ব্যক্তির করণীয়, প্রতিটি ব্যক্তিকে সুকেন্দ্রিক ও সুযোগ্য ক'রে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ, অশ্রদ্ধা, আত্মমর্য্যাদাহীন পরানুকরণপ্রিয়তা ও হীনম্মন্যতার দূরীকরণ, আভিজাত্যবোধ, পিতৃতর্পণ, পিতৃপুরুষ, কুলসংস্কৃতি এবং জাতীয় কৃষ্টি-সম্পর্কে গৌরববোধ, সাত্বত গোঁড়ামি, আত্মরক্ষা, আত্মবিস্তার, দ্বেষ, হিংসা ও ঈর্ষ্যাকে বিদূরিত ক'রে প্রীতিপ্রবুদ্ধ পরাক্রমী সমাজ-গঠন ইত্যাদি অজস্র বিষয়ের অজস্র বাণী এই বিপুল গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় দেখিয়েছেন, মানুষের জন্মগত সুষ্ঠু সহজাত সম্পদের মূল্য কতখানি। কারণ, এই সম্পদ্ হ'লো পিতৃপরম্পরাগত সহস্র-সহস্র বৎসরের সাধনার সমৃদ্ধ ফসল। এক-কথায়, এই হ'লো সেই মৌলিক মূলধন, ভবের হাটের বেচাকেনায় প্রতিমুহূর্ত্তেই, প্রতি পদক্ষেপেই যার বিনিয়োগের অপরিহার্য্য প্রয়োজন। নূতন যা অর্জ্জন বা আহরণ ক'রতে হবে, তা'ও এর উপর দাঁড়িয়ে। তাই, তিনি জৈবী-সংস্থিতির বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী শিক্ষাগ্রহণ ও বৃত্তি-নির্ব্বাচনের কার্য্যকারিতা ও অনিবার্য্যতা-সম্বন্ধে দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা ক'রেছেন। মানুষের এই সম্পদ্ যাতে অব্যাহত থেকে উত্তরোত্তর উদ্বর্দ্ধনমুখর হ'য়ে ওঠে, সেইজন্য সঙ্গতিশীল বিবাহ একান্তভাবে প্রয়োজন। এর ব্যত্যয়ে কুজননের আধিক্যহেতু জাতীয় জীবনে বিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী। আবার, মানুষের ভিতর যে সুপ্ত সহজাত শক্তি বা সম্পদ্ থাকে তা' স্ফূরিত হ'য়ে ওঠে ভালবাসার টানে। নিষ্ঠানিটোল আদর্শানুরাগে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে যখন আমরা প্রীতিমুখর বৈশিষ্ট্যসম্মত সেবাসম্ভার নিয়ে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ি, তখন যুগপৎ ধর্ম্ম ও অর্থ আমাদের আলিঙ্গন করে। দারিদ্র্য-ব্যাধি অর্থাৎ না ক'রে পাওয়ার বুদ্ধি, দোষ-দর্শন, অকৃতজ্ঞতা, অযোগ্যতা ইত্যাদি নিরসনের পন্থাও মূলতঃ ঐ কেন্দ্রানুগ কৃতিদীপ্ত অনুসন্ধিৎসু সেবা-সম্বেগ। তবে সব-কিছুর বিকাশের জন্যই উপযুক্ত পোষণ ও প্রয়োগক্ষেত্র চাই। পারিবারিক ও সামাজিক মঞ্চই হ'লো মানুষের ধৃতিপোষণী আবেগসম্বুদ্ধ ত্যাগ, তপস্যা, দান, প্রাপ্তি, সাহায্য, সহযোগিতা, অনুশীলন, কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব পালন, আত্মপোষণ, আত্মবিকাশ ও আত্মোপলব্ধির লীলায়িত ক্ষেত্র। সপরিবেশ নিজেকে আদর্শের সমতানতায় উন্নীত ও সুসংস্থ করবার সক্রিয় আগ্রহের ভিতর-দিয়েই মানুষের বৈশিষ্ট্য-নিহিত সুপ্ত শক্তি দিন-দিন স্ফূরিত ও জাগ্রত হ'য়ে ওঠে এবং একাদর্শ-সূত্রনিবদ্ধতার ফলে সমাজও সংহত, শক্তিমান্ ও বীর্য্যবান্ হ'য়ে উঠতে থাকে। এইখানেই আসে আর-একটি অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার। সেটি হ'লো অসৎ-নিরোধ। সত্তাপালী শুভদ যাবতীয় যা'-কিছুকে যেমন পুষ্ট ও প্রবর্দ্ধিত ক'রে তুলতে হবে, সত্তা-ধর্ম্ম-কৃষ্টি ও সংহতি-বিধ্বংসী যা'-কিছুকে তেমনি আবার স্বতঃদায়িত্বে দুর্জ্জয় পরাক্রমে দমন, নিরোধ

ও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এই সামাজিক কর্ত্তব্যপালনে আমরা যদি পরাঙ্মুখ হই, আমাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হ'য়ে পড়বে। সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে এতজ্জাতীয় পরস্পর-সম্পর্কিত বহু অবশ্য-জ্ঞাতব্য ও অবশ্য-করণীয় বিষয় এই গ্রন্থে অনবদ্য মাধুর্য্যে, অপূর্ব্ব ভঙ্গিমায়, বিজলী-ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে, যার পরিপালন ক্রমপর্য্যায়ে জাতিকে আলোকসামান্য ব্রাহ্মী বিবর্ত্তনে বিবর্ত্তিত ক'রে তুলবে।

তাই বলি, শুভলগ্ন সমাগত। পরমপিতার অহেতুক দয়ায় নূতন দেবমানব সৃষ্টির, নূতন দেবসমাজ সৃষ্টির লুপ্ত রহস্যের প্রতিটি গুপ্তদ্বার আজ আমাদের কাছে অবারিত—উন্মোচিত। প্রজ্ঞা ও প্রত্যয়ের শ্বেত শিক্ষায় প্রদীপ্ত হ'য়ে আসুন আমরা অমোঘ সঙ্কল্পে, প্রবৃত্তিপ্রহত নরলোককে সুকেন্দ্রিক সুরলোকে পর্য্যবসিত করার দিব্য-অভিযানে অভ্রান্ত দৃঢ় পদবিক্ষেপে দুর্ব্বার বেগে অগ্রসর হই। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সৎসঙ্গ (দেওঘর)
১০ই আশ্বিন, শুক্রবার, ১৩৭০ — শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
২৭/৯/১৯৬৩

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'সমাজ-সন্দীপনা'র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যান্য অমিয় গ্রন্থরাজির মত 'সমাজ-সন্দীপনা' গ্রন্থটিও প্রতিটি সমাজবদ্ধ মানুষের সত্তা-সম্বর্দ্ধনী অনুচলনার পরম পাথেয় এবং আদর্শকেন্দ্রিক সমাজ গঠনের আলোক-বর্তিকা স্বরূপ। আমাদের আশা এই গ্রন্থটির পঠন-পাঠন ও সম্যক অনুশীলন মানব সমাজকে শুভ-সন্দীপনায় উদ্বুদ্ধ করে তুলবে।

বন্দে পুরুষোত্তমম্

সৎসঙ্গ, দেওঘর — প্রকাশক
১লা বৈশাখ, বুধবার ১৪১৬
ইং ১৫-৪-২০০৯

আমার কথাগুলি যদি তোমার-
শুধু কথা-চিত্রের খোরাক মাত্র হয়-
করার যা আবরণের ভেতর দিয়ে
সেগুলিকে যদি-
বাস্তবেই ফুটিয়ে তুলতে না পার-
তবে-
পাওয়া যে তোমার
উপলব্ধিতেই রয়ে যাবে-
তা কিন্তু অতি নিশ্চয়-
তোমারই "আমি"
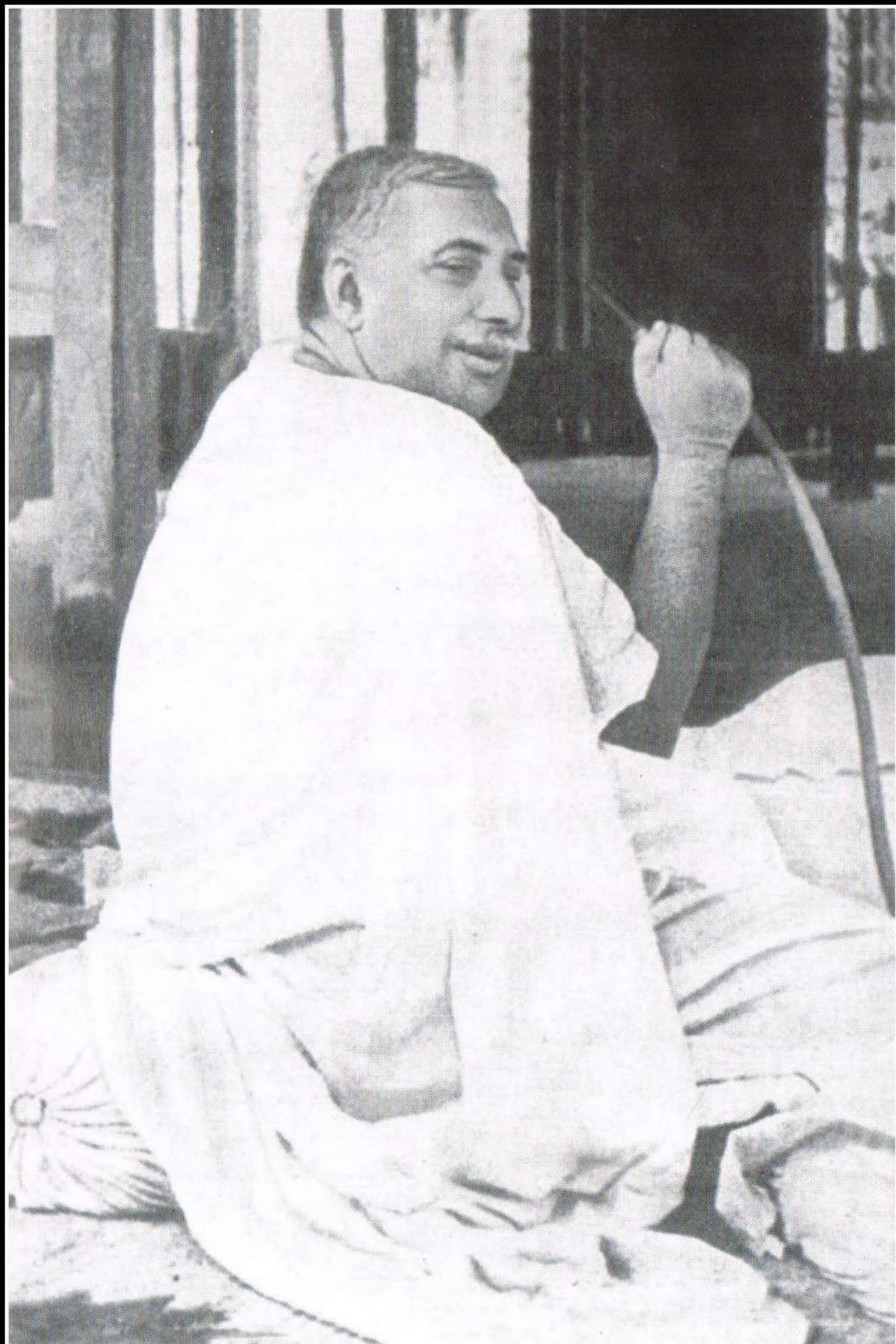
সবাই বেঁচে আছে—
না-বাঁচাকে অতিক্রম ক'রে,—
বৈধী আচরণসিদ্ধ
কৃতি-সন্দীপনায়,
নিষ্ঠানন্দিত
অস্খলিত রাগস্রোত
জীবনের যা'-কিছু ব্যাহতি—
সেগুলি তাড়িয়ে দিয়ে—
আপ্যায়নার স্মিতমাধুর্য্যে
কৃতিসন্দীপ্ত উদ্বর্দ্ধনায়
তোমার ব্যক্তিত্বে
জীবন-সন্দীপ্ত হো'ক,
তুমি বাঁচ,
অন্যকেও বাঁচাও।

সমাজ

অনাচারদুষ্ট আয় বা উপার্জ্জন
অত্যাচারেরই হোতা ।১।

ব্যয়-বাহুল্য
কর্ম্মপ্রসারণী আগ্রহকে
খিন্ন ক'রে তোলে ।২।

যোগ্যতা ও প্রতিষ্ঠাকে অপলাপ ক'রেও
যাঁরা পয়সাপ্রলোভী—
দৈন্যই তা'দের দ্বারপাল ।৩।

অর্থসম্পদের স্রষ্টা হও,
কিন্তু অর্থসম্পদ্
যদি তোমার উৎসৃজনের দাঁড়া হয়,—
তুমি ব্যর্থ হবে অতিনিশ্চয়—
বোধি ও যোগ্যতাকে হারিয়ে ।৪।

নিষ্ঠানিপুণ শ্রমপ্রিয় কৃতি যেখানে নেই
সেখানে প্রীতি নেই,
শুধু অর্থ কখনও
মানুষকে উর্জ্জী ক'রে তুলতে পারে না ।৫।

আয়ই যদি ক'রতে চাও,
মিত চলনে চল—
মিতব্যয়ী হ'য়ে,
আর উদ্বৃত্ত যা', তা'কে উচ্ছল ক'রে তোল ।৬।

কুশলকৌশলী উপচয়ী শ্রম
যোগ্যতায় অধিরূঢ় হ'য়ে
সম্পদ্-বিধায়কই হ'য়ে থাকে,
তাই, শ্রম যেমন সুষ্ঠু
সম্পদ্ও তেমনি পুষ্ট । ৭।

ইষ্টার্থ যা'র সহজ ও সলীলভাবে
স্বার্থ হ'য়ে চ'লেছে যেমন,
অর্থও তাঁকে সঙ্গতিশীল উৎক্রমণায়
বন্দনা ক'রে চলে তেমনি । ৮।

ইষ্টায়িত অনুবেদনায়
পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে
ধারণ-পালন-পোষণ-পরিচর্য্যায়
অনুপ্রাণনা নিয়ে
যতই স্বতঃ-নিষ্পাদনী হ'য়ে উঠবে,—
অর্থনীতির ভাগবত প্রদীপনা
ততই উদ্ভাসিত হ'য়ে চ'লবে;
প্রকৃতির প্রকৃতি-পরিচর্য্যা এই-ই—
এই-ই তা'র হোম-স্থণ্ডিল । ৯।

আদত কথা হ'ল
মানুষকে শ্রমকুশলতায়
অভ্যস্ত ক'রে তোলা—
শ্রমকে উপচয়ে উপভোগ্য ক'রে তোলা
সেবাসার্থক মত্ততায়—
পরিপূরণে—পরিপোষণে—
পরিপালনে—পরিরক্ষণে । ১০।

যদি শ্রীমান্ হ'তে চাও,
অর্থশালী হ'তে চাও—

যোগ্যতাকে বাড়িয়ে
শ্রমকুশল হ'য়ে
উপার্জ্জন ক'রতে শেখ—
সম্বৃদ্ধি যা'তে
সত্ত্বলাভ করে তোমাতে এমনিভাবে,—
তা'র ভিত্তি যেন অসৎ না হয় । ১১।

উপায়ের আমদানী নিথর,
অথচ খরচের রপ্তানি উল্লসিত যেখানে,—
অর্থনৈতিক রাহাজানি যে
সেখানে বিচ্ছুরণ-সম্বেগী—
তা' কিন্তু অতিনিশ্চয়,
আর, বুভুক্ষাও সেখানে ক্রূর ও কোটরচক্ষু । ১২।

তোমার জীবিকা যা'ই হো'ক না কেন—
তা' যেন সৎপন্থী হয়, ইষ্টানুগ হয়,
আর, সেই দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে
তোমার জীবিকা-কর্ম্ম যেন
ধর্ম্মকেই পরিচর্য্যা ক'রে চলে
পরিপালন ক'রে চলে,—
তোমার যা'-কিছু সব নিয়েই
সার্থকতায় উপনীত হবে । ১৩।

মুদ্রাকে মুখ্যতঃ প্রয়োজনের আপূরণে
প্রাধান্য না দিয়ে
শ্রমোৎকর্ষী উৎপাদনকে
তোমাদের প্রয়োজনের আপূরক ক'রে তোল,
তাই-ই মুখ্য হ'য়ে উঠুক তোমাদের কাছে
সুকেন্দ্রিক স্বস্থ সঙ্গতি নিয়ে,
সম্পদ্ 'শাধি মাং' ব'লে
উপাসনা ক'রবে তোমাদিগকে । ১৪।

কথায় বলে,
মানুষ নাকি লক্ষ্মীর বরযাত্রী,
একানুধ্যায়ী শ্রেয়প্রতিষ্ঠ প্রীতিপ্রাণ
অনুচর্য্যাপ্রসূত লোকসম্পদ্
যা'র যত বেশী,—
ঐশ্বর্য্যও সেখানে
তত ফুটন্ত হ'য়েই চ'লতে থাকে,
অযাচিত অবদান সেখানে
সার্থক আনতিতে কৃতার্থ হ'য়ে ওঠে । ১৫।

যোগ্যতাপ্রসূত কর্ম্মফলের
মুদ্রায়িত উপাধিই হ'চ্ছে অর্থ,
এই মুদ্রা বা অর্থ মানেই হ'চ্ছে—
ঐ যোগ্যতা-নিঃসৃত কর্ম্মফলের
উপধায়ী প্রতীক,—
যা'র বিনিময়ে
তজ্জাতীয় উপধায়িত অন্য-কিছু পেতে পার;
যোগ্যতাই যেখানে খোঁড়া
বা অনাসৃষ্টির আবাহক,
ঐ অর্থের দাম সেখানে
অনর্থ বা দৈন্য ছাড়া
আর কিছুই নয়কো । ১৬।

সত্তার শারীর সংস্থিতি
সত্তারই সত্ত্ব,
আবার, শরীরীসত্তা
সক্রিয় সংযোগে যা' করে,
আর, ক'রে যা' পায়—
তা'ই তা'র উপার্জ্জন,
আর, সত্তা শরীর-সংযোগে
যা' উপার্জ্জন করে—
তা'ও ঐ শরীরের মতনই তা'র সত্ত্ব । ১৭।

যে-ব্যয়
আয়কে অতিচারী ক'রে তোলে—
বিহিত ব্যবস্থ বিনায়নে,
নিশ্চয়ী অনুক্রমণায়,
মানুষকে অনুশীলন-উদ্যোগী ক'রে
তা'র যোগ্যতাকে যুত-বর্দ্ধনায় নিয়ে যায়,
নিষ্পন্নতাকে শুভ-সুন্দরে
বিনায়িত ক'রে তোলে,—
তা' কিন্তু উপার্জ্জনেরই অর্জ্জন-প্রদীপ,
সার্থকতারই হোম-অর্ঘ্য । ১৮।

যোগ্যতার বিনয়ী বিন্যাস,
ত্বরিত নিষ্পন্নতা—
পরপরিচর্য্যী উপভোগ-উচ্ছল যেখানে যেমন,
অর্থ ও সম্পদ্ উদগ্র আলিঙ্গন-আকাঙ্ক্ষায়
প্রাঞ্জল হ'য়ে থাকে সেখানে তেমনি । ১৯।

যে-কোন সৎ বা শুভ কর্ম্মকে
সুন্দর দক্ষনিপুণ ত্বারিত্যে
যতই নির্ব্বাহ ক'রতে পারবে,—
অর্থনীতি মান ও যশোগৌরবের সহিত
শিষ্ট সার্থকতায় তোমার বোধ ও ব্যক্তিত্বকে
উৎসারণশীল ক'রে তুলবে ততই । ২০।

ধনিকদিগকে অযথা শোষণ
বা তা'দের সহিত বিদ্রূপাত্মক বিরোধ
যেমন অযোগ্যতার উপঢৌকনে
দরিদ্রকে আশ্রয়বিহীন ক'রে
বোধিবিজ্ঞতার অবমাননায়

দরিদ্রতার প্রতিকারের পরিবর্ত্তে
তা'কেই প্রসারিত ক'রে থাকে,—
তেমনি ধনিকদের স্বার্থগৃধ্নুতা
এবং শ্রমিকের প্রতি পোষণ-বিমুখতাও
যোগ্যতা ও উপচয়ের অপলাপ ক'রে
সম্পদ্‌কে অভিশপ্ত অন্তর্ধানে আহুতি দিয়ে থাকে । ২১।

যে-পাওয়া তোমার যোগ্যতাকে
পরিপুষ্ট ক'রে তোলে না—
উপচয়ী সম্বর্দ্ধনী ক'রে তোলে না,—
তা' যতই স্বার্থপরিপূরক হো'ক না তোমার
তা' তোমার নিজস্বের কিছুই নয়
দারিদ্র্যের অপনোদক নয়
সত্তা ও ব্যক্তিত্ব-সম্বর্দ্ধক নয়কো,—
বরং তা'র পরিপন্থী;
যোগ্য হও—
যোগ্যতার অবদান উপভোগ কর,
মানুষকে যোগ্যতায় অভিদীপ্ত ক'রে তোল—
যোগ্য জীবনে যোগ্য সম্বর্দ্ধনা
নন্দিত ক'রে তুলবে তোমাকে । ২২।

মানুষ-ভিত্তিতে না দাঁড়িয়ে,
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে
বৈশিষ্ট্যপালী সৎ-সংহতিতে
শক্ত, সাবুদ যোগ্যতায় তা'দিগকে অভিদীপ্ত না ক'রে,
অর্থনৈতিক ভিত্তিকে
যতই দৃঢ়ভাবে দাঁড় ক'রতে চাও না কেন,
তা' কিন্তু হ'য়ে উঠবে না;
মনে রেখো—
গণজীবন, গণশক্তি ও যোগ্যতাই অর্থনীতির মূল ভিত্তি । ২৩।

মিতব্যয়ী হও,
যোগ্যতায় জীয়ন্ত হ'য়ে ওঠ—ইষ্টার্থ-চলনে,
বজায় থাকতে, বৃদ্ধি পেতে
ও পরিবেশ-অনুচর্য্যায় বিহিত যা'—
কা'রও যোগ্যতার অপলাপ না ক'রে
উপচয়ী বর্দ্ধনায়
সামর্থ্যমাফিক যেখানে যা' লাগে,—
তেমনি ক'রেই খরচ কর—
যেখানে যেমন প্রয়োজন;
কৃপণ হ'তে যেও না কিন্তু
দৈন্যদষ্ট হবে না,
স্বচ্ছন্দতা তোমাকে অভ্যর্থনা ক'রবে । ২৪।

উপচয়ী শ্রম ও চরিত্রকে
নিরোধ ক'রো না কিছুতেই,—
দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়বে সবাই
দারিদ্র্যক্লিষ্ট হ'য়ে,
বরং অপচয়ী যা' তা'কে নিরোধ কর
কঠোর হস্তে,—
শ্রম-অর্জ্জিতায় স্বস্তিলাভ ক'রবে,
সম্বর্দ্ধিত হবে;
যোগ্যতাকে অবজ্ঞা ক'রে
চাহিদাকে বুভুক্ষু ক'রে তোলা—
দৈন্য ও দুর্নীতিকেই আবাহন করা । ২৫।

যে-ব্যাপারে খরচ ক'রছ—
তোমার খরচ সম্বর্দ্ধনী সুবিন্যাসে
তা'কে সুষ্ঠুভাবে সংহত ও নিয়ন্ত্রিত ক'রে
এমনতর আয়ের সৃষ্টি ক'রে তুলুক—
যা'র বিহিত নিয়ন্ত্রণে তুমি চলৎশীল হ'য়ে
তা'কে আরোতর সম্বর্দ্ধনে

চলন্ত রাখতে পার,
আর, এই হ'চ্ছে অর্থনীতির তাৎপর্য্য—
যা'র যথাযথ প্রয়োগে
প্রতি ব্যাপারে
অনায়াসেই কৃতকার্য্য হ'তে পার ।২৬।

চাওয়ার অত্যুগ্র আগ্রহ—
যা'তে মানুষ চাহিদা-আতুর হ'য়ে ওঠে,
তা' কিন্তু ক'রে পাওয়ার অনুশীলনকে
শিথিলই ক'রে তোলে;
চাও তো কর,
আর, এমনভাবে কর—
সমীচীন শুভ নিষ্পন্নতায়,—
যা'তে, তোমার পাওয়া স্বতঃ হ'য়ে ওঠে ।২৭।

তোমার ভজন-অনুরাগ,
সেবা-উৎসর্জ্জিত ভিক্ষা
ও সৎশ্রমার্জ্জিত উপার্জ্জন,
কিংবা কা'রও প্রীতি-অবদানই হ'চ্ছে—
প্রকৃত উপার্জ্জন;
তা' যতই স্বতঃসিদ্ধ হ'য়ে উঠবে তোমার জীবনে,—
পবিত্রতা পরিস্রুত স্রোত বহন ক'রে
তোমার জীবনকেও তেমনি সার্থক ক'রে তুলবে ।২৮।

ক'রে কৃতী হও,
স্বার্থপর ভোজবাজির তোয়াক্কাও রেখো না,
আচার-ব্যবহার, চালচলন—এসবগুলি
তদনুপাতিক বিনায়িত ক'রে তোল,
অর্থ ও স্বার্থপূজা তোমার যশঃকীর্ত্তনে
সুষ্ঠু সম্বেদনায় সার্থক হ'তে
উদ্বিগ্নই হ'য়ে উঠবে ।২৯।

অর্থের মাধ্যমে কোথাও বন্ধুত্ব ক'রতে নেই,
তাহ'লে ঐ অর্থ-প্রলোভনই
একদিন শত্রুতা সৃষ্টি ক'রে তুলবে;
তা'র চাইতে প্রীতির মাধ্যমে
সাধ্যমত পরিচর্য্যা করাই ভাল—
স্বার্থপ্রত্যাশারহিত হ'য়ে,
বরং তা' মানুষকে
কিছু-না-কিছু কৃতজ্ঞ ক'রে তোলে,
ঐ কৃতজ্ঞ অভিনিবেশই হয়তো একদিন
বন্ধুত্বকে দৃঢ় ক'রে তুলতে পারে—
পারস্পরিক অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে ।৩০।

মানুষ যখন উপচয়ী ন্যায্য শ্রমেও
তা'র উপার্জ্জন দিয়ে
গ্রাসাচ্ছাদনের সংকুলান ক'রতে পারে না—
তখন লোকের উৎপাদনী প্রবৃত্তিও শিথিল হ'তে থাকে,
আর, বিক্ষোভ সৃষ্টি ক'রে
দিশেহারা সত্তাসংরক্ষণী-আকূতি
বিদ্রোহের বিপ্লব নিয়ে আসে,—
আতঙ্কিত ক'রে তোলে
অত্যাচারী বর্ব্বর বিদ্বেষে সবাইকে;
তাই, তুমি ধনিকই হও, বণিকই হও, আর শ্রমিকই হও,—
বাঁচতেই যদি চাও—
বাঁচিয়ে উচ্ছল ক'রে তুলতে চেষ্টা কর প্রত্যেককে,
আর, সেবাসন্ধিক্ষু সহযোগী পারস্পরিক পরিবেদনায়—
যা'দের দিয়ে উপচয়ী হ'চ্ছ—
সুষ্ঠু পরিবেষণ ও পরিচর্য্যায়
তা'দের যোগ্যতাকে বাড়িয়ে
যোগ্যতামাফিক সবাই যা'তে
উপচয়ী হ'য়ে চ'লতে পারে—তা'ই ক'রো;
আবার, এই রকমের ভিতর-দিয়ে অযোগ্য যা'রা

অনেকেই তা'দের যোগ্য হ'য়ে উঠতে পারে,
আর, অনুপযুক্ত যা'রা
তা'রা উচ্ছল না হ'লেও
সচ্ছল চলনে
জীবনধারণ ক'রতে পারবে প্রায়শঃই—উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণে । ৩১।

যা'র যে-জাতীয় কর্ম্মানুচর্য্যার উপস্বত্বে
তুমি পরিপালিত—
সেই কর্ম্মানুচর্য্যাকে সৎ পরিচর্য্যায় পুষ্ট ও সমুন্নত ক'রে
যদি না তোল
স্থায়ী দায়িত্ব নিয়ে,—
সেই কর্ম্মানুচর্য্যার কেন্দ্র যিনি
তাঁ'র পুষ্টি ও পরিপোষণ-সহ,—
তোমার পরিপোষণ যে ক্ষয়িষ্ণুই হ'য়ে চ'লবে—
তা' কিন্তু নিঃসন্দেহ,
পুষ্টিই যদি পেতে চাও,
তোমার পুষ্টির বিধায়ক যিনি ও যা'
তাঁ'র ও তদুপকরণের পুষ্টি ও পোষণে
উদাসীন বা কৃপণ যদি থাক,—
তোমার শারীর-সংস্থিতির সহিত সত্তা যে
ক্রমান্বয়েই শীর্ণ হ'তে থাকবে
তা' কিন্তু অতি নিশ্চয় । ৩২।

মানুষের অন্তর্নিহিত অন্তরাস বা চাহিদাকে
যোগ্যতার সৌকর্য্য-সৌজন্যে
উপচয়ী দক্ষতায়
বোধিচক্ষু নিয়ে
সময় ও সুবিধা-মত
সৎপন্থায় বিহিতভাবে পরিপূরণ কর—
প্রাপ্তি-প্রলোভনে কাউকে নিপীড়িত না ক'রে
নিজেও পীড়িত না হ'য়ে

দ্রোহ সৃষ্টি না ক'রে;
আচার, ব্যবহার ও দক্ষতার আপ্যায়নে
সুনিষ্ঠ, সুকেন্দ্রিক ইষ্টানুগ চলনে
শ্রদ্ধার্হ ও আশাপ্রদ হ'য়ে ওঠ সবারই কাছে—
বিহিত প্রাপ্তিকে স্বীকার ক'রে
অতিলোভকে সম্বরণ ক'রে,
অর্থ সার্থক পদবিক্ষেপে
উল্লসিত ক'রে চ'লবে তোমাকে;
উপার্জ্জনের সজীব পন্থাই এই । ৩৩।

যা'রা উপায় ক'রতে জানে না
কুশলকৌশলী তৎপর ব্যবস্থিতি নিয়ে—
খরচও ক'রতে জানে না তা'রা
সত্তাপোষণী ব্যবস্থিতির সহিত,
হয়, দেলোয়ারী দুন্দুভিওয়ালা খরচে
আয়ের চাইতে ব্যয়-বহুল প্রয়োজন-তৎপর হ'য়ে
—নয়, কৃপণ
কঞ্জুষী ব্যয়-ভীতিতে শঙ্কিত হ'য়ে
এটা কিন্তু প্রায়শঃই দেখতে পাওয়া যায়
—উভয়েই দোষদুষ্ট,
তাই, মিতাচারী হও,
আর, যে-খরচ সত্তাসম্বর্দ্ধনার পরিপোষণী
বিবেচনা ক'রে তা'ই কর,
পার তো তোমার খরচটাকেও
এমনতর উপচয়ী ব্যবস্থিতিতে নিয়ন্ত্রণ কর—
যা'র ফল তোমাকে উপচয়েই সম্বৃদ্ধ ক'রতে পারে,
আর, জ্ঞানবত্তাও সেখানেই । ৩৪।

যতদিন তুমি সক্রিয় তৎপরতায়
ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ী অনুবেদনায়

যোগ্যতার যোগ-আহুতি নিয়ে
লোকবর্দ্ধনী আবেগ-উৎসারণায়
সঙ্গতির সার্থক চলনে
লোকস্বার্থী না হ'য়ে উঠছ—
অনুচর্য্যী আত্মবিনায়ন-তাৎপর্য্যে
নিজেকে শুভনিষ্যন্দী ক'রে,—
অর্থ বা ঐশ্বর্য্যের দৈন্য হ'তে রেহাই পাওয়া
সুকঠিনই তোমার পক্ষে । ৩৫।

অর্থ স্বতঃস্রোতা সেখানেই—
যেখানে মানুষ
বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্মের সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
হৃদ্য দরদী অনুকম্পায়
অসৎ-নিরোধী সাধু তাৎপর্য্যে
লোক-অনুচর্য্যী তৎপরতা নিয়ে
শ্রেয়কেন্দ্রিক উপচয়ী ক্রিয়াশীলতায় স্বতঃ-উচ্ছল;
আর, তা' যেখানে যত ক্ষীণ,—
অর্থের আগমস্রোতও সেখানে তেমনি শীর্ণ,
যা' দারিদ্র্যে সমাধিস্থ । ৩৬।

অর্থই হো'ক, আর বিত্তই হো'ক,
তা' অর্জ্জন ক'রতে হয়—অনুচর্য্যার মাধ্যমে
অন্য হ'তে—
যোগ্যতার সাত্ত্বিক অনুপোষণী
কৃতী সম্পন্নতায় মানুষকে কৃতার্থ ক'রে;
তা' যে যেমন পারে,
অর্থ ও বিত্ত বা যা'-কিছু হো'ক,
সে তেমনতরই উপায় বা সংগ্রহ ক'রে থাকে;
তুমি নিজের সত্তাকে সুবিনায়িত ক'রে
ইষ্টার্থ-অনুরঞ্জনায়
লোক-পোষণাকে উচ্ছল ক'রে তোল—

নিজেকে মিতি-নিয়মনায় নিয়ন্ত্রিত ক'রে,
তুমিও অর্থ, বিত্ত ও মর্য্যাদার
অধিকারী হ'য়ে উঠতে পারবে । ৩৭।

যা'দের প্রেয়নিষ্ঠানন্দিত ঊর্জ্জনা
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের সহিত
শ্রমপ্রিয়তায় সুসিদ্ধ হ'য়ে ওঠে—স্বভাবে;
ব্যতিক্রমদুষ্ট তো তা'রা হয়ই না,
পরন্তু, সমস্ত ব্যতিক্রমকে
নিরাকরণ ক'রে, বিন্যাস ক'রে,
বিধায়িত অনুবেদনায়
সব অর্থকে সঙ্গতির তালে
সার্থক ক'রে তুলতে পারে;
বিভব তা'দিগকে স্বতঃসিদ্ধ সন্দীপনায়
স্তুতি-গাথায় বিভূষিত ক'রে চলে । ৩৮।

যা' দিয়েছ—
ভক্তিতেই হো'ক,
অনুগ্রহেই হো'ক,
আগ্রহেই হো'ক,
আর চাহিদাতেই হো'ক,—
তা' কখনও চেয়ে নিও না,
তা' কোন কায়দা ক'রেও নিও না,
ঐ নেওয়ায়
অন্তঃস্থ বিভু তোমাকে ব্যাহত ক'রবেন,
কারণ, তুমি শিষ্টভাবে বাহিত হওনি,
হয়তো, পাওয়ার লাখ চেষ্টাও তোমার
ব্যর্থ হ'য়ে উঠবে—বিকৃত ব্যাহৃতিতে;
অবশ্য, কর্জ্জের বেলায় তা' নয়কো । ৩৯।

কর্জ্জ ক'রো না,
কর্জ্জ ক'রলেও

কথামতন তাঁকে ফিরিয়ে দিও,
এমন-কি—ওয়াদার পূর্ব্বেই
ফিরিয়ে দিতে চেষ্টা ক'রো,
আর, প্রথম থেকেই ঐ চেষ্টার কোন
ত্রুটি ক'রো না—
যা'তে অন্ততঃ কথামতন
ওয়াদামতন ফিরিয়ে দিতে পার,
ঐ সময়মত ফিরিয়ে দেবার উপরেই কিন্তু
তোমার সহৃদয় প্রাপ্তি দাঁড়িয়ে আছে । ৪০।

পারতপক্ষে ঋণ ক'রো না,
ঋণ কিন্তু তোমার
অন্তঃস্থ কৃতিসম্বেগকে শীর্ণই ক'রে তোলে,
সঙ্গে-সঙ্গে নিষ্ঠানুগত্যও দুর্ব্বল হ'য়ে চ'লতে থাকে,
ফলে, তোমার জীবনের ওজোদীপনাও
ক্ষয়ের দিকেই চ'লতে থাকে
তাই, তা' পাপ;
যদি ঋণ ক'রেও থাক—
যথাসম্ভব চেষ্টায়, প্রাণপণে
তা' শোধ ক'রে দাও,
ঐ পাপ হ'তে মুক্ত হও,
আর, সাবধান থেকো—ঋণ না ক'রতে হয়;
যদি ওয়াদা ক'রে থাক—
ওয়াদার পূর্ব্বেই তা' শোধ ক'রে দাও । ৪১।

তুমি শ্রেয়নিষ্ঠ হও—
অচ্যুত উদ্যমস্রোতা হ'য়ে,
তোমার কল্যাণ-পরিচর্য্যী কৃতিচলন
যেন এমনতর হয়,—
যা'তে তা' ক'রতে
যেখানে যেমনতর খরচের প্রয়োজন—
তা' স্বাস্থ্যে,

বোধ-অভিনিবেশে
ও বাস্তব পরিচর্য্যায়—
সেগুলির এমনতরই সমীচীন নিয়ন্ত্রণ হয়,
যা'র ফলে, সব দিক্-দিয়েই
তুমি যেমনতর খরচ ক'রছ—
সেগুলি গুণিত হ'য়ে
বাস্তব লাভে ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে—
অর্থান্বিত বিভব ও বিভূতির
উচ্ছল-চলনে চ'লতে চ'লতে;
এইটিই হ'চ্ছে নিদর্শন—
তোমার বাক্য, ব্যবহার ও কৃতিপরিচর্য্যা
আপ্যায়নায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে
তোমার ব্যক্তিত্বকে
কেমনতর লাভপ্রসূ ক'রে তুলছে;
এক-কথায়, তোমার প্রত্যেকটি খরচ যেন
বাস্তব লাভে গুণিত হ'য়ে ওঠে—সব দিক্ দিয়ে । ৪২।

তোমার অস্তিত্বের ভিতর-দিয়ে
নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতিসম্বেগের
শ্রমপ্রিয় ঊর্জ্জীতৎপরতার
উচ্ছ্রিয়মাণ খরদ্যোতনায়
নারায়ণ-বিভা উচ্ছল হ'য়ে উঠুক;
আর, সেই বিভূতি শ্রীবৎসল হ'য়ে উঠুক,
অর্থই তোমার পরিচর্য্যা করুক,
তুমি নারায়ণ-লক্ষ্মী-পরিচর্য্যায় নিরত থাক—
সব্যষ্টি-সমষ্টির ভজনদীপনায়,
আর, তোমাতে নিবেদিত অর্ঘ্য বা অর্থ
স্বর্গীয় অর্থ হ'য়ে উঠুক,—
সৎ-সন্দীপনী বিভা সৃষ্টি ক'রে;
আমার সাত্বত জীবনের প্রার্থনা এই—
পরমদৈবতের পাদপদ্মে;

মনে রেখো—সেই দয়ী-পুরুষই নারায়ণ—
যিনি প্রতিটি অস্তিত্বের সম্বর্দ্ধনী শুভ-বর্ত্ম । ৪৩।

লোকসংখ্যা যা'ই হো'ক না কেন—
অধিকাংশ লোক
নিজ প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত
উপচয়ী উৎকর্ষী শ্রম-চলনে
অভ্যস্ত হ'য়ে উঠলে—
উর্ব্বরতা সর্ব্বতোমুখীন হ'য়ে
প্রতুল চলনে চ'লবেই কি চ'লবে,
তবে নিয়ন্ত্রণকে চক্ষুষ্মান হ'য়ে দেখতে হবে—
যেন এই প্রাচুর্য্যই
শ্রমকাতর অলসতাকে আমন্ত্রণ না করে;
তাই, সত্তাকে সলীল ও সচল রেখে
প্রাচুর্য্যকে এমনভাবে খরচ ক'রতে হবে—
যা'তে অপ্রাচুর্য্য যেখানে
তা' প্রাচুর্য্য-উৎসরণশীল হ'য়ে ওঠে,
প্রকৃতির প্রাঞ্জলতার বিশেষত্বই ঐখানে;
কোন এক
বহুতে উৎপাদিত হ'য়েই চলে
সংক্রমিক আবর্ত্তনে—
ঐ শক্তি বা গুণের পুরশ্চরণ ক'রতে-ক'রতে—
অবস্থান্তরের ভিতর-দিয়ে—
সময় ও সীমার আবর্ত্তনে অনন্তের দিকে;
তাই, চাই প্রজনন যেমন
উৎকর্ষী চলনে চ'লতে থাকবে—
বৈশিষ্ট্যকে সংহত রেখে বৃদ্ধিপরতায়,—
শ্রমও তেমনি
দক্ষ ও প্রবুদ্ধ হ'য়ে চ'লতে থাকবে—
সময় ও সীমার আবর্ত্তনের ভিতরে
তা'র উদ্ভবী সৌকর্য্যে অনন্তের দিকে । ৪৪।

যেখানে যে ব্যাপারেই হো'ক না কেন—
অংশীদারেরা পরস্পর পরস্পরে সক্রিয় তৎপরতায়
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনা নিয়ে
অন্তরাসী হ'য়ে উঠছে না,
বরং নিজের স্বার্থচিন্তাকে বলবৎ রেখে
অন্যকে ফাঁকি দেওয়ার মতলববাজি চলন নিয়ে,
পরস্পর পরস্পরকে
সর্ব্বতোভাবে উপচয়ী ক'রবার তৎপরতাকে অবজ্ঞা ক'রে,
চিন্তায়, চলনে ও চারিত্র্যে
আপ্যায়ন-অভিধ্যায়িতাকে বিসর্জ্জন দিয়ে,
অপরের যা'-কিছু আত্মসাৎ করার প্রলোভনে
প্রলুব্ধ হ'য়ে চ'লতে থাকে—প্রবৃত্তি-পরিচর্য্যায়,
যশ, মান, আধিপত্যের
উদ্ধত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে,
নিষ্ফলতা ক্রূরদর্পে
কুটিল উপঢৌকনে
তা'দিগকে অনতিবিলম্বেই
আপ্যায়িত ক'রবেই—তা' নিশ্চয়;
অপেক্ষা কর, দেখ । ৪৫।

তোমার জীবন-পরিচর্য্যাকে
সংক্ষিপ্ত, সুচারু ও স্বস্তিপ্রদ ক'রতে
যেমনতর ব্যয়ের প্রয়োজন,
তা' ক'রবেই,
আর, অর্জ্জন যেন এমনতর উদ্বর্ত্তনশীল হয়—
যা'তে ঐ ব্যয় তোমার পক্ষে
সহজ ও সুগম হ'য়ে ওঠে,
তা' বাদে
যা' উদ্বৃত্ত থাকবে তোমার কাছে—
সেগুলিকে ক্রমনিয়মনে
এমনতরভাবে সঞ্চয় ক'রে রেখে দিও যে,

সংরক্ষিত তহবিলের উপস্বত্ব দিয়ে
সাধ্যমত উপযুক্তভাবে
তোমার পরিবেশকে সাহায্য ক'রতে পার;
আরো মনে রেখো—
তোমার ঐ সুচারুভাবে জীবন-যাপনের জন্য
ব্যয়ের যে বরাদ্দ ক'রে রেখেছ,
যখনই তা'র ঘাটতি বা খাঁক্‌তি হ'য়ে ওঠে,
বা উঠতে পারে বিবেচনা ক'রছ,—
সেই মুহূর্ত্তের থেকেই
অন্যকে পীড়িত না ক'রে
সেগুলি যা'তে সংগ্রহ ক'রে চ'লতে পার,
নিজেকে তেমনতরভাবেই সক্রিয় বিন্যাসে
সুসঙ্গত ও সুব্যবস্থ ক'রে প্রস্তুত রেখো;
অভাব দুর্ভাব আনবে কমই,
জীবনকে পরিবার-প্রতিবেশী-সহ
যথাসম্ভব সলীল সঞ্চলনশীল ক'রে রাখতে পারবে । ৪৬।

বিশ্বজনীন অর্থনীতির
বিশিষ্ট ভাগবত তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে—
শ্রেয়ার্থ-প্রতিষ্ঠ হ'য়ে
যা'দের সত্তাসম্বৰ্দ্ধনী পরিচর্য্যায়
নিরত হ'য়ে র'য়েছ—
বাক্যে, ব্যবহারে, কুশলকৌশলী পরিচর্য্যায়
হৃদ্য অভিব্যক্তি নিয়ে,
আকর্ষণী বোধি-তাৎপর্য্যে,
পরিবেশের সম্বোধি সৃষ্টি ক'রে—
সঙ্গতির সুবিন্যাসে,—
তা'রা হয়তো তোমার সত্তা-উপচয়ী হ'য়ে উঠল না,
কিন্তু যা'দের কিছু করনি—
তা'রাই হয়তো অযাচিত আগ্রহ-অবদানে
তোমাকে সম্বৰ্দ্ধিত ক'রে তুলছে;

এই পরিবেষণী সমবায়ী সাম্য-সংরক্ষণই হ'চ্ছে
প্রকৃতিগত ভাগবত-তাৎপর্য্য;
শ্রেয়ার্থ-পরিপোষণী সংক্ষুধ সম্বেগে
উদাত্ত দরদী অনুকম্পায় যেমন ক'রবে,—
কোথা থেকে, কেমন ক'রে
তোমাকে, তোমার সত্তাকে সম্বর্দ্ধিত ক'রবার
প্রণোদনাপূর্ণ সম্বেগও
পরিবেশ হ'তে তোমাতে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
সার্থক ক'রে তুলবে তোমাকে স্বতঃ-প্রেরণায়;
কিন্তু আত্মস্বার্থ ও প্রতিষ্ঠার দম্বল নিয়ে
যতই যা' ক'রবে,
স্বার্থহানি ও অপ্রতিষ্ঠাও
আবার তেমনি তোমাকে
প্রবঞ্চনার ভেঙ্চি মেরেই চ'লতে থাকবে—
কখন-কখনও বিফল সাফল্যের
তুবড়ীবাজীর জলুস দেখিয়ে । ৪৭।

সুদ নিতেও যেও না,
সুদের লোভে কাউকে অর্থসাহায্যও ক'রতে যেও না,
যা'রা সুদের যে-কোন ব্যাপারেরই
সমর্থক হো'ক না কেন
বা সাহায্যকারী হো'ক না কেন—
সকলেই সমান পাতকী;
সুদ মানুষের যোগ্যতাকে জীর্ণ ক'রে তোলে,
গণ-অর্থনীতিকে ব্যাহত ক'রে তোলে,—
সত্তাকে সঙ্কুচিত ক'রে তোলে,—
ঈশ্বর বা ইষ্ট থেকে বিকেন্দ্রিক ক'রে
সঙ্কীর্ণ স্বার্থ-সন্ধিক্ষুতায়
অভিভূত ক'রে তোলে,
সুদ সত্তাদ্বেষী, গণদ্বেষী, ঈশ্বরদ্বেষী
অর্থনীতির অপধ্বংসী;

যদি কাউকে সাহায্য ক'রতে হয়
সামর্থ্যে যা' কুলায় তা'তে ত্রুটি ক'রো না—
বজায়কে বিপন্ন না ক'রে;
ঐ সাহায্য যদি কাউকে উচ্ছল ক'রে তোলে—
তা'র স্বতঃস্বেচ্ছ কৃতজ্ঞ অভিনন্দন-অবদান
যা' তুমি গ্রহণ না ক'রলে সে দুঃখিত হয়—
তাই-ই নিতে পার যদি উপযুক্ত বিবেচনা কর,
তা' ছাড়া, সুদের একটি দানাকেও স্পর্শ ক'রো না—
পতিত হ'য়ে
পরিবেশকেও পাতকী ক'রে তুলো না—
লোকহিতী লক্ষ্মী
ঈশ্বরের অনুগ্রহ বহন ক'রে
সম্বর্দ্ধিত ক'রবে তোমাকে । ৪৮।

মাঙ্না পাওয়ার কদর থাকে না—
কারণ, তা'তে যোগ্যতার উপচয়ী শ্রমচর্য্যা নেই,
তাই, ঐ পাওয়াতে মমত্বও থাকে না,
সেইজন্য ঐ প্রাপ্তিতে
অব্যবস্থ বাহুল্যখরচ-নিয়ন্ত্রণের হদিশও
মাথায় গজিয়ে ওঠে না—
অন্যায্য যথেচ্ছ অপচয়ী ব্যবহারকে
তা'র ন্যায্য ব'লেই মনে হয়,
নিজের যোগ্যতাকে সুনিয়ন্ত্রিত চলনে খাটিয়ে
উপচয়ী অর্জ্জনে
ন্যায়নিষ্ঠার সহিত তৎপর থাক,—
অপচয়ী অব্যবস্থ বেহুদা বাহুল্য-খরচ
মমত্ববোধের খাতিরেই নিয়ন্ত্রিত হ'তে থাকবে,
বাজে বিপর্য্যয়ী অন্যায্য অপচয়ের হাত থেকে
ঐ হিসাবী চলনাই বাঁচিয়ে রাখবে তোমাকে;
এও যেমন—আবার অন্যায্য উপার্জ্জনও
লোভপরবশতায়

অন্যায্য প্রয়োজন সৃষ্টি ক'রে
মানুষকে ক্রূর অর্জ্জনী ক'রে তোলে,
আর, ঐ স্বভাবই প্রতিক্রিয়ায়
ক্রূর বিধ্বস্তির আবাহক হ'য়ে ওঠে,
—তাই, সাবধান থেকো । ৪৯।

ব্যবসায়ীই হো'ক, আর, যে-কেউই হো'ক—
দেশ, কাল ও পাত্রানুগ
উৎপাদন, প্রস্তুতি ও শ্রমনির্ব্বাহী
মূল্যের ব্যতিক্রম ক'রে
বা তা'তে বাধা, বিপর্য্যয় সংঘটন ক'রে
যা'রা অধিক অর্থে বিনিময় বা বিক্রয় করে
—তা'রা কূটচৌর্য্যে
সমঞ্জসা বিশ্বমিতির ব্যতিক্রম সম্পাদন ক'রে
অর্থস্ফীতি ও আনুষঙ্গিক কৃচ্ছ্রতার আবাহনে
অনর্থকেই আমন্ত্রণ ক'রে থাকে—
বিধি-বিস্রোতা ঈশ্বর ব্যাহত হ'ন সেখানে—
যা'র প্রতিক্রিয়ায়
গণবিক্ষোভ দুর্দ্দান্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে
ঐ দুষ্কৃতকারীদিগকেই
বিশেষভাবে বিধ্বস্ত ক'রে তোলে,
এমন-কি, ঐ গণদাহী ক্ষুধা
তা'দিগকে সর্ব্বনাশেরই আহুতি ক'রে তোলে;
তাই, যা'ই কর না কেন
সপরিবেশ তোমার
সহজ সত্তা-সংরক্ষণী সেবার উপর দাঁড়িয়েই
ক'রতে যেও,—
সমৃদ্ধির উপঢৌকনে নন্দিত হ'য়ে উঠবে,
লক্ষ্মী তাঁ'র চিহ্নিত জ্ঞান, দর্শন, অঙ্কন, আলোচন নিয়ে
চঞ্চল পায়েও তোমাতে অচল হ'য়ে রইবেন । ৫০।

শ্রেয়-সান্নিধ্য লাভ কর—
সক্রিয় অচ্যুত অনুবেদনা নিয়ে;
তাঁকে সম্মুখে রেখে
অর্থাৎ তাঁকে মুখ্য ক'রে
তাঁ'র উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনায়
আত্মনিয়মনী তপস্যার ভিতর-দিয়ে
নিষ্পন্নতার অনুশীলনে
অর্জ্জনপটু হ'য়ে ওঠ—
শ্রমসুখপ্রিয়তার আত্মপ্রসাদ নিয়ে;
এমনি ক'রেই
অগ্রগতিশীল উন্নতিপরায়ণ অর্জ্জনপটু হ'য়ে ওঠ;
তাঁকে সম্মুখে রেখে
এমনতর এগিয়ে যাওয়া—
উপযুক্ত অনুশীলনী তৎপরতায় উপচয়ী হ'য়ে—
সহজ কথায়, তা'কেই উপায় ব'লে থাকে;
তাই, এই উপায়ই হ'চ্ছে অর্জ্জনী পন্থা—
সার্থক সর্ব্বসঙ্গতি নিয়ে
উপচয়ী অর্জ্জনপটু হ'য়ে উঠবার কৌশল,
কৃতবিদ্য হওয়ার অনুশীলনী তপ,
যোগ্যতার যোগ-দীপনা। ৫১।

কেউ জীবিকায় যুতমনা ও যুতবোধনা হ'লেও
তা' কিন্তু সার্থক সঙ্গতিহারা হ'য়ে উঠবে,—
যদি সে শ্রেয়ার্থপরায়ণ একরাগদীপ্ত হ'য়ে
তদ্-অর্থ ও স্বার্থকেই
অনুশীলন-তৎপরতায় মুখ্য ক'রে না তোলে;
কারণ, স্থূল ও সূক্ষ্মের সার্থক নিয়মনায়
সে সঙ্গতিশালী হ'য়ে উঠতে পারে না,
আসক্তির লোলজিহ্বা
লুব্ধতার দিকদারিতে
তা'কে মুহ্যমান ক'রে রাখে,

তাই, সে শ্রেয়-সংস্রবে পরাঙ্মুখ হ'য়ে
তাঁ'র তৃপণপ্রসাদকেই
উপেক্ষা ক'রে থাকে,
আর, এই উপেক্ষা
অপেক্ষা করে না
জাহান্নমের হোমবহ্নিকে আমন্ত্রণ ক'রতে । ৫২।

মানুষকে
যত আপনার ক'রে তুলবে—
স্নেহ-প্রীতি পরিচর্য্যায়,
অনুকম্পী অনুবেদনায়,
দেখবে—
ততই তোমার কৃতি-ঊর্জ্জনাও
বেড়ে যা'চ্ছে,
তা'দের শ্রমপ্রিয় উৎসর্জ্জনা
যতই বিনায়িত হ'য়ে উঠবে—
তোমার শ্রেয়-কৃতি-উৎসর্জ্জনা
তেমনই বেড়ে যাবে;
'হা পয়সা', 'হা পয়সা' ক'রে
ঘুরে বেড়িও না,
দাসজীবনকে
গলার মালা ক'রে নিও না,
সেই উপাধি-বিভূষিত হ'য়ে
নিজেকে
গৌরবান্বিত মনে ক'রো না,
তোমার গৌরব জেনো—
প্রতিটি ব্যষ্টিগত সত্তার
অস্তিবৃদ্ধি—
নিষ্ঠানিপুণ আনুগত্য-কৃতি নিয়ে,
শ্রমপ্রিয় উৎসর্জ্জনায়;
অর্থই বল,

সামর্থ্যই বল,
বিদ্যাই বল,
আর, উপাধি-ই বল,
ঐ-ই কিন্তু সুনিষ্ঠ অনুদীপনা । ৫৩।

ইষ্টনিষ্ঠ হও,
ইষ্টার্থ
কৃতিতে উদ্দীপিত হ'য়ে উঠুক,
বিভূতি-প্রত্যাশী হ'য়ো না,
দরদী-অনুকম্পা নিয়ে চল,
প্রতিপ্রত্যেকের অন্তরে
তোমারই ঐ বিভূতিকে
নিবিষ্ট ক'রে দাও,
বিভূতি-বিভবের প্রত্যাশা ক'রো না,
চর্য্যা কর,
স্বস্তিপ্রসন্ন ক'রে তোল,
স্বস্তি-পরিবেদনায়
শিষ্ট ক'রে তোল;
প্রতিটি লোকই তোমার
স্বার্থকেন্দ্র হ'য়ে উঠুক,
সুফলপ্রসূ বৃক্ষের মতন তুমি তা'র
সেবাপরিচর্য্যার মালী হ'য়ে ওঠ,—
মলিনত্বগুলিকে দূর ক'রে দিয়ে
সুদীপ্ত ক'রে তোল;
অর্থ হ'য়ে
ঐ ঊর্জ্জনাই তোমার স্বার্থকে
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলবেই কি তুলবে । ৫৪।

আবার বলি—
তোমার জীবনে ইষ্টনিষ্ঠা, গুরুজনে শ্রদ্ধা,
কা'রও প্রতি সমীচীন সৎ করণীয় যা'—

সেগুলি অবজ্ঞা ক'রো না,
তোমার অন্তঃস্থ বিভববিভূতি যা'-কিছু আছে—
তা' যেটুকুই থাক্ না কেন—
তা'তেই ভর দিয়ে
সেগুলি ক'রতে আরম্ভ কর—
ত্বরিত নিষ্পন্ন করার চেষ্টায়,
তোমার অন্তঃস্থ অনুদীপনা
সমীচীন তাৎপর্য্যে ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাবে,
ন্যায্যতা
ক্রমিক পর্য্যায়ে
বৃদ্ধির দিকেই এগোতে থাকবে,
তুমি না চাইলেও
বিভূতি-বিভব ক্রমশঃই তোমাকে
সম্বৃদ্ধ ক'রে চ'লবে,
জীবনীয় তাৎপর্য্য যা'
তা'ও সার্থক হ'য়ে উঠবে । ৫৫।

তুমি লাখ পয়সা নাড়াচাড়া কর না কেন—
লাখ ঐশ্বর্য্যেরই অধিকারী হও না কেন—
তা'তে কিছুই এসে যায় না,—
যদি তোমার অন্তঃকরণ
আবেগসিদ্ধ সম্বেদনায়
না জানতে পারে,
না বুঝতে পারে—
তুমি তাঁ'রই তহবিলদার;
তাঁ'র উদ্দেশ্য-আপূরণী কর্ত্তব্য ছাড়া
ঐ অর্থ বা ঐশ্বর্য্য
তোমার জীবনান্তেও খরচ ক'রতে নাই;
এতটুকু বেলয় খরচ ক'রলে
তোমার পা হ'তে মাথা পর্য্যন্ত
সব ঝম্‌ঝম্ ক'রে উঠবে—

অতিষ্ঠকর ঝিমানি নিয়ে,
বৈকল্যের বিকল চলন
তোমাকে বিদ্রূপ ক'রে উঠবে,
তবে তো তুমি তহবিলদার
সেই ইষ্টের
সেই বিভুর?
নয়তো স্বার্থান্ধ অনুবেদনা
তোমাকে বিক্ষিপ্ত ক'রবেই কি ক'রবে—
বিদ্রূপের কটাক্ষপাতে । ৫৬।

তুমি যদি মানুষের কাছে
'দেব' ব'লে কিছু নাও,
কিংবা ওয়াদা কর,
ওয়াদা ক'রে তা' যদি না দাও,—
তুমি জেনে রেখো,
ক্রমে-ক্রমে তোমার কৃতি-সম্বেদনা
স্তব্ধ ও ঘোরালো হ'য়ে উঠছে,
ইচ্ছা-উর্জ্জনাটাই স্থবির হ'য়ে উঠছে,
সঙ্গে-সঙ্গে কৃতিদীপনাও নিথর হ'য়ে উঠছে,
কিছুদিনের মধ্যে দেখতে পাবে—
তোমার দেওয়ার প্রবৃত্তি
ঐ দেওয়ার প্রবৃত্তি থেকে বিচ্যুত হ'য়ে
বিকৃত তাৎপর্য্য ধারণ ক'রছে,
দিতে পারা
কঠিনই হ'য়ে উঠবে,
ফলে, আসবে অকৃতকার্য্যকারিতা,
তুমি একটা প্রবঞ্চক, ধাপ্পাবাজ ব'লেই
লোকের কাছে প্রতীয়মান হ'য়ে উঠবে,
ব্যতিক্রমদুষ্ট তাৎপর্য্য
তোমাকে অমনতরই ক'রছে কিন্তু;
সাবধানে থেকো,

দিতে তৎপর হ'য়ো—
তা' যেমন কষ্টই হো'ক;
কথাকে মেরো না,
কথার সম্বৃদ্ধি-সম্বেদনা—
যা' মানুষকে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে—
ক্রমেই হারিয়ে ফেলবে কিন্তু,
তামস-অভিদীপনায়
উচ্ছল হ'য়ে উঠে
ব্যর্থতাকেই ডেকে আনবে ।৫৭।

তুমি বেশ ক'রে বিবেচনা ক'রে দেখ—
তোমার যোগ্যতা কতখানি,
তোমার শ্রমজাত উৎপাদনই বা কেমনতর,
কী সময়ে, কেমনতরভাবে, কী রকম উৎপাদন
তোমার যোগ্যতার পক্ষে সম্ভবপর,
তা'র জন্য অনায়াসে তুমি তোমাকে
কী মূল্য দিতে পার—
যে-মূল্য দিয়ে তোমার বজায়ী চলনা
ব্যাহত হ'য়ে না ওঠে,
তা'ই কিন্তু তোমার যোগ্যতার
শ্রম-উৎপাদনী মূল্য,
তুমিও অন্যের কাছে
তাই-ই আশা ক'রতে পার,
মূল্যস্বরূপ যে-মুহূর্ত্তেই
ঐ উচিত অর্থাৎ সমবায়ী পাওনা হ'তে
বেশী নিয়ে ফেললে
সেই মুহূর্ত্তেই তার বজায়ী সত্তাকে
শোষণ ক'রলে কিন্তু;
আবার, এও মনে রেখো—
ঐ শোষণের প্রতিক্রিয়া
অনতিবিলম্বে তোমাকেও ছাড়বে না কিন্তু;

তাই, তোমার যোগ্যতাকে
এমনতর সম্বৃদ্ধ ক'রে তোল—
যা'র ফলে, অন্যের সত্তাকে শোষণ না ক'রেও
সংঘাত না ক'রেও
বিপন্ন না ক'রেও
তুমি প্রতুলভাবে পেতে পার,
আর, সেই-ই তোমার প্রকৃত প্রাপ্তি,
তা'তে তুমিও বাঁচবে, অন্যেও বাঁচবে—
সম্বৃদ্ধির পথে চ'লবে সবাই;
তোমার যোগ্যতার শ্রম-উৎপাদন
যদি তোমাকে
সচ্ছল ক'রে না তুলতে পারে—
নিজেকে বজায় রাখতে
বরং অন্যের সাহায্য নিও,
তথাপি, ফাঁকি দেওয়ার
শোষক-প্রকৃতিসম্পন্ন হ'য়ে
ভেজালে ভুলিয়ে
অসৎ-ভাবে কা'রও হ'তে কিছু নিতে যেও না,
জাহান্নমের পথে নিজেও যেও না,
অন্যকেও যেতে দিও না,—
তোমাদের বাঁচা জ্বালী-সম্বেগে
জলুস বিকিরণ ক'রে
উচ্ছল হ'য়ে চ'লবে,
ভাব, খতিয়ে দেখ—কী চাও । ৫৮।

যে-কোন উৎপাদনী সংস্থাই হো'ক না কেন—
বিশেষতঃ কৃষি ও শিল্পের বেলায়—
যদি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য না থাকে,—
মানুষের প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ অনুরাগ স্বার্থ-সংক্ষুধ হ'য়ে
তা'রই আপূরণ-সন্ধিৎসায়
শিথিল-দায়িত্ব হ'য়ে ওঠে,

আর, সে শিথিল-দায়িত্বসম্পন্ন হ'য়েও
ঐ উৎপাদনের লাভ হ'তে
যৌক্তিক আবরণে
অন্যের শ্রমচর্য্যাকে প্রবঞ্চিত ক'রে
নিজের স্বার্থ-আপূরণী সন্ধিৎসায়
বুদ্ধিমতন
কোনপ্রকার অপকৌশল অবলম্বন ক'রতে
কসুর করে না,
তাই, সমবায়ী সংস্থাকে
প্রায়ই শ্লথ ও ব্যর্থ হ'তে দেখা যায়;
কিন্তু যেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য
দায়িত্ব-সত্তায় দাঁড়িয়ে
নিজেরই অর্জ্জন-তৎপরতায়
ঐ কৃষি ও শিল্পের পরিবেক্ষণ, নিয়মন
ও ব্যবস্থা ক'রতে থাকে,
তখন সে তা'র
বোধি ও বৃত্তির সাধ্যমত সঙ্গতি নিয়েই
তা' ক'রতে থাকে—লাভেরই আশায়,
তাই, তা'তে তা'র কৃতকার্য্য হওয়ার সম্ভাবনা বেশী,
কারণ, সে তখন নিজ-স্বার্থে অন্তরাসী হ'য়ে
উপযুক্ত সহযোগী অনুকম্পী উপদেষ্টার
সাহায্য নিতে উন্মুখই হ'য়ে থাকে,
চেষ্টাও করে;
তাই, বহুল উৎপাদনী ব্যাপারেও
স্বাতন্ত্র্য-সমন্বিত ব্যক্তিস্বত্বই
শ্রেয় ব'লে মনে হয়;
আর, তা'তে যা'রা কৃতকার্য্য হ'য়ে ওঠে—
অর্জ্জনপ্রবণ হ'য়ে ওঠে,
ঐ কৃতী-অর্জ্জন হ'তে দান-খয়রাত ক'রে
আত্মপ্রসাদও লাভ ক'রে থাকে তা'রা বেশী,
তা'র ফ'লে অযোগ্য যা'রা

তা'দের অনেকেই ঐ সাহায্য বা দানের
পরিপোষণ নিয়ে
স্বাতন্ত্র্য-অভিচলনে চ'লে
সার্থক হ'য়ে উঠতে পারে বা উঠেও থাকে । ৫৯।

যে যা'ই বলুক না কেন,
খেয়ে-প'রে স্বচ্ছন্দে জীবন-যাপন করা
ও ধনী হওয়ার স্বপ্ন
যে যতই দেখাক না কেন,
তোমার অর্থনৈতিক সমস্যার মীমাংসা
তোমার যোগ্যতাতেই নিহিত আছে,—
যে-যোগ্যতা স্বতঃ-সন্দীপনায়
অর্থকে উপার্জ্জন ক'রতে পারে;
যাঁ'র উপর দাঁড়িয়ে তোমার জীবন চ'লছে,—
পাওয়ার প্রলোভনে
নিয়ত সেদিকেই হাত বাড়িও না,
যোগ্যতা জয়যুক্ত হবে না কিন্তু তাহ'লে;
আবার, এই যোগ্যতা জীয়ন্ত হ'য়ে ওঠে—
শ্রেয়নিষ্ঠ তপশ্চর্য্যার অনুশীলনায়,
এই অনুশীলনার ভিতর-দিয়েই
মানুষের অন্তর্নিহিত ইচ্ছাশক্তি
সক্রিয় হ'য়ে উঠতে থাকে;
আবার, এই অর্থের উপযুক্ত পরিবেষণে
বা পরিপোষণায়
তা'র আমদানীও স্বতঃস্রোতা হ'য়ে চ'লতে পারে,
তোমার যোগ্যতা এই সব দিক্-দিয়ে
যতই সুযোগ্য হ'য়ে উঠবে,—
অর্থনৈতিক জীবনও তোমার
সচ্ছলতায় উচ্ছল হ'য়ে চ'লবে ততই;
তাই, যদি মীমাংসাই চাও,
এখনই লেগে যাও—

বৈশিষ্ট্যানুপাতিক
তোমার যে-দিকে যেমন ন্যাক,
ভেবো না,
ঐ মীমাংসা অনতিবিলম্বেই
তোমাকে আপ্যায়িত ক'রে তুলবে;
ঈশ্বর সবারই সর্ব্বার্থ-অন্বয়ী সুকেন্দ্র,
ঈশ্বরই অনুশীলনী সম্বেগ,
যোগ্যতাতেই ঈশিত্ব অধিষ্ঠিত,
আর, আধিপত্য যেখানে যেমন
যোগ্যতাও সেখানে তেমনি । ৬০।

কৃপণ হ'য়ো না,
উপযুক্ত ঔচিত্যকে অগ্রাহ্য ক'রো না,
মিতব্যয়ী হও—
কাজের ওজনমাফিক খরচ ক'রো,
যা' ক'রতে যেমন লাগে
সেইটুকুই খরচ ক'রো,
যেখানে যেমন প্রয়োজন
বিহিতভাবে তা'ই-ই ক'রো;
কৃপণ হ'য়ে যে-খরচ আজ ক'রলে না
বা যা' আজ ক'রলে না,
অগ্রাহ্য ক'রে রেখে দিলে
হয়তো দুদিন পরে
তা'র থেকে ঢের বেশী লাগতে পারে,
তেমনি বিভবের রাহাজানি ক'রতে যেও না,
বিভব বা সম্পদ্ যা' আসে
বা যা'র সংস্থান হয়—
তা'কে সমীচীন ব্যবহার ক'রো,
নষ্ট না হয় সেদিকে নজর রেখো,
যেখানে যেমন প্রয়োজন—
তা'র চেয়ে কম লাগালে

সেটা কার্পণ্যের খোরাক হ'য়ে ওঠে,
প্রয়োজনকে আপূরিত ক'রতে পারে না কিন্তু । ৬১।

পয়সায় পরিশ্রম কিনে
বা পয়সার প্রত্যাশায় প্রলুব্ধ হ'য়ে বা ক'রে—
যে-কাজই কর না কেন,
তা' কিন্তু জীয়ন্ত হ'য়ে উঠবে না,
আর, প্রাণদ বর্দ্ধনপ্রবণও হ'য়ে উঠবে না,
বরং তা' আরোতর উপরি পাওনার প্রলোভনে
অভিভূত ক'রে তুলবেই,
তা' ছাড়া, ক্রমশঃই শৈথিল্যের দিকেই
অবশায়িত ক'রে তুলবে;
কারণ, আদর্শ ও তঁদনুগ উদ্দেশ্যে
অনুরাগবিহীন কেনা পরিশ্রমের ভিতর-দিয়ে
তোমার প্রাণন-সম্বেগ ফুটন্ত হয় না যেমন,
আর, যা'রা তেমন করে—
তা'দেরও তা' হয় না,
তাই, ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের সংঘটনও হ'য়ে থাকে ঐ পথে;
কিন্তু নিষ্ঠা-উদ্দীপ্ত অনুপ্রেরণী উদ্বোধনা নিয়ে
বিহিত আগ্রহ-সম্বেগশীল আকৃতির সহিত
পারস্পরিক অনুপ্রাণতায়
একায়িত কৃতিদীপ্ত হ'য়ে
সার্থক সম্বর্দ্ধনী সম্বেগে যা'ই কর না কেন,—
তা' কিন্তু জীয়ন্ত সমাধানেই সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠবে,
এবং তা' অনেকের ভিতরই
এমনতর প্রাণদ প্রেরণার সৃষ্টি ক'রে
তা'দিগকে কর্ম্মমুখর সংহত ক'রে তুলবে;
ইষ্টীপূত নিষ্ঠা নিয়ে
কিছু ক'রতে গেলে
তোমার আবেগ-জীবন
যেমন কৃতিদীপ্ত হ'য়ে ওঠে—

সেই আবেগদীপ্ত সমাধানী কর্ম্ম
ঐ অমনতর অনুপ্রেরণা বহন ক'রে
অনেককেই অমনতর জীয়ন্ত ক'রে তুলে' থাকে;
আর, যে-সমাজ বা রাষ্ট্রে
এমনতর ইষ্টীপূত নিষ্ঠাপ্রবুদ্ধ কৃতিচর্য্যা
যত মুখর ও জীয়ন্ত,
সে-সমাজ ও রাষ্ট্র
ততখানি বর্দ্ধনমুখর ও জীবনসম্বেগী । ৬২।

সত্তার বিবর্ত্তনী পোষণ, পূরণ
ও সংরক্ষণ-পরিচর্য্যাই হ'চ্ছে ধর্ম্ম,
ধর্ম্ম যেখানে যোগ্যতায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে
ব্যষ্টি ও সমষ্টির সংহতিতে
সহজ হ'য়ে উঠছে না—
সর্ব্বসমঞ্জসা, সার্থক অন্বয়ী
অর্থনৈতিক তাৎপর্য্যে,
প্রতিটি ব্যষ্টি-সহ সমষ্টিকে উদ্ভিন্ন ক'রে,—
তা' কিন্তু বিকৃত বা ব্যতিক্রমী;
আর, যা' বা যে-মতবাদ
জীবনকে বিকৃত চলনে চালায়
তা' কিন্তু ধর্ম্ম নয়,
তা'র পোষকও নয়, বরং সত্তাশোষক,
তাই, ধর্ম্মই হ'চ্ছে অর্থনীতির ভিত্তি,
আর, এই অর্থনৈতিকতা
সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ব-আপূরণী হ'য়ে
সত্তায় সার্থক হ'য়ে ওঠা চাই,
নইলে, এই অর্থনৈতিকতার দাঁড়া
শুধুমাত্র প্রবৃত্তির ভোগ-উপকরণ-ইন্ধন হ'য়ে
বিচ্ছিন্নতার বিভ্রান্ত চলনে
ভেঙ্গে খান-খান হ'য়ে উঠবে,
আবার, এই অর্থনৈতিকতার

ভিত্তিই হ'চ্ছে যোগ্যতা—
তা' ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে
বোধিদীপ্ত কুশল-তাৎপর্য্যে,
ক্ষিপ্র ও দক্ষ দীপন-সম্বেগে;
আর, এই যোগ্যতা শুধু
ব্যষ্টিগতভাবে সমষ্টিতে চারিয়ে গেলেই চ'লবে না,
আবার চাই সহযোগিতার ভিতর-দিয়ে
বৈশিষ্ট্য-অধ্যুষিত প্রতিটি ব্যষ্টি ও শ্রেণীকে
প্রতিটি ব্যষ্টি ও শ্রেণীর প্রতি
অন্তরাসী ক'রে তোলা—
পারস্পরিকতায়, পোষণ-প্রবর্দ্ধনে
উন্নতির অধিগমনে উন্নীত ক'রে
ভেঙ্গে একশা' ক'রে নয়কো,
কারণ, বৈশিষ্ট্যবান কোন ব্যষ্টি বা শ্রেণীর
সহযোগ-সঙ্গত ক্রমাধিগমন যদি ব্যাহত হয়,—
প্রত্যেকেই পোষণ-বঞ্চিত হ'য়ে
যোগ্যতায় শীর্ণ হ'য়ে উঠবে,
তাই, পারস্পরিক বৈশিষ্ট্যপালী
পরিপূরণ ও পরিপোষণই
ব্যষ্টি, শ্রেণী ও সমষ্টির অকাট্য স্বার্থ;
এর ভিতর-দিয়েই সংহতি দানা বেঁধে উঠে থাকে,
শক্তিও বিস্ফূরিত হ'য়ে ওঠে তখনই,
আবার, এই দানা বেঁধে উঠতে হ'লেই—
আপূরণী, বৈশিষ্ট্যপালী, একসূত্রসঙ্গত
প্রজ্ঞা-প্রকৃতিসম্পন্ন জীবন্ত একটি দানায়
নিবদ্ধ হ'তে হবে—
একানুধ্যায়ী একান্ত উৎকণ্ঠা-আবেগের সহিত
প্রবৃত্তি ও প্রকৃতির সার্থক সংহতিতে,
যা'র ফলে, ঐ একার্থ-আপূরণী উৎকণ্ঠা-সম্বেগ
প্রেরণা-প্রবৃত্তির সহিত
যোগ্যতায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে,—

যা' থেকে আসে উপচয়ী অর্জ্জন;
তবে সেই ব্যষ্টিতে উদ্ভিন্ন যোগ্যতা
সমষ্টিতে সুদৃঢ় নিবন্ধের সৃষ্টি ক'রে
একানুবর্ত্তিতায় নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে চ'লবে,
আর, এই চলনই হ'চ্ছে—
উন্নতি বা বিবর্ত্তনের পথে ক্রম-পদক্ষেপ,
যা'র ফলে, জাতি যোগ্যতায় সম্বৃদ্ধ হ'য়ে
অচ্ছেদ্য পরম সংহতি নিয়ে
বিবর্ত্তনে বিবৃদ্ধ হ'য়ে চ'লতে থাকে;
ঐ দানাই জীবন্ত আদর্শ—
বাহ্য ও আন্তর পারিবেশিক সঙ্গতি
সমন্বয়ী সামঞ্জস্যে
যাঁ'তে সার্থকতায় বোধায়িত হ'য়ে উঠেছে—
বিবর্ত্তনের আপূরণী তাৎপর্য্যে
জৈবী-সত্তায় অনুস্যূত হ'য়ে,
আর, ঐ একানুধ্যায়ী আদর্শ
পূরয়মাণ সন্দীপনায়
ঈশ্বরে একসূত্রসঙ্গত হ'য়ে
যোগ্যতা ও সার্থকতার উদ্দীপনী অনুপ্রেরণায়
উদ্ভিন্ন জলুসে
ব্যষ্টি-জীবনে যতই ফুটে উঠতে থাকবেন—
তা'র অন্তর্নিহিত শ্রদ্ধা-অনুস্যূত
অনুরাগের ভিতর-দিয়ে,—
ঐ বহু
সমর্থ উদ্ভিন্নতায়
প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে
সেই একার্থে সার্থক-চলনে চ'লতে থাকবে ততই—
বিবর্ত্তন-অভিদীপনায়;
এই বাস্তব বৈশিষ্ট্যপালী
সত্তাপোষণী সমন্বয়ী সঙ্গতিই হ'চ্ছে—
অর্থনীতির সার্থক পরিণতি,

আর, অমৃত ঐ পথেই আশীর্ব্বাদ নিয়ে
জাতিকে দেব-অভিনন্দনে উদ্দীপ্ত ক'রতে থাকবে
তখন থেকেই ।৬৩।

যিনি সুকেন্দ্রিক শ্রেয়নিষ্ঠ,
শ্রেয়ানুগ চলনই
যাঁ'র জীবনকে বিনায়িত ক'রে চ'লে থাকে,
লোকস্বস্তি-অনুধ্যায়িতাই
যাঁ'র লুব্ধ সম্বেগ,
লোকস্বার্থকে যিনি স্বীয় স্বার্থ ব'লে
বিবেচনা করেন,
আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টির
অন্বিত সার্থক অনুবেদনা
যাঁ'র জীবনের প্রবুদ্ধ প্রভাব হ'য়ে উঠেছে,—
তাঁ'কে লোকহৃদয়
তা'র অন্তরের আকুল আবেগ নিয়ে
অর্ঘ্য-অঞ্জলি দিয়ে
সার্থক বিবেচনা ক'রে থাকে;
আর, এই লোকপূজার অর্ঘ্যই
যাঁ'র স্বস্তি-অর্চ্চনার
যাজ্ঞিক হোমবহ্নির আহুতি—
অর্থ তাঁ'তে আত্মনিবেদন ক'রে
সার্থক হ'তে চাইবে,
তা' আর বেশী কি?
কারণ, মানুষের জীবনই
যোগ্যতা আহরণ করে,
আর, যোগ্যতাকেই পূজা ক'রে থাকে অর্থ,
সে-অর্থ স্বতঃই সার্থক হ'য়ে উঠে থাকে
জীবনপ্রেরণা-প্রদীপ্ত
স্বস্তি-প্রতীক ঐ মূর্ত্ত শ্রেয় যিনি তাঁ'তে,
আর, এই সার্থকতাই

স্বস্তিকামী হৃদয়ের জীবন-অর্চ্চনা;
অমনতর পূরণ-পুরুষের ঐ অর্থ দেখেই
এবং অর্থের ব্যবহার দেখেই
যদি তুমি মনে ক'রে থাক—
অর্থের গরমে তিনি গরীয়ান হ'য়ে উঠেছেন,
—তুমি নিরেট মূর্খ,
শ্রেয়-চক্ষু তোমার নাই,
লোক-স্বস্তি তোমার অন্তরের
অভ্যুদয়ী শ্রদ্ধাঞ্জলি নয়কো,
তুমি ভাব—
হৃদয় থাক্ বা না-থাক্
চরিত্র থাক্ বা না-থাক্
'যেন তেন প্রকারেণ' অর্থ উপায় ক'রে
আত্মম্ভরি দাম্ভিক-চলনে চ'লতে পারলেই জীবন সার্থক;
তুমি সুনিষ্ঠ শ্রেয়কেন্দ্রিক না হ'য়ে
শ্রেয়ানুগ চলনে তোমাকে বিনায়িত না ক'রে
হৃদয়কে স্ফোটনফুল্ল না ক'রে
জীবনবৃদ্ধির ধর্ম্মকে
স্বস্তি-বিনায়িত না-ক'রে তুলে—
যদি অর্থকেই কাম্য ক'রে তোল,
মনে রেখো—তোমার অন্তরে লক্ষ্মী
সুচঞ্চলা হ'য়ে ছট্‌ফট্ করছেন,
তোমার চেষ্টাই তোমাকে মূঢ় ক'রে তুলবে;
অর্থ যা'দের সেবা করে—
তুমি তা'দের প্রতি
অন্তরে হিংসা-প্রণোদিতই হ'য়ে রইবে,
তৈলমর্দ্দন-পেশা ছাড়া
সাত্ত্বিক স্বস্তি-হোমযজ্ঞের
পুরোহিত হওয়া তোমার পক্ষে সুদুষ্কর,
তুমি প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ না হ'য়েই থাকতে পারবে না,
তোমারই নিষ্ঠুর আঘাতে

তুমি বিক্ষত হ'য়ে চ'লতে থাকবে;
তাই বলি—এখনও সাবধান, ফের,
শ্রেয়নিষ্ঠ হও, তঁদনুগ চলনে চল,
তঁদর্থেই তোমাকে অর্থান্বিত ক'রে তোল,
অর্থের অনুদীপনা
তোমাতে বিভাবিত হ'য়ে উঠুক;
মনে রেখো—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয় যিনি
তাঁ'রই অন্তঃকরণে
ঈশ্বর প্রভাব বিস্তার ক'রে থাকেন,
ঈশ্বরই পরম শ্রেয়,
ঈশ্বরই সব-কিছুরই অর্থনার আদি ভূমি,
ঈশ্বরই ধী-চক্ষুর পরম দীপ্তি,
ঈশ্বরই যোগ্যতার অনুদীপনী তেজ,
ঈশ্বরই পরম অর্থ । ৬৪।

তোমার উদ্দেশ্যই যেন হয়—
ইষ্টার্থী ভজনচর্য্যা
অর্থাৎ সেবাচর্য্যা—লোক-সেবাচর্য্যা,
আর, তাই-ই ভিক্ষা,
যা' মানুষকে সাত্বত প্রাপণায় উদ্দীপ্ত ক'রে
উপযুক্ত ব্যবস্থিতি ও বিভাগে তা'দিগকে
সব দিক্-দিয়ে
সাত্বত সম্বর্দ্ধনায় উন্নত ক'রে তোলে,
—দুঃখ, বেদনা, আঘাত যা'-কিছু
সবগুলির নিরাকরণ-পদ্ধতির অনুনয়নে
সম্বর্দ্ধনার আগ্রহ-উন্মাদনায়
মানুষকে উচ্ছল ক'রে তোলে—
অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী,—
তা' দেখাশোনায়, মেলামেশায়,
আলাপে-আলোচনায়, প্রবোধনী পরিচর্য্যায়,

উদ্বোধনার উদ্দীপনী উৎসর্জ্জনায়;
তা'তে যদি নিজের
অভাব-অভিযোগের কথা ব'লতে হয়,—
তা'দের অবস্থা জেনেশুনে
যেখানে যেমন প্রয়োজন—ব'লবে,
সে-বলা যেন তা'দিগকে
সাহসী আত্মনির্ভরশীল হ'তে সাহায্য করে;
আবার, তোমার সামর্থ্য-সঙ্গতিতে যেমন কুলায়—
তা'র যে-কোনরকম সাহায্যের দরকার—
তা'ও ক'রবে,
এতটুকুও ত্রুটি ক'রবে না;
তা'রা যদি প্রীতি-উপহার-স্বরূপ
তোমাকে কিছু দিতে চায়,
বা অভাবের তাড়নাকে প্রশমিত ক'রতে
তোমাকে সাহায্য ক'রতে চায়,
তুমি ব'লো—পরমপিতা তো আছেনই,
আর, তাঁ'রই তোমরাই তো আছ
আমার অক্ষয় ভাণ্ডার,
তোমরা থাকতে অভাব-অভিযোগে
আমার কী ক'রতে পারে?
আর, আমরাও তোমার তেমনি আছি,
আমরা থাকতে তোমরাও বা
অভাব-অভিযোগে নিষ্পেষিত হবে কেন?
এমনতর উচ্ছল প্রদীপ্ত ভরসায়
তা'দিগকে উদ্দীপ্ত ক'রে তোল;
এমনতরভাবে
তা'রা তোমার সাত্বত আলাপ-আলোচনা, ব্যবহার
দেখেশুনে নিজেরাও যেন স্বতঃ প্রবৃত্ত হ'য়ে
সেগুলির অনুশীলনায় তখনই লেগে যায়,
যে-অনুশীলন-অনুচর্য্যায়
অভাব-অভিযোগ অতিক্রম ক'রে

তা'রাও উৎকর্ষে উন্নত হ'য়ে উঠতে পারে
সব দিক্-দিয়ে, সব ভাবে,
একটা পারস্পরিক প্রীতিদীপ্ত
আনন্দ-উচ্ছল স্রোতের ভিতর-দিয়ে—
ভরসার কৃতি-পরিচর্য্যায়;
আর, তা'রাও যদি দিতে চায় কিছু
স্বতঃ-প্রবৃত্ত হ'য়ে,—
ব'লো—নেব না কেন,
তোমার যদি কষ্ট না হয়,
দিয়ে অসুবিধায় না পড়,—তবে নেব;
আর, তোমার প্রয়োজনমাফিক নিও,
অগ্রাহ্য ক'রো না—
যেন তা'রা বেদনা না পায়;
ভিক্ষা-পরিচর্য্যা এমনতর রকমেই ক'রো,
আর, এ ক'রতে গিয়ে
ভিখারী হ'তে যেও না,
প্রাপ্তি-প্রলোভন তোমাকে যেন
অভিভূত ক'রে না তোলে,
তোমার ইষ্টানুবৃত্তি যেন
এমনতরই হ'য়ে চলে—
আরো, আরো সুন্দর সজ্জায় । ৬৫ ।

তুমি লোক-পূজানিরত হও,
পূজা মানেই কিন্তু বর্দ্ধনা;
লোকে যা'তে বাঁচে,
অস্তিত্বে নিটোল হ'য়ে চ'লতে পারে—
শ্রমচলনে অনুবর্ত্তিত হ'য়ে,
তেমনি ক'রেই তুমি লোকপূজা ক'রে চল;
এই লোকপূজায় যতই লোকস্বস্তিকে
সঞ্চারণ ক'রে চ'লবে—ব্যষ্টি হ'তে ব্যষ্টিতে
সমষ্টি হ'তে সমষ্টিতে

সব দিক্-দিয়ে—
ততই পরিবেশ-পরিস্থিতি
সব যা'-কিছুর ভিতর-দিয়ে
তুমিও তেমনি সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠবে;
প্রতিটি ব্যষ্টির প্রীতি-উপহার
তোমাকে বিভবনন্দিত ক'রে তুলবে,
তা'রা দিয়ে সুখী হ'তে চাইবে,
স্বার্থসেবার উপকরণ নিয়ে তৃপ্তি পাবে না;
ঐ ইষ্টনিষ্ঠ আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ
শ্রমপ্রিয়তার উৎসর্জ্জনায়
যত লোক-আরতিতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে,—
তোমার সম্বৃদ্ধি স্বতঃ-আয়োজনে
তেমনি ক'রেই উৎফুল্ল হ'য়ে চ'লবে;
যে-উপহার, যে-সামগ্রী,
যা, তা'রা হৃদয়-আবেগভরে
তোমার প্রীত্যর্থে অর্পণ করে,—
তা' কিন্তু শুক্ল অর্থ;
এই শুক্ল দীপ্তি তোমার অস্তিত্বকে
শোভনসুন্দর ক'রে তুলবে,
বিভাসিত ক'রে তুলবে,
আয়ুষ্মান্ লোক-আরতিসম্পন্ন ক'রে তুলবে;
তুমি সুন্দর হও, শিষ্ট হও, সন্দীপ্ত হও—
একটা অমোঘ পরাক্রমের বাটে থেকে;
কেন? তা' কি ভাল নয়?
এখন থেকেই তুমি কি তা' ক'রবে না?

কর,
আর, করার খাতিরে
সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ হ'য়ে
বিনীত বিক্রমদীপ্ত হ'য়ে চ'লতে থাক;
কিন্তু মনে রেখো—
কা'রো প্রতি কা'রো সত্তা-সংঘাত

যা' সত্তাকে অপসৃত ক'রে চলে—
তাই-ই কিন্তু অসৎ;
তাই, তুমি পরাক্রমী
অসৎ-নিরোধী উর্জ্জনা নিয়ে চ'লতে থাক,
আর, ব'লতে থাক—
"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়
গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়
গোবিন্দায় নমো নমঃ"।। ৬৬ ।

সার্থক সঙ্গতিশীল কৃতি-তৎপরতার
অভিনিবেশী অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
যে-বিষয় ও ব্যাপার গজিয়ে ওঠে—
সে-বিষয় ও ব্যাপারের কেন্দ্রপুরুষই হ'চ্ছেন
যিনি বা যাঁ'রা তা' করেন—
বিন্যাস-বিভবে বিনায়িত ক'রে,
সংস্থায় সম্বৃদ্ধ ক'রে,
আর তাই, তিনি বা তাঁ'রা মহাজন, সিদ্ধকর্ম্মা,
আবার, সে-বিষয় ও ব্যাপারের
কোন অংশের কৃতিচর্য্যার দায়িত্ব নিয়ে
ঐ মহাজন-সম্বুদ্ধ হ'য়ে
নৈপুণ্যের সহিত যিনি তা' করেন,
তিনি তাঁ'র কর্ম্মচর্য্যী বা কর্ম্মচারী;
ঐ কর্ম্মচর্য্যার উৎপন্ন যা'-কিছু হ'তে
হয়তো তিনি নিজ সত্তাসংস্থিতির উপকরণ
সংগ্রহ করেন,
বা না নিয়েও তা' ক'রে
নিজে তৃপ্তিলাভ করেন;
এমনতরই বহু বেতনভোগী কর্ম্ম-পরিচারী
বা নিঃস্বার্থভাবে আত্মপ্রসাদী অনুনয়ন
বা অনুকম্পার ভিতর-দিয়ে

যাঁ'রা বিহিতভাবে তা' করেন—
সমীচীন নিষ্পাদনে, সমীচীন সময়ে,
তাঁ'রাই তা'র শাখা-প্রশাখার ভারপ্রাপ্ত;
এ-কথা ঠিকই কিন্তু—
যাঁ'রাই যা'ই-কিছু করুন না কেন,
সবাই কিন্তু ঐ মহাজনেরই কৃতিতপা উদ্বর্ত্তনার
বা গজিয়ে-তোলা সংস্থার পরিচর্য্যী নিয়োজনে
বা পরিপোষণার নিয়োজনে ব্যাপৃত;
যদিও তাঁ'দের কৃতিচর্য্যার মাহাত্ম্য
বহুত হ'তে পারে,
কিন্তু যাঁ'রাই ওর মহাজন
তাঁ'দের তপোবিভূতির বিভবে দাঁড়িয়েই
তাঁ'রা যা'-কিছু করেন,
কত লোক তাঁ'দের ঐ প্রসাদ-বিভবে
পরিপালিত হয়, পরিবর্দ্ধিত হয়—
তা'র ইয়ত্তা নেইকো;
তাই, মানুষ তাঁ'দিগকে সাধু, মহাজন, শ্রেষ্ঠী
ইত্যাদি আখ্যায় আখ্যায়িত ক'রে
নিজেদের অন্তর-উৎসারিত
অনুভবকে প্রকাশ ক'রে থাকে;
এ-কথা বলার উদ্দেশ্য এই—
পরিচর্য্যীরা, পরিকর্ম্মীরা
যদি মহাজনকে অগ্রাহ্য ক'রে
ব্যত্যয়ী পথে
দায়িত্বগুলিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রতে থাকেন,
তাহ'লে গোড়ার সঙ্গে-সঙ্গে
ডালপালা যে নিকেশ হ'য়ে যাবে,
তা'তে কিন্তু সন্দেহ নেই;
তাই, সাধু-সঙ্কল্প নিয়ে
ঐ মহাজনদের পরিচর্য্যা কর,
তাঁ'দের পরিপালিত ক'রে

নিজেরা পরিপালিত হও,
নিজেরা পরিপালিত হ'য়ে
তাঁদের পরিপালন ক'রতে গেলে
ঠ'কবে কিন্তু!
তাই, দেখ, শোন, বোঝ—
কোথায় কী ক'রতে হবে,
কৃতিতপা অনুসন্ধিৎসা নিয়ে
সমীচীনভাবে সেগুলি নিষ্পাদন কর—
সাধু অভিনিবেশ নিয়ে;
তিনি বা তাঁ'রা ও তোমরা—
সবাই সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে চ'লতে থাক;
তোমাদের পারিবেশিক পরিচর্য্যা
মহামানের সৃষ্টি ক'রে
মহৎ সম্মানে তাঁকে বা তাঁ'দিগকে
বিভূষিত ক'রে তুলুক;
মঙ্গল-বিভবে তোমরা সবাই উচ্ছল হও,
আর, সচ্ছল উচ্ছলতায়
সব-কিছুকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোল—
পারিবেশিক পরিচর্য্যায়
পরিচ্ছন্ন ক'রে সব যা'-কিছুকে;
অভাব-অভিযোগের
আহাম্মকী তামস অকৃতি
তোমাদিগকে যেন
সংক্ষুব্ধ ক'রতে না পারে,
বিক্ষুব্ধ ক'রতে না পারে;
তাই বলি—
'স্থির থাক তুমি,
থাক তুমি জাগি,
প্রদীপের মত আলস তেয়াগি',
কৃতি-তপস্যায়
তুমি ঘুমাইলে
অভাবে-হইবে সারা। ৬৭।

কপট অভিযানই হ'চ্ছে—
দরিদ্রতার দরদী বান্ধব ।৬৮।

দুষ্ট ভজনা বা সেবা
দরিদ্রতাকে আমন্ত্রণ ক'রে থাকে ।৬৯।

শ্রেয়চর্য্যাকে অবজ্ঞা ক'রে
প্রত্যাশাধুক্ষিত যে যেমন,
দৈন্যদীর্ণও হ'য়ে থাকে সে তেমনি ।৭০।

যা'রা যত অপকৃষ্ট
বিকেন্দ্রিক, বিচ্ছিন্ন বিকৃত-সম্বেগী,—
দাম্ভিক হীনম্মন্যতাও তা'দের তেমনি ।৭১।

হীনম্মন্যতা কুৎসিত চরিত্রের লক্ষণ,
কিন্তু যে হীনম্মন্যতা
ঔদ্ধত্য ও আত্মম্ভরিতাপূর্ণ—
তা' নীচ ও জঘন্য ।৭২।

উদ্ধত আত্মম্ভরি হীনম্মন্যতা
যেখানে যত উগ্র,
অপমানিত হওয়ার অযাচিত উদ্বেলতাও
তা'র তেমনি সহজ ।৭৩।

তুমি যেমনতর হ'লে পাও—
তেমনতর না-হওয়াই হ'চ্ছে না-পাওয়া,
আর, তা'তেই অভাব ।৭৪।

যে তা'র যোগ্যতাকে
উপচয়ী ক'রে তুলতে পারে না,—
দরিদ্রতা তা'কে নিষ্পেষিত ক'রবেই কি ক'রবে ।৭৫।

যে আলাপ-আলোচনার ভিতরেও
আত্মপ্রতিষ্ঠা না ক'রে
থাকতেই পারে না,
সে যে অন্তরে দারিদ্র্যপূর্ণ,—
তা' অনেকখানিই ঠিক । ৭৬।

হীনম্মন্যতার মতন ধন যা'র আছে
তা'র কি কখনও
দুঃখের অভাব হয়?
হীনম্মন্যতার সেবা ক'রতে যেও না,
হীনত্বের সেবা ক'রলে হীনই হ'য়ে যায় । ৭৭।

মানুষের নিজের যা' পছন্দ হয় বা ভাল লাগে,
অন্যের বেলায়
তেমনতর যখন ভাল লাগে না,
তা'তে বিরক্তি, দুঃখ বা হিংসার উদ্রেক হয়,
এক-কথায়, সে পরশ্রীকাতর হ'য়ে ওঠে,—
হীনম্মন্যতার উদ্ভবই হয় ওখান থেকে । ৭৮।

দুর্ব্বল-ব্যক্তিত্ব, অপটু-অনুরাগ
সন্ধিৎসাহারা, শ্লথবোধি যা'রা,
তা'রা শ্রেয়-জীবনে
প্রীতিনিবদ্ধ হ'তে পারে না,
কারণ, ব্যক্তিত্বই তা'দের আঁটহারা, ঢিলা,
সৌরত-সন্দীপনা প্রবৃত্তি-নিয়ন্ত্রিত
বিচ্ছিন্ন, বিভ্রান্ত, প্ররোচনা-প্রলুব্ধ । ৭৯।

যা'রা শ্রেয়শ্রদ্ধাহীন—সুকেন্দ্রিক নয়,
স্বার্থগৃধ্নু, আলস্যপরায়ণ, পরশ্রীকাতর,

লোকতর্পণ-বিহীন,
প্রীতি-অবদানহারা—অদাতা,
অনুশীলন-অতৎপর,
অকৃতজ্ঞ ও কৃতঘ্ন,—
দরিদ্রতাই তা'দের পরম আশ্রয় । ৮০।

যা'রা মানুষকে সহ্য ক'রে
আপনার ক'রে নিতে পারে না,
নিজের গণ্ডী ছাড়া অন্য যা'-কিছু
তা'কেই অবজ্ঞা ক'রে থাকে,
কা'রো পোষক নয় যা'রা—
অবশ্য নিজের গণ্ডীর বাহিরে,—
তা'রা লোকসম্পদ্‌হারা, হীন,
দুষ্ট দারিদ্র্যই তা'দের ব্যক্তিত্বকে
আগলে ধ'রে আছে । ৮১।

অভাবের বসবাসই হ'চ্ছে—
আলস্য, অবিবেকী কর্ম্ম,
স্বার্থ-সঙ্কীর্ণতা, উপরি পাওনার লোভ,
প্রতারণামূলক অনুচলন—ইত্যাদির ভিতর । ৮২।

কামিনী-কাঞ্চনের যুগল-আরাধনা যে করে—
সে জাহান্নমেই নষ্ট পায়,
নারায়ণের সেবা কর,
ইষ্টসেবা কর,—
লক্ষ্মী তোমার পিছন-পিছন থাকবেন । ৮৩।

যা'দের আপালনী উৎসের
আয় ও উন্নতির প্রতি দরদী লক্ষ নাই,
তা'র পরিপোষণে

উপযুক্ত সম্বেগী উপচয়ী উন্মাদনা নাই,
শুধু পাওয়ার সাথেই সম্বন্ধ,—
লাখ দাও, হাজার কর,
তা'দের দৈন্য কিছুতেই ঘুচবে না । ৮৪।

দুঃখ-দৈন্য কেন জান?
তোমার অভিভাবক,
অনুচর্য্যী পালন-প্রবৃত্তিসম্পন্ন
দরদী বন্ধুবান্ধব
আত্মীয় বা আশ্রয় যাঁ'রা,—
তাঁ'দের প্রতি তুমি
শ্রদ্ধানিরতি নিয়ে
হৃদ্য ব্যবহারে
সহনশীল পরিচর্য্যাপ্রবণ নও ব'লেই । ৮৫।

কথা যখন ব্যবহারকে অপদস্থ করে,—
কথা অবমানিত হয় তখনই,
আবার, কথা ও ব্যবহার যখন
কাজকে অপদস্থ করে—
আত্মপ্রতারণার বিড়ম্বনায়
বিক্ষুব্ধ ও বিচ্ছিন্ন হ'য়ে,
অপলাপের প্রলাপগ্রস্ত দারিদ্র্যকে
অবলম্বন করা ছাড়া
পথই থাকে না তা'র । ৮৬।

যেমনভাবেই চল,
তা' যদি সব দিক্-দিয়ে
তোমার জীবনীয় হ'য়ে না ওঠে,
সাত্বত-জীবনকে সৌষ্ঠবমণ্ডিত
ক'রে না তোলে,—
তা' কিন্তু লোকসানের,

তা' ধ'রে লোকসানের হিল্লেয়ই
র'য়ে গেলে তুমি । ৮৭।

যা'র কাছ থেকে যা' নাও যা' ব'লে
বা যা'রা তোমাকে দিয়ে থাকে যে-জন্যে,
তা' দিয়ে তা'ই ক'রো;
তা' না-ক'রে
অন্যপ্রকারে তা' খরচ ক'রলে—
অবিশ্বস্তি ঘূণপোকার মত
তোমার চরিত্র খেয়ে ফেলবে,
তুমি একটা অন্তঃসারশূন্য
বেল্লিক হ'য়ে উঠবে, সাবধান কিন্তু । ৮৮।

কাঙ্গাল থাক—ক্ষতি নেই,—
অন্তরে নিষ্ঠানন্দিত বিভব নিয়ে
কৃতি-উদ্দীপনা নিয়ে
লোকচর্য্যার বিহিত তাৎপর্য্যে
ভরপুর থেকে,
আর, তা'ই হো'ক তোমার
ইষ্টপূজার আনন্দ-আরতি । ৮৯।

নিষ্ঠানিপুণ তৎপরতা
কৃতি, আচার-ব্যবহার, সৎপরিচর্য্যায়
যদি হৃদয়গ্রাহী হ'য়ে ওঠে তোমার স্বভাব
সবার কাছে—
দক্ষনিপুণ তৎপরতায়,—
তাহ'লে আর ভাতের কাঙ্গাল হ'তে হবে না । ৯০।

দরিদ্রতাকে যদি তাড়াতে চাও—
প্রথমেই সুকৃষ্ট সুজননের আমদানী কর,
আর, সুকেন্দ্রিক, সুযোগ্য, সক্রিয়

সার্থক সত্তাসঙ্গতিসম্পন্ন
সুশিক্ষার প্রবর্ত্তন কর,
নইলে, হাজার মাথা ঘামাও—
কৃতকার্য্যতায় সন্দেহ সুনিশ্চয় । ৯১।

সহানুভূতি নেই—সেবাবিমুখ—
যোগ্যতামাফিক স্বতঃস্বেচ্ছভাবে
দায়িত্ব নিয়ে ক'রবে না কিছু কা'রও—
অথচ প্রয়োজনের উদ্‌ভ্রান্ত আকুলতায়
অস্থির হ'য়ে চাওয়ার দাবী অঢেল তোমার,
—এ চাওয়া মেটাবে কে?
পাবে কী ক'রে তুমি?
বুঝছ না—
তোমার চাহিদাই যে তোমাকে
বিদ্রূপ ক'রছে নিয়তই?
দেওয়া নেই,—দাবী আছে,
—এ দাবী যে শূন্যেই হাহাকার ক'রে
জরাজীর্ণ যোগ্যতা নিয়ে—
—সেটা জেনে রেখো । ৯২।

'নাই', 'নাই' ক'রো না,
'পারি না', 'হয় না'-কথায় বাসা বেঁধে
বসবাস ক'রতে যেও না,
'নাই', 'পারি না', 'হয় না'
এই তিনের কোন-কিছুই যদি
পেয়ে বসে তোমাকে,
ঐ 'নাই'—ভাব
তোমাকে অভিভূত ক'রে
অশক্ত, হতদরিদ্র ক'রে তুলবে,
তোমার নিঃশেষ হবে ঐ 'নাই'-তেই;
তাই বলি, যেমন চাও, কর—

আপ্রাণ উদ্যমে, হও,—
হওয়ার মতনই পাবে কি পাবেই;
না ক'রলে হয়ও না, পায়ও না । ৯৩।

হীনম্মন্যতা-সঞ্জাত আক্রুষ্ট অভিমান
বিনীত সৌজন্যকে পরিহার ক'রে
আত্মপ্রশংসায়ই উচ্ছ্বসিত হ'য়ে চলে—
অন্যকে হীন প্রতিপন্ন করার ভঙ্গি নিয়ে,
এমনতর হৃদয়
নিজেকেই অভিশপ্ত ক'রে তোলে,
তা'র বিক্ষুব্ধ অন্তঃকরণ
অন্যের আপ্যায়নী কৃপাতেও
সুক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে,
তাই, বঞ্চিত হয়,
অহং-আচ্ছন্ন ধৃষ্টতার অভিশাপ-সংঘাতে
সে নিজেকেই বিমর্দ্দিত ক'রে তোলে—
পরশ্রীকাতর ক্লেশদিগ্ধ হৃদয় নিয়ে,
যতই তা'কে সুখী ক'রতে চেষ্টা কর না কেন,—
তা'র নিজস্ব দৈন্যই বিষ-দংশনে
দীর্ণ ও শীর্ণ ক'রে তোলে তা'কে—
আত্মসংঘাতী বেদনায় ম্রিয়ল ক'রে,
জীয়ন্তেই রৌরবনরক উপঢৌকন মিলে থাকে তা'র;
শাতনসেবীদের পতনই পুরস্কার । ৯৪।

যা'রা পরকানি,—অর্থাৎ যা'দের অন্যের কথায়
কোন বাস্তব সৎধারণা থাকলেও
সে-ধারণা বদলে যায়,—
যা'দের সম্মুখে অন্যের সুখ্যাতি ক'রলে পরে
অন্তর্নিহিত হীনম্মন্যতার দরুন
তা'র সমর্থনে সুখী হ'তে তো পারেই না—
বরং নিজেদের অপমানিত মনে করে,—

যা'রা কা'রও দ্বারা প্রতিপালিত হ'য়েও
নিজেদের স্বাবলম্বী ব'লে প্রচারপ্রবণ,—
নানারকম কথায়-কায়দায়,—
কৃতজ্ঞতা বা প্রতিপালকের উপচয়ী কর্ম্মে
যা'রা শৈথিল্য বা অবজ্ঞাই প্রকাশ করে—
নিজেদের গুণপনাকে ব্যাখ্যা ক'রে,—
সেই গুণমুগ্ধ হ'য়েই
তা'কে প্রতিপালন ক'রে কৃতার্থ হ'চ্ছে কেউ—
এমনতর ধাঁজ নিয়ে,—
যত সৎ-ছদ্মবেশীই হো'ক না তা'রা
তা'দের অন্তরে হীনম্মন্যতাই বসবাস করে,
অন্তরে সৎ-অভিদীপনা তা'দের কমই,
তা'দের জীবনে
কেউ মুখ্য স্বার্থ হ'য়ে উঠতে পারে না;
এমনতর যা'রা—
তা'দের উপর নির্ভর ক'রতে যেও না,
তোমার কোন কর্ম্মে
তা'দের নিয়োজিত ক'রতে হ'লে
সাবধানে বাহাদুরি-উল্লসিত ক'রে ক'রো তা',
নয়তো ঠ'কবার সম্ভাবনাই বেশী । ৯৫।

চাও,
কিন্তু চাহিদা-অনুগ চলনে চ'লতে গেলেই
ভোঁতা হ'য়ে পড়,
নানা অজুহাতে না-পারাকে সমর্থন কর,
তা'র মানে—তোমার চাওয়ায় আবেগ নেইকো,
তাই, তা' জীয়ন্তও নয়,
ও-চাওয়া চাহিদার টম্পানবিশী খামখেয়াল মাত্র;
ঐ ভাঁওতাবাজি যা' তোমার ভাল লাগে—
তা' পাওয়ার বাহানা বা কারসাজি মাত্র । ৯৬।

যা'র বা যা'দের পরিশ্রম ও পরিচর্য্যার উপর দাঁড়িয়ে
তুমি পালিত হ'চ্ছ ও পুষ্টি লাভ ক'রছ,—
নিজেকে কেরদানির অহঙ্কারে
তা'কে বা তা'দিগকেই
তাচ্ছিল্য ক'রে চ'লছ,
তা'র বা তা'দিগের সুখদুঃখের
ধার ধার' না,
দুঃখে স্বস্তি-পরিচর্য্যা কর না,—
তা'র মানেই তুমি দৈন্যব্যাধিগ্রস্ত হ'চ্ছ,
সাবধান! ফের এখনও,
নয়তো, দুঃখে 'আহা' ব'লবারও
কেউ থাকবে কিনা সন্দেহ ৷ ৯৭ ৷

আয়ের সুযোগ ও সুবিধার জন্য
তোমার আশ্রয় বা অনুপোষককে
যখনই লোকসানে ফেলে দিচ্ছ—
তোমাতে তাঁ'র যে নির্ভরতা আছে,
তা'তে আঘাত হেনে
বিশ্বস্ততায় ব্যতিক্রম এনে,—
নিজেকে তখন থেকেই বুঝে রেখো—
তুমি আয়েসী, স্বার্থপর, কৃতঘ্ন;
ঐ অনুপোষকের উপচয় তোমার কাম্য নয়কো,
কাম্য তোমার স্বার্থ
ও তা'র সুযোগ ও সুবিধা,
আয়েসী উপভোগ;
আর, তা'ই নিয়েই
তুমি যা' ক'রবার তা' ক'রছ—
অনুপোষকের তোমার প্রতি যে নির্ভরতা,
তা'তে আঘাত হেনে
নিজে ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়ে;
তোমার ভাগ্যদেবতা যে ম্লান হ'য়ে

শীর্ণতায় বিলীনমুখী—
তা' বুঝতে পারছ না? ৯৮।

অন্যেরই হো'ক, আর, নিজেরই হো'ক,
দুঃখ, কষ্ট বা অসুবিধায়
নিজে নিরাকরণ-তৎপর না হ'য়ে
যা'রা অন্যের সাহায্য নিতে
আবেদন বা সুপারিশ ক'রতে যায়
বা ক'রে থাকে—
যা'রা দেয় না,—
দিলেও অকিঞ্চিৎকর কিছু দেয়,
পেতে চায় বহু,
আর, না-পেলে নিজেকে অপদস্থ মনে করে,
আক্রুষ্ট হয়,—
যা'রা নিষ্কাশিত হ'তে চায় না,
অন্যকে ক'রতে চায়,—
তা'রা জেনো—
বাস্তব প্রকৃতিতে লোকশোষক—
পোষক নয় কিছুতেই;
নিজেরই জন্যই হো'ক,
আর, পরের জন্যই হো'ক,
চেষ্টা, যত্ন, অনুচর্য্যায়,
আপ্যায়নার ভিতর-দিয়ে আহরণ ক'রে
অভাব-মোচনে কৃতসঙ্কল্প হ'য়ে চলে যা'রা,—
পোষক-প্রবৃত্তি তা'দের চরিত্রে বিদ্যমান। ৯৯।

যা'দের ভালবাসায় দরদ নেই,
তা'রা দিতে জানে না,
নিতেই জানে—
আলেয়ার মত ভালবাসার রকম দেখিয়ে,
মৌখিক দরদের ভাঁওতাবাজি নিয়ে;

সেবানুচর্য্যী কৃতিচলন
ও সুসন্ধিৎসু সমীক্ষায়
কোথায় কিসে কা'র ভাল হবে
এবং তা' কেমন ক'রে—
তা'র কোনই তোয়াক্কা রাখে না তা'রা,
চায় পেতে, দিতে নারাজ,
তাই, তা'দের পাওয়াও
অমনতরই খাবি খেয়ে চলে,—
বুঝে চ'লো । ১০০।

দৈন্যবিহীন দরিদ্র্যই তুমি থাক—
বিভূতি-বিভব-সম্বৃদ্ধ হ'য়ে,
আর, তুমি থাক
তোমার ইষ্ট যিনি
শ্রেষ্ঠ যিনি,—
তাঁ'রই মুখপানে চেয়ে,—
আগ্রহ-আতুর উদ্দীপনা নিয়ে
নিদেশবাহী তৎপরতায়
শ্রমপ্রিয় ঊর্জ্জনায়
নিজেকে অতিশায়নী ক'রে;
আর, সার্থকতার অর্থই তো ওখানে । ১০১।

নিজেকে আগে ঠিক রাখ—
প্রস্তুতি-প্রসন্ন উপচারে
নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগ নিয়ে
কৃতি-উদ্দীপনায়
পরিচর্য্যী আবেগ-উচ্ছলায়,
তবে তো ক'রবে! তবে তো হবে!
তবে তো সপরিবেশ তুমি
সজাগ-সন্দীপনায় উচ্ছল হ'য়ে চ'লবে!
নিঃস্ব হও—ক্ষতি নেই,

দারিদ্র্যব্যাধি-আক্রান্ত হ'য়ো না,
পারগতাকে পুষ্পিত ক'রে তোল—
সফল সম্বর্দ্ধনা নিয়ে । ১০২।

তুমি দীনভাবাপন্ন হও,
কিন্তু খুঁজে-পেতে বেশ ক'রে দেখো
তোমার অন্তঃকরণে—
তোমার অন্তঃস্থ ইষ্টনিষ্ঠা
স্রোতল ঊর্জ্জনায়
যেন দৈন্যগ্রস্ত না হয়,
আন্তরিক অভিব্যাপ্তি
প্রদীপ্ত তাৎপর্য্যে শুভ-প্রতিক্রিয়ায়
অনেক দৈন্যের বাধা হ'য়ে দাঁড়াবে—
তোমার ব্যক্তিত্বের শুভ-সমর্থনে । ১০৩।

শিষ্ট সৎসন্দীপ্ত কৃতিসম্বেগ নিয়ে
লোক-অন্তরে যা'রা তৃপ্তি পরিবেশন ক'রে বেড়ায়—
তা'রা লাখ দরিদ্র হ'লেও
ঐশ্বর্য্যের কৃতিসন্দীপনা—
যা' লোকহৃদয়েই নিহিত থাকে,—
সেটাকে আপূরিত ক'রে তুলতেই
স্বতঃ যত্নশীল হ'য়ে থাকে;
অনুকম্পী প্রাণ,
পরিচর্য্যী দরদী অন্তরস্থ আবেগ
দরদীই সব সময় চায়,
তাই, দরদকে মুছিয়ে দিয়ে
মানুষকে স্বস্তিসম্বুদ্ধ ক'রে তোল । ১০৪।

লাখ দাও,
প্রবুদ্ধ-পরিচর্য্যায় লাখ কর না কেন,—
যা'র পাত্রই সঙ্কীর্ণ

বা অযোগ্য পাত্র যে,
সে কি তা' নিতে পারে?
নেওয়ার ও করার প্রবৃত্তিই তা'র ব্যতিক্রমদুষ্ট,
সমীচীন চর্য্যার উদগ্র আগ্রহই তা'র
হ'য়ে ওঠে না,
বঞ্চনার পূজারী হওয়া ছাড়া
তা'র উপায় কী?
তা'র অন্তর-স্থণ্ডিলই দৈন্যগ্রস্ত;
যতটুকু সম্ভব, যতটুকু খাটে,
জীবনীয় শুশ্রূষার ত্রুটি ক'রো না সেখানে;
কিন্তু যা'ই কর,
সে নিজে যদি কিছু না করে,
তা'র যদি উন্নতির উদগ্র আগ্রহ না থাকে,
তা'কে কিছু ক'রে দিতে পারবে না,
আর, ক'রে দিলেও তা'র কিছু হবে না;
তাই, গীতার কথায় বলি—
"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ।।" ১০৫।

যা'রা প্রত্যাশা-আবিল হীনম্মন্যতার
প্রভাব-পরিক্রমায়
নিজেকে সঙ্কুচিত ক'রে রাখে,
তা'দের চলন-রীতিই হ'চ্ছে—
এক-আদর্শ-নিরতির বাহানা নিয়েও
ভিন্ন-ভিন্ন প্রকোষ্ঠ সৃষ্টি ক'রে
নিজেদের সঙ্কীর্ণতাকে বজায় রাখা;
তাই, প্রসাদ-নন্দনায়
আত্মবিস্তার ক'রতে পারে না তা'রা,
তা'দের বোধ-প্রকৃতিকে যতই উস্‌কে টেনে
বিস্তার-বেদনায় অনুপ্রাণিত ক'রে তোল না কেন—
তা'দের ঐ হীনম্মন্য প্রবণতাই

তা'দিগকে সংক্ষুব্ধ ক'রে
সঙ্কীর্ণতায় সঙ্কুচিত ক'রে তোলে,
এতে ব্যক্তিত্ব প্রসার লাভ করে না,
বোধিও বিনায়ন-বিস্তারে
বিভবমণ্ডিত হয় না—
অর্থান্বিত সঙ্গতি-সহকারে;
এর নিরাকরণী পন্থাই হ'চ্ছে—
ইষ্টার্থ-অনুবেদনী যা'-কিছু
ইষ্টার্থ-অনুপ্রিয় যা'-কিছু,
তা'র উদ্‌যাপনে
বৈশিষ্ট্যানুক্রমিক সুবিন্যাসী বিহিত ব্যবস্থায়
নিষ্পন্নতার কৃতিসম্বুদ্ধ সম্বেগ নিয়ে
অন্বয়ী তৎপরতায়
প্রত্যেককে প্রত্যেকের সহযোগী ক'রে তোলা—
নিজে সুক্রিয় তৎপরতায়
সার্থকতার উদাহরণ সৃষ্টি ক'রে;
নয়তো, তুমি যে-তিমিরে, সেই তিমিরে,
অন্ধকারের অন্ধ-অনুবেদনায়
হীনম্মন্যতার পূজারী হ'য়ে থাকার
প্রলোভন এড়িয়ে
কিছুতেই
প্রসাদ-তর্পিত হ'য়ে উঠতে পারবে না;
ঈশ্বরই পরম প্রসাদ,
ঈশ্বরই নন্দনার নিঃশ্রেয়-উৎস,
তিনিই যোগন-দীপনা,
কল্যাণস্রোতা তিনিই। ১০৬।

একমনা শ্রেয়-অনুধ্যায়ী নৈতিক-চলন
যেখানে ম্রিয়মান,
বিহিত দায়িত্বশীলতা যেখানে পঙ্গু,
বাক্ ও কর্ম্মের গরমিল যেখানে,

মিতি-চলন যেখানে উপেক্ষিত,
সমাধানী তৎপরতা যেখানে
বিড়ম্বিত বা বিলম্বিত,
স্বার্থ-সন্ধিক্ষু চাহিদা যেখানে প্রবল,
এক-কথায়, যেখানে নেওয়া আছে, দেওয়া নেই,—
দরিদ্রতা সেখানে কোন-না-কোন মূর্ত্তিতে
বসবাস করেই কি করে;
তাই, যদি ঐ ব্যাধি হ'তে
আত্মরক্ষা ক'রতে চাও,
আত্মনিয়মনী নৈষ্ঠিক চলনকে
প্রাঞ্জল ক'রে তোল,
নিষ্পন্নতাকে নিশ্চয় ক'রে তোল—
চারিত্রের তৎপর অনুচলনে;
বিনায়িত সার্থক সঙ্গতিসম্পন্ন অন্বিত চলনে
নিজেকে স্বতঃ ও সহজ ক'রে তোল,
যোগ্যতা যুত-আহ্বানে
তোমাকে অভিনন্দিত ক'রবে—
ঐশ্বর্য্যের উপঢৌকন নিয়ে । ১০৭।

তুমি যা'র দায়িত্ব নিয়ে চল না—
স্বতঃ-প্রণোদনী আগ্রহ নিয়ে, শুভ-কল্পে,
অভিপ্রায়-অনুসারিণী অনুচর্য্যা হ'তে বিরতই থাক,
যা'কে ধারণ-পোষণ-পালন-পরিচর্য্যার
বালাই-ই তোমাকে বহন ক'রতে হয় না,
কথায় তুমি তা'কে যা'ই বল না কেন,
কাজের বেলায় বস্তুতঃ
অতি অকিঞ্চিৎকর বা কেউই নয় সে
তোমার কাছে;
তা'র অবস্থার হ্রাসবৃদ্ধি, উন্নতি-অবনতি
তোমাকে আপূরণী তৎপরতায়
উদ্দাম ক'রে তোলে নাকো,

এক-কথায়, তা'র থাকা-না-থাকায়
তোমার হ্রাসবৃদ্ধি কমই হয়—
কি অন্তরে, কি বাহিরে;
তা'র কাছে চাওয়া, পাওয়া
তোমার পক্ষে যে কতখানি
আত্মস্বার্থসেবী মূঢ়ত্ব
তা' কি ভেবে দেখেছ?
তা' কি বোঝ?
আর, তা'র ব্যক্তিত্ব কি তোমাকে
অনুশীলনদীপ্ত ক'রে তোলে—
সমাধানী সার্থকতায়?
—তোমাকে কি নন্দিত ক'রে তুলে থাকে—
আত্মপ্রসাদ-অনুকম্পায়?
তোমার সাত্বত সম্বর্দ্ধনা
সে-চাওয়ায়
সে-পাওয়ায়
দৈন্য-অধিষ্ঠিত হ'য়ে চ'লবে—
তা' কিন্তু অতি নিশ্চয়। ১০৮।

যা'রা অন্যের অনুগ্রহের উপর দাঁড়িয়ে
দিন গুজরায়,—
তা'রা যদি অনুকম্পাশীল হ'য়ে
তা'দের কাছে যা'রা চায়—
সাধ্যমত তা' না-দিয়ে এড়িয়ে চলে,
কিংবা যা'রা অন্যের বিড়ম্বনার সৃষ্টি ক'রে
নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির
মতলববাজি নিয়ে চ'লতে থাকে,—
অন্যের আপদ-বিপদে
সাহায্য করা তো দূরের কথা,—
কা'রো প্রতি অনুকম্পাশীল হয় না,
দেয় না কিছু,—

ফলতঃ এই উভয়েই কিন্তু
প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে স্তেয়চর্য্যী,
অলক্ষ্মীদেবী তখনই অট্টহাস্যে
তা'দের অন্তরে আত্মগোপন করে । ১০৯।

আমি বলি—মানুষকে আপন ক'রে নাও,
আপনার ক'রে নাও—
মাঙ্গলিক অভিনিবেশে
শুভ-পরিচর্য্যার পরিবেশনে এমনতরভাবে—
যেন সে তোমার দরদী হ'য়ে ওঠে,
লাভ যদি কিছু থাকে তা' কিন্তু
ঐ আপনার ক'রে নেওয়াতে;
বিশাল অর্থসম্পদ্ থাক তোমার—
কিন্তু মানুষকে যদি
আপনার ক'রে না নিতে পার—
সে তোমাকেও
নিজের ক'রে তুলতে পারবে না;
তাই, আবার বলি—
মানুষকে যত পার আপনার ক'রে নাও,
আর, তা'ই তোমার লাভ;
আর দেখো—সেও যেন
মানুষকে আপনার ক'রে নেয়—
বিহিত পরিচর্য্যী পরিবেশনে
দরদী অনুকম্পায়;
দেখে নিও—তৃপ্তি কোথায়! ১১০।

যা'র সংসর্গ, যা'র আচরণ,
যা'র জীবন-সমালোচনা,
তথাকথিত শ্রেয়নিষ্ঠা—
তোমাকে অবসন্ন ক'রে তোলে,
আশাভঙ্গ ক'রে তোলে,

কৰ্ম্ম-প্রদীপনাকে নিভিয়ে দেয়,
সু-সংশ্রয়ী নিষ্ঠাপ্রবুদ্ধ ক'রে তোলে না,
শ্রেয়ানুগ উদ্দীপনাতে
উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলে না,
কুৎসিত যা',
অথবা, জীবনের বিবর্ত্তনী শুভ-সম্বেগ যা'—
যে-প্রবোধনা নিয়ে
তুমি জীবন-চলনায় আগ্রহ নিয়ে চ'লছ—
তা'র শ্রেয়-বিন্যাস না-ক'রে
তা'কে বিপথ-প্রণোদনায় প্রলুব্ধ ক'রে তোলে,—
বুঝে নিও—
তা'র প্রবৃত্তিগুলি দারিদ্র্যব্যাধিগ্রস্ত বা বিমর্দ্দিত,
তা'র সংসর্গ তোমাতে
ঐ ব্যাধিসংক্রমণেই সাহায্য ক'রবে,
আর, তোমাকে বাধ্য ক'রে তুলবে—সংক্রামিত হ'তে,
তোমার এই জীয়ন্ত জীবন
একটা দুৰ্ম্মদ ম্রিয়ল অভিযানে
শ্লথ বিচ্ছিন্ন বিলোল পরিক্রমায়
হতাশ্বাস-বিমৰ্দ্দন-অভিভূতিতে আত্মবিলয় ক'রবে,
ঐ দারিদ্র্যব্যাধি বিকট বিকৃতিতে
তোমার জীবন-বিবর্ত্তনাকে
নিভিয়ে দিতে চাইবে;
তাই, সাবধান তুমি,
শ্রেয়-সন্দীপনী সম্বেগে অটুট থেকে
শ্রেয়-চলনে অব্যাহত হ'য়ে চ'লতে থাক,
আর, ঐ সংসর্গ হ'তে
যতদূর সম্ভব নিজেকে দূরে রাখ;
তোমার ব্যক্তিত্ব যদি সবল হ'য়ে থাকে—
শ্রেয়নিষ্ঠ হ'য়ে থাকে—
তোমার সঙ্গ ও অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
যদি পার তা'র ঐ ব্যাধি

নিরাকৃত ক'রে তুলতে চেষ্টা কর,
নয়তো এগিয়ো না, সাবধান । ১১১।

যা'রা আত্মবিনায়নে দুর্ব্বল,
অথচ দম্ভী আত্মপ্রতিষ্ঠায়
প্রলোভন-পরায়ণ,
তা'রা নিজের হীনম্মন্যতারই
পরিচর্য্যা ক'রে থাকে,
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়নিষ্ঠ হওয়া
তা'দের পক্ষে দুষ্কর,
কাউকে শ্রেয় ব'লে স্বীকার ক'রে
তাঁ'র নিদেশবাহী হ'য়ে চলা
বা তদনুগ আত্মনিয়মনে
তাঁ'র প্রীতি-পরিচর্য্যী ক'রে
নিজেকে নিয়োজিত করা,
এক-কথায়, সক্রিয় সুকেন্দ্রিকতায়
নিজেকে বিনায়িত ক'রে তোলা—
তা'দের পক্ষে গুরুতর ব্যাপার ব'লেই
বিবেচিত হ'য়ে থাকে,
কারণ, তা'দের শ্রদ্ধা সেখানেই—
তা'দের হুকুম-তামিলী শ্রদ্ধা
যেখানে ধামাধরা সৌজন্যে
পরিচালিত হ'য়ে
তা'দের তৃপ্তি সম্পাদন করে,
এইজন্য শ্রেয় কাউকে স্বীকার ক'রে
তদনুধ্যায়িনী তৎপরতায়
তৎপরিচর্য্যী হ'য়ে
নিজেকে বিনায়িত ক'রে তোলা
একটা অভাবনীয় ব্যাপার ব'লেই
মনে হ'য়ে ওঠে তা'দের কাছে,
এক-কথায় তা'রা দুর্ব্বল অন্তঃকরণের মানুষ,

প্রবৃত্তির প্রাধান্যকে অস্বীকার করা,
তা'দের পক্ষে একটা
আত্মঘাতী ব্যাপারের মতন,
তাই, জীবনে কাউকে মুখ্য ক'রে নিয়ে
তন্মুখীন আত্মনিয়ন্ত্রণ অনুচর্য্যার অনুশীলনে
নিজের বোধ ও ব্যক্তিত্বকে
সার্থক ক'রে তুলবার রোচনাকে
এড়িয়ে চ'লতে চায় তা'রা;
এই দেখলেই বুঝে নিও—
নিজের প্রবৃত্তি-পরিচর্য্যায়
নিরত থাকা ছাড়া
তখনও সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী
অনুচর্য্যা-তৎপরতা নিয়ে
শ্রেয়নিষ্ঠ হ'য়ে চলা
তা'দের দিক্ দিয়ে মুশকিল,
কারণ, তা'দের জীবন-দাঁড়া দুর্ব্বল,
দুর্ব্বল ব্যক্তিত্বের আওতায়
তা'রা বসবাস করে,
কাউকে বইবার,
ব'য়ে নিজে বিনায়িত হবার শক্তি
তা'দের খুবই কম;
যা'ই হো'ক না কেন,
বর্দ্ধনায় বিনায়িত হওয়ার
একমাত্র উপায়ই হ'চ্ছে—
সুকেন্দ্রিক আত্মনিয়মন-প্রচেষ্ট হ'য়ে চলা । ১১২।

মানুষের প্রবৃত্তিবিক্ষুব্ধ আগ্রহ-উৎক্ষেপী
বিকৃত-ব্যবস্থিত মস্তিষ্কলেখা
যেমনতর আবেগ নিয়ে
অন্তরে লুকিয়ে থাকে—
মানসিক গতিও

তেমনিই হ'য়ে থাকে তা'দের—
দ্বিধা-আলম্বিত সন্দেহসঙ্কুল
ইতস্ততঃ-চরণশীল রকম নিয়ে,
আস্থার অস্তিত্বই তা'দের অন্তরে টলটলায়মান,
অসমঞ্জস অন্বয়ে সব ব্যাপারকে তা'রা
সার্থক ক'রে তুলতে চায়—
তা'দের ঐ দ্বিধাসঙ্কুল
অভিভূত প্রবৃত্তি-বনামী সত্তায়,
ঐ অসমঞ্জস অন্বয়ের সমর্থনের জন্য
তা'রা এই মুহূর্ত্তে যা' বললো
পরমুহূর্ত্তে তা' উল্‌টিয়ে ফেলে,
তা'দের চলন-বলন, ভাবভঙ্গী
প্রতিক্রিয়ায় ঐ রকমেরই নির্দ্দেশক হ'য়ে ওঠে,
কোন ঘটনা কোন ব্যাপারে
অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠে না—
সমঞ্জস সম্বন্ধও থাকে না
তা'দের কোন বিবরণ বা চলনে,
আবার, সেই ঘটনা, ব্যাপার বা রকমগুলিকে
ঐ ধারণামাফিকই
কুটিল কায়দায় অর্থ ক'রে
ঐ ধারণাকে সার্থক ক'রে তুলে
সুখী হতে চায়—
যদিও তা' জ্বালাময়ী-যন্ত্রণাদায়ক,
শুভেচ্ছু যা'রা তা'দের—
বিকৃত বিক্ষেপ নিয়ে
সন্দেহ ক'রে বসে তা'দেরই বেশী—
আত্মম্ভরি কূট বিশেষজ্ঞের ঔদ্ধত্য-গৌরবে;
দুরূহ এ ব্যাধি,—
এরা এমনতরই সংক্রামক যে
দুর্ব্বল পরিবেশ
এর দ্বারা সহজে

আক্রান্ত হ'য়ে ওঠে;
যদি এমনতর কেউ থাক—
আর, শ্রদ্ধায় সামর্থ্য যদি থাকে—
ভালমন্দ যা'-কিছু নিয়ে
গুরু-গরীয়ান শ্রদ্ধার্হ যে
দূরে থেকে তাঁ'রই সেবা-সন্দীপনায়
নিজেকে বিলিয়ে দাও—
কারণ, তাঁ'র সান্নিধ্য সহজেই
ঐ রকম বিকৃত হ'য়ে উঠবে তোমার কাছে,
সঙ্গীও নির্ব্বাচন কর তেমনতরই—
সশ্রদ্ধ বোধদীপ্ত যা'রা তাঁ'তে
—থেকোও তা'দের ভিতরে,
আর, তোমার দুনিয়ার যা'-কিছুকে ঐ সার্থকতায়
প্রতি ব্যাপারের ভিতর অর্থ বিন্যাস ক'রে
সার্থক ক'রে তোল তাঁ'তেই—
তাঁ'কেই সর্ব্ব-সমর্থনে—
তাঁ'র সমর্থন পাও বা না-পাও,
আর, নিজেও হ'য়ে ওঠ তা'ই,
নয়তো নিস্তার তোমার
নিস্তার পাবে না কিছুতেই । ১১৩।

'নাই, নাই' করে বেড়িও না,
'কেউ দিল না, পেলাম না' ব'লে আর্ত্ত হ'য়ে
নিজেকে অবসন্ন ক'রে তুলো না,
অস্বাভাবিক 'হা-হতোহস্মি' রব তুলে'
নিজেকে লোকের কাছে নিঃস্ব প্রতিপন্ন ক'রে
তা'দের অনুগ্রহপ্রার্থী হ'তে যেও না,
বরং দেখ, শোন, বোঝ,
আর, এই দেখে, শুনে, বুঝে
তোমার আয়ত্তের মধ্যে যা' ক'রতে পার,
তা'ই কর—সুষ্ঠু শুভ-নিষ্পাদনায়,

আর, এই করার অবদান যা' পাও,
প্রীতি-পরিচর্য্যার অবদান যা' পাও,—
তা'ই বিধাতার আশীর্ব্বাদ ব'লে গ্রহণ কর,
আর, তা'র উপযুক্ত ব্যবহারে
ক্রমান্বয়ে যা'তে সম্বর্দ্ধিত হ'তে পার
তেমনি ক'রেই চল;
পরের কোন ঐশ্বর্য্যে লোভ ক'রো না,
তোমার নিষ্পাদনী অনুচর্য্যা
তোমাকে যে-ঐশ্বর্য্যের অধিকারী
ক'রে তুলে' থাকে,
তা'তেই খুশি হ'য়ে চল—
তোমার উপস্থিতি যা'তে
সবাইকে নন্দিত ক'রে তোলে—
এমনতর আচার-ব্যবহারে;
পরের সুখে সুখী হ'তে শেখ,
অন্যের ঐশ্বর্য্যে আনন্দিত হও,
ঐ আনন্দ তোমার মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রকে
স্ফূর্ত্ত আন্দোলনে আন্দোলিত ক'রে
বোধশক্তি সঞ্চার ক'রবে,
তুমিও নিষ্পাদন-তৎপর হ'য়ে উঠবে
বোধ-বিকিরণী প্রতিভা নিয়ে;
'নাই, নাই,
হা হতোহস্মি,
দিল না, পেলাম না'—
ইত্যাদি ভাব, বোধ ও বলা
তোমার মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রকে
সঙ্গতিহারা বিহ্বল ক'রে
অবসন্ন ক'রে তুলবে,
তা'তে বরং শক্তি লোপ পাবে,
কৃতি-নিষ্পন্নতার নন্দন-উপভোগ হ'তে
তোমাকে বঞ্চিত ক'রে তুলবে;

তাই বলি—ওঠ, জাগ, কর,
আর, ঐ করার স্নেহ-অবদানে বর্দ্ধিত হও,
অন্যকেও ক'রে তোল,
সুখী হবে, আনন্দ পাবে,
ঐশ্বর্য্যের স্বতঃ-আবির্ভাব
তোমাকে কৃতী আসনে আসীন ক'রে
বর ও অভয়ে নন্দিত ক'রে তুলবে। ১১৪।

তোমার দুঃখকষ্টের জন্য দুনিয়াকে—
তা'র মানুষগুলিকে—
যতই দায়ী কর না কেন,—
দায়ী কিন্তু প্রধানতঃ তুমি নিজেই,
দুঃখ-সুখ যা'-কিছু আসে—
সে পরিবেশেরই আশীর্ব্বাদ;
তুমি শিষ্টসুন্দর হ'য়ে
ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে
ইষ্টার্থ-অনুনয়নে পরিবেশকে
যতই ভালবাসতে পারবে,—
পরিবেশ-পরিচর্য্যায় যত নিজেকে
নিয়োজিত রাখতে পারবে,—
পরিবেশও তত আপনার হ'য়ে উঠবে,
সম্পদ্ কিন্তু ওখানেই;
লোক যা' হ'তে সার্থকতা লাভ করে—
স্বতঃসন্দীপনায় সে তা'কেই ভালবাসে,
প্রীতি-অর্ঘ্য তা'কেই দিয়ে থাকে—
তা' যা'র যেমন জুটুক;
লোকে নিন্দা ক'রবে,—
লোকে রহস্য ক'রবে,—
লোকে মূর্খ—গরীব ব'লবে,—
আপ্যায়নী তাৎপর্য্যে
তাদের সঙ্গে কিছু রাখবে না—

কিন্তু তোমার যে
আপ্যায়িত হওয়ার লোভ
তা' আপূরিত হয় না ব'লে তুমি
তোমাকে দুঃখী ভাববে,—
কষ্ট-পরিবেষ্টিত ভাববে,—
সে-রকম একঘেয়ে বুদ্ধি
রাখাই ভাল নয়কো;
দেখ—তোমাকে,
আর, তোমার সার্থকতায় দেখ—
তা'দিগকে,
তা'দের অর্থান্বিত ক'রে
তুলতে যতই পারবে—
শিষ্টসুন্দর বিনায়িত ক'রে তুলতে যতই পারবে—
সম্বর্দ্ধনশীল ক'রে তুলতে যতই পারবে—
ততই তোমাগত প্রাণ
তা'রা হবেই কি হবে—
অন্ততঃ বেশীর ভাগ যা'রা—তা'রা;
আত্মনিয়মন কর,
ধর্ম্মাচরণ কর,
কুলাচারকে অক্ষুন্ন রেখে চল,
বিধিবিনায়িত অনুশাসনে
নিজেকে বিধৃত কর,
সুখ আসবে আপনিই,
হয়তো—তৃপ্তি অঢেল হ'য়ে
তোমাকে প্লাবনদীপ্ত ক'রে তুলবে;
ভুল ক'রো না,
না-ক'রে পাওয়ার
বুদ্ধি রেখো না,
অনুকম্পাশীল কৃতিপরিচর্য্যা নিয়ে
যা'কে যতখানি
উন্নতিশীল কিছু ক'রে দিতে পার—

তা'তে চেষ্টাবিমুখ হ'য়ো না,
এই করাটাই তা'দিগকে
তোমার প্রতি অমনতর ক'রে তুলবে;
প্রত্যেকের জীবনে
ইষ্টনিষ্ঠা অস্খলিত হ'য়ে
যখন জীবন-ধর্ম্মকে
পরিপালন ক'রে থাকে—
লোক-পরিচর্য্যার মূর্চ্ছনায়,—
তখন ধৃতি তোমাকেও ছাড়বে না—
যদি ধরা দিয়ে থাকে হাতে-কলমে,
তোমাকেও পরিপ্লাবিত ক'রে তুলবে—
অনেক রকম বিভব-বিভূতিতে
লোকপালী ধৃতি-পরিচর্য্যায়;
এখনই লেগে যাও,
শত কষ্টের ভিতর থেকেও
যেমন পার—তেমনি কর । ১১৫।

লোককে ফাঁসিয়ে দেওয়ার চাইতে
বাঁচিয়ে দেওয়া ভাল—
যাতে সে কখনও না ফাঁসে;
একটা বিপদ্‌সঙ্কুল
উদ্দীপনী আবেগ নিয়ে
উদ্ধত উদ্বেগের সহিত
লোককে অপদস্থ ক'রতে
যা'রা মানুষকে ফাঁসিয়ে দিয়েই
চলে কেবল,
বাঁচাবার তোয়াক্কাও রাখে না,—
দারিদ্র্যব্যাধি তা'দের ভিতর ক্রমেই
উৎসরণ-তাৎপর্য্যে
অভিনিবেশের সহিত
প্রতিষ্ঠা লাভ করে,

আবার সঞ্চারিতও হয় তা'ই,
ঐ সঞ্চারণা—
মানুষকে ফাঁসিয়ে দিয়ে
মোচড় দিয়ে
যদি কিছু ক'রে নিতে পারে—
এই আশায়;
ঐগুলি আগে আনে নিজের সর্ব্বনাশ;
পরে পরিবেশের ভিতর
ঝান্ডা গেড়ে ব'সে
পরিবেশকেও সংক্রামিত ক'রতে থাকে,
আস্তে-আস্তে হ'য়ে ওঠে—
সত্তার শত্রুর
একটা নির্ব্বিরোধ নিবাসভূমি,
ইষ্টনিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ
সেখানে থাকতেই পারে না—
শ্রমসুখপ্রিয়তার পরাক্রমী অনুচলন নিয়ে,
সব যা-কিছুকে রূপান্তরিত ক'রে
সব দিক্-দিয়ে
ঐ ফাঁসানো বুদ্ধির তাৎপর্য্যে
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রতে থাকে—
মরণই তা'দের অধিস্থিতি এমনতর ক'রে;
তাই বলি—মানুষকে স্বস্তি দাও;
শুভসন্দীপ্ত ক'রে তোল,
ইষ্টনিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতিসম্বেগকে দ্যোতনবিভায়—
শ্রমসুখপ্রিয়তার তৃপণ-তাৎপর্য্যে উৎসারিত ক'রে—
নিজের সত্তাকে সন্দীপ্ত ক'রে তোল,—
যা'তে তোমারও ভাল,
অন্যেরও ভাল,
তুমিও বিভব-বিভূতিবান হ'য়ে উঠবে,
অন্যেও বিভব-বিভূতির সার্থক সন্দীপনায়
উদ্দীপ্ত হ'য়ে ঐশ্বর্য্য-উচ্ছল হ'য়ে উঠবে,

আর, সে-ঐশ্বর্য্য তোমাদিগকেও
উচ্ছল ক'রে তুলবে—অমনতর ক'রে;
তাই বলি—এখনও ফের,
চর্য্যারত হও,
পরিচর্য্যারত হও,
স্বস্থ ক'রে তোল,
সুস্থ ক'রে তোল,
সন্দীপনায় সুদীপ্ত ক'রে তোল,—
যা'তে প্রতিপ্রত্যেকে
তা'র হৃদয়-আধানে বোধ ক'রতে পারে—
তুমি প্রীতি, তুমি পরম ঐশ্বর্য্য । ১১৬।

তুমি যা'রই অনুগ্রহ-প্রদীপ্ত থাক না কেন,
তোমার অন্তরে যদি
হীনম্মন্যতা বসবাস করে,
আবার ঐ হীনম্মন্যতা যদি
প্রত্যাশাপ্রলুব্ধ হ'য়ে চলে,
যাঁ'র প্রতি সশ্রদ্ধ অনুকম্পায়
লোকে তোমার প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুচর্য্যাশীল,—
তোমার আত্মনিয়মন-তৎপরতা,
স্মিতশ্রদ্ধ নিবেদনা,
বাক্য, ব্যবহার, অনুচর্য্যা
হীনম্মন্য মদগর্ব্বিত হ'য়ে
তাঁ'কে যদি উপেক্ষা ক'রে চলে,—
তোমার অন্তর্নিহিত ঐ হীনম্মন্যতাই
তোমাকে বিকেন্দ্রিক
বিকৃত আচরণশীল ক'রে তুলবে;
তাই, তোমার উৎসকে
কখনও অবজ্ঞা ক'রো না,
বরং ঐ উৎস-অনুবর্ত্তিতার অন্তরায় যা'
অবজ্ঞা কর তা'কে,

উৎসকে যদি অবজ্ঞা কর—
তুমি স্মিতশ্রদ্ধ হ'তে পারবে না,
বিনীত হ'তে পারবে না,
সৌজন্য ও আপ্যায়নাপূর্ণ হ'তে পারবে না
দোষদৃষ্টি বেড়েই যাবে,
আর, ঐ দোষদৃষ্টি তোমার ব্যবহারকেও
ক্রুর ক'রে তুলবে,
যে-অনুকম্পায় তুমি মর্য্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত—
সেই অনুকম্পা তোমাতে সার্থক না হ'য়ে উঠে'
তোমাকে তদনুগ আত্মনিয়মন-তৎপর ক'রে না তুলে'
আত্মম্ভরি অভিনিবেশী দৈন্যে
চালিত ক'রতে থাকবে;
তাই, যাঁ'র অনুকম্পা, যাঁ'র প্রীতি
তোমার প্রতি লোককে সশ্রদ্ধ ক'রে তুলেছে,
অনুচর্য্যাশীল ক'রে তুলেছে,—
তাই-ই তোমার জীবনে
তাঁ'রই মলয়দীপ্তি বিকিরণ ক'রে চলুক;
তুমি সশ্রদ্ধ হও, বিনীত হও,
বাক্য, ব্যবহার ও অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
প্রত্যেকটি হৃদয়কে
ঐ পরশপ্রদীপ্ত ক'রে তোল;
তাঁ'রই প্রতিষ্ঠা কর—
তোমারই সমস্ত প্রবৃত্তি দিয়ে,
সুব্যবস্থ, সঙ্গতিশীল বোধদীপনী অনুরাগ নিয়ে,
তাঁ'র প্রতি তোমার ঐ প্রীতিই
তোমার অন্তরের সমস্ত অভাবকে
ভাবসম্বুদ্ধ ক'রে
তদ্-বিচ্ছুরণাতেই স্ফূরিত ক'রে তুলবে,—
নন্দিত হবে, সুখী হবে,
ঐ অনুচর্য্যার
ক্লেশসুখপ্রিয়-নন্দনার অভিসারে

অভ্যর্থিত হ'য়ে চ'লবে তুমি;
প্রীতি যেখানে প্রকৃষ্ট,
ঈশ্বরও সেখানে স্ফূরিত । ১১৭।

কৃষ্টি যেমন, সৃষ্টিও তেমনি,
বিবর্ত্তনই বল, আর নিবর্ত্তনই বল,—
তা' ঐ পথেই কিন্তু,
উৎকর্ষ বা অপকর্ষ ওরই বিভিন্ন রকম মাত্র—
যা' জৈবী-সংস্থিতিতে অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে
বিশেষত্বে রূপায়িত । ১১৮।

বিশ্বের স্বতঃ-আবর্ত্তন
যতক্ষণ পর্য্যন্ত না থেমে যাচ্ছে,—
ততক্ষণ পর্য্যন্ত দুনিয়াটা
শ্রেণীবিহীন হওয়া
সম্ভব কিনা সন্দেহের । ১১৯।

বর্ণ মানে, অন্তর-অনুরঞ্জনী
স্বতঃ-সুক্রিয় আবেগ,
আর, এই আবেগ-অনুযায়ী
সত্তা-সংস্থিতিও হয় তদনুগ । ১২০।

বীজবীজরণ হ'তেই
গুণগতির তারতম্য অনুসারে
বর্ণের সৃষ্টি হ'ল—
স্বতঃ-নিষ্যন্দী অনুপ্রাণতা নিয়ে । ১২১।

বর্ণমাফিক সহজাত-সংস্কৃতির
গন্ধও যেখানে নাই—
অথচ প্রবৃত্তি, ভাষা, আচার ও ব্যবহার
ক্রুর যেখানে,—

সেখানে সন্দেহ করা যেতে পারে
বর্ণ ব্যত্যয় বা ভাঙ্গনে প'ড়েছে । ১২২।

বর্ণ ও শ্রেণী-বিহীন সমাজ গড়ার পরিকল্পনা
মানেই হ'চ্ছে—
স্রষ্টার উপর সির্‌জনী,
তবে, পরস্পর পরস্পরকে স্বার্থ বিবেচনায়
সক্রিয়, সহযোগী, সানুকম্পী,
প্রীতি-উচ্ছল, শ্রমকুশল সেবার ভিতর-দিয়ে
শোষণহীন অহিংস সমাজ গ'ড়ে ওঠা
স্বাভাবিক ও সহজ—
যদি আদর্শ পুরুষে
সশ্রদ্ধ, সুনিষ্ঠ সক্রিয়তায়
ঐকতানিক সৌহার্দ্দ্যকে স্বতঃ ক'রে তোলা যায়;
বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব যেমন
এর অন্তরায় নাও হ'তে পারে,—
স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যসম্বর্দ্ধনী বিভিন্ন বর্ণ,
শ্রেণী ও সমাজও তেমনি যে,
এর অন্তরায় হ'য়ে উঠবে
তা'রই বা মানে কী? । ১২৩।

উৎসারণী একানুধ্যায়িতায়
যে-বৈশিষ্ট্যানুগ সংস্কৃতি বহন ক'রে
জীবের বীজ-অন্তর্গত জনি বিন্যস্ত হ'য়ে
তদনুগ রজে সম্মিলিত হওতঃ
যে বিশেষ জৈবী-সংস্থিতির
অবতারণা হ'য়ে থাকে,—
তা'ই-ই হ'চ্ছে জাতির বিশেষত্ব;
ঐ জাতীয় বিশেষত্বগুলির
গুচ্ছীকৃত সমাবেশই হ'চ্ছে বর্ণ—
যা' উৎকৃষ্টই হো'ক—

বা নিকৃষ্টই হো'ক—
ঐ বৈশিষ্ট্যানুগ গুণ ও কর্ম্মে অভিদীপ্ত হ'য়ে
বিশেষ রকম পরিগ্রহ ক'রে
জীবনে ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে । ১২৪।

যেখানেই বংশানুগ সহজাত-সংস্কার,
কর্ম্মপ্রবৃত্তি ও প্রকৃতি অন্বিত যেমন,
বর্ণ-তাৎপর্য্যও সেখানে সার্থক তেমন—
সমুন্নতির সমস্ত সম্ভাব্যতা নিয়ে;
গুণ, কর্ম্ম ও প্রকৃতির এই সহজাত সমন্বয়ই
ব'লে দেয়—
বর্ণ ও বংশ-পরিশুদ্ধি কোথায় কেমন
সহজ হ'য়ে আছে,—
আর, ঐ বৈশিষ্ট্য-দাঁড়ায়
তপঃপ্রসূ উদ্ভাবনী সম্ভাব্যতার পথে চ'লে
সর্ব্বতঃসম্বুদ্ধ উন্নতির অধিকারীই বা
কে কেমন!
অন্বিত গুণ, কর্ম্ম ও প্রকৃতির
ন্যূনতা ও আধিক্য-আনুপাতিক
সমুন্নতির সম্ভাব্যতা—
আর এদের বিরুদ্ধ সমাবেশ
যেখানে যেমন,
বিক্ষেপ ও বিপর্য্যয়ও সেখানে তেমন । ১২৫।

বর্ণ-বৈশিষ্ট্যে যদি অভিঘাত হান'—
তোমাকে আত্মঘাতী হ'তেই হবে,
বর্ণানুগ আত্মনিয়মন হ'তে
যদি বিরত থাক,—
বৈশিষ্ট্যকে বিবর্দ্ধিত ক'রে যদি না তোল,—
মানুষকে প্রসাদমণ্ডিত ক'রে তুলতে পারবে না,
তোমার মস্তিষ্কই এমনতর

হীন-ধীপ্রবণ হ'য়ে উঠবে যে,
কোন বৈশিষ্ট্যকেই
সম্মান ক'রতে পারবে না,
সম্ভ্রমের চক্ষে দেখতে পাবে না,
মর্য্যাদাই বুঝতে পারবে না তা'র,
তাই, তোমাকে ইতর-প্রসাদ-পরিভৃত হ'য়ে
চ'লতে হবে,
আর, তা'ই নিয়ে
জীবনকে পরিপালিত ক'রতে হবে—
উচ্ছিষ্টভোজী কুকুরের মত । ১২৬।

সুকেন্দ্রিক অনুধ্যায়ী অনুধায়নশীল অনুশীলনায়
যা'দের ঔপাদানিক বিন্যাস
যেমনভাবে স্থায়িত্ব লাভ ক'রেছে—
বংশানুক্রমে তপদীপনার ভিতর-দিয়ে
গুণ ও কর্ম্মের সুসঙ্গত শালিন্যে
বিনীত অনুবেদনায়
বৈশিষ্ট্যানুগ বিশেষ বিধায়নী বিধৃতিতে,—
তা'রা তদনুগ গুচ্ছে
সমাবেশ লাভ ক'রে থাকে,
কুলবৈশিষ্ট্য তেমনতরই হ'য়ে থাকে তা'দের—
যতদিন পর্য্যন্ত
ব্যতিক্রম-বিধ্বস্ত না ক'রে তোলে তা'কে;
ঈশ্বরই বিবর্ত্তনী সম্বেগ, বিধায়নী ধাতা,
অনুশীলনের উদাত্ত দীপনা,
কেন্দ্রায়নী বৈশিষ্ট্যপালী ধৃতিদ্যোতনা । ১২৭।

নিজের জাতির বর্ণগত স্তরকে
নানারকম ফন্দীফিকির ক'রে
জোড়াতাড়া দিয়ে
অযথা অন্যায্যভাবে

অন্যরকম প্রতিপন্ন ক'রতে যেও না,
তা'তে তোমার বা তোমার ঐ স্তরের
লোকসান তো বটেই,
তা' ছাড়া, তুমি যা'দের দিয়ে
পোষণপুষ্টি পা'চ্ছ,
তোমার পরিবেশ যা'রা—
তা'দেরও লোকসান অত্যধিক;
তা' তোমার বৈশিষ্ট্যবিরোধী হ'য়ে
সঞ্জাত সংস্কারকে শীর্ণ ক'রে তুলবে,
আরো, বিরুদ্ধ বিবাহ দ্বারা
জৈবী-উপাদানের বিপর্য্যয় সংঘটিত হ'য়ে
কুলের সুসম্ভাব্যতা যা'-কিছু আছে
তা'রও নিকেশ হ'য়ে
বিকট জননের উদ্ভব হ'তে পারে,
ভেবে দেখ কোন্‌টি তোমার স্বার্থ—
বাঁচা, না নিকেশ পাওয়া!
যদি নিজে বেঁচে
অন্যের বৈশিষ্ট্যকে অটুট রাখতে চাও—
তাহ'লে এখনই ঐ-জাতীয় মনোবিকারকে
পরিত্যাগ ক'রে ফেল,
তোমার সঞ্জাত, সংস্কৃতিসম্পন্ন বৈশিষ্ট্যকে
আরোতরে এমনতর উদ্ভিন্ন ক'রে তোল,
যা'তে তোমার পরিবেশ
ঐ দীপনায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে
তা'দের বৈশিষ্ট্যকে
সম্বর্দ্ধনার মূখ্য উপকরণ হিসাবে
গ্রহণ ক'রতে পারে,
তুমিও সার্থক হবে,
তোমার পরিবেশও সার্থক হ'য়ে উঠবে । ১২৮।

বর্ণাশ্রম যদি প্রতি বর্ণের তাৎপর্য্য-অনুপাতিক
পরস্পরের সেবা ও সম্বৃদ্ধিতে
আত্মনিয়োজন ক'রে চলে—
আত্ম-উৎসারণী
ব্যবহার-বিধৃতির ভিতর-দিয়ে,
ব্যর্থতাকে সাশ্রয় সন্দীপনায়
উন্নতির দিকে চালিত ক'রে
পরিচর্য্যায় প্রত্যেককে
উন্নতিমুখর ক'রে তোলে—
দীপ্ত-হৃদয়-উৎসারণায়
পরিচর্য্যার বিভূতি-বিকাশে
সাত্বত চারিত্রিক চর্য্যায়
প্রত্যেককে শিষ্ট-অনুবেদনার অধিকারী ক'রে—
প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে—
বিপুল উৎসেচনায়,—
মনে হয়—ব্যর্থতা
বীভৎস ব্যর্থতায় আত্মহারা হ'য়ে
কোথায় পালিয়ে যেত—তা'র ইয়ত্তাই নেই। ১২৯।

প্রতিটি ব্যষ্টিগত বিধানের বিহিত পরিক্রমা
অর্থাৎ নির্ম্মাণের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের দরুন
যেমন-যেমন বিকাশ হ'য়ে থাকে,—
তেমনতর হিসাবেই তা'দের
আধ্যাত্মিক অর্থাৎ অধি-আত্মিক
বিভিন্নতাও হ'য়ে থাকে—
ঔপাদানিক সমাবেশ ও বৈধানিক
ব্যবস্থিতির তারতম্য অনুযায়ী;
বিভিন্ন ব্যক্তির,
চালচলন, আচার-নিয়মের
বিভিন্নতাও হ'য়ে থাকে
তদনুগ নিয়মনায়,
প্রত্যেকের একায়িত রকমের ভিতরেও

প্রকারের বিভিন্নতা থাকে অনেকখানি;
এইগুলিকে যত রকমে, যতখানি
সার্থক সঙ্গতিশীল পরিচ্ছন্নতায়
অনুধাবন করা যায়,
প্রত্যেকের জীবনীয় শৌর্য্য-স্রোতকেও
নির্দ্ধারণ করা যায় তেমনি,
আর, বৈধানিক ক্রিয়াকুশলতাও
নির্ণয় করা যেতে পারে অমনতর ক'রে । ১৩০।

ইষ্টার্থপরায়ণ গণহিতই যা'দের জীবিকা,—
উঞ্ছবৃত্তি
এক-কথায়, অন্তর-উপচানো শ্রদ্ধাবদান
বা দক্ষিণাই যা'দের বৃত্তি,—
ইষ্টার্থী-আত্মনিয়ন্ত্রণেই
যা'দের ব্যাপ্তি ও প্রাপ্তি,
দোষ ও ত্রুটির জন্য
যা'রা নিজেকে কখনও ক্ষমা করে না,
পরিশুদ্ধি-শাসন যা'দের
স্বতঃই স্বতঃ-প্রণোদিত,—
এমনতর ব্রাহ্মণ যাঁ'রা—তাঁ'দের,
রাজদণ্ডের আয়ত্তে
নিজেকে নিয়ন্ত্রণ ক'রতে হ'ত না,
তাঁ'দের উপর
রাজদণ্ডের কোন প্রয়োজনীয়তাই ছিল না,
কারণ, স্বতঃই তাঁ'রা
লোকপ্রতিনিধি, লোকনিয়ামক,
লোকোৎকর্ষী সাথীয়া,—রাজনিয়ন্তা,
মানুষের চিরনমস্য তাঁ'রা,
মানুষের পূজার্হ তাঁ'রা,
স্মৃতি-আপ্লুত-কল্পনায়
গণ-অন্তর এখনও গেয়ে ওঠে—

'নমস্তে ব্রাহ্মণায়',
তাই বলি, ব্রাহ্মণ! এখনও জাগো,
আবার দাঁড়াও, আবার চল,
ঐ গুণ-পোষণী আলিঙ্গনে
সবাইকে কোলে তুলে' নাও,
ইষ্টার্থ-অনুপ্রেরণায়
সবাইকে সংহত ক'রে তোল,
শক্তি ও সম্বর্দ্ধনায় অটুট ক'রে তোল,
আর, তোমার তপ অমনি ক'রেই
সার্থক হ'য়ে উঠুক আবার—
একটা ব্রাহ্মীদীপ্তি-বিচ্ছুরণে ।১৩১।

প্রত্যেকটি বর্ণ-বৈশিষ্ট্য-পোষণের
ব্যবস্থা এমন ক'রে করা ভাল,—
যা'তে বর্ণান্তর্গত বর্গ-সহ
তা'দের বৈশিষ্ট্যগুলি বিনায়িত হ'য়ে
বর্দ্ধনায় বিস্ফূরিত হ'য়ে চলে;
তা'ছাড়া, তদ্‌বৈশিষ্ট্যানুগ বৈকল্পিক
ব্যষ্টি-অনুগ কৃষ্টির অনুশীলনী-যোগ্যতা
আহরণ করা কর্ত্তব্য;
আর, যেগুলি ঐ মূল বৈশিষ্ট্যকে
পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত ক'রে তোলে—
তা'র এমনতর উন্নয়ন করা উচিত
যা'তে তা' আপৎকালে
অমরদ্যুতি বিকাশ ক'রে
ব্যষ্টি, পরিবার, জাতি ও রাষ্ট্রের
আপদ্‌কে নিরোধ ক'রে
উদ্যম-উদ্বর্দ্ধনায়
অনুপ্রেরিত ক'রে তোলে;
তাই, ঐ বিশেষ বৈশিষ্ট্যানুগ উপকৃষ্টিকে
অবহেলা ক'রো না,

মনে রেখো—
এই উপকৃষ্টি জীবিকা-অৰ্জ্জনী নয়কো,
অসৎ-নিরোধী,—জীবনবৰ্দ্ধনী;
ঈশ্বর বৰ্দ্ধনার 'মাভৈঃ'-আহ্বান,
আর, ঐ আহ্বানই
তোমার জীবনের উত্তর সাধক । ১৩২।

সহজাত সংস্কারোচিত
অর্থাৎ স্ববর্ণোচিত কৰ্ম্মে
নিজেকে নিয়োজিত করাই শ্রেয়,
এতে মানুষের যোগ্যতা ও ধী
সহজ পদবিক্ষেপে
স্পষ্ট ও অটুটভাবে উন্নত হ'য়ে চলে,
জনগণও তা' হ'তে
উপকৃত হ'য়ে উঠতে পারে বহুলভাবে;
লোভের আবগারীতে দাঁড়িয়ে
বর্ণমৰ্য্যাদাকে ধ্বংস ক'রে
সম্ভাব্যতার দোহাই দিয়ে
তা'তে যা'রা বিপৰ্য্যয় সৃষ্টি করে—
তা'রা ক্ষতিরই অধিকারী হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ,
তা'দের সম্ভাব্যতা অপব্যয়েই
অপলাপেই নিমজ্জিত হ'য়ে চলে;
সত্তায় যা' সহজ হ'য়ে আছে—
শক্তিও সেখানে সহজ,
সম্ভাব্যতাও সেখানে বেশী,
তা'র ব্যতিক্রম ক'রে সম্ভাব্যতার লোভে
যা' প্রকৃতিগত নয়
তা'কে আলিঙ্গন করা
বাস্তব সম্ভাব্যতাকে
চোরাবালুতে ডুবিয়ে দেওয়া ছাড়া
আর কিছুই নয়,

বোঝ, দেখ—
যা' ভাল বিবেচনা হয়, কর । ১৩৩।

স্রষ্টা এক, অদ্বিতীয়,
সৃষ্টির প্রত্যেকটি কিন্তু
বিশেষ বৈশিষ্ট্যবাহী-গুচ্ছীকৃত
—এই গুচ্ছবৈশিষ্ট্য নিয়ে
প্রত্যেককেই বিশেষ জৈবী-সংস্থিতিসম্পন্ন—
আর, সেই বিধানই
বিধায়িত সত্তা-সমন্বিত—
তদনুপাতিক গুণ ও ক্রিয়াসম্পন্ন;
তাই, কোন দর্শন, জ্ঞান বা অনুভূতিপ্রতিভা—
যা' যেমনই হো'ক না কেন—
তা' যদি সত্তাবৈশিষ্ট্যপরিপালী না হয়,—
বর্ণানুগ সংস্থিতি ও সম্বর্দ্ধন-উৎসৃজী না হয়,—
ব্যতিক্রম ও বিপর্য্যয়
ঐ ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের তাৎপর্য্যকে
হনন ক'রে চলে,
সেই জ্ঞান, দর্শন বা অনুভূতি
ভ্রান্তি-ঘূর্ণি ছাড়া আর কিছুই নয়কো,
আর, ঐ চলন তোমাকে
'মামনুসর' ব'লে অনুশাসিত ক'রে
ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রে সংঘাত সৃষ্টি ক'রে
সর্পিল সহযোগিতায়
সর্ব্বনাশের দিকে এগিয়ে নিয়ে চ'লতে থাকবে;
সাবধান হও,
বিবেচনায় বুঝকে পরিস্রুত ক'রে তোল,
সত্তাসম্বর্দ্ধনী বৈশিষ্ট্যপালী নীতি ও বিধির
অনুসরণ ক'রে কৃতার্থ হও নিজে,
আর সবাইকেও
তা'রই অধিকারী ক'রে তোল—

স্বস্তি 'স্বাগতম্'-প্রতীক্ষায়
সাধুবাদে তোমাকে ধন্য ক'রে তুলবে । ১৩৪।

প্রত্যেক বর্ণ তা'দের শাখা-সহ
জন্মগত তাৎপর্য্য নিয়েই আছে,—
তা' অল্পই হো'ক, বিস্তরই হো'ক,
বা ব্যতিক্রান্তই হো'ক,
আর, এটা
গাছপালা ও পশু-জগতেও যেমনি
মানুষেও তেমনি,
আবার, মানুষের
এই জন্মগত জৈবী-সংস্থিতিমাফিক
বোধিদীপ্তি, যোগ্যতা
ও তা'র হীনস্ফূরণও আছে,
তদনুসারেই তা'র ভিতর অনেকে
অর্জ্জনক্ষম হ'য়ে দাঁড়িয়ে ধনী হ'য়েছে,
বোধিতপা হ'য়ে বুদ্ধিজীবী হ'য়েছে,
কেউ আবার হীনচলনে চ'লে শ্রমিক হ'য়েছে,
আবার, কেউ ব্যতিক্রম দ্বারা অভিভূত হ'য়ে
অপচলনশীল হ'য়েছে;
এমনতর গুচ্ছীকৃত রকমের দরুন
কোন বর্ণের তাৎপর্য্য অবলুপ্ত হ'য়ে যায় না—
যদি-না তা'র ভিতর কোনপ্রকার
প্রতিলোমদুষ্ট যৌন অন্তঃপ্রক্ষেপ থাকে,
তা' না থাকলে
স্ফূরণী সম্ভাব্যতাও হারায় না তা'দের;
তাই, কোন বর্ণ বা তা'দের শাখাই হো'ক,
ঐ হীন বা অলস উচ্ছৃঙ্খল রকম দেখেই
তা'দের সম্বন্ধে যদি
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে,
তা'রা তা'দের নিজত্ব

একেবারে হারিয়ে ফেলেছে—
সেটা একটা বেকুবই হবে;
তাই, বৈশিষ্ট্যপালী বর্ণানুগ প্রকৃতি-অনুপাতিক
তা'দিগকে পোষণ ও পালনে
স্ফূরণ-অন্তরাসী ক'রে তুলতে পারলে
সম্ভাব্যতার অনুকূলে তা'রা গজিয়ে উঠবেই,
একটা প্রদীপ্ত জীবন নিয়ে জ্বলন্ত হ'য়ে উঠবে;
তাই, চাই বিহিত অনুচর্য্যা,
আর, এই অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
বৈশিষ্ট্যানুপাতিক সঙ্গতি ও সম্বৃদ্ধিতে
বিবর্ত্তিত হওয়া । ১৩৫।

বর্ণই ভাঙ্গতে চাও,
আর, শ্রেণীই ভাঙ্গতে চাও,
ব্যষ্টিবৈশিষ্ট্যকে সর্ব্বতোভাবে
চুরমার ক'রে যদি না দিতে পার,
তা' হওয়া দুরূহ,
বৈশিষ্ট্য রূপ-পরিবর্ত্তন ক'রতে পারে মাত্র,
আর, বৈশিষ্ট্যকে চুরমার করা মানেই
তা'র জৈবী-সংস্থিতি-সম্ভূত যে শরীর ও মন
তা'কে ভেঙ্গে
প্রত্যেককে প্রত্যেকের মতন ক'রে তোলা—
একরকম ক'রে তোলা সর্ব্বতোভাবে,
তা' না হ'লে ভাঙ্গা হবে না,
একটা রকম
অন্য রকমে পর্য্যবসিত হ'তে পারে মাত্র,
আর, যা' হবে—
তা'ও সাধারণতঃ
স্থৈর্য্যহারা, অব্যবস্থ ও অবিশ্বস্ত,
পরিবেশ তা'কে
যখন যেমনতরভাবে আকৃষ্ট ক'রবে—

সে তখন তেমনতরই হবে,
ব্যষ্টিগতভাবেই হো'ক
আর সমষ্টিগতভাবেই হো'ক—
উৎক্রমণী চলন-নিয়মনে
নিজেদের নিরাপত্তা-বিধায়ক হ'য়ে
আপদ্‌কে নিরোধ ক'রে
বেঁচে থাকাই দুরূহ হ'য়ে উঠবে ক্রমশঃ,
সুকেন্দ্রিক বোধিদীপ্ত মহান ও শ্রেয়ের গোষ্ঠী
ক্রমশঃই ক'মে যাবে,
অদূরদর্শিতা ঘনঘটা নিয়ে
ক্রমশঃই তামসবিভা বিকিরণ ক'রে
উদ্বর্দ্ধনী মনোবৃত্তিকে ক্ষুণ্ণ ক'রে তুলবে,
নষ্ট পাবে সবাই ক্রমশঃ,
পরস্পর্শী হ'য়ে জীবনধারণ করা ছাড়া
আর কোন সম্ভাব্যতা থাকবে কিনা
বুঝতে পারা যায় না;
মনে রেখো, ঐ বৈশিষ্ট্যই
শ্রেণী বা বর্ণের ভিত্তি,
যা' শ্রেয় বিবেচনা কর,
তা'ই ক'রতে পার । ১৩৬।

বর্ণ হয়—গুণ ও কর্ম্ম দিয়েই,
যা' কুলগত তাৎপর্য্যকে
ব্যক্তিতে বহন ক'রে নিয়ে চ'লেছে;
যা'রা,
যে-তাৎপর্য্য বহন ক'রে নিয়ে আসে—
তা'দের প্রকৃতিও
ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে—
তেমনতর গুণ ও বর্ণানুপাতিক;
আবার, প্রকৃতি-অনুপাতিক
স্বভাবও

আবর্ত্তিত হ'য়ে চ'লতে থাকে
আর, প্রকৃতি কিন্তু
ঐ অস্তিত্বেরই, ঐ ধৃতিরই;
এক জাতীয়
বহু রকমের ভিতর-দিয়ে
এক-এক বর্ণের সৃষ্টি হ'য়ে থাকে,
আবার গুণ ও কর্ম্মের
তাৎপর্য্য-অনুপাতিক
তা'রা বিভেদিত হ'য়ে থাকে—
ন্যায্য অধিষ্ঠিতি নিয়ে;
এই হ'চ্ছে প্রকৃতির
স্বাভাবিক অবদান,—
যা' ঈশ্বর-অনুস্যূত থেকে
জীবনীয় তাৎপর্য্যে
প্রতিটি ব্যক্তিত্বকে
স্রোতল ক'রে রেখেছে
ধারণ-পালন-সম্বেগের সহিত ।১৩৭।

যে-কোন বর্ণের অন্তর্গত
যে-কোন সম্প্রদায়ের
যা'রা বা যে-কেউই হো'ক না,
পাতিত্যজনক কর্ম্ম ক'রে
পাতিত্য লাভ ক'রেছে যা'রা,
সেই দুষ্কর্ম্মকে পরিহার ক'রে
সর্ব্বতোভাবে সেই বর্ণানুগ উৎকর্ষী কর্ম্মে
সপরিবার-পরিবেশ
অভ্যস্ত হ'য়ে উঠে
ঐ অপকর্ম্মে ঘৃণা এলেই
উপযুক্ত চিকিৎসা ও প্রায়শ্চিত্তে
তা' হ'তে ত্রাণ পেয়ে
ঐ বর্ণবৈশিষ্ট্যমাফিকই

সত্ত্ব লাভ করে তা'রা—
যদি যৌন-সম্পর্কীয়
ব্যভিচার-বিসৃষ্ট না হ'য়ে থাকে—
যা'র দরুন, জীবের
জৈবী-সংস্থিতি বিকৃত হ'য়ে ওঠে;
তাই, পাতিত্যে প্রোথিত হ'য়ে থেকো না,
তোমার বৈশিষ্ট্যানুগ সদনুচর্য্যায়
বর্ণানুগ উৎকর্ষী কর্ম্মে অভ্যস্ত হ'য়ে চল—
নিন্দনীয় যা' তা'তে ঘৃণা নিয়ে,
ঐ পাতিত্যচর্য্যা হ'তে
সপরিবারে মুক্ত হ'য়ে
উৎকর্ষী বৈশিষ্ট্য-সংস্থ
হ'য়ে উঠবে তুমি,
আর, তোমার চলন, চরিত্র, ব্যবহারই
লোকের অন্তরকে আকর্ষণ ক'রে
তোমাকে গ্রহণপ্রবুদ্ধ ক'রে তুলবে সবাইকে,
প্রকৃতিই উৎকর্ষী চুম্বনে
তাঁ'র স্নেহল অঙ্কে
স্বাধিষ্ঠিত ক'রে রাখবেন তোমাকে,
দাবী বা জবরদস্তি ক'রে
পদস্থ হ'তে যেও না—
আর হওয়াও যায় না তা' । ১৩৮।

প্রকৃতির বৈধী-বৈশিষ্ট্যই হ'চ্ছে—
সবাই অর্থাৎ প্রতিপ্রত্যেকেই
সব যা'-কিছু হ'তে পারে না,
কিন্তু প্রতিপ্রত্যেকেরই বৈশিষ্ট্যমাফিক উদগতি
তা'র মতন ক'রে
সুসঙ্গত সমাহারী তাৎপর্য্য নিয়ে
অশেষভাবে হ'তে পারে—
তা'র বৈশিষ্ট্যে

যেমনতর সংস্কার নিহিত আছে
তদনুপাতিক তপশ্চরণে;
তাই, সবাই সব যা'-কিছু হ'তে পারে—
এমনতর অবাস্তব ধারণা
বর্ব্বরোচিত ব'লেই মনে হয়;
ঋষিদের সংস্কার-বিন্যাসিত বর্ণবিভাগ—
বৈশিষ্ট্যানুগ কৌলিক উৎকর্ষণ
ও উদ্বর্দ্ধনী সুপ্রজননের পক্ষে
সুধাসন্দীপনী অবদান,
আবার, ঐ বর্ণাশ্রম
আদর্শ-অধ্যুষিত সংস্রবের ভিতর-দিয়ে
ছোট বড় এবং বড় ছোটর ভিতর
পারস্পরিক সত্তাসংরক্ষণী আদান-প্রদানের ভিত্তিতে
সুসঙ্গত সম্বন্ধের সৃষ্টি ক'রে থাকে,—
যা' সমাহারী সঙ্গতিসম্পন্ন
পারস্পরিক বৈশিষ্ট্যানুগ উন্নতির ভিতর-দিয়ে
ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত বিশৃঙ্খল যা'-কিছুকে
সম্বুদ্ধ সম্বন্ধান্বিত ক'রে তোলে,
এবং তা'রই ফলে, ধনিক-শ্রমিক সংঘর্ষ
কিছু থাকে না,
ঐ ধনিকের কর্ম্মকুশল বোধদীপনী অনুচর্য্যা
শ্রমিকের জীবনধারণী আশ্রয় হ'য়ে ওঠে,
আবার, শ্রমিকরা স্বতঃ-দীপনায়
শ্রদ্ধোষিত অনুচর্য্যা নিয়ে
ধনিকের সম্পদ্ হ'য়ে দাঁড়ায়,
ফলে, পরস্পর পরস্পরের
অচ্ছেদ্য সম্পদ্ হ'য়েই চ'লতে থাকে—
সমাজের যে-কোন বর্ণের যে-কেউই
তা'র বৈশিষ্ট্যে দাঁড়িয়ে—
যত বড় বা ছোটই হো'ক না কেন । ১৩৯।

তোমার বর্ণানুগ জাতি বা জীবিকাকে
কেউ যদি উল্লেখ ক'রে
বা খোঁচা মেরে
কোন কথা বলে,
আর, তা' যদি
ঐ জাতি বা জীবিকার পক্ষে
নিন্দনীয় না হয়
বা অবৈধ না হয়,—
তাহ'লে কিছুতেই
ক্ষোভরুষ্ট হ'য়ে উঠো না;
তা' কিন্তু হীনম্মন্যতারই লক্ষণ,
তোমার ঐ বর্ণানুগ জাতি বা জীবিকাকে যে,
তুমি অন্তরে-অন্তরে অবজ্ঞাই কর—
তা'ই ব'লে দেয়
তোমার ঐ অবক্রিয়া,
তা'র মানে—
তা'তে তোমার কোন শ্রদ্ধা
বা সম্মান নেইকো,
আর, তা' ব্যত্যয়ী ব্যক্তিত্বেরই লক্ষণ,
ঐ মনোভাব দূষ্য, ব্যভিচারধর্ম্মী;
উন্নতকে—সে যেই হো'ক না কেন
অবনত ক'রবার উদ্দেশ্য
তোমার অন্তঃস্থলে অবশায়িত,
বৈশিষ্ট্য তোমার বিক্ষুব্ধই কিন্তু সেখানে,
তাই, অন্যকেও বিক্ষুব্ধ করার প্রয়াস
যে, তোমার চরিত্রে
সংগ্রথিত নেই—তা' কে ব'লবে?
প্রকৃতির পরাগতি
তোমাকে যা' দিয়েছেন
তা'ই শ্রেষ্ঠ, তা'ই শ্রেয়,
আর, সেই বৈশিষ্ট্য যা'তে অন্যকে

যথাযথভাবে পরিপালন করে—
সমীচীন বিধানে,—
তা'ই তোমার
সাত্বত আকুতি হওয়া উচিত;
ঔচিত্যে আছে মিলন,
বিচ্ছেদ নেইকো,
আর, আছে
অবনতিকে অতিক্রম ক'রে
ব্যাপন প্রীতিক্ষেপে
উন্নতির অবাধ আলিঙ্গন;
সাত্বত যা', উচিত যা',
মিলনপ্রসূ যা',—
তা'ই কিন্তু ভাল,
আর, তা' বিক্ষোভহারা প্রকৃতির অবদান। ১৪০।

প্রকৃতির মধ্যে যা'-কিছু,
মায় গাছপালা ইত্যাদি
সব যদি সমান হয়,
ব্যষ্টিগত ও গুচ্ছগতক্রমে
যদি বিশেষত্ব না থাকে তা'র,
সব পশুপক্ষী যদি একই হয়,
অর্থাৎ প্রত্যেকে যদি সমানই হয়,
ব্যষ্টিগত ও গুচ্ছগত হিসাবে
কা'রও যদি বৈশিষ্ট্য না থাকে,
আর, বৈশিষ্ট্যের মধ্যে শ্রেয়-অশ্রেয় ব'লে
যদি কিছু না থাকে,
সব সমান বা একই হ'য়ে যায়,—
তাহ'লে মানুষও সব সমান,
সব একই সর্ব্বতোভাবে
ব্যষ্টিগত ও গুচ্ছগত ক্রমে,
বৈশিষ্ট্য তা'দেরও নাই ভাবতে পার,

শ্রেয়-অশ্রেয় ব'লে
এদের ভিতরে কিছু নেই—
তা'ও ভাবতে পার,
শ্রেয়-অনুচর্য্যায়
শ্রেয়তে আত্মোন্নতি বা উৎকর্ষ
না হ'তে পারে,—তা'ও ভাবতে পার,
অপকৃষ্টতে আত্মনিয়োগ ক'রলে
কা'রও বা কোন বৈশিষ্ট্যের
অশ্রেয়তে অপগতি না হ'তে পারে—
তা'ও ভাবতে পার,
আবার, শ্রেয় যা'রা
তা'রা যদি অশ্রেয়কে ভজনা করে,
সেই অশ্রেয়-সংক্রমণে
পরিবেশ বিষাক্ত হ'য়ে নাও উঠতে পারে—
তা'ও ধ'রে নিতে পার;
কিন্তু একটার মত আর-একটা
দুনিয়ায় খুঁজে পাওয়া যায় কিনা—
তা'ও দেখতে পার,
যদি না পাওয়া যায়,
দুইয়েরই বৈশিষ্ট্য আছে—
ধ'রে নিতে হবে,
ব্যষ্টিবৈশিষ্ট্যকে স্বীকার ক'রতেই হবে,
আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন, অস্মিতা
বৈশিষ্ট্য-হিসাবে বিশেষ হ'য়ে আছে—
তা'ও বুঝতে হবে,
আবার, প্রত্যেক ব্যষ্টি
যেমন বিভিন্নরূপে বিদ্যমান,
তা'দের প্রত্যেকের
এই রূপ ও রূপ-অনুস্যূত বৈশিষ্ট্য
বিশেষ জীবনীয় উপকরণ-সংহতিতে সৃষ্ট,—
একজাতীয় প্রত্যেকটি ব্যষ্টি

অমনি ক'রেই বিশেষ রূপে রূপায়িত,
ঐ এক জাতীয় বিশেষ রূপ
ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন যা'রা
তা'দের প্রত্যেকটি বিভিন্নকে নিয়ে
বংশানুক্রমিকভাবে
এক-একটি গুচ্ছ
প্রস্রোতা হ'য়ে চ'লেছে—
বিশেষ ধী নিয়ে,—
তা'ও দেখতে হবে কিন্তু,
তাই, প্রত্যেকের অনুচর্য্যাও ক'রতে হবে—
তা'র বৈশিষ্ট্যানুযায়ী;
তাহ'লে দাঁড়াল—
তুমি কা'রও সমান নও,
অন্যেও তোমার সমান নয়কো,
অথচ সবাইকে তোমার প্রয়োজন আছে,
সবাইয়েরও তোমার প্রয়োজন আছে—
বৈশিষ্ট্যানুপাতিক,
আর, এই বৈশিষ্ট্যের
কোন্‌টা কোন্ পথে শ্রেয়—
কী ব্যাপারে, কোথায়—
তা'ও বেছে নিতে হবে,
আবার, এও বুঝতে হবে
পুরুষের বৈশিষ্ট্য পুরুষের মত,
নারীর বৈশিষ্ট্য নারীর মত,
আর, এই বৈশিষ্ট্যের
কোন আপূরণী বৈশিষ্ট্যের সাথে
সঙ্গতির প্রয়োজন আছে কিনা—
প্রকৃতিগত, আপোষণী অনুধ্যায়িতায়,—
তা'ও নিরূপণ ক'রে তেমনতর চ'লতে হবে,
অশ্রেয়কে শ্রেয়সঙ্গতিসম্পন্ন ক'রে তুলতেই হবে,
শ্রেয়ে বিবর্দ্ধিত বা বিবর্ত্তিত হ'তে

আত্মবিন্যাস ক'রে
অন্তরে অশ্রেয় যা' আছে—
তা'র নিরসন ক'রে
শ্রেয়কে সংহত ক'রে তুলতে হবে,
কথাবার্ত্তা, চালচলন ও ব্যক্তিত্বে
তা'কে ফুটিয়ে তুলতে হবে,
তাহ'লে পরিবেশ সে-সংক্রমণে
সঙ্কর্ষিত হ'য়ে উঠবে—এ অতি নিশ্চয়;
কী সত্তাপোষণী, কী সত্তাপরিধ্বংসী
তা'কে বেছে নিয়ে
শ্রেয়ে-অশ্রেয়ে নির্দ্ধারিত ক'রতে হবে,
অশ্রেয়কে শ্রেয়ে উন্নত ক'রে তুলতে হবে,
পরিধ্বংসী যা' তা'কে নিরোধ ক'রতে হবে,
শ্রেয়কে আরো ক'রে তুলতে হবে;
তা' যদি না কর,
ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অব্যবস্থ ছন্নছাড়া হ'য়ে
আত্মবিলয় করা ছাড়া পথই থাকবে না—
তা ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত ভাবে,—
এটা অতি নিশ্চয় কিন্তু । ১৪১।

আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
সার্থক অন্বিত সঙ্গতিকে
ভূমি ক'রে
যে বর্ণ ও কর্ম্মের বিনায়িত বিভাগ
নির্ণীত হয়,—
সেই নির্ণয়ী অনুজ্ঞা ও অনুশাসনের
অনুশীলনার ভিতর-দিয়ে
সমস্ত জাতির সংহতি
সার্থক হ'য়ে ওঠে,
তা'র ভিতর থাকে
পারস্পরিক অনুচর্য্যা,

অবকৃষ্ট, অপকৃষ্ট বা নিকৃষ্টের
ক্রমানুশীলনী উন্নয়নী অনুবর্ত্তনা—
যে-বর্ত্তনায় দাঁড়িয়ে
পরস্পর পরস্পরের স্বার্থ হ'য়ে উঠে থাকে,
উচ্চকে নীচ করার
বা কোন বৈশিষ্ট্যকে অবদলিত ক'রে
বিকৃতি সৃষ্টি করার প্রবৃত্তি
ক্রম-খর্ব্বতায় নিঃশেষ হ'য়ে চ'লতে থাকে,
থাকে—অনুশীলন-মাধ্যমে
নিকৃষ্টকে উৎকৃষ্টে উন্নীত করার
পারস্পরিক আকৃতি,
দাবী নয়,
অনুশীলনার ভিতর-দিয়ে
গুণ ও কর্ম্মের উন্নতি,—
যে-উন্নতিকে জনসাধারণ
শ্রেয় ব'লেই মনে ক'রে থাকে,
সুখের ব'লেই মনে ক'রে থাকে,
যোগ্যতার জীয়ন্ত মূর্ত্তি ব'লে মনে ক'রে থাকে,
যা' ধর্ম্ম ও কৃষ্টির অমৃত-অবদান,
যা' আদর্শে সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
প্রতিটি ব্যক্তিত্বকে
উৎকর্ষমণ্ডিত ক'রে
সার্থকতায় সমাহিত ক'রে তোলে,
—যা'র ফলে, থাকে না দ্বন্দ্ব,
থাকে না ভয়,
থাকে না হীনম্মন্যতার দন্ত-কড়মড়ি,
থাকে না কর্ম্মে অনভ্যস্ত
দাবী-দাওয়ার কুটিল-ভঙ্গিমা,
থাকে—আগ্রহ-আবেগ-উদ্দীপ্ত
অনুশীলনী অনুক্রমণা,
পারস্পরিক আলিঙ্গন-উদ্দীপ্ত

মর্য্যাদাশীল উৎক্রমণী আহ্বান ও অনুচর্য্যা,—
যা'র ফলে
পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র
সুসংহতির শুভ-দীপনায়
উৎকর্ষমণ্ডিত হ'য়েই চ'লতে থাকে,
ক্লেশসুখপ্রিয়তার অদম্য উদ্দীপনার ভিতর-দিয়ে
অর্জ্জনপটু হ'য়ে ওঠে প্রতিপ্রত্যেকে—
অভাব, অনটন, জরা ইত্যাদিকে
অতিক্রম ক'রতে-ক'রতে,
তাই-ই তো মানুষের অমৃত পথ—
যেখানে অস্ত্রসজ্জিত বিদ্রোহের
বা সামরিক অভ্যুত্থানের
অতি ক্ষীণ প্রাদুর্ভাবও
কমই দেখা যেয়ে থাকে,—
যতক্ষণ-না
ঐ সংহতিতে কোন আক্রুষ্ট সংঘাত
বিক্ষেপ এনে দিতে পারে,
এমন-কি, বিদ্রোহের উত্থানও
কমই দেখা যায়,
মানুষ ব্যক্তিগত পরাক্রমে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে
অর্জ্জনার ঊর্জ্জী-সম্বেগে
নিজেকে সব দিক্-দিয়ে
নিয়োজিত ক'রে রাখে—
অসৎকে নিরোধ ক'রে,
জীয়ন্ত যুত-ব্যক্তিত্বের আবাহনে
প্রতিপ্রত্যেকেই
ধীমান উদ্দাম-চলনে
কৃতার্থতা-লোলুপ অমর দীপনায়
পারস্পরিক পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
যোগ-যজ্ঞের
কর্ম্মপ্রসন্ন হোম-আহুতি-অনুশীলনে

উদাত্ত হ'য়েই চ'লতে থাকে;
ব্যক্তির যদি শুভ চাও,
পরিবারের যদি শুভ চাও,
সমাজের যদি শুভ চাও,
রাষ্ট্রকে যদি অটুট মর্য্যাদায়
উন্নতি-উৎস্রবা ক'রে তুলতে চাও,—
এখনও মুখ ফিরাও,
নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ,
পরিবারের দিকে তাকিয়ে দেখ,
সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখ,
রাষ্ট্রের দিকে তাকিয়ে দেখ,
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির সার্থক সঙ্গতিতে
অনুশীলন-তৎপরতায়
ঐ সবগুলিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে তোল,
প্রতিপ্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব
স্বর্গ-সুষমা-সুরভিত হ'য়ে
বিরাজ করুক—
বৈজয়ন্তীর বিজয়-প্রতিভা নিয়ে,
ঈশ্বরে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
পরমার্থে প্রদীপ্তি লাভ ক'রে,
শান্তি, স্বস্তি ও স্বধার
উৎক্রমণী অনুধ্যায়িতায়
সুতৎপর হ'য়ে;
ওঠ, জাগো,
বরেণ্যকে বুকে আঁকড়ে ধর—
শ্রদ্ধার স্ফীত আসনকে অনুরঞ্জিত ক'রে । ১৪২।

বর্ণানুগ ক্রম-তাৎপর্য্যে
তুমি যদি কা'রো চাইতে ন্যূন হও—
জাতি বা বর্ণ থেকে
অর্থাৎ তদনুগ গুণ ও কর্ম্ম থেকে

আচার-আচরণ থেকে
যা'ই বল না,—
তা'তে দুঃখেরই বা কী!
ক্ষতিই বা কী!
তোমার প্রাজ্ঞ পরিচর্য্যা
যেন প্রতিপ্রত্যেককে
সুসন্দীপ্ত ক'রে তোলে,
তোমাকে শ্রদ্ধা করার আকুল উন্মাদনা
তোমার স্বভাবই যেন
বিদীপ্ত ক'রে তোলে—
অহঙ্কারে নয়, আত্মম্ভরিতায় নয়কো;
অস্খলিত নিষ্ঠানিপুণ
রাগ-অনুরঞ্জনা নিয়ে
তুমি চ'লতে থাক,
পরিবেশের প্রত্যেককে
যেখানে যেমন প্রয়োজন
তেমনতর পরিচর্য্যা ক'রো,
সেবা ক'রো—
তোমার দ্বারা যা' সম্ভব
তেমনি ক'রো,
বংশ, বর্ণ ও বিদ্যা-অনুক্রমে
যা'কে যেমনতর সম্মান ক'রতে হয়
অভ্যর্থনা ক'রতে হয়,—
তা' ক'রতে একটুও ত্রুটি ক'রো না,
দেখবে—ঐ ন্যূনত্ব
মানুষের কাছে
কত স্বাদু হ'য়ে ওঠে,
দেখে নিও—
তোমার উজ্জ্বনী অনুদীপনা
ব্যক্তিত্বের বিহিত তাৎপর্য্য
প্রত্যেক বর্ণকে

আরো আরোতর সন্দীপনায়
রঞ্জিত ক'রে তুলছে,
তুমি মানুষের দীপন হ'য়ে উঠবে,
উৎসবের নন্দন-অভিসার হ'য়ে উঠবে,
তোমার বাস্তব ধৃতিগাথা
আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সাম-রঞ্জনায়
সবাইকে ডগমগ ক'রে তুলবে;
কিন্তু তুমি কখনই
বৈধী বিহিত করণীয় যা'
তা' অতিক্রম ক'রো না—
একমাত্র সত্তা যেখানে যতক্ষণ
আপদ্‌দুঃস্থ হ'য়ে
তা'কে অতিক্রম ক'রবার
বোধনিদেশ না দিচ্ছে;
তুমি তোমার মত থাক,
বিস্তৃত হ'য়ে ওঠ সবার ভিতর—
ঐ পরিচর্য্যার প্রণিধান-তাৎপর্য্যে,
সবারই জীবনের সংরক্ষণী সৌন্দর্য্য নিয়ে
শিষ্ট ও সুষ্ঠু আচার-উদ্দীপনায়;
অন্তর্দেবতা ভবভূত তাৎপর্য্যে
তোমাকে ঐশী-সন্দীপনায়
সম্বুদ্ধ ক'রে তুলবেন;
তুমি বিকৃতির পথে
অনাচারের পথে
লুব্ধ হ'য়ে উঠো না;
শিষ্ট-সুন্দর তপদীপনা
দ্যুতি বিস্তার ক'রে
তোমার ব্যক্তিত্বে বিরাজিত থাকুক,
স্বস্তি-সম্বেদনা সামসুরে
তোমাকে অভিনন্দন করুক,
ইষ্টার্থ-ঐশ্বর্য্য

সুসম্বুদ্ধ ক'রে
তোমাকে
আরো হ'তে আরোতর বাস্তবে
শুভসুন্দর ক'রে তুলুক,
অনুশাসন-আশিস্
তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুক,
তুমি আরো হ'তে আরোতরে চ'লতে থাক । ১৪৩।

অসমান যা' তা'কে সমান ক'রতে যেও না,
যে যেমন আছে—
তা' থেকেই তা'কে সম্বৃদ্ধ হ'তে দাও,
সমান ক'রতে যাওয়া মানেই—
একটা অভাবনীয়
বিস্ফোরণ সৃষ্টি করা;
প্রকৃতি যা'র যেমন—
মান বা ওজনও তা'র তেমন,
শারীর বিন্যাসও তেমনতরই;
গাছগুলি সব গাছ হ'লেও
প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের
বৈষম্য আছে,
ঐ বৈষম্য সৃষ্টি ক'রেছে তা'র প্রকৃতি;
প্রকৃতিই বিনায়ন ক'রে
তা'র যেখানে যেমনতর প্রয়োজন
তা'র বিহিত বিন্যাসে
তা'কে তেমনি ক'রে রেখেছে,
তা'কে যদি উস্কে
ব্যতিক্রমে বিনায়ন ক'রতে চাও—
সে বেইমান হ'য়ে প'ড়বে,
আর, তা'র মানের
ব্যতিক্রম হ'য়ে উঠবে,
অর্থাৎ ওজনের ব্যতিক্রম হ'য়ে উঠবে,—

সংহতির ব্যতিক্রম হ'য়ে উঠবে,—
তা' শরীর, মন, জীবনীয় বিধান
যা'-কিছু সব সমেত;
তাই, যা'র সাথে যা'র
বিহিত সঙ্গতি আছে,
যোগাবেগ আছে,
প্রাকৃতিক সদৃশত্ব আছে,
তা'রাই সংহত হ'য়ে থাকতে পারে—
পারস্পরিক সম্বেদনী তাৎপর্য্যে,
এই যোগাবেগ যদি তুমি
জোর ক'রেই ক'রতে চাও—
যুক্ত হবে না,
ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়ে প'ড়বে;
বরং সত্তাসঙ্গতি যা'র যেমন
তদনুগ নিয়ন্ত্রণে
তুমি তা'কে অনেকখানি
বিনায়ন ক'রতে পার,
কিন্তু সম্মিলন ক'রতে পার না কিছুতেই,
যদি কর—সে-সম্মিলন
সাংঘাতিক তাৎপর্য্যকেই
আমন্ত্রণ ক'রে থাকে;
প্রকৃতি তা'র অন্তঃস্থ অনুবেদনা নিয়ে
যে রকম যোগাবেগ সৃষ্টি ক'রেছে—
তা'র ভিতরে
তদনুগ সাত্বত সন্দীপনা নিয়ে,—
যদি তা'কে বিনায়িত ক'রতে পার—
সেখানে বরং—
তা'ও কোথাও-কোথাও—
কিছু সঙ্গতি হ'তে পারে;
নয়তো নয়ই;
আবার, প্রীতি মানেই যোগাবেগ,

এই যোগাবেগের
শুদ্ধপরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে প্রত্যেককে
তা'র প্রকৃতিসম্পন্ন রেখে
সংহত করা সম্ভব,
আর, অসম্ভবের আমন্ত্রণ
অসম্ভবের সৃষ্টি ক'রে
অসুবিধারই সৃষ্টি ক'রে থাকে;
তবে যদি ধ্বংসই হ'তে চাও—
বিস্ফোরণদীপ্তই করে তুলতে চাও তা'দিগকে—
সব-কিছু একসাই ক'রতে চাও—
আর, তা'তে বিস্ফোরণ যদি সংঘটিতই হয়—
কা'রো অস্তিত্বই
স্বস্তিসম্পন্ন হ'য়ে থাকতে পারে না,—
একটা ব্যতিক্রমের
বীভৎস-লীলার ভিতর-দিয়ে ছাড়া,
যা'র ফলে,
অস্তিত্বসংরক্ষণ সম্ভব কিনা—সন্দেহ;
এক-জাতীয় গুণান্বিত হ'য়ে
বিভিন্ন হ'য়ে র'য়েছে যা'—
তা'কেই গুণ বা বর্ণ ব'লে থাকে,—
তা'র বিহিত ক্রিয়া
ও প্রকৃতি-অনুপাতিক,
অর্থাৎ বৈশিষ্ট্য-অনুপাতিক;
তাই, বিহিতভাবে যে-যেমন
প্রকৃতি ও বর্ণানুগ তাৎপর্য্যের সহিত
তা'দিগকে
সুসম্বন্ধান্বিত হ'তে দাও,
স্বস্তি ও সৌন্দর্য্যের তাৎপর্য্যে
সাংস্কৃতিক উদ্দীপনায়
সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠবে সবাই—
ঐ প্রকৃতি-অনুগ

আদান-প্রদানের ভিতর-দিয়ে;
তাই বলি—
সবকে সমান ক'রতে গিয়ে
বেইমানের পরাকাষ্ঠাকে
আমন্ত্রণ ক'রতে যেও না,
সুবিধা ক'রতে গিয়ে
বিধাবিধ্বস্ত ক'রে ফেলো না সবাইকে । ১৪৪।

জাতির সমস্ত ভারই অর্পণ কর—
অর্থাৎ তা'দের
মানুষ করার ভার অর্পণ কর—
বর্ণ, গুণ ও কর্ম্মে যা'রা
শ্রেয় বা শ্রেষ্ঠ—
তা'দের উপর;
আর, সমস্ত জাতিকে
অন্তরাসী ক'রে তোল—
তা'দের প্রতি
শিষ্ট অনুনয়নে সম্বুদ্ধ থাকতে—
নিষ্ঠানিটোল অনুদীপনায়;
অন্য জাতি ও বর্ণের
যে যেখানে আছে—
প্রত্যেককে
শুভ-বিনায়নী তাৎপর্য্যে
সুসন্দীপ্ত ক'রে তোল;
সাধারণ শিক্ষার যাগ
এমনি ক'রেই আরম্ভ কর;
এই যাজ্ঞিকের ভিতর
যা'রা শ্রেয়—
দক্ষ—
নিবিষ্ট-যজমান—
তা'রা যা'তে

আরো হ'তে আরোতর হ'য়ে
উন্নতির দিকে এগিয়ে যায়—
হাতে-কলমে
শিক্ষা-চাতুর্য্যে—
তা'র ব্যবস্থা কর,
তা'দিগকে আচার-ব্যবহার
চালচলন
কথাবার্ত্তা—
ইত্যাদির ভিতর-দিয়ে
উন্নতির দিকে এগিয়ে তোল,
তা'দের অফিসের চাকুরী না হ'য়ে
স্বতঃস্বেচ্ছ বর্ণানুগ চাকুরীই হ'য়ে উঠুক;
তা'দের ভিতর কৃতী যা'রা
তা'দিগকে তেমনি ক'রেই সুসম্মানিত কর,
সম্বর্দ্ধিত কর,
সুদীপ্ত অন্বয়ী তাৎপর্য্যে
তা'দের উচ্ছল ক'রে তোল—
সুক্রিয়তার ভিতর-দিয়ে;
প্রথমে নজর দিও—
সে নিবিষ্ট কেমন!
প্রেষ্ঠানুগ অনুগতি
তা'র কেমনতর অকাট্য!
আচার-ব্যবহার
চালচলন
কথাবার্ত্তা—
তা'র সঙ্গতিশীল কতখানি!
অনুশীলন-তৎপরতায়
সে কতখানি এগিয়ে যা'চ্ছে—
নিকৃষ্ট ঝোঁকগুলি নিয়ে!—
তা'ই দেখে তা'দের আরো উসকিয়ে ধর,
সম্মান-প্রবুদ্ধ গৌরবে

গৌরব-বিভূষণায় বিভূষিত ক'রে দাও;
এমনি ক'রেই এগিয়ে চল
আরো-আরোর দিকে;
শিক্ষার যা'-কিছু ধাঁচ আছে—
তা'র সাথে এগুলিরও প্রবর্ত্তন ক'রতে থাক;
আশা করি,
হয়তো শুভ-সৌকর্য্যের ভিতর-দিয়ে
জনসাধারণ ক্রমপদক্ষেপে
উন্নতির দিকেই চ'লতে থাকবে;
যদি সার্থক হয়—
পারিবারিক ঘরকন্নার ভিতর-দিয়ে
ঐ সার্থকতা মলয়-মঞ্জরী তাৎপর্য্যে
আবার হয়তো মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। ১৪৫।

জাতির বিধিসিদ্ধ বর্ণাশ্রমভেদ,—
যা'র মেরুদণ্ডই হ'চ্ছে—
অন্যকে বর্দ্ধিত করা,
সম্বর্দ্ধিত ক'রে
শিষ্ট ক'রে তোলা,—
তা' জাতিকে
একসূত্রেই সংগ্রথিত ক'রে থাকে—
প্রত্যেকের শিষ্ট পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে—
অসৎ-নিরোধী আত্মাহুতির ভিতর-দিয়ে—
তাৎপর্য্যের তরুণ-ঊর্জ্জনায়—
প্রাণে নব-নব বলের সৃষ্টি ক'রে—
সংহতির শিষ্ট আলিঙ্গনে;
ফলে, আসে—সংস্কৃতি,
উপযুক্ততা-অনুগত কৃতিসম্বেগ,
আসে—সার্থকতার
পরম সন্দীপনী পারগ-পারিজাত,
ঐশ্বর্য্যের অমোঘ উদ্দীপনা,

বিভব-বিভূতি—
অর্থাৎ সম্যক্‌ভাবে হওয়ার
সন্দীপনী তৎপরতা,—
যা'র প্রকৃতিই হ'চ্ছে—
প্রত্যেকের পেছনে
প্রদীপ্ত শিক্ষকের
সমাহার-সন্দীপনী উদ্দীপনা,
আর আসে—
প্রকৃতির পরম আলিঙ্গন,—
যা' সব বিশেষকে বিনায়িত ক'রে
মালাকারে সঙ্গতিশীল ক'রে তোলে;
বাড়ে মেধা,
বাড়ে বল,
বাড়ে বীর্য্য,
আর, সব নিয়ে হয়—
একটা বিরাট সংহতির শুভ-সঞ্চারণা,
অসৎ-নিরোধী উৎসর্জ্জনার সাম-নন্দনা,—
যা' বীর্য্যে প্রকাশিত হ'য়ে
কৃতিসন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে;
তাই বলি—তোমাকে ছেড়ো না,
এখনই তোমাকে ধর—
তোমার নিজের ঐ
কুলস্রোতা সন্দীপনী সুবন্ধনে—
শিষ্ট রাগদীপনা নিয়ে,
বিভূতির প্রভাব-সজ্জায়;
যতই এগুবে—
দেখবে—
সুর-অভ্যর্থনা
তোমাদের সম্মুখেই বিরাজমান,
তাই বলি—
ওঠ,

জাগো,
ধর,
কর,
বিক্ষুব্ধ হ'য়ো না,
বিচ্যুত হ'য়ো না,
বিলোল-আবর্জ্জনায়
নিজেকে তামসলিপ্ত ক'রে তুলো না,
আবার বলি—
ওঠ,
জাগো,
ধর,—
তা' এখনই । ১৪৬।

শোন আবার বলি—
যে যে গুণ ও কর্ম্মের
অভিসারিণী উৎসর্জ্জনা
বংশানুক্রমিক
প্রস্রবণ-তাৎপর্য্যে
চলন্ত হ'য়ে আছে বা চ'লছে—
তা' শীর্ণই হো'ক
স্বল্পই হো'ক
আর প্রবলই হো'ক—
বংশ-তাৎপর্য্যও সেই অনুপাতিক;
বিহিত গুণ ও কর্ম্মের
সাংস্কৃতিক অভিনিবেশ
যা' কৃতিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
উৎসৃষ্ট হ'য়ে পড়ে,
তা'র তপমন্দিরই হ'চ্ছে—বর্ণাশ্রম,
আবার, বর্ণাশ্রমের তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে—
কৃষ্টিতপা আশ্রম,
যেখানে বিহিতভাবে শ্রম ক'রে

কৃষ্টি কর্ষণে
মানুষ কৃষ্টিকে অধিগত করে,
আর, বর্ণ মানেই তা'ই—
যে-রঙে রঙিল হ'য়ে
যেমনতর-প্রস্রবণ নিয়ে
সে-চ'লেছে—
সেই বর্ণকেই জোগান দিতে-দিতে,
আর, সে-হিসাবে
সে বা তা'রা সেই জাতি;
এই জাতীয়তার ভিতর যদি
কেউ অন্যের প্রতি
হিংসা, দ্বেষ বা ঘৃণা-সন্দীপনা নিয়ে
চ'লতে থাকে—
সে সেখানে ততটুকু ব্যতিক্রান্ত;
শ্রেয় যাঁ'রা
তা'দের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্যই হ'চ্ছে—
এই গুণ ও সাংস্কৃতিক সন্দীপনায়
যা'রা যত দুর্ব্বল আছে
তা'দিগকে সবল ক'রে তোলা—
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্য নিয়ে,
গণ্ডীকে সঙ্কীর্ণ ক'রে নয়—
বিস্তার ক'রে,
তবে তো এই
জন-সন্দীপনা
জন-উৎসারণা
সার্থক হ'য়ে ওঠে;
এগুলি যতই
সঙ্কীর্ণতা লাভ ক'রবে—
ততই সঙ্কীর্ণ হ'য়ে উঠবে তা'রা;
বিদ্বৎমণ্ডলী
বা পণ্ডিতমণ্ডলী—

যা'রা অপণ্ডিত আছে
তা'দিগকে উৎসর্জ্জিত ক'রে
আরোর সংস্কৃতিতে
তা'দিগকে যদি উচ্ছল ক'রে তোলেন—
সে-পাণ্ডিত্য তো
সেখানেই সার্থক!
সে-বিদ্যা সেখানেই শোভামণ্ডিত!
সে-বিভা তো
সেখানেই বিস্তারবিদীপ্ত!
নইলে, ব্যক্তিত্বের মহত্ত্ব কোথায়?
এই সবগুলি হওয়া উচিত
ধৃতি-বিধায়নার উপর,—
যে-খাদ্যে, চালচলনে
আচার-ব্যবহারে
জীবন ভাল থাকে
সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে ওঠে—
তা'র শিষ্ট অনুবেদনা নিয়ে;
খাওয়া-দাওয়া,
চালচলন,
আচার-ব্যবহার—
তোমাতে যা' খাপ খায়,
জীবনীয় তাৎপর্য্যকে বাড়িয়ে তোলে—
ধৃতি-বিধায়না তো সেখানেই,
মানুষ স্বস্তিতপা হ'য়ে ওঠে তো
ওর ভিতর-দিয়েই—
গুণ ও কর্ম্মের
বিহিত সঙ্গতির সহিত—
প্রীতিপ্রবণ অনুচলন ও ব্যবহারকে
বিনায়িত ক'রতে-ক'রতে;
বিহিত বিন্যাসে ব্যবহার ক'রে
ধৃতিকে যে স্বস্তিসম্পন্ন ক'রে তোলে—

সেই তো মহান্;
আর, তাঁ'রাই তো হন প্রভু,
প্রভু মানে—
প্রকৃষ্টরূপে যিনি হ'য়েছেন—
কৃতি ও বোধ-বিনায়নায়;
অন্যায় ক'রে যে-ভাল হয়—
তা' জীবনে-বিভবে-বিভূতিতে-ঐশ্বর্য্যে
যা'ই কও—
সে-ভাল
নিজেকে তো সর্ব্বনাশের দিকে
এগিয়ে নেয়ই,
পরিবার ও পরিবেশকেও
তেমনি ক'রে তোলে;
তাই বলি—শিষ্ট হও,
সুসংহত হও,
সমীচীন তৎপরতা নিয়ে চ'লতে থাক,
প্রতি ঘটে-ঘটে
প্রতি জীবনপটে
তোমার সার্থকতা প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠুক;
তবে তো? । ১৪৭।

চরিত্রহীন চলন,
অনুকম্পাহীন আত্মীয়তা,—
বিক্ষেপের আগমনীই গেয়ে থাকে । ১৪৮।

আত্মীয়তা যেখানে আদায়-তৎপর,
পোষণপালনী তাৎপর্য্যহারা,
মিথ্যা আত্মখ্যাতির বাহানাদার,—
ভাব সেখানে
যেমনতরই হো'ক না কেন,
তা' কুৎসিত, অধঃপতনশীল,
বিশ্বাসঘাতী, শত্রুর প্রকৃতিসম্পন্ন । ১৪৯।

উপযুক্ত অনুবেদনী
পারস্পরিক অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়েই কিন্তু
আত্মীয়তা গজিয়ে ওঠে—
তা' বাক্যেই হো'ক,
ব্যবহারেই হো'ক,
বা পরিচর্য্যায়ই হো'ক,
বা তিনের বিহিত সম্মিলনেই হো'ক;
শুধু নেওয়া বা শুধু দেওয়ার ভিতর-দিয়ে
কিন্তু তা' হয়ই না । ১৫০।

আপ্ত যাঁ'রা—তাঁ'দিগকে
স্বার্থসম্পোষণ, সমর্থন,
প্রতিষ্ঠা ও পরিচর্য্যায়
শ্রেয়সন্দীপী ক'রে তোলার ভিতর-দিয়েই
আত্মীয়তা সুদৃঢ় হ'য়ে ওঠে—
পারস্পরিক অনুপ্রেরণায়,
আর, পারিবারিক প্রত্যেকের
অমনতর সক্রিয় আপ্তীকরণ-সম্বেগ হ'তেই
পরিবেশকে আপন ক'রে নেওয়ার প্রবণতা
প্রবীণ হ'য়ে ওঠে ক্রমোৎকর্ষে;
তাই, ইষ্টানুগ একানুবর্ত্তী প্রবোধনায় উদ্বুদ্ধ ক'রে
পরিবারের প্রতিপ্রত্যেকের
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়
ও উপযুক্ত আত্মত্যাগ-সমন্বিত
আপ্তীকরণ-প্রবৃত্তিকে
সুপুষ্ট ক'রে তোল;
সুকেন্দ্রিক সংস্থিতি নিয়ে
শক্তি ও সম্পদে সমৃদ্ধ হ'য়ে চলবে । ১৫১।

পারিবারিক সংস্রব কোন-না-কোন রকমে
যেখানে এতটুকু আছে—

সুখে-দুঃখে আপদে-বিপদে
স্বতঃ-অনুপ্রাণতার সহিত
দরদী মমত্ব নিয়ে উপস্থিত হ'য়ে
তৃপ্ত, উদ্দীপনী হৃদয়ে
যেমন যা' আসুক
নির্ব্বাহ করা সমুচিত যেখানে—
সামর্থ্যানুপাতিক পারস্পরিকতায়—
শ্রেয় ও বান্ধবতা সম্বৃদ্ধ হয় যা'তে,
এমনতর স্থলে অনাত্মীয়ের মত
মৌখিক আমন্ত্রণ বা নিমন্ত্রণ
মানুষের মনুষ্যত্বকেই অবমাননা ক'রে থাকে,
—আর, এটা সংস্রব-সংঘাতী স্বতঃই,
আর, এই সংঘাতটাই
সংশ্লেষ ভাঙ্গার অগ্রদূত,
তাই, তা' পাপের—সাবধান থেকো । ১৫২।

তোমার আত্মীয়ই হো'ক
কর্ম্মচারীই হো'ক,
আর, পরিপোষিত চাকর-বাকরই হো'ক,—
তা' মেয়েই হো'ক
আর পুরুষই হো'ক—
নিষ্ঠা যা'দের ভঙ্গুর,
তা'দের নিজের স্বার্থ বা প্রবৃত্তি-পরিচর্য্যা
যেখানে প্রধান হ'য়ে উঠেছে—
বেশ নজর রেখো তা'দের প্রতি;
যদি সম্ভব হয়—
শিষ্ট অনুকম্পা দিয়ে তা'দিগকে
অন্য ব্যবস্থা ক'রে দিও;
বুঝে নিও অন্তঃকরণে—
তা'দের কর্ম্মচর্য্যা
তোমাতে নিহিত

নিজেরই স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে,
তা'দের যে অন্তঃকরণ
তোলপাড় ক'রেই থাকে—
তা' নিবিষ্ট তোমাতে নয়,
নিবিষ্ট ঐ স্বার্থে
বা গ্রহদুষ্ট আকাঙ্ক্ষায়—
এ কিন্তু অতি নিশ্চয়;
ফল কথা,
তা'রা তোমাতে কৃতি-অলস,
আত্মস্বার্থপর,
তাই, তা'দের সংস্রবে
অনেক রকমেই ব্যাঘাত হ'তে পারে । ১৫৩।

প্রাচুর্য্যের ভিতর-দিয়ে
ছেলেমেয়েকে মানুষ ক'রতে যেও না,
বরং পরিমিতির ভিতর-দিয়েই মানুষ কর,
গ'ড়ে তোল তা'কে—
উপচয়ী সক্রিয় ক'রে
তা'তে বরং যোগ্যতা বাড়বে,
নয়তো, যোগ্যতা খাবি খেতে-খেতে
হীনপ্রভই হ'য়ে উঠবে । ১৫৪।

যে পিতামাতা বা গুরুজন স্নেহমূঢ়তাবশতঃ
সন্তান-সন্ততিকে সুপরিচর্য্যায় সংশোধিত না ক'রে
তা'দের অসৎ-প্রকৃতিকে সমর্থন করে
বা প্রশ্রয় দেয়,—
ধর্ম্ম, কৃষ্টি, বৈশিষ্ট্য ও আভিজাত্যে
তা'রা তো আঘাত হানেই,
তা' ছাড়া, ইহ-পরকালে
ঈশ্বরের প্রসাদ হ'তে বঞ্চিত হয়,
জ্বালাময়ী রৌরবই তা'দের
উপভোগ্য উপঢৌকন হ'য়ে ওঠে । ১৫৫।

মেয়েদের শ্রেয়ার্থপরায়ণা
শ্রেয়ানুগ গৃহকর্ত্রী ক'রে রেখো,
যা'তে তা'রা সেই শিক্ষায়
সুদক্ষ ও সুপুষ্ট হ'য়ে ওঠে—
সে-বিষয়ে প্রভূত তৎপর থেকো,
আর, সেই শিক্ষার
সুসঙ্গত পরিপোষণী যে-সমস্ত শিক্ষা
তা'তেই সম্বুদ্ধ ক'রে তোল তা'দিগকে
বিহিত ক্ষেত্র-ব্যতিরেকে;
গৃহস্থালীর পূরণ, পোষণ ও পালনে
যোগ্যতাসম্পন্ন অটুট কর্ম্মিষ্ঠা ক'রে তোল;
গৃহস্থালীর নিরাপত্তায়
অসৎ-নিরোধী কুশলকৌশল-পরায়ণা ক'রে
সংসারের সুনিয়ন্ত্রী ক'রে তোল তা'দিগকে,
সাংসারিক কর্ম্মের ভিতর-দিয়েই
আয়-ব্যয় ও অর্থনীতিতে
নিয়মন-দক্ষ ক'রে তোল,
তা'দিগকে চাকুরীজীবী ক'রে
জাতির পরকালের মাথা খেও না,
সর্ব্বনাশের আগুনে
নিজেদের স্ফূলিঙ্গ ক'রবার প্রলোভন ত্যাগ কর । ১৫৬।

বাপ যেখানে মা'র সদৃশ নয়—
শিষ্ট-সম্বোধি নয়কো,—
সন্তানের প্রতি পিতামাতার মমতাও সেখানে
সদৃশ, শিষ্ট ও সুষ্ঠু হ'য়ে ওঠে না,
বড় হওয়ার সাথে-সাথে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যায়;
এই শ্লথ মমতা হওয়ার দরুন
সামাজিক সঙ্গতিও চুরমার হ'য়ে যায়,
ফলে আসে—
একটা ব্যভিচারী অদম্য উচ্ছ্বাস,

অবোধ তৃষ্ণার অশিষ্ট পরাক্রম,—
যা' দেশ ও সমাজকে ছারখারে নিয়ে যায় । ১৫৭।

যেমন পিতামাতা-গুরুজনদিগকে
ইষ্টানুগ হ'য়ে
সক্রিয় সেবাপরায়ণতার ভিতর-দিয়ে
শ্রদ্ধাভক্তি না ক'রলে
ইষ্টার্থ-সার্থকতায়
কেন্দ্রায়িত বিবর্ত্তনী পদক্ষেপে
সুসম্বদ্ধ চলনায় চলা যায় না—
বিকৃতি ও ব্যর্থতাই
পরিণাম হ'য়ে দাঁড়ায়,
তেমনি সন্তান-সন্ততি,
পরিবার-পরিজনের প্রতি মমতা
ইষ্টানুগ-চলনে সংহত না হ'য়ে
যদি ঐ চলনকে মন্থর, শ্লথ
বা রুদ্ধ ক'রে ফেলে,
নিরয় রয়-রব ক'রে এগুতে-এগুতে
দুর্দ্দান্ত-দাম্ভিক ঔদ্ধত্যে
মত্ত প্রবৃত্তি নিয়ে
বিধ্বস্তির করাল ব্যাদানেরই
আহার্য্য ক'রে তোলে তা'কে । ১৫৮।

তোমার কন্যাকে সম্ভ্রান্ত দূরত্ব বজায় রেখে
শ্রদ্ধার্হ চলন-সম্পন্না ক'রে
সন্ধিৎসু সেবানুচর্য্যায়
এমনতরই দক্ষ ক'রে তুলো,
বাক্য, ব্যবহার, সৌজন্য, সভ্যতা, ভব্যতায়
কাজে, দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতায়
এমনই সৌকর্য্যশীলা ক'রে তুলো,
অধিগমনী ধীকে এমনই তুখোড় ক'রে তুলো,

এমনই সুব্যবস্থা-সম্পন্না ক'রে তুলো—
যেন না-ব'লতেই সে বুঝে ক'রতে পারে
যেখানে যেমন ক'রে যা'র যা' প্রয়োজন,
প্রয়োজনের আগেই প্রস্তুতিকে
এমনতর স্বতঃ ও সলীল ক'রে তুলতে
অভ্যস্ত ক'রো—
যেন অভাবের বিড়ম্বনায়
অব্যবস্থ না হ'তে হয়,
আর, তা'র প্রত্যেকটি চলন যেন
ইষ্টানুগ হ'য়ে ওঠে, ইষ্টপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে—
শ্রেয়ার্থসন্দীপনী পরিচর্য্যামুখর হ'য়ে,
বিশ্রামও যেন তা'র কৃষ্টিতপা হয়,
তোমার কন্যা যেন
শ্রেয়ার্থ-প্রতিষ্ঠ তৃপ্তিতে
সকলকে অঢেল ক'রে তুলতে পারে,
বুঝে রেখো—এমনতর কন্যাই কুল-উজ্জ্বলা । ১৫৯।

তোমাদের পরিবার ও সন্তান-সন্ততি
সঙ্গতিহারা, বিপর্য্যয়ী, বিচ্ছিন্ন কেন—
সুকেন্দ্রিক শ্রদ্ধা-অধ্যুষিত
সুষ্ঠু আত্মনিয়ন্ত্রণশীল নয় কেন—
তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদিগেতে
অনুরাগ-উদ্বুদ্ধ অনুচর্য্যা-পরায়ণই বা নয় কেন,—
তা'র উত্তর পাবে একটু দেখলে—
তোমাদের বিবাহই বা কেমন,
বিবাহিত জীবনই বা কেমন,
স্বামী-স্ত্রী বা পরিবার-পরিজনের ভিতর
পরস্পর পরস্পরের প্রতি
সশ্রদ্ধ স্বার্থ-সন্দীপ্ত, অনুচর্য্যাসংক্ষুধ কিনা—
আত্মনিয়ন্ত্রণশীল হ'য়ে,
আর, তা'রা বা তোমরা

বৈশিষ্টপালী আপূরয়মাণ কোন মহতে
অচ্যুতভাবে শ্রদ্ধানিবদ্ধ হ'য়ে
তদনুগ চলনে
কতখানি আত্মনিয়ন্ত্রণ ক'রেছে বা ক'রেছ,
সে-নিয়ন্ত্রণ তোমার পরিবার-পরিজনের ভিতর
সংক্রামিত হ'য়ে
তোমাকে বা তা'দের কাউকে কেন্দ্র ক'রে
সুসংহত হ'য়ে উঠেছে কিনা—!
তা' যদি না হ'য়ে থাকে—
কেন হয়নি;—
আর, তা'তে যেমন ফল সম্ভব তা' হ'য়েছে;
নিরাকরণ যদি চাও,—
ঐ বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ মহতে
সুকেন্দ্রিক অনুচর্য্যাপরায়ণ হ'য়ে
আত্মনিয়ন্ত্রণতপা হও,
বৈধী-বিবাহে শ্রদ্ধাশীল তৎপর থাক,
যত অপকর্ম্ম ক'রেছ—
এমনি ক'রেই অপসৃত ক'রে তোল তা'দিগকে,
যত এগুবে বিহিতভাবে
স্বস্তিও মিলবে ততই । ১৬০।

যৌন-সংস্কার যখন
পূর্ব্বতন পিতৃপুরুষের সংস্কারের সহিত
সার্থক সঙ্গতি লাভ করে
তাই হ'চ্ছে প্রথম সংস্কার-সংস্থিতি—
যা'র ভিতর-দিয়ে
অন্যান্য প্রাথমিক সংস্কার
এবং তৎসঙ্গতিসম্পন্ন অন্যান্য যা'-কিছু সংস্কার
সার্থক অন্বয়ে সঙ্গতি লাভ ক'রে থাকে,
আবার, এই সঙ্গতির প্রাণই হ'চ্ছে
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ

সক্রিয় শ্রেয়ার্থ-পরিবেদনা—
অচ্যুত সশ্রদ্ধ আকৃতির ভিতর-দিয়ে,—
যা'র ফলে, ঐ সংস্কারগুলি
আত্মনিয়মনে সংহতি লাভ ক'রে থাকে;
এই যা'র হ'য়েছে—
তা'র গোড়াতেই আসে আত্মসম্ভ্রমবোধ,
তা' কিন্তু আত্মাভিমান নয়কো—
বৈশিষ্ট্যে আত্মপ্রসাদী অনুরাগ—
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ভিতর-দিয়ে বিবর্ত্তনী আবেগ;
যেখানে এমনতর হয়নি
আত্মসম্ভ্রম-মর্য্যাদাই সেখানে অন্ধ—
ব্যতিক্রম-বিধ্বস্ত,
আর, এরই বোধায়নী সক্রিয় তাৎপর্য্যশীল
উদগমই হ'চ্ছে পরপ্রীতি—
নিজেরই মতন ক'রে অন্যকে অনুভব করা
সক্রিয়ভাবে,
আর, তা'র আপূরণী উদগতিই হ'চ্ছে
সুকেন্দ্রিক, ইষ্টার্থ-অনুচর্য্যা-নিরত প্রাজ্ঞ চেতনা—
যা' ঈশিত্বে ভূমায়িত হ'য়ে
মানবতার শ্রেয়-বিকাশে
মানুষকে ভাগবত-মানুষ ক'রে তোলে । ১৬১।

স্বামীর কর্ত্তব্য হ'ল—
ইষ্টানুগ উদগতিশীল পোষণবর্দ্ধনায়
স্ত্রীর আপূরণে প্রচেষ্টাপরায়ণ থাকা—
সাধ্য ও সঙ্গতি-অনুযায়ী,
আপালনী অনুধ্যায়িতা নিয়ে,
আর, আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
অন্বিত অনুনয়নে
আত্মবিন্যাসপ্রবণ হ'য়ে
সাশ্রয়ী একানুবর্ত্তী অনুগতি-তৎপরতায়

যশ ও বর্দ্ধনায়
স্বামীকে ক্রমপ্রতিষ্ঠ ক'রে,
তাঁ'র কৌলিক সংস্কৃতি ও মর্য্যাদার
বিহিত তপশ্চারিণী অনুশীলনায়
স্বামী ও তৎ-সংসারের
পালন, পোষণ ও পূরণ-তৎপরতায়
নিজেকে সার্থক করতঃ
উৎসর্গ-অর্থনায়
সদাচারশীল ধৃতি-বিভূতি-বিভবে
মন্ত্রণায়
সুক্রিয় মৈত্রী-সন্ধিক্ষু পরিপোষণী পরিচর্য্যায়
সংসারকে জীয়ন্ত ক'রে তুলে'
প্রতিপালিত করাই স্ত্রীর ধর্ম্ম—
দায়িত্বশীল কৃতি-উদ্যম নিয়ে,
মিতব্যয়ী উচ্ছল প্রেরণাপ্রবুদ্ধ সৌকর্য্যে,
বাক্য, ব্যবহার ও আচরণের
হৃদ্য পরিবেষণে,
স্বামীর প্রীতি-সন্দীপনী
সঙ্গ ও সাহচর্য্য নিয়ে । ১৬২।

স্ত্রীকে কখনও
ছুঁচো, কালপ্যাঁচা,
অলক্ষ্মী, রাক্ষসী
ইত্যাদি রকমে ভর্ৎসনা করা
বা গালপাড়া ভাল নয়,
ঐ ব্যবহার ভাববিকার সৃষ্টি ক'রে
অনেকখানি অনেক জায়গায়
সন্তানকে শ্রীমণ্ডিত ক'রবার পক্ষে
অসুবিধার সৃষ্টি ক'রে থাকে—
একটা ভাববিক্ষোভ সৃষ্টি ক'রে;
কিন্তু স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে

যত কৃতিনিষ্ঠ সৌহার্দ্দ্যের
স্বতঃবন্ধন নিয়ে
নন্দনার সৃষ্টি ক'রে চ'লতে থাকবে—
সন্তানেরও প্রায়ই
গুণে ও রূপে হীন হ'লেও
অপেক্ষাকৃত শ্রীমান হওয়ার দিকেই
সাহায্য হবে,
ব্যবহারেও কোনপ্রকার বিশ্বাসঘাতকতা,
প্রত্যয়-পরামৃষী অনুচলন
যেন না থাকে উভয়ের ভিতর,
এমনিভাবেই নিজেদের চালচলন
নিয়ন্ত্রিত ক'রতে থাক,
সুসন্তানের প্রত্যাশা-পূরণের পক্ষে
এ কিন্তু একটা সুচারু পথ । ১৬৩।

তোমরা স্বামী-স্ত্রী
অনুরাগ-সন্দীপিত অন্তঃকরণ নিয়ে
ইষ্টার্থী শ্রেয়ানুচর্য্যী হ'য়ে ওঠ,
পরস্পর পরস্পরের স্বার্থ, সুসঙ্গত সৎ-সমর্থন
ও প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ থেকে
দুষ্ট যা' তা'কে আবৃত ক'রে, শুধরে নিয়ে,
বাক্য, ব্যবহার, কর্ম্ম ও ইষ্টানুগ সদাচারে
ঐ ইষ্টার্থপরায়ণ প্রণোদনাকে
অভিব্যক্ত ক'রে তোল,
পরিবেশের পোষণপ্রদীপী
ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠ বৈশিষ্ট্যপালী
সংহতি-কেন্দ্র হ'য়ে ওঠ,
ঐ বাক্য, ব্যবহার ও আচরণ তোমাদের
পারস্পরিকতা নিয়ে সুসঙ্গত হ'য়ে উঠুক,
শ্রেয়সন্দীপী হ'য়ে উঠুক,
তপদীপ্ত হ'য়ে উঠুক,

কথা ও কাজের ভিতর-দিয়ে
তা' সংহিতি সৃষ্টি করুক,
যেন পরস্পরের ভিতর
কোন দ্রোহের অবকাশ না থাকে—
পোষণ ও পূরণ-সম্বর্দ্ধনায়
ঐ ইষ্টানুরাগরঞ্জিত হ'য়ে;
এতে অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ,
স্বতঃ হ'য়ে ওঠ,
সলীল হ'য়ে ওঠ,
আর, ওতে অনুস্যূত থেকেই
ঈশ্বরের নিকট সন্তান কামনা কর
সুপ্রজনন-নীতির সদ্ব্যবহারে—
যেন তা'র জৈবী-সংস্থিতি
এমনতরভাবেই সংগঠিত হ'য়ে ওঠে,—
যা'র ফলে, বল, বর্ণ, আয়ু, যশ
ও সম্বর্দ্ধনী অঙ্কুরণায়
উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে সন্তান তোমার—
অসৎ-নিরোধী ক্ষমতাকে অক্ষুণ্ণ রেখে,
যা'তে ঐ সন্তান সুখে, সুস্থি নিয়ে
সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে
সম্বর্দ্ধনায় অবাধ হ'য়ে উঠতে পারে—
ইষ্টানুরঞ্জিত অধ্যবসায়ী
সুকেন্দ্রিক তপঃপ্রাণনায়;
তোমাদের ঐ সম্বুদ্ধ চরিত্রই
তাদের স্বতঃ-শিক্ষক হ'য়ে উঠবে,
তোমরাও সুখী হবে,
সন্তান-সন্ততিও
তোমাদিগকে উপভোগ ক'রতে পারবে,
ঐ ইষ্টার্থ-সন্দীপ্ত জৈবী-সংস্থিতিসম্পন্ন
সন্তান-সন্ততি নিয়ে
তোমরাও ভোগোদ্দীপ্ত হ'য়ে চ'লতে পারবে—
ঈশ্বরের করুণোচ্ছল আশীর্ব্বাদে অভিষিক্ত হ'য়ে । ১৬৪।

তোমরা স্বামী-স্ত্রী ঈশ্বর-অনুধ্যায়িতা নিয়ে
ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
ঐ ইষ্টানুগ প্রবর্ত্তনায়
পরস্পর একত্বানুধ্যায়ী হ'য়ে ওঠ,
পরস্পর পরস্পরের স্বার্থ হ'য়ে ওঠ—
সর্ব্বতোমুখী শ্রেয়ানুধ্যায়িতা নিয়ে;
স্বামী! তোমার বৈশিষ্ট্যানুপাতিক
এবং সাধ্য ও সামর্থ্য-মতন হৃদ্য আচরণে
সত্তাপোষণী ও সম্বর্দ্ধনী সন্দীপনায়
স্ত্রীর প্রতি করণীয় যা'—কর;
স্ত্রী! তুমি তোমার বৈশিষ্ট্যানুগ অনুবর্ত্তনায়
স্বামী-অনুচর্য্যী হ'য়ে
স্বামীর স্বার্থ, সম্বর্দ্ধনা, সুস্থি
ও সত্তাপোষণে যা'-যা' করণীয়,
সাধ্যমতন সর্ব্বতোভাবে
তা' ক'রতে ত্রুটি ক'রো না,
বুঝে রেখো—ঐ স্বামীই তোমার স্বার্থ,
ঐ স্বামীই তোমার সম্বর্দ্ধনা,
ঐ স্বামীই তোমার পরমতীর্থ;
পুরুষ যদি স্ত্রীকে নিয়ত অবজ্ঞা করে,
অবহেলা করে,
দুর্ব্বাক্য ও দুর্ব্ব্যহারে
তা'র কষ্টের কারণ হ'য়ে ওঠে,—
তা' কিন্তু সংসারকে বিপত্তির দিকেই
পরিচালিত ক'রে থাকে,
যে-সংসারে স্ত্রী অনাদৃত,
অযথা লাঞ্ছিত, উপদ্রুত,
স্বামীর সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়
ও সহানুভূতি-হীনতা
বা উচ্ছৃঙ্খল স্বৈরাচারের দরুন অবজ্ঞাত—
সে-সংসারে সমৃদ্ধি

হতভম্ব হ'য়েই চ'লতে থাকে,
জ্ঞান, বোধিসঙ্গত পরিবীক্ষণী দর্শন,
আলোচন, চিহ্নীকরণ, শিল্পাঙ্কন
স্তিমিত হ'য়েই চ'লতে থাকে,
তাই, লক্ষ্মীও অন্তর্ধান হ'তে থাকেন সেখান থেকে,
তৎসঞ্জাত সন্তান-সন্ততিও
আয়ু, বল, বীর্য্য, বোধি ও বিভায়
প্রভবান্বিত হ'য়ে উঠতে পারবে না,
তা'দের মস্তিষ্কের চারিত্রানুলেখা
বিকৃত হ'য়ে চ'লতে থাকে,
ফলে, আচার, ব্যবহার, বোধি
বিকৃত হ'য়ে চলে,
এমনি ক'রেই সসন্ততি সংসার
বিভ্রান্ত ব্যতিক্রমে বিকৃত হ'য়ে
আত্মবিলোপের পথেই এগিয়ে চলে;
তাই, পুরুষ তা'র
আভিজাত্য-প্রবুদ্ধ বৈশিষ্ট্যানুপাতিক
হৃদ্য স্নেহল সম্ভ্রমে
সঙ্গতি ও অবস্থানুপাতিক
স্ত্রীর ভরণ-পোষণে যেন স্বতঃ হ'য়েই চলে;
নারীও তেমনি
তা'র সংসারের সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে
বিনীত সহনশীল ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ে
স্বামীকে উপচয়ে সমৃদ্ধ ক'রে
সুষ্ঠু সন্দীপনায়
একানুধ্যায়ী ক্লেশসুখপ্রিয়তার আত্মপ্রসাদ নিয়ে
তদনুচর্য্যাপরায়ণা হ'য়ে
পালন, পোষণ ও পূরণ-অভিদীপনায়
নিজেকে সর্ব্বতোভাবে নিয়োগ করে যেন চলে—
একটা একাত্ম-অনুপ্রেরণী তৎপরতা নিয়ে—
পুরুষের মনোবৃত্ত্যনুসারিণী হ'য়ে—

আলোচনায়, মন্ত্রণায়
কর্ম্মানুপ্রেরণী একতাৎপর্য্যানুধ্যায়িতায়;
স্মরণ যেন থাকে—
স্বামী সংসারের বিধায়ক,
আর, স্ত্রী সংসারের বিনায়িকা—
অভ্যুদয়ী অনুবর্ত্তন সলীল রেখে
বিবর্ত্তনের পথযাত্রী তোমরা,
তোমরা উভয়েই উভয়ের সত্ত্বে সত্ত্ববান;
আর, পুরুষের যদি একাধিক স্ত্রী থাকে,
মনে রেখো, প্রত্যেক স্ত্রী প্রত্যেক স্ত্রীর
একসত্তানুগ সাত্ত্বিক অনুচারী হ'য়ে
স্বামী-সত্তারই আপূরণী-অনুধ্যায়ী,
যেখানে সপত্নীগণ
পরস্পর পরস্পরের স্বার্থ ও সম্বর্দ্ধনায়
দ্রোহ ও দ্বেষ-পরায়ণা,
সেখানেই বুঝতে হবে
স্বামী-স্বার্থ তা'দের স্বার্থ নয়কো,
বরং ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি ও প্রয়োজন-অনুধ্যায়িতাই
তা'দের নিয়ামক;
যদি শ্রেয়ই চাও,
ঐ স্বামী-সত্তার আপূরণী হ'য়ে
পরস্পরের অনুপোষক হ'য়ে
ঐ স্বামী-সত্তাকেই সম্বৃদ্ধ ক'রে তোল,
তবেই ঐ সম্বর্দ্ধনা
সর্ব্বতোভাবে শুভানুগ হ'য়ে উঠবে,
নয়তো, বিপর্য্যয়ী ব্যতিক্রম
নাজেহাল ক'রে তুলবেই কি তুলবে । ১৬৫।

অনুলোম-বিবাহের সন্তান-সন্ততির প্রতি
পিতা যেন স্মিতগম্ভীর হ'য়ে থাকেন;
তা'দের মাতা

পিতার প্রতি আকর্ষণ
ক্রমেই সঞ্চারিত যদি ক'রে চলেন,—
তাহ'লে তা'রা
তাঁ'র গুণগরিমাকে
ভক্তিদীপ্ত অন্তরে
আনন্দ-উদ্বেলনায় গ্রহণ ক'রে
ক্রম-নিয়ন্ত্রণে
আস্তে-আস্তে
মায়ের সাহায্যে
নিজেকে বিনায়িত ক'রে
পিতার দিকে
অগ্রগতিসম্পন্ন হ'য়ে ওঠে—
যা'র ফলে,
মাতৃদোষের অনেকখানি লাঘব হ'য়ে
পিতার প্রতি আগ্রহান্বিত হয়,
এবং তাঁ'র সেবাসৌকর্য্যে
নিজেকে নিয়োজিত করে—স্বতঃ সন্দীপনায়;
এমনতর হ'লে তা'রা ক্রমশঃ
ঐ মাতৃভাবের যে সঙ্কীর্ণতা থাকে
সেগুলিকে স্বতঃ বিনায়নে বিনায়িত ক'রে,—
স্বভাবে সম্বুদ্ধ হ'য়ে উঠতে থাকে,
তা'রা পিতার প্রতি
ভক্তি-আনত হ'য়ে
ঐ পিতৃকৃষ্টির স্বভাব-সন্দীপনাতে
ক্রমশঃ নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
ঐ পিতৃকুলগৌরবে
গুণান্বিত হ'য়ে উঠতে চায়,
স্বভাব-চরিত্র—সব কিছুতে
নিষ্ঠা ও সাংস্কৃতিক অনুধায়নী তাৎপর্য্যে
তা'রা এগিয়ে চলে;
তা'তে অনেক আশা করা যায়—

ঐ ছেলেরা ধীমান্ হ'য়ে ওঠে,
কৃতিমান্ হ'য়ে ওঠে,
শুদ্ধ-বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে,
সুবিবেকী আত্মবিনায়নে
দক্ষ হ'য়ে ওঠে,
ঐ পিতার তৎপরতায়
নিজেকে নিয়োজিত ক'রতে থাকে
ক্রমশঃ—
অটুট উন্নতির ক্রমপদক্ষেপে;
এমনি ক'রে মায়ের প্রেরণায়
ক্রমে-ক্রমে পিতার দিকে
সমীহ্-শঙ্কিত চলনে এগিয়ে
তা'রা পিতার আদরের হ'য়ে ওঠে;
আর, আগে হ'তে যদি
পিতা তা'দের ন্যাওটা হয়—
তা'হলে পিতার সম্বৃদ্ধি
ও কুলমর্য্যাদাকে
তা'রা কমই বুঝতে পারে,
আর, সে-গৌরবের
অধিকারীও তা'রা হয় না—অন্তরে;
ফলে, তা'রা ক্ষুব্ধবীর্য্য হ'য়ে ওঠে,
ক্ষুব্ধ বিবেক
তা'দের অন্তরে
অধিষ্ঠিতি লাভ করে,
ফলে, ঐ জাতীয় হীনম্মন্যতা
সেখানে বসবাস ক'রে থাকে;
তাই সাবধান!
রীতি-নীতি, বিবেকী চলন
ও সুনিষ্ঠ উর্জ্জনায়
তা'দের সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলো,
ভুলে যেও না, ঠ'কো না;

এমন-কি, সদৃশ-সবর্ণা স্ত্রীর
সন্তান-সন্ততির বেলাতেও
অনেকখানি অমনতরই । ১৬৬।

কৃতি-উৎসারণী তৎপরতায়—
তোমার ছেলেমেয়ে
যা'রা বড় হ'য়েছে—
তা'দের সাথে ব্যবহার ক'রো,
প্রতিটি রকমের ভিতর
যেন অনুকম্পা থাকে—
এমন-কি শাসনেও;
আর, সে-অনুকম্পা—
তা'র জন্য তুমি
যেমনই কর না কেন,
যেন তা' বোধ না ক'রেই পারে না,
শান্ত, দান্ত ঔদার্য্যের
উৎসারণী তৎপরতায়
তা'দের হৃদয়ও অমন হ'য়ে ওঠে যেন,
ছেলেপেলে যতই বড় হয়,
বয়োবৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে,—
তোমার চলন, বলন ও করণও
যেন তেমনই হ'য়ে চ'লতে থাকে;
এমনি ক'রতে-ক'রতে দেখ,
বেশ নজর ক'রে দেখ,—
তোমার চেয়ে তা'দের ধীবৃত্তি
বেশ পরিষ্কার হ'য়ে উঠছে কিনা!
তা' বুঝবে কী ক'রে?
তা'দের কথা তোমার হৃদয়ে
তৃপ্তিভরা আনন্দ নিয়ে আসছে কিনা!—
বোধ-বিবেকের আলিঙ্গনী অনুচর্য্যায়;
কূটনীতির অবতার যিনি,

স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনার নিয়ন্তা যিনি—
সেই চমকপ্রদ চাণক্য ব'লেছিলেন—
মনে আছে তো?
'লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তে তু ষোড়শবর্ষে পুত্রম্ মিত্রবদাচরেৎ॥'
এই 'তাড়য়েৎ' মানে
আমি যা' ব'ললাম
সেমনি ক'রে
তা'কে নিয়ন্ত্রিত করা,
বোধ-বিজ্ঞ ক'রে তোলা—
অনুকম্পী দাবী নিয়ে,
যা'তে তা'রা সুতৎপর হ'য়ে ওঠে—
ঐ ধরার আবেগে,
ঐ করার আবেগে
ঐ নিষ্পাদনী অনুশীলনার
আগ্রহ-উদ্দীপনায়;
ফল কথা,
আগে তোমার নিজের চরিত্রকে
উদাহরণস্বরূপ ক'রে তোল,
তোমরা—স্বামী-স্ত্রী—
ঘরে-বাইরে দুই জনই
ঐ উদাহরণস্বরূপ হওয়ার সাথে-সাথে
উপদেশ ও কৃতি-তৎপরতায়
শ্রমপ্রিয় ঊর্জ্জনা নিয়ে
তা'দিগকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তো'ল—
নিজের কুলনিষ্ঠা
ও আত্মীয়দের প্রতি উপযুক্ত ব্যবস্থা
ও পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে;
আনুগত্য, কৃতিসম্বেগও
যেন মুখর হ'য়ে ওঠে
তা'দের অন্তঃকরণে—
লাগোয়া থাকার
বীর্য্যবান তীব্রতা নিয়ে। ১৬৭।

'লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তে তু ষোড়শবর্ষে পুত্রম্ মিত্রবদাচরেৎ॥'—
তা'র মানেই আমি এই বুঝি—
স্নেহ-উচ্ছল তৎপরতা নিয়ে
ছেলেমেয়েকে
লালন-পালন ক'রতে হয়,
লালন-পালন ক'রতে হ'লেও
ছেলেমেয়েদের
পাঁচ বছরের আগে হ'তেই
প্রশ্ন জাগে—
মা! ওটা কী?
বাবা! এটা কী?
বাবা! ওটা কেন?
মা! এটা কেন? ইত্যাদি,
তা'কে তাড়াতুড়ি না-দিয়ে
তখন থেকেই
তা'র উপযুক্ত উত্তর দিতে হয়—
যে-উত্তরে সে খুশি হ'য়ে ওঠে—
তা'র জানার উচ্ছল আবেগ নিয়ে;
দশ বৎসর থেকেই
কিংবা তা'র কিছু পর থেকেই
তা'র প্রবৃত্তির বিকাশ হ'তে থাকে,
একটু-একটু ক'রে,
তখন থেকেই
তা'কে যদি সংযত না করা যায়—
সেই প্রবৃত্তিতেই তা'রা
নিরেট হ'য়ে ওঠে,
তখন থেকেই
একটু-একটু তাড়নের ভিতর-দিয়ে
যথোপযুক্ত প্রয়োজনে
সেগুলিকে বিন্যাস ক'রে তুলতে হয়—

তা'র মানস-বিক্ষোভী বিষণ্ণতাকে এড়িয়ে—
প্রীতিদীপ্ত উচ্ছল অনুচলনে,
এই শিষ্ট বিন্যাসে
পিতামাতার বিহিতভাবে
মনোযোগী হ'য়ে চলা উচিত,
মনে রেখো,
পিতামাতার কলহ-বিক্ষোভ—
এগুলি বিষতুল্য;
এমনি চ'লতে চ'লতে
পনর-ষোল বছর হ'লেই তা'কে—
পিতামাতায় অস্খলিত নিষ্ঠা
তা'র হ'য়ে ওঠে যা'তে—
তা'ই ক'রে চ'লতে হয়,
সঙ্গে-সঙ্গে ঐ চারিত্রিক বিনায়নাও যা'তে
একটা ব্যক্তিত্বে বিকশিত হ'য়ে ওঠে
তা'ও ক'রতে হয়;
তা'র পরে ঐ ষোল বছরে
যখন সে পর্দাপণ ক'রল
বা ষোল বছর অবসান হ'ল—
তখন থেকেই তা'দের সাথে
বেশ প্রীতিদীপ্ত উচ্ছলায়
আলাপ-আলোচনা, চালচলন—
কোথায় কী ক'রলে কেমন হয়!
কোথায় কী করা উচিত নয়!
আপদে-বিপদে কোথায় কী করা উচিত!
পরিবেশে কোথায় কী ক'রলে
তা'দের সুবিধা হয়!
আর, সে-সুবিধা পেয়ে
যা'তে পরিবেশের
তা'দের প্রতি
সন্তানের স্নেহমমতা বেড়ে যায়—

তা'ই ক'রে
প্রাজ্ঞ হওয়ার অনুশীলনী তাৎপর্য্য নিয়ে
তা'কে নিয়ন্ত্রণ ক'রতে হয়—
নিজের ঐতিহ্য ও কুলাচারে নিষ্ঠা
তা'দের অন্তরে অক্ষুণ্ণ ক'রে তুলে';
এমনি ক'রলে প্রায় জায়গাতেই
তুমি হয়তো সার্থক হ'য়ে উঠবে,
তোমাদের সন্তান—
জীবনের দুলাল্ যা'রা—
শিষ্ট অধিষ্ঠিতি নিয়ে
পরাক্রমী উৎসর্জ্জনায়
উচ্ছল উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠতে থাকে;
তা'র পরে ক্রমশঃ বড় হওয়ার সাথে-সাথে
নিজেই নিজের করণীয়গুলিকে
বিহিত বিভাজনায় বিন্যাস ক'রে
তা'কে সার্থক ক'রে তুলতে
সক্ষম হ'য়ে ওঠে,
তখন তা'দের সাথে
অতিমিত্রের মতন
এমন ব্যবহার করা উচিত—
যা'তে প্রবৃত্তির উদ্দীপনা
তা'দের অতিষ্ঠ ক'রে
পিতামাতা হ'তে বিচ্ছিন্ন ক'রে
তুলতে না পারে
বা অশিষ্ট ক'রে তুলতে না পারে;
আমি মনে করি—
মোক্তা কথা—
যা' ব'ললেম—
তা' তো বটেই,
তা' ছাড়া বিহিতভাবে
যেখানে যা' করা উচিত—

যা'তে সে মানুষ হ'য়ে ওঠে,
একটা নিটোল ব্যক্তিত্ব
গ'ড়ে ওঠে তা'র—
তাই-ই করা উচিত,
পিতামাতাও সার্থক হবে,
আর, সন্তানও সার্থকতার তাপস-অনুচলনে
আরো হ'তে আরোর দিকে ছুটবে—
নিষ্ঠানিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তির সৎ বিনায়নায়—
সঙ্গতিশীল ঊর্জ্জনী উদ্দীপনায়—
যুক্তিসিদ্ধ সুপ্রভ সঙ্গতির সহিত—
ব্যক্তিত্বের বিপুল উৎসাহে । ১৬৮।

তোমার বাড়ী সকলের গর্ব্ব হো'ক,
আর, সবার বাড়ী
তোমার গৌরবমাল্য হ'য়ে উঠুক । ১৬৯।

গার্হস্থ্য-জীবনে
বৈধী, বিহিত, সত্তাপোষণী কাম-সংস্রব
তপশ্চরণের অন্তরায় নয়কো,
বরং বৈশিষ্ট্যপালী বিহিত পরিণয় ও উপবাস
কামোন্মাদনার
সুষ্ঠু ও সহজ প্রতিকারই হ'য়ে থাকে । ১৭০।

গৃহস্থ! তুমি শোন,
শ্রেয়ার্থপরায়ণতা নিয়ে
যোগ্যতাকে আহরণ কর—তপযজনে,
যা' অর্জ্জন কর,—
বিহিত শুভ-সন্দীপী মিতি চলনে চ'লে
পরিবার ও পরিবেশের জন্য
দৈনন্দিন যা' করণীয় তা' ক'রো;
আর, ভবিষ্যতের জন্য

কিছু-না-কিছু মজুতই রেখো—
ঐ দৈনন্দিন আহরণ থেকে,
তোমার চলনা যদি
এমনতর স্বভাবসিদ্ধ হ'য়ে ওঠে—
ভবিষ্যতে অভাব-পীড়িত হবে তুমি কমই;
আর, লোকপরিচর্য্যা নিয়ে
তা'দের প্রীতি-সম্পাদন ক'রে
ইষ্টার্থপরায়ণতার সহিত জীবন-চলনাকে
যতই নিয়ন্ত্রিত ক'রতে পারবে,
সম্পদ্ও তোমাকে তেমনি
তোষণ-তুষ্টিতে পরিপালন করবে । ১৭১।

তোমার গৃহস্থালী কর্ম্ম যেন
সুব্যবস্থ ও সুপ্রসাধনী হয়,
কেউ দেখলেই যা'তে
তা'দের চিত্ত প্রসন্ন হ'য়ে ওঠে,
আবার, আচার-ব্যবহারও যেন
তেমনি হৃদ্য হয়,
সদাচার-প্রবর্ত্তক,
সুকেন্দ্রিক ও সৎ-সম্বেগী হ'য়ে চলে;
সুব্যবস্থ প্রসাধনী কর্ম্ম, বাক্য ও ব্যবহার
মানুষের অন্তঃকরণকেও
অমনতর ক'রে তুলতে সাহায্য করে । ১৭২।

তুমি যদি অগ্নিহোত্রী হ'তে চাও,
আর, অনুশাসন-সম্মত সব-কিছু অনুষ্ঠান
নাও ক'রতে পার,
তবে উদাত্ত-অভিনিবেশী
ভাবদীপনা নিয়ে বল—
'শ্রদ্ধামহং জুহোমি'—
'আমি আমার শ্রদ্ধাকে

আচার্য্যে উৎসর্গ ক'রছি,'
আর, জেনো—আচার্য্যই অগ্নি-স্বরূপ,
উদগতির পরম পন্থা,
আর, এটা অনুশাসন
অর্থাৎ শাস্ত্রেরই প্রাচীন নির্দ্দেশ । ১৭৩।

মানুষকে দাও—তা' তো ভালই,
কিন্তু ঠগ্‌বাজিতে প'ড়ো না,
হাবুডুবু খেয়ো না,—
অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠবে;
তাই, প্রতিপদক্ষেপেই হিসেব ক'রে চ'লো । ১৭৪।

দান ক'রে ফিরিয়ে নেওয়া—
তা' মানুষকে সঙ্কীর্ণই ক'রে তোলে,
সেটা হয় অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তিরই আরতি । ১৭৫।

আর্ত্ত ও অসহায়কে আশ্রয় দিয়ে
সদুপায়ে সম্বর্দ্ধিত ক'রবার দায়িত্বকে
অবহেলা ক'রো না,
তোমার সামর্থ্যে যতটুকু কুলায়,—
বিচক্ষণ সন্ধিৎসার সহিত
নিজে বিধ্বস্ত না হ'য়ে
যত পার নিজ-দায়িত্ব উদ্‌যাপন ক'রো,
আর্ত্ত ও অসহায় যা'রা
তা'রা যেন সোয়াস্তির নিঃশ্বাসে
"চিরং জীবেৎ" বলে আশীর্ব্বাদ করে । ১৭৬।

তোমার পরিবেশে যদি কেউ অভুক্ত থাকে,
সন্তপ্ত থাকে, শঙ্কিত বা বিধ্বস্ত থাকে—
নিজে এবং অন্যদের সহযোগিতায়

আগে যথাশক্তি নিরাকরণ কর তা'র,
যথাসম্ভব স্বস্থ ক'রে, তুলে'
যোগ্যতার উদ্দীপনায়
উদ্বুদ্ধ ক'রে তোল আগে,
পরে তোমার নিজের গৃহস্থীর দিকে মন দিও,
সপারিপার্শ্বিক তোমার গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম
সার্থক হ'য়ে চ'লতে থাকবে—আশীর্ব্বাদ-অভিমন্ত্রে । ১৭৭।

তোমার গৃহস্থীতে বুভুক্ষু বা অতিথির
শুভাগমন যদি হয়—
নিজেকে কৃতার্থ মনে ক'রো,
সাধ্যমতন সেবাযত্নে
তা'র ক্লান্তি অপনোদন ক'রো—
সাবধানী অনুসন্ধিৎসায়,
সজাগ থেকে
তৃপ্তি ও তুষ্টির সেবা-সন্দীপনায়
অভিনন্দিত ক'রে তুলো তা'কে,
এমন-কি, প্রয়োজন মত
নিজের ক্ষুধার অন্ন দিয়েও
তা'কে তৃপ্ত ক'রো—
পরিবার তোমার
দুর্লভ আশীর্ব্বাদের অধিকারী হবে । ১৭৮।

নিজেকে নিয়ে ও নিজ পরিবার-পরিজনকে নিয়ে
তোমার মিতি-চলন
কত সুন্দর ও সুব্যবস্থ—
সব দিক্ দিয়ে,—
তা'ই হ'চ্ছে তোমার সাধারণ মাপকাঠি,—
মোক্তাভাবে তুমি কেমনতর—
ভালমন্দ প্রবৃত্তির সঙ্গতিশীল ক্রম-তাৎপর্য্যে । ১৭৯।

পরিবার যদি সাত্বত আচার-পরিস্রবা না হয়,
সমীচীন বংশমর্য্যাদা ও ঐতিহ্যকে
অবদলিত করে,
পাণ্ডিত্য যতই কঠোর হো'ক না,
আর, কৃষ্টি যতই ধুরন্ধর হো'ক না কেন,—
তা' কিন্তু অসৎ-বর্ষণার
দুর্দ্ধর্ষ অলক্ষণ,
সাত্বত-সন্দীপনা সেখানে জাহান্নমের পথে । ১৮০।

তোমার পরিবারে যা'রাই থাকুক
আর, যে বা যা'রাই আসুক—
সুস্থ যা'রা তা'দের যা'র জন্য যেমন প্রয়োজন,
তোমার সঙ্গতিতে যা' জোটে
যথাসম্ভব তেমনি ক'রো—
তা'দের পান-ভোজন, থাকা-মেলা
যে-ব্যাপারেই হো'ক না,
আর, শিশু, অপ্রাপ্তবয়স্ক, বৃদ্ধ, রুগ্ন,
তা' মেয়েই হো'ক আর পুরুষই হো'ক,
তা'দের প্রতি
সামর্থ্যানুপাতিক বিহিত যা' করণীয়
তেমনতর বিশেষত্ব নিয়েই ক'রো,
যা' ক'রবে সঙ্গতিমাফিক
সাদরেই ক'রো তা',
নিজেদের প্রতিও অন্যায় কিছু ক'রো না,
আর, ন্যায্য হ'তে অপরে বঞ্চিত হয়
এমনতর কিছুও ক'রতে যেও না,
নয়তো, পরিণামে আপশোস তোমাকে
নাও ছাড়তে পারে কিন্তু । ১৮১।

যে-পরিবারে অলস, কর্ম্মভীরু
অপচয়ী-কর্ম্মা বা অসংহত-বুদ্ধির

সংখ্যা যত বেশী—
সে-পরিবার অধঃপাতের পথে
ততই তীব্রগতিসম্পন্ন;
তাই, পরিবারে উপযুক্ত যা'রা
অনুপযুক্তদিগকে যোগ্য ক'রে তুলবার দায়িত্ব নিয়ে
চ'লতে হবে তা'দেরই—
যে যেমনতর তা'কে তেমনতরভাবে
উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণে
প্রেরণা ও প্রবুদ্ধি-সহকারে
উদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ ক'রে,
নয়তো বিপন্নতার হাত হ'তে রেহাই পাওয়া
সুদূর-পরাহত হ'য়ে উঠবে সেই পরিবারের । ১৮২।

উষ্ট্র, গো-মহিষ, ছাগ ইত্যাদি
গৃহপালিত পশুদের সত্তা-সংরক্ষী হ'য়ো,
বিহিত পরিচর্য্যা-নিরত থেকো—
কারণ, সর্ব্বাবস্থায়, এমন-কি বিপর্য্যয়েও
দুর্দ্দিনের করাল আক্রমণ থেকে
এদের দুগ্ধ তোমাদের জীবন-রক্ষা
ক'রতে তো পারেই,
তা' ছাড়া, যে-সমস্ত কর্ম্ম এদের সহায়তায়
নিষ্পন্ন হ'তে পারে সহজে—
সেগুলিরও একটা সহজ উপচয়ী
সমাধান পেতে পার;
সত্তানুকূল যা'-কিছু
তা'কে পরিপালন, পরিরক্ষণ করাই
ধর্ম্ম-পরিচর্য্যা কিন্তু,
এদের নিধন
নিধনেরই আগমনী,—
ক্রুর-পঙ্কিল প্রবৃত্তি-শয্যা । ১৮৩।

ঈশ্বর, ইষ্ট ও পরিবারের ভিতরে
যা'রা সমান বণ্টন করে—
তা' যা'-কিছুই হো'ক না কেন,—
তা'রা ঈশ্বর বা ইষ্টকে
অনুগ্রহের চক্ষেই দেখে থাকে—
যে অনুগ্রহ যে-কোন সময়েই
শাতন-নিগ্রহে পর্য্যবসিত হ'য়ে উঠতে পারে;
আর, যা'রা, যা'-কিছু
ঈশ্বর ও ইষ্টকে বেশী দিয়ে
পরিবার ও পরিবেশকে
তদনুপাতিক কম দিতে অভ্যস্ত—
আর, তা' উদগ্র আগ্রহে,
আত্মপ্রসাদ-অনুদীপ্তির সহিত,—
ঐ দান তা'দিগকে
আশীর্ব্বাদেরই অধিকারী ক'রে তোলে,
অনুকম্পী উচ্ছলতায়—
সব যা'-কিছুকেই বিধিমাফিক
উচ্ছলই ক'রে তোলে—
আত্মনিয়ন্ত্রণী অনুদীপনা-অধ্যুষিত ক'রে ।১৮৪।

তুমি যা'র বা যা'দের জন্য
উপায় কর, বা অর্জ্জন কর,
বা সংগ্রহ কর,
তা'রাই যদি তোমার জীবনে মুখ্যতর হয়—
কিন্তু যাঁ'কে অবলম্বন ক'রে,
যাঁ'র প্রভাবে উপায় কর,
বা অর্জ্জন কর,
তাঁ'র সত্তা ও স্বার্থের দিকে না তাকাও,—
তবে যা'দের জন্য
যেমনতর যা'-কিছু ক'রে
অর্জ্জন-অভিনিবেশী হও না কেন—

তা' কিন্তু তোমার জীবনকে
অন্ধতমেই নিক্ষেপ ক'রে চ'লবে;
তা'র মানেই হ'চ্ছে তুমি বিধ্বস্তিকেই
আমন্ত্রণ ক'রে চলবে—
জীবন ও আয়ুর সীমায়িত লেখা যতটুকু
তা'র ভিতর সেগুলি যতখানি পড়ে,
তা' ভোগ ক'রতে ক'রতে;
কিন্তু যাঁ' হ'তে তোমার অর্জ্জন নিয়ন্ত্রিত হ'চ্ছে
বা যাঁ'র প্রভাব তোমার অর্জ্জনের পথকে
মুক্ত ক'রে তুলছে,
তাঁ'কে জীবনে যতই মুখ্য ক'রে তুলবে—
তাঁ'র স্বার্থ-সম্পোষণায়
স্বতঃ-সক্রিয় হ'য়ে,
ক্রমবর্দ্ধমান অনুনয়ন-অনুবেদনায়,—
সার্থকতার নন্দিত তর্পণা
স্বস্তি-আহ্বানে
তোমাকে অভ্যর্থনা ক'রে চ'লবেই কি চ'লবে,
প্রাপ্তি স্বতঃ হ'য়ে উঠবে তোমাতে,
কারণ, তাঁ'তে তুমি সুকেন্দ্রিক,
সুক্রিয় ও স্বতঃ-বিনায়িত;
প্রজ্ঞাসূত্রে
বাস্তব যোগ্যতার ব্রাহ্মী-অনুবেদনা
সুক্রিয়তায় মূর্ত্তিলাভ ক'রবে তোমাতে,
বৃদ্ধিনন্দনা উপভোগ ক'রবে তুমি অকাট্যভাবে । ১৮৫।

যা'রা নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতি-হারা,—
শ্রমপ্রিয়তা তা'দের বিক্ষিপ্ত,
স্বভাবতঃ তা'রা শৌর্য্যহারাই হ'য়ে থাকে,
বিশেষতঃ কুলমর্য্যাদায় যা'দের আস্থা নেই,
বা ব্যতিক্রমদুষ্ট কুল যা'দের,—
ব্যক্তিত্বের বিভবও তা'দের
বিক্ষিপ্ত, সঙ্গতিহারা, বোধ-বিনায়নহীন,

বুদ্ধিসুদ্ধিও ছন্নছাড়া তেমনতর,
সক্রিয় গতিও অমনতরই সংক্ষুব্ধ,
বীর্য্যবিহীন বিক্রম স্বতঃস্রোতা হ'য়ে,
তা'দের অন্তরে বসবাস করে,
আত্মমর্য্যাদা-বোধও তেমনতরই বিকৃত-সংশ্রয়ী । ১৮৬।

গেঁয়ো ঘরে একটা চলিত কথা আছে—
'মানুষ লক্ষ্মীর বরযাত্রী'
—তা' ঠিকই কিন্তু;
মানুষ যে-বাড়ীতে বা যা'দের বাড়ীতে
আনাগোনা করে—
সে-বাড়ীর লোকেরা
একটা সম্ভ্রান্ত দূরত্ব রেখে
মানুষকে যদি
ইষ্টানুগ, সশ্রদ্ধ সেবা-সম্বর্দ্ধনায়
অনুশীলন ও অনুচারণায়
নন্দিত ক'রে চলে
প্রত্যেককে যে যেমন তেমনি ক'রে
কুশল-প্রীতি নিয়ে,—
মানুষ তা'দিগের স্বতঃই
পরিপূরণশীল হ'য়ে ওঠে,
ফলে, আসে তৃপ্তি, দীপ্তি,
আত্মিক সহযোগিতা,
অর্থ ও সম্পদের উপচয়ী উৎক্রমণ,
দেখে, চিনে, আলোচনার ভিতর-দিয়ে
জ্ঞান লাভ ক'রে প্রতিষ্ঠাবান হ'য়ে
তা'রা হ'য়ে ওঠে লক্ষ্মীমন্ত;
যেখানে অর্থ-সম্পদ্ আছে
লোকসেবা নাই—
মানুষ যায় না যা'দের বাড়ী—
তা'রা লক্ষ্মীমন্ত নয়
যক্ষ্মীমন্ত হ'তে পারে । ১৮৭।

তোমার মা-বাবাই যদি
তোমার সর্ব্বস্ব হ'য়ে থাকেন,
অন্তর-বাহির সব যা'কিছু দিয়ে
অন্বিত-স্বার্থে সুনিয়ন্ত্রিত তুমি
ঐ আলোক-চক্ষুতে সব মা-বাবাকেই দেখো,
আর, চেষ্টা ক'রো—ঐ অনুরঞ্জনায়
সাধ্যমত, সমীচীন অনুচর্য্যায়
নিরত থাকতে,—
যা'তে ঐ তপস্যা
প্রতিপ্রত্যেককে অমর অস্তিত্বের
অধিকারী ক'রে তুলতে পারে—
কৃতিতপা ধৃতিপরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে,
সার্থক সুসঙ্গতি নিয়ে;
স্বস্তিপ্রসন্ন ঐ অমর-জীবনই
ভর-দুনিয়ার অমরার অর্ঘ্য হ'য়ে উঠুক;
যিনি আমার একান্ত,
এবং তা' নিতান্তভাবেই—
তাঁ'র ধৃতি-চরণে
আমার এই একান্ত প্রার্থনা । ১৮৮।

যা'দের মায়ের উপর নেশা
স্তোতনদীপ্ত সেবাচর্য্যী
পরিবেষণার সহিত
তৃপ্তিসুন্দর অনুবেদনা নিয়েই চলে—
তা'দের নিষ্ঠা, আনুগত্য, কৃতিসম্বেগ ও শ্রমপ্রিয়তা
বিভবেই বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠতে দেখা যায়;
যা'দের পিতৃ-পরিচর্য্যা
নিষ্ঠাসুন্দর আনুগত্য
ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে
অস্খলিত অনুবেদনায়
শ্রমপ্রিয় তাৎপর্য্যে চ'লতে থাকে—

তা'দের প্রায়ই
উৎসর্জ্জনা দেখতে পাওয়া যায়—
বিদ্যায়, বেদে,
ঔজ্জ্বল্যে সুদৃঢ় হ'য়ে
পারিজাতের মত;
আর, মাতাপিতা উভয়ের প্রতি
যা'দের সঙ্গতিপূর্ণ নিষ্ঠা
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের সহিত
শ্রমপ্রিয় ঊর্জ্জনায়
চলৎশীল থাকে—
তা'রা কৃতিসুন্দর—
সব দিক্-দিয়ে—সর্ব্বতোভাবে;
যতদূর তা'রা
ঐ অভিনিবেশে এগিয়ে চলে—
সুধীসুন্দর বিভব-বিভূতিতে—
সুসন্দীপ্ত থেকে,
যা'-কিছু পরমার্থ
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
তা'দের বোধদীপনায়
বিন্যাসলাভ ক'রে থাকে। ১৮৯।

পিতামাতা তো বাস্তব মূর্ত্তি,
এমন-কি—পিতামাতার স্মৃতিকেও
যদি কেউ অবজ্ঞা বা অপমান করে—
তা'কে কি কেউ সহ্য ক'রতে পারে?
যা'র যেমন শক্তি তেমনতরভাবেই
তা'কে প্রতিবাদ ক'রে থাকে,
আর, তা' যতখানি সৌষ্ঠবমন্ডিত হয়—
তা'ই করাই ভাল;
কিন্তু তা'কে যা'রা প্রশ্রয় দেয়—
ঐ অবজ্ঞাকে সমর্থন করে হয়তো—

তা'দের মর্ম্মগহ্বর উর্জ্জনাবিহীন,
কেমনতর অপসৌষ্ঠব-সংহতিতে তা' বিনায়িত—
তা' ভাবতেও পারা যায় না,
ব'লতেও কথা তিক্ত হ'য়ে ওঠে;
পিতামাতা বহু হ'তে পারে,
কিন্তু পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব সবারই এক,
তা'তে যা'রা উদাসীন থাকে—
ঐ অপদস্থীকরণ অসূয়া নিয়ে
অসূয়াতেই
নিজত্বকেই কি অপমানিত করে না?
বিকৃত ব্যাহত ব্যক্তিত্ব
তা'তে কি কলঙ্কলিপ্ত হ'য়ে ওঠে না?
আর, যাঁ'রা তোমার উৎসের
প্রত্যক্ষ দেবদেবী—
রাগদীপ্ত শ্রদ্ধায়
যদি তাঁ'দিগেতে নিবদ্ধ না থাক—
সেটা কি তোমার পক্ষে
জাতির পক্ষে
ব্যতিক্রমের বিশাল বিষপ্রয়োগ নয়?
আর, ঐ হ'চ্ছে—
তোমার পরিবার, সমাজ, দেশ ইত্যাদির
ক্রমদীপ্ত শ্রদ্ধাসূত্র;
যে বিশাল উর্জ্জনা অন্তঃস্থ হ'য়ে
তোমার ব্যক্তিত্বকে
খাড়া ক'রে রেখেছে—
তা'কে অবহেলিত ক'রে
সে-অবদলন সহ্য ক'রে
তুমি যদি তা'র তর্পণ ক'রতে যাও—
সে-তর্পণ কিন্তু ব্যর্থ,
তা'তে সোহাগ নাই,
সন্দীপনা নাই,

সন্তৃপ্তি নাই;
পিতামাতার স্মৃতি
যা'র কাছে অবদলিত—
ঈশ্বরের ঐশী-দীপনা
তা'র কাছে তমসাবৃত । ১৯০।

পিতাই হো'ন, মাতাই হো'ন,
গুরুজনবর্গ বা
তোমাদের মধ্যে যে-কেউই হো'ন না কেন,
যিনি সবারই সত্তা-পরিপোষক,
সবারই শ্রয়ী যিনি
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ,
তিনিই কিন্তু অনুসরণীয়;
তিনি যেখানে যেমনভাবে
অবজ্ঞাত হো'ন না কেন,
দুরপনেয় দুরদৃষ্টের দুষ্ট ধুক্ষা
সেখানেই ক্রম-চলনে
অনুসরণ ক'রতে থাকবেই কি থাকবে;
তাঁ'র অনুদীপনী অনুপ্রেরণা-অনুশাসিত
অনুনয়নের সঙ্গে
যা' যতটা সার্থক-সঙ্গতিসম্পন্ন—
তা'ই তেমন গ্রহণীয়,
আর, তা'কে নিরোধ করে যা'-কিছু,
বর্জ্জনীয় কিন্তু তা'ই,
নয়তো, সন্ধুক্ষিত সত্তা
মর্ষিত ধর্ষণে
অপলাপেই আনতিপ্রবণ হ'য়ে চ'লবে কিন্তু । ১৯১।

যা'রা একের ধারণে, পালনে
তৃপ্তও নয়, তুষ্টও নয়,
অর্থাৎ কোনক্রমেই একানুবর্ত্তী নয়,—

ভক্তি, অনুরাগ বা শ্রদ্ধা
যা'ই বল না কেন,—
হতভম্বই হ'য়ে থাকে সেখানে সাধারণতঃ;
সেখানেই ঐ একের প্রতি
দায়িত্বশীল কর্ত্তব্য-প্রেরণাও থাকে না,
তাই, অমনতর একানুরক্তিবিহীন একান্নবর্ত্তিতা
দিকদারিতেই পর্য্যবসিত হ'য়ে ওঠে;
ভৃতিহারা ভরণ-চাহিদায়
ভাক্তেরা সেখানে
বিক্ষোভেরই সৃষ্টি ক'রে থাকে,
কারণ, স্বার্থ-অভিভূতি মানুষকে
সঙ্কুচিত, সঙ্কীর্ণ, মূঢ় ও যোগ্যতাহারাই
ক'রে তোলে;
ক'রে—
উপচয়ী সেবা-নিরতির ভিতর-দিয়ে
যা'রা যোগ্যতাকে আহরণ ক'রে চলে,—
তৃপ্তও তা'রা, কৃতার্থও তা'রা,
আর, ঐ সেবানিরত মানুষকে
প্রসারণ-সন্দীপী ক'রে তোলে,
আর, একান্নবর্ত্তিতাও
কৃতার্থ হ'য়ে ওঠে সেখানে;
যে-একান্নবর্ত্তিতা বৈরিতার প্রসূতি,
বিচ্ছেদের প্রসূতি,
তা' হ'তে
সেবা-নিরত মৈত্রী-সংশ্রয়ী পৃথগন্ন ঢের বরণীয় । ১৯২।

তোমার জীবনীয় প্রয়োজন যা'-কিছু,
সাত্বত পরিপোষণার ইন্ধন যা'-কিছু—
সাজগোজ, চালচলন,
সমীচীন বিবাহ, স্ত্রী-পুত্র—
যা'-কিছু হোক্ না কেন,

যা' জীবনীয় প্রয়োজনের
ব্যতিক্রম সৃষ্টি করে না,
ঠিক তা'ই গ্রহণ ক'রো,
তা'ই ব্যবহার ক'রো;
সেই পরিচর্য্যাই নিও—
যা' তোমার সাত্বত সম্বোধনাকে
ব্যতিক্রমহীন তাৎপর্য্যে উৎসারিত ক'রে
ব্যক্তিত্বকে স্বতঃ সম্পোষী ক'রে তোলে,
তোমার জীবনও যেন
সেই উৎসৃজনা নিয়ে চলে;
অন্যেও সুখী হবে,
তুমিও সুখী হবে,—
পরিবেশ ও পরিস্থিতির
প্রীতি-পরিচর্য্যী উচ্ছলতা নিয়ে,
লোক-উল্লাস তোমাকে
উল্লসিত ক'রে তুলবে । ১৯৩।

তোমার বা তোমার পরিবারের
অসাবধানতার জন্য
যদি কোনপ্রকার ক্ষতির
আমদানী হ'য়ে থাকে,—
প্রথম ও প্রধানভাবে
সে-দোষ যে তোমারই—
চিন্তা ক'রে
তা' স্বীকার ক'রে নিয়ে
ভবিষ্যৎ প্রতিবিধানের চেষ্টায় যত্নবান থেকো;
অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে
নিজে দোষমুক্ত হওয়ার চেষ্টা
তোমাকে অজ্ঞ ক'রেই তুলবে কিন্তু!
তাই, কাজে, কর্ম্মে, ভাবনায়, চিন্তায়
চৌকস চলনের ভিতর-দিয়েই

চ'লতে চেষ্টা ক'রো—
ক্ষতির অবরোধ ক'রে,
আর, উন্নতিকে অবাধ ক'রে তুলে',
আপদ্-বিপদ্‌কে
সমীচীনতার সহিত নিরোধ ক'রে,
তোমার বিবেক ও মস্তিষ্ককে
এমনতরই সতর্ক সন্ধিৎসু
বোধদীপ্ত পরিণামদর্শী ক'রে রেখো;
পূর্ব্বজন্মের দোহাই দিয়ে ব'সে থেকো না,
তোমার পূর্ব্বজন্মের খাঁকতিকে
এই জন্মেই আপূরিত ক'রতে হবে—
ঠিক বুঝো;
নিজেও ব্যবস্থিত হও তেমনি,
অন্যেরও ব্যবস্থা কর তেমনি ক'রে—
খুঁটিনাটি সব নিয়ে,
বিড়ম্বনা এড়াবে অনেকখানি ।১৯৪।

তোমাদের প্রত্যেকটি পরিবার যেন
আকস্মিক যে-কোন অশুভ
নিরাকরণের জন্য প্রস্তুত থাকে,
মুহূর্ত্তেই তা'কে নিরাকরণ ক'রে
শুভ-বিনায়নে সংস্থ ক'রতে পারে;
শাসন-সংস্থাকেও অমনি ক'রেই প্রস্তুত ক'রে রেখো,
আবার, একমাত্র শাসন-সংস্থার ঘাড়ে
দায়িত্ব চাপিয়ে
নিজেরা ঐ অভ্যাস থেকে
দূরে স'রে যেও না;
একটা অলস বিলাসিতায়
পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে
নিজদিগকে বিব্রতির ইন্ধন ক'রে রেখো না;
বুঝে-সুঝে কখন কোথায় কী-কী হ'তে পারে

এবং কী-কী প্রস্তুতি নিয়ে বসবাস ক'রলে
ঐ অশুভ নিরাকরণ ক'রতে পার,
সন্ধিৎসু সুদক্ষ-চলনে
তা'র ব্যবস্থা ক'রো—
তা' সব দিক্-দিয়ে সব রকমে;
যা' পরিবার ও শাসন-সংস্থার দিক্-দিয়ে
সম্যক্ উপযোগী হয়
তা' ক'রবেই কি ক'রবে,
তা'তে প্রস্তুত থেকে
তোমার জীবনীয় পরিচর্য্যা
যা'তে অক্ষুণ্ণ হ'য়ে চলে,
তা'র পথ প্রশস্তই ক'রে রেখো—
প্রীতিমুখর সুবীক্ষণী
অনুনয়নশীল তৎপরতায় । ১৯৫।

যতক্ষণ-না তোমার পরিবার ও পরিবেশ
সমীচীন শিষ্ট সাত্বত-চলনে চ'লছে—
পারস্পরিক অবদান নিয়ে,—
তুমিও তোমার বিকৃত-চলনকে এড়িয়ে
নিখুঁতভাবে
সদাচার-অন্বিত হ'য়ে
সমীচীন চলায় চ'লতে পারবে না
বা চলা কঠিনই হবে;
তারপর তুমি যদি নিজে
তোমার ইষ্টায়িত অনুশাসন যা'-কিছুকে
বিহিতভাবে না মেনে
প্রবৃত্তিরোখা আকৃতি নিয়ে চ'লতে থাক,—
তোমার জীবন ব্যত্যয়ী-বিকারে
অনেকখানিই দুঃস্থ হ'য়ে উঠবে,
—শরীর ও অন্তঃকরণ দুই-ই;
তাই বলি—

ঐ ব্যত্যয়ী-চলনে গা-ঢেলে না-দিয়ে
সংযত নিয়মনায়
নিজেকে বিনায়িত ক'রে চল—
ইষ্টায়িত অভিদীপনায়,
সার্থক সঙ্গতিশীল
সাত্বত বিজ্ঞ-বিজ্ঞানে দৃষ্টি রেখে
যথাসম্ভব সাধু-সমীচীন আত্মনিয়ন্ত্রণে
ব্যত্যয়ী বিকারকে এড়িয়ে;
অনেকখানিই রেহাই পাবে । ১৯৬।

ঘর-সংসার, চাক্‌রী-বাক্‌রী
সবই তোমার বজায় থাকবে—
এমনতর স্বার্থ-ধুক্ষিত বুদ্ধি নিয়ে,
ইষ্টার্থপরায়ণী অভিসারে
যদি ধর্ম্মচর্য্যা ক'রতে চাও,
তা' কি হবে?
হয়তো হ'তে পারে—
"ইতোভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ",
বরং সৎসন্দীপী যা'ই কর না কেন—
ইষ্টার্থ-সন্দীপনাকে প্রথম ক'রে নাও,
সব যা'-কিছু নিয়ে
চল তেমনি ক'রে
যেখানে যেমন প্রয়োজন,
সব সময়ে ইষ্টার্থকেই মুখ্য ক'রে ধ'রে চল,
ঐ মুখ্য সঙ্গতির সাথে
তোমার পরিবেশের যা'-কিছু
মায় সপরিবার তোমাকে শুদ্ধ
সবগুলিকে ভরণপোষণ ক'রতে পার—
তেমনতর সন্দীপনা নিয়ে চ'লতে থাক—
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের সহিত
শ্রমপ্রিয়তা নিয়ে;

চল, এগিয়ে চল,
দেখবে—একদিন
উদ্দাম হ'য়ে উঠবে তুমি—
পরিবার, পরিবেশ সব-কিছু নিয়ে,
উচ্ছলতার বন্যা ব'য়ে চ'লবে,
যে-জীবনস্রোতকে একটা ঢেলা
আটকে দিতে পারত—
সে একটা পাথরকেও
গড়িয়ে নিয়ে যেতে পারবে,
ভয় ক'রো না—দাঁড়াও,
সন্দেহ্ ক'রো না—জাগো,
"উত্তিষ্ঠত! জাগ্রত!
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"। ১৯৭।

যদি সংসারীই হ'তে চাও
কৃতী হ'য়ে জীবন-নির্ব্বাহ ক'রতে চাও—
তবে যোগ্যতার অনুচর্য্যায়
জীবনকে যোগ্য ক'রে তুলতে হবে,
ইষ্টানুগ পন্থায় নিজেকে বজায় রেখে
মানুষে সহানুভূতিসম্পন্ন হ'তে হবে,
তা'দের প্রতি অনুকম্পী হ'য়ে উঠতে হবে,
বৈশিষ্ট্যপোষণী কৃষ্টিপালী তপঃপ্রাণতা নিয়ে
শ্রদ্ধার্হ চলনে
বাক্, ব্যবহার, সেবায়
দানে, আদানে, প্রদানে
প্রতিপ্রত্যেককে তোমাতে
অনুকম্পী ক'রে তুলতে হবে—
সহানুভূতিসম্পন্ন ক'রে তুলতে হবে,
পরস্পরকে পরস্পরে অন্তরাসী ক'রে
প্রত্যেককে আপ্তীকৃত ক'রে নিয়ে
সংহত ক'রে তুলতে হবে তোমাতে,

ইষ্ট বা আদর্শে সক্রিয়, সুনিষ্ঠ
শ্রদ্ধোচ্ছল সেবা-সন্দীপনায়
নিজেকে নিয়োগ ক'রে
যোগ্যতার উপচয়ী অর্ঘ্যে
নিজের জীবনে জীয়ন্ত রেখে তাঁ'কে—
যা'তে তোমাকে দিয়ে
তোমাকে পেয়ে
প্রীতি-উচ্ছল অনুকম্পী আনতি নিয়ে
প্রেরণাপুষ্ট সম্বেগ-উদ্দীপী হ'য়ে
তোমার পরিবেশ তোমাতে
আপ্রাণ ও আন্তরিক হ'য়ে ওঠে
বাস্তব ব্যবহারে;
ফলে, বাড়বে শৌর্য্য,
বাড়বে সম্পদ্,
হবে তীক্ষ্ম, বিনয়ী বীর্য্যবান,
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ
তোমাতে বাস্তব আকার নিয়ে
সপরিবেশ তোমাকে অভিনন্দন ক'রে চ'লবে,
ধন্য হবে তুমি,
ধন্য হবে তোমার পরিবেশ,
সার্থক হ'য়ে উঠবে
তোমার সব যা'-কিছু নিয়ে ঈশ্বরে;
নয়তো, ব্যর্থতা
ক্ষুদ্রস্বার্থী বিকৃত মস্তিষ্কে
বিচ্ছিন্নতায়
নিঃশেষ ক'রে তুলবে তোমাকে। ১৯৮।

তোমার প্রথম কর্ম্মই হ'চ্ছে—
যা'তে তুমি বেঁচে থাকতে পার,
তোমার পরিবার-পরিবেশ সহ সুহালে—
সুকেন্দ্রিক সংহতি নিয়ে—

উপকরণ সংগ্রহ ক'রে
তা'তে প্রস্তুত থাকা,
দ্বিতীয় হ'চ্ছে
এৎফাঁক ক'রে
এমনতর পোষণ সংগ্রহ করা—
যে-পোষণে পরিবার-পরিবেশ-সহ
তোমার সত্তা সহজে পরিপোষিত হয়,
তৃতীয় হ'চ্ছে
অনুশীলনে
প্রতিপ্রত্যেকের যোগ্যতাকে
উপচয়ী ক'রে বাড়িয়ে তোলা—
আর, সেটা যেন সহজ হ'য়ে ওঠে
সবারই জীবনে,
সঙ্গে-সঙ্গে যা' তোমার অস্তিত্বকে
ব্যাহত ক'রে তুলতে পারে—
এমনতর যা'-কিছু নিরোধের
পর্য্যাপ্ত প্রস্তুতি নিয়ে প্রস্তুত থাকা,
তা'রপরেই হ'চ্ছে
ভোগোপকরণ-সংগ্রহ—
সত্তাকে সহজ ও সলীল রেখে
ব্যক্তিত্ব পরিপুষ্ট হয়
ও নন্দিত জীবন-যাপন ক'রতে পার—
এমনতর যা'-কিছুকে সংগ্রহ করা,
নজর রাখতে হবে—
তোমার পরিবার ও পরিবেশ
ভোগবিহ্বল না হ'য়ে ওঠে,
মোটামুটি এই তো করণীয়—
তা' ব্যষ্টিজীবনে, পরিবার-জীবনে,
সাম্প্রদায়িক জীবনে,
সামাজিক জীবনে ও রাষ্ট্র-জীবনে। ১৯৯।

যা'দের কুলস্রোতা
প্রেয়নিষ্ঠা নেই—
সাংসারিক সঙ্গতিশীল
সমবেদনী পরিচর্য্যা নেইকো,—
আনুগত্য নেইকো যা'দের—
অশিষ্ট কৃতিসম্বেগী যা'রা,
অর্থাৎ শ্রমপ্রিয়তা নেই যা'দের,—
বিশেষতঃ তা'রা না-করে যত পাবে—
যথোপযুক্ত শ্রম-পরিচর্য্যাবিহীন হ'য়ে,
সে-পাওয়া তা'দিগকে
সম্বৃদ্ধ ক'রে তো তোলেই না,
আর, অযুত বিভব থাকা-সত্ত্বেও তা'রা
ক্ষয়িষ্ণুতার যাত্রী হ'য়েই চ'লতে থাকে—
শরীরে, মনে, জীবনে,
বিপত্তির বিহিত সম্ভারে;
উন্নতি তা'দের আয়ত্ত হয় না,
সম্বৃদ্ধিও সংগঠিত হ'য়ে ওঠে না—
স্বতঃ-সন্দীপনায়,
বিলাসী বিকল্পনায় আত্মনিমজ্জন ক'রে
বিলোল আলস্যে ক্রম-ক্ষয়িষ্ণুতার পথেই
এগিয়ে চ'ল্‌তে থাকে;
তাই বলি,—
তোমরা কর,—
নিষ্ঠানন্দিত অনুক্রমণায়,
পাও,
আর, সম্বৃদ্ধও হ'য়ে ওঠ—তেমনিভাবে;
দেখ,
এমনতর চালচলন
তোমার স্বাস্থ্য, বিভব
ও পরিচর্য্যী সম্বর্দ্ধনা
সন্দীপ্ত ক'রে তুলবে,

লোক-অন্তরে স্মিতবিভবের
অধিকারী হ'য়ে চ'লবে;
ঠ'কতে যাবে কেন—
নিষ্ঠাবিহীন অলসতার সেবা ক'রে? । ২০০।

কুল ও কৃষ্টিতে
আচারনিষ্ঠ অনুবেদনা নিয়ে
তৎপরতায় সহিত
সিদ্ধসাম-তাৎপর্য্যে
ভর-জীবনের আরতি ক'রে চল—
আহুতি দিয়ে ইষ্টার্থে,
যিনি পুরুষোত্তম তাঁ'তে,
যিনি মহামানব—
সেই নিবেশে সুনিবিষ্ট হ'য়ে;
কুলাচারকে ব্যাহত ক'রো না,
তুমি যে হও, যা'ই হও—
তোমার কুলীনত্বকে অভঙ্গুর রেখো—
তা' হৃদয়ে, কৃতিতে,
আচরণশীল সদ্ব্যবহারে,
স্বস্তিপ্রসন্ন তর্পণায়,
প্রতিপ্রত্যেককে পরিচর্য্যা ক'রে—
একটা কথায়,
একটা করায়,
একটা শিষ্ট রকমের সম্বেদনায়,
প্রয়োজন-পূরণী তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়ে
যা' সাধ্য তোমার তেমনতর ক'রে;
প্রতিপদক্ষেপে
তোমার কুলদেবদেবী-স্বরূপ—
পূর্ব্বতন পিতৃমাতৃগণ যাঁ'রা—
হুলুধ্বনি দিয়ে যেন
তোমাকে অভ্যর্থনা করেন—

বাৎসল্য-পরিবেশনে
আশিস্-অনুকম্পায়;
তুমি সার্থক হও,
তোমার অন্তঃস্থ দেবতা যিনি—
ঐ সম্বর্দ্ধনায়
ধৃতিদীপ্ত অনুকম্পায়
সার্থকতার সম্বর্দ্ধনায়
যেন আহুতি-বিভোর হ'য়ে ওঠেন। ২০১।

দেখ, শোন বলি—
তোমার জাতিবর্ণ—
যা'ই হো'ক না কেন,—
তা'র বিশুদ্ধ স্রোতধারার মর্য্যাদা
যদি তুমি না রাখ,
ব্যতিক্রমদুষ্ট যদি ক'রে ফেল,
বিশৃঙ্খল ব্যভিচারদুষ্ট
আচার-অনুশাসনে
যদি তুমি চ'লতে থাক,
পূর্ব্বপুরুষের প্রতি যদি
তোমার অকাট্য অজচ্ছল শ্রদ্ধা
অন্তরের নিষ্ঠা-আবেগ নিয়ে
গৌরব-অর্ঘ্যে পূজা না করে,
এবং তদনুগ সদৃশ ঘরে
সম্মিলনী তাৎপর্য্য নিয়ে
বংশমর্য্যাদার সঙ্গতি রেখে
আচার-নিয়ম
চালচলনের ভিতর-দিয়ে
জীবনস্রোতা অনুচলনের ভিতর-দিয়ে
সেটা যদি বিনিয়ে না রেখে দাও,—
তবে তা' কোন-না-কোন রকমে
বিকৃত হ'য়েই উঠবে;

হয়তো এমনতর হ'তে পারে
যা'তে ঐ বিকৃতির আওতায় প'ড়ে
তোমাকে ব্যতিক্রমকেও
আলিঙ্গন ক'রতে হ'তে পারে,
শুধু—পারে না, হ'য়েই থাকে;
তাহ'লে তোমার কুলস্রোত
সেখান হ'তে দুষ্ট হ'য়ে চ'লল,
সে-কুল আর তোমার কুল রইল না,
যে-কুলের রেতঃ-উর্জ্জনা হ'তে তোমার জন্ম—
সে-পীঠস্থানকে নষ্ট ক'রে দিলে তুমি,
ফলে, ব্যতিক্রম সংক্রামিত হ'য়ে
তোমার পরিবেশকে
ক্রমে-ক্রমে নষ্ট করতে লাগল,
তুমি নষ্ট ক'রলে—
তোমার পরিবার,
তোমার পরিবেশ,
তোমার পরিস্থিতি;
এ-স্থলেও কি আশা কর
তুমি বিশুদ্ধ থাকবে?
তোমার বীর্য্য
নিষ্ঠা-উর্জ্জনা,
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে,
নিষ্ঠানন্দিত আনুগত্য-আবেগে
কৃতিসম্বেগী স্রোতদীপনার
শ্রমপ্রিয়তা নিয়ে
বৈশিষ্ট্যকে বজায় রেখে—
চলন্ত থাকবে কি মনে কর?
তুমি যদি সৎকুলস্রোতা হ'য়ে থাক
সে কুল কি
তোমার বজায় থাকল—বুঝলে?
তাই বলি—

এখনও ফের,
এখনও ধর,
তোমার ঐ কুলস্রোতা সাত্বত বেদীতে
আভূমি-লুণ্ঠিত হ'য়ে
উদ্বেলিত হৃদয়ে
অশ্রুবিগলিত কণ্ঠে
তোমার কুলদেবতাদিগকে আহ্বান কর,
তাঁদের অনুশাসন-আশিসে
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত কর,
সম্বৃদ্ধ হ'য়ে দাঁড়াও,
আর, সম্বৃদ্ধ ক'রে তোল—
তোমার পরিবার ও পরিবেশকে;
স্বস্তিসেবিত নন্দনার
পরমবিভূতি নিয়ে
তুমি বাঁচ,
বেড়ে ওঠ,
জেগে থাক,
চল,—
উছল চলায় চ'লতে থাক,
আর, পরিবেশের প্রত্যেককে
অমনতর ক'রে তোল—
তা'দের নিজ-নিজ কুলদেবতার সম্মান-সৌষ্ঠবে। ২০২।

ইষ্টনিষ্ঠ হওয়াই
যদি তোমার অভিপ্রায় হয়,
আর, সৎ অর্থাৎ সত্তাধর্ম্মই
যদি তোমার জীবনীয় ধর্ম্ম হয়—
তোমার পরিবার বা পরিবেশের
যে-কেউই হো'ক
তা'র কোন অপকৃষ্ট চলন দেখলে
হৃদ্য অনুধাবনী তৎপরতায়

তা'কে যদি বিহিত সময়ে
বিহিত মনোজ্ঞ প্রকারে
অর্থাৎ সাত্বত প্রকারে
নিরোধ না কর—
সমীচীনভাবে,—
বুঝে রেখো—
ঐ আগুন ক্রমশঃ
জ্বালাময়ী জঞ্জালে পরিণত হ'য়ে
তোমাকে, তোমার পরিবারকে
ও পরিবেশকে খাক্ ক'রে তুলবে;
আর, দেখলেই যদি
বিহিত অনুচর্য্যায়
তা'র নিরসন না কর,
তোমার অন্তর্দেবতার দীর্ঘ নিঃশ্বাস
তোমাকে কি ক্ষোভ-ধুক্ষিত ক'রে তুলবে না?
তাই, আদর্শ ও সাত্বত ধর্ম্মকে
খিন্ন ক'রে তোলে—
এমনতর যদি কিছু বোঝ,—
তৎক্ষণাৎ তা' নিরসন ক'রো,
তোমার ব্যক্তিত্ব
পুণ্য মর্য্যাদায় সবারই অর্চ্চনীয় হ'য়ে উঠবে। ২০৩।

সুকেন্দ্রিক সেবাতৎপর হও,
দৃঢ়কর্ম্মা হও—প্রীতি অনুচলন নিয়ে,
সব নিষ্পন্নতা
যেন তোমার ঐ কেন্দ্রকেই
উপচয়ে উচ্ছল ক'রে তোলে—
শুভ-নন্দনার আগম-উল্লাসে,
আর, সেই উল্লাস তোমার ব্যক্তিত্বকে
উল্লোল ক'রে তুলুক—
শ্রান্তিময় শান্তির চেতন-শয্যায়

দুগ্ধফেননিভ অরুণদীপ্ত ধবল তৃপণায়;
তোমার ব্যক্তিত্বের সুকেন্দ্রিক
স্বার্থসন্দীপনা
দ্যুতি-বিচ্ছুরণে
প্রতিপ্রত্যেককে সঞ্জীবিত ক'রে তুলুক—
সুকেন্দ্রিকতার আচরণশীল
অনুনয়নের ভিতর-দিয়ে
সম্বর্দ্ধনার ফাগুন-হিল্লোলে;
সেই বিষ্ণু,
সেই ব্যাপ্তির পরমপদ
তোমার অন্তরে সুদীপ্ত হ'য়ে
সুরবীর্য্যী ক'রে তুলুক তোমাকে,
পরিমল-প্লাবনে
দীপনার রূঢ়-কিঙ্কিণী
সব অসৎকে নিরোধ ক'রে
স্বস্তির সামগানে
সবাইকে সামসিদ্ধ ক'রে তুলুক;
সেই পরম গৃহ
তোমার গৃহপ্রাঙ্গণকে
গার্হস্থ্য-জীবনকে সন্দীপ্ত ক'রে
তা'রই কোলে
শ্রমসুখতৎপরতার ফেনিল শয্যায়
সবাইকে সুপ্রতিষ্ঠ ক'রে তুলুক;
আর, ঐ গার্হস্থ্য-আশ্রম
শ্রম-দীপনায়
সকল আশ্রমকে সার্থক ক'রে
পরম বিষ্ণুতে
ব্যাপ্তির সোহাগ-সন্দীপনায়
সন্ন্যাস লাভ করুক,
তুমি মঙ্গলের অধিকারী হও,
তোমার প্রস্বস্তি

সবাইকে আলিঙ্গন করুক,
স্বস্তির অধিকারী হ'য়ে উঠুক সবাই। ২০৪।

লোকসেবা-সম্বর্দ্ধনায়
নিয়োজিত থেকে
অর্থাৎ লোকপরিচর্য্যায় নিয়োজিত থেকে
ব্যবসা-বাণিজ্য—
যা' তোমার
শুভ-সন্দীপনী সঙ্গতিতে কুলায়
তা' ক'রে চল,
লোকজীবনই মানুষের—
শুধু মানুষের কেন,
সবারই মূলধন;
ব্যষ্টিসহ সমষ্টির
লোকপরিচর্য্যায় নিয়োজিত হ'য়ে
প্রতিটি মানুষকে
তা'র বিভব-সহ সম্বর্দ্ধিত ক'রে
আত্মমর্য্যাদাকে খাতির না ক'রে
পরমর্য্যাদাকে উৎসাহান্বিত ক'রে
তা'রা যদি স্বতঃস্বেচ্ছ নন্দনায়
প্রবৃত্ত না থাকে—
ঐ লোকপরিচর্য্যী উৎসর্জ্জনায়,—
কোন ভিত্তিই তা'দের
সার্থক হ'য়ে ওঠে না;
লোকজীবন ব্যতিক্রান্ত যেখানে—
অশুভ-সন্দীপনা সেখানে স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত,
ব্যতিক্রমের বিধায়নাই
প্রবল হ'য়ে ওঠে সেখানে;
প্রতিপ্রত্যেকে যদি নিজের ব্যক্তিত্বকে
সৎ-স্থিতিশীল ক'রে না তোলে,—
সৎ-সন্দীপিত ক'রে না তোলে,—

শুভ-নিয়মনী তাৎপর্য্যে
ধারণপালন না করে,—
পরিবেশকে পরিচর্য্যা ক'রে
নিজের নিবেশকে
শুভ-সন্দীপ্ত ক'রে না তোলে,—
পতনেই সে বিবর্ত্তিত হ'য়ে ওঠে;
ব্যবসা মানেই—
অন্তর-বাহিরের
পতনশীল যা'-কিছু হ'তে
নিজেকে রক্ষা ক'রে চলা;
গণেশ-পূজা—
গণেশ মানেই
গণ-ঈশ, গণের ঈশ্বর যিনি,
গণকে ধারণপালন করেন যিনি;
প্রতিটি গণ নিষ্ঠানিবেশ-তাৎপর্য্যে
নিজের সৎ-উদ্দীপনাকে
সৎ-ঊর্জ্জনাকে
যদি শুভ ও শিষ্টসম্বুদ্ধ
ক'রে না তোলে,—
ব্যক্তিত্বের ধারণপালন-সম্বেগ
শিষ্ট হ'য়ে ওঠে না,
শুভ-সন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে না;
তাই, ব্যবসার প্রধান কেন্দ্রই হ'চ্ছে—গণেশ-পূজা;
গুরুপূজার স্থণ্ডিলে
গুরুর ব্যক্ত প্রতীকে
সেই গণেশকে প্রতিষ্ঠা কর,—
তা' আচারে-ব্যবহারে
শুভ-নন্দনার সম্বর্দ্ধনী পরিচর্য্যায়
আত্মম্ভরি অহংকে বিদায় দিয়ে;
গুরুতে সুবিনিষ্ঠ হ'য়ে
তেমনতর আচার-ব্যবহার

ও নিষ্ঠানিবেশ নিয়ে
সেই গণেশের অর্চ্চনা কর,—
যে-অর্চ্চনার ভিতর-দিয়ে
তুমি শুভ-আবর্ত্তনায়
সন্দীপ্ত হ'য়ে চলতে পার—
অন্তর ও বাহিরের শিষ্ট নিয়মনায়,
গণেশপূজার তাৎপর্য্য তো ওখানেই;
নয়তো—তোমার গণেশ
উল্টোগতিসম্পন্ন হ'য়েই চ'লবে। ২০৫।

আশ্রম মানেই
যেখানে শ্রমপ্রিয়তা নিয়ে
কৃতি-সন্দীপনায়
বিদ্যা অর্জ্জন ক'রতে হয়,
আর, বিদ্যা মানেই হ'ল—
সঙ্গতি-সহ জ্ঞানকে অর্জ্জন করা,
গার্হস্থ্য-আশ্রম
সবার কাছে আদিম আশ্রম,—
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতি-অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
যেখানে কুলাচারগুলি
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে
সঙ্গতিশীল সার্থকতায়
আবৃত্তি ক'রতে হয়,
ঘ'সে, মেজে
ধী-পূর্ণ সুপ্রভ ক'রে তুলতে হয়,
আর, সঙ্গে-সঙ্গে
আর-একটা কথা বলি—
এই ধৃতিবিদ্যা
অনুশীলন ক'রে চলাই—
যা'দের নীতি বা প্রথা—

বিহিত কৃতি-সন্দীপনায়
নিষ্ঠানিরত আনুগত্য নিয়ে,—
তা'দের কুৎসা কখনও ক'রো না,
কিন্তু তা'রা যা'ই হো'ক
আর যেমনই হো'ক—
ব্যতিক্রমদুষ্ট যদি হয়,
কোনরকম আস্কারা দিও না তা'দিগকে;
এমনি ক'রে
বিহিত বিধায়নায়
তোমার পরিবেশ
তোমার প্রদেশ
তোমার দেশগুলিকে
বিনায়িত ক'রে ফেল,—
বাস্তব উদগতির ঊর্জ্জনাসন্দীপ্ত ক'রে,
ব্যষ্টির বিশেষ নিয়মনায়,
প্রীতি-পরিচর্য্যায়,
সার্থক সঙ্গতিতে,
সবগুলিকে
সন্দীপ্ত ক'রে তুলে,
বিনায়িত ক'রে তুলে
বিবর্দ্ধিত ক'রে তুলে,
স্বতঃসিঞ্চিত সক্রিয় ক'রে তুলে,
শ্রমপ্রিয়তার হোমবহ্নিতে;
ক'রে দেখ,—
চলও এমনি ক'রে,—
তোমার লক্ষ্যই হো'ক—
তোমার সঙ্ঘ,
তোমার পরিবেশ
তোমার দেশ,
তোমার নিষ্ঠানন্দিত কৃতি-আচরণ। ২০৬।

তোমার পরিবারের লোক,
সহচর, বন্ধুবান্ধব,
এক-কথায়, যা'রাই তোমার পরিবারভুক্ত—
তা'দের প্রত্যেককে
এমনতর উপদেশে
অভ্যাসে অভ্যস্ত ক'রে রেখো,
যা'তে তা'রা হৃদ্য আপ্যায়না নিয়ে
অভ্যাগত যা'রা—
অভ্যর্থনায়, বাক্ ও ব্যবহারে
এবং তা'দের পরিচর্য্যায় যা'-যা' প্রয়োজন,
যথাবিহিত সেগুলির সরবরাহে
তা'দের তৃপ্ত করতঃ
আলাপ-আলোচনার ভিতর-দিয়ে
তীক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণায়
তা'দের কী প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য
অর্থাৎ সে বা তা'রা
তোমার পক্ষে বাঞ্ছিত
বা নিজের কোন মতলব হাসিলের জন্য
তোমার কাছে এসেছে—
তা' নির্ণয় ক'রে—
তা' যদি তোমার পক্ষে
কোনপ্রকারে হানিকর না হয়,
তা' তোমার অবগতিতে এনে—
তোমার সাথে সাক্ষাৎ আলোচনার
সবিশেষ ব্যবস্থা ক'রে দিতে
ত্রুটি না করে;
স্মরণ রাখতে হবে সব সময়,
তা'রা যেন কা'রও মর্য্যাদার হানিকর না হ'য়ে
বরং অনুপোষণীই হয়,
কেউ যদি অবাঞ্ছিত হয় তোমার কাছে—
তোমার সাথে সরাসরি

তা'র যদি সাক্ষাৎ হয়,
তুমিও যা'তে ঐ-রকম কর—
আপ্যায়নী মর্য্যাদা নিয়ে
সেদিকে নজর রাখতে একটুও ভু'লো না
তা'র কোন চাহিদার পূরণে
তুমি যদি অপারগ হও,
এমনভাবেই তা' নিবেদন ক'রো,—
বা পারিবারিক অনুচরবর্গ
বা পরিবারস্থ যা'রা
তা'রাও যেন এমনভাবে নিবেদন করে,
যুক্তিপূর্ণ আবেদনী সৌজন্যে
তা'কে তোমার অপারগতার বিষয় ব'লে—
তোমার অপারগতার
এমনতর সুষ্ঠু কারণ দেখিয়ে,—
যে-অবস্থায় সেও তা'
সমর্থন না ক'রেই পারে না,
তোমার ও পারিবারিক অনুচর
ও বন্ধুবান্ধবদের
ঐ আপ্যায়নী সৌজন্য
তোমার অনেক জঞ্জালকে এড়িয়ে
স্বাভাবিক স্বস্তি দিতে পারবে;
দেখো, তোমার সর্ব্বসঙ্গতিসম্পন্ন পারগতা
তোমার সাংসারিক চলনকে অব্যাহত রেখে
মানুষকে যতই বিমুখ না করে,—ততই ভাল। ২০৭।

তুমি যদি তোমার পরিবারের
শ্রেয় হও,
বা প্রেয় হও,
বা পালন-পরিচর্য্যীই হও,
তুমি দেখো—
কতজন তোমার সহায়ক না হ'য়ে

অর্থাৎ সহচর্য্যী না হ'য়ে
তোমার দায়িত্বে দায়িত্বসম্পন্ন না হ'য়ে
তোমার প্রতি
কেমনতর কটাক্ষপাত ক'রছে,
কী সমালোচনা ক'রছে,—
কা'দের প্রতি কেমন সহানুভূতি নিয়ে,
অর্থাৎ তোমার প্রতি
না, তোমার পোষ্যদের প্রতি
সহানুভূতিসম্পন্ন হ'য়ে;
এই দেখে বুঝে নিও—
তোমার প্রতি দরদী কে কতখানি
বাস্তব কৃতি-দায়িত্ব নিয়ে;
যা'রা তা' নয়কো—
তা'রা তোমার পোষক নয়,
মিত্রও নয়,
সহানুভূতিসম্পন্নও নয়,
সমর্থকও নয়,
দায়িত্বশীল অনুচর্য্যা-পরায়ণও নয়;
আত্মম্ভরি বাবুয়ানী বাহাদুরি নিয়ে
চ'লে বেড়ায় তা'রা—
তোমার এই 'মাথার ঘাম পায়ে পড়া'
চেষ্টা ও যত্নের উপস্বত্বে
আত্মপোষণ ক'রে—
শোষণ ক'রে তোমাকে;
তোমাকে পোষণপ্রবুদ্ধ
ফুল্ল ও প্রদীপ্ত করার বালাই
তা'দের অন্তরে
উঁকি মেরে থাকে কমই,
বরং নিজেকে বাঁচিয়ে
তোমার উপর দিয়ে
অন্যের উপকার-উন্মাদনায়

জর্জ্জরিত হ'য়ে উঠতে দেখা যায় তা'দিগকে প্রায়শঃই,
এই দেখে
হৃদ্য অনুবেদনী অনুচর্য্যা নিয়ে
যেখানে যেমনতর চ'লবার তা' চ'লো,
ঐ শোষক-গোষ্ঠী
হয়তো খতিয়েই দেখে না যে,
তা'দের অন্তঃকরণের নিভৃত কোণে লুকিয়ে আছে—
অবদলনী উন্মাদনা,
তোমাকে অপদস্থ করার
বা বিদ্রূপ করার
কুটিল সৌজন্যপূর্ণ আত্মঘাতী আকাঙ্ক্ষা,—
বুঝে যেখানে যা' ক'রবার ক'রো;
অবশ্য তোমার শ্রেয়-প্রেয় ব'লে
যদি কেউ থাকেন—
আর, বাক্যে, ব্যবহারে, আচরণে
সহানুভূতি ও সমর্থনে
শুভাকাঙ্ক্ষী সন্দীপনায়
সুক্রিয় অনুচর্য্যায়
তাঁ'কে যদি তুমি
সর্ব্বতোভাবে উপচয়ী ও নন্দিত
ক'রে তুলে চল—
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়,
মুখ্য সম্বেগে,—
তুমি শ্রেয়ের অধিকারী হবেই,
সংসারের লাখ ঝঞ্ঝাও
তোমাকে একটুও কাঁপাতে পারবে না,
বিচ্যুত ক'রে তুলতে পারবে না। ২০৮।

উন্নতি হবে কিসে?—
তবে শোন—
বলি,—

শ্রেয়নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ হ'তে
কখনও স্খলিত হ'য়ো না,
শ্রমপ্রিয় তাৎপর্য্য নিয়ে
তা'কে পরিচর্য্যা কর,
যেটা ভাল বোঝ—
সৎ যা' তা'কে আঁকড়ে ধর,
বিবেচনার বিনায়নে
অর্থান্বিত-তাৎপর্য্যে
সেগুলিকে নিয়ন্ত্রিত কর;
অর্থাৎ, কিসে কী হয় তা' জেনে
সৌষ্ঠব-মিলনে নিদ্ধারিত কর তা',
প্রত্যহ যা'-যা' করণীয়
ঐ কৃতিচর্য্যার জন্য
রোজ নিখুঁতভাবে
সেটা তো ক'রবেই,
তা' ছাড়া,
পরিবেশ ও পরিজনের সঙ্গে
শুভসন্দীপী সদ্ব্যবহার করা চাই-ই,
কারণ, সেখান থেকে
নানারকম ভাবে
তোমার কর্ম্মকুশলতার পরিপোষণ পাবেই—
কোন-না-কোন দিক্-দিয়ে,
আর, তা'দের অনুকম্পা
আহরণ ক'রতে পারলে
সেটাকে আরো সবল ক'রে তুলতে পারবে;
ঐ কৃতি-উদ্দীপনাকে মন্থর করে—
এমনতর কিছু ক'রতে যেও না,
প্রত্যহ বাস্তবে
আরো-আরোতে উদ্দীপ্ত ক'রে তোল—
ঐ কৃতিচর্য্যাকে সুফলপ্রসূ ক'রে;
ক'রতে গিয়ে যদি কিছু না হয়

তা'তে ঘাবড়িয়ে যেও না,
ধী-ইয়ে ধী-ইয়ে
তা'র কারণ আবিষ্কার ক'রে
নিরাকরণ কর তা'কে;
এমনি ক'রতে ক'রতে
করার ভিতর-দিয়ে
একটা তৃপ্তি আসবেই আসবে—
যদি তা'র ভিতর
কোন ফাঁকিবাজি না থাকে,
না-ক'রে
উন্নত হওয়ার প্রলোভন না থাকে;
প্রত্যহ
কাজের লওয়াজিমা যা'-যা' প্রয়োজন
বা তা'র মূলধন যা' প্রয়োজন
সেগুলি
একটু একটু ক'রে বাড়াতেই থাকবে,
ক'মতে দিও না কিছুতেই,
আর, ক'রতে গেলে
হামবড়াইও ক'রতে যেও না লোকের কাছে,
তোমার কর্ম্মসফলতা
বরং লোককে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলুক,
তোমার সার্থকতার উদ্বোধনাই
তা'দের গর্ব হ'য়ে উঠুক,
এবং সেটাকে তুমি উপভোগ কর;
এমনতর সাধুকর্ম্মা হ'য়ে চল—
সমীচীন আচার-ব্যবহার নিয়ে
যা' মানুষকে
তৃপ্ত ও দীপ্ত ক'রে তোলে,
আর, সেগুলিকে
সার্থক বিন্যাসে সন্দীপ্ত ক'রে রাখ—
আরো-আরোর পথে;

মিতব্যয়ী হ'য়ে চলাই চাই,
তোমার কৃতিযাগের
যে মূল উপকরণ
তা' সম্বৃদ্ধিপর ক'রে রাখাই চাই,
তা' হ'তে নিজের
বা নিজ পরিবারের জন্য
কোনরকম খরচ-খরচা ক'রতে যেও না,
আর, যদি তোমার তা'তে না পোষায়,—
দেনা না ক'রে
অন্য কোন সৎ ও শোভন রকমে
তা'দের পরিপোষণ কর;
এই জাতীয় শিষ্ট চলনে যদি চল,—
উন্নতি আসবেই কি আসবে—
যদি তোমার চরিত্র
ঐ উন্নতিকে
সংক্ষুব্ধ না ক'রে
কুঠারাঘাত না করে;
আর, এক কথা বলি—
নিজেকে সুস্থ রাখার উপযোগী যা' তোমার—
সেটুকু ছাড়া,
কিংবা কোন আকস্মিক ব্যাপার ছাড়া
নিজেকে রেহাই দিও না—
ঐ কৃতিচর্য্যা হ'তে;
দেখবে—
উন্নতি
তুমি-সহ তোমার পরিবেশকে
উৎফুল্ল ক'রে
পারগতার অভিজাত উপঢৌকনে
তোমাকে স্মিত ক'রে তুলবে;
ফল কথা—
আগে আদর্শ হও—

নিখুঁতভাবে
সব দিক্-দিয়ে,
আর, ঐ পথে
উপদেশ নেওয়া বা দেওয়া—
যা' হয় ক'রো,
নিজে উদাহরণ হওয়াই
সব চেয়ে বড় উপদেশ,—
যা' মানুষে সঞ্চারিত হ'য়ে
সহজ সন্দীপনায়
তা'দের দীপ্ত ও তৃপ্ত ক'রে তোলে। ২০৯।

তুমি আচার্য্য-সান্নিধ্য লাভ কর,
ব্রহ্মচারী হও,
অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে
ঐ ব্রহ্মচর্য্য-শিক্ষা লাভ ক'রে
যদি চাও—
গৃহস্থ হ'য়ে ওঠ;
গৃহস্থী চলনার ভিতর-দিয়ে
নিজেকে
ঐ ব্রহ্ম-চর্য্যার অনুশীলনগুলিতে
বিশেষ বীক্ষণার সহিত নিয়ন্ত্রিত ক'রে
বোধিকে সার্থক সঙ্গতির অন্বিত তৎপরতায়
বিনায়িত ক'রে
ব্যক্তিত্বকে চারিত্রিক আভায়
উর্জ্জী ক'রে তোল;
ক্রমে ঐ গার্হস্থ্য-আশ্রমের
ক্রম-বর্দ্ধনায়
বহু পরিবারে
তোমার ব্যাপ্তি হ'য়ে উঠুক,
নিজেকে ঐ ব্যাপ্তি-যজ্ঞে
অর্থাৎ বানপ্রস্থী-যজ্ঞে

আহুতি দাও,
আর, আহৃত বা উপার্জ্জিত
যা'-কিছু তোমার
তা'কে দক্ষিণা অর্পণ কর আচার্য্যে,
বহু পরিবারের
বহু গৃহস্থের
কীলক হ'য়ে ওঠ তুমি,
আর, তাই-ই হ'চ্ছে তোমার বানপ্রস্থ আশ্রম;
আর, এই বানপ্রস্থের বহুদর্শিতা যখন
আচার্য্য-অনুশাসনে অনুশাসিত হ'য়ে
বিনায়িত তৎপরতায় বিন্যাস লাভ ক'রে
তত্ত্বতঃ ও ব্যক্ততঃ
সার্থক সঙ্গতিশীল অন্বয়ে
ঐ তাঁ'তেই
সর্ব্বতোভাবে ন্যস্ত হ'য়ে উঠবে,—
বোধ ও কল্পনাগুলি
একসূত্র-বিন্যাস-বিভূতিতে
তোমার সন্ন্যাসও
স্বতঃ হ'য়ে উঠবে তেমনি,
তখন তুমি বাস্তবে হবে সন্ন্যাসী;
মনে রেখো,
আরো মনে রেখো—
আচার্য্যকে ত্যাগ ক'রে
অগ্নিকে ত্যাগ ক'রে
যজ্ঞসূত্রকে ত্যাগ ক'রে
নিজের শ্রাদ্ধতর্পণাদি ক'রে
বিরজাহোম ক'রে
যা'রা বানপ্রস্থ লাভ করে
বা সন্ন্যাসী হ'য়ে ওঠে,—
তা'রা যোগীও নয়, সন্ন্যাসীও নয়;
মোক্ষের প্রত্যাশা,

এমন-কি ঈশ্বরলাভের প্রত্যাশাও
যেন তোমাকে
অমনতর ভ্রান্তির মোহে বিমূঢ় ক'রে
বিকৃত ক'রে তুলতে না পারে;
তোমার সন্ন্যাস সার্থক হ'য়ে উঠুক,
ঈশ্বরের অজচ্ছল রাগ-বিভূতি—
বৈশিষ্ট্যের বিনায়িত বিভব
একসূত্রসঙ্গত হ'য়ে
ধারণপালনী অনুবেদনার পরম সূত্রে
ব্রাহ্মীসূত্রে সমাহিত হ'য়ে উঠুক;
তোমার জীবনের
তোমার ব্যক্তিত্বের
জয়-জয়কার হো'ক। ২১০।

জীবন-দাঁড়ার সংস্কৃতিকে উপেক্ষা ক'রে
সন্ন্যাসে যা'রা আত্মবিক্রয় করে—
সে-সন্ন্যাস নিরর্থক,
মনুষ্যত্বের বিজ্ঞ ব্যঙ্গ । ২১১।

সুকেন্দ্রিক সক্রিয় স্থিতসঙ্কল্প যিনি—
তিনিই যোগী,
আর, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী,
যা'রা তা' নয়,—
যে-ভেক নিয়েই চলুক না কেন,
তা'রা না যোগী, না সন্ন্যাসী—
রঙিন বিকৃত-অধ্যাসী। ২১২।

অযাচিত এবং দাতা-কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ প্রাপ্তি
—সেই দানই যতিদের ন্যায্যতঃ গ্রহণীয়;
সেই জন্য চাও—
তা'ও ন্যায্য বিবেচিত হ'লে,
নইলে, প্রত্যাশায় আত্মবিক্রয় ক'রতে হবে । ২১৩।

যতি, শ্রমণ, সন্ন্যাসী—
এরা সব মাঠ-চৌকীদার—
বর্ণাশ্রমের ক্ষেত্রগুলি যা'তে
শুভ-নিয়ন্ত্রণে
সামঞ্জস্যে সুফলপ্রসূ হ'য়ে চলে—
স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনায়
—তা'রই লোকহিতী শাসক ও শিক্ষক—
বাক্যে, তপে, চরিত্রে । ২১৪।

তুমি শ্রমণ হও,
শ্রেয়ার্থ-অনুদীপনী শ্রম-তৎপরতায়
শ্রেয়কে বাস্তবায়িত ক'রে তোল;
সত্তার পোষণ-পরিভৃতির
উপচয়নী চর্য্যার বিনায়িত বিবর্দ্ধনেই
শ্রমণের শ্রমার্থ সার্থক হ'য়ে থাকে । ২১৫।

তুমি সন্ন্যাসী হ'লে,
গেরুয়া প'রলে—
ইষ্টার্থপরায়ণ, একানুধ্যায়ী
সক্রিয় সুসন্ধিৎসাপূর্ণ,
সেবানুকম্পী রাগরঞ্জিত হ'য়ে উঠলে না,
অনুরাগ তোমাকে তদনুগ ক'রে
নিয়ন্ত্রণ ক'রতে পারলো না,—
তোমার সন্ন্যাস কিন্তু ব্যর্থ । ২১৬।

ভজনচর্য্যী ব্রতপালী কুশল-কৌশলী
অনুশীলনতপা সে-ব্রাহ্মণ
আজ ভ্রান্তকর্ম্মা লোকসেবাবিমুখ হ'য়ে
ভজনহারা দাসসুলভ
ভিক্ষুকের বৃত্তি নিয়ে
দ্বারে-দ্বারে ঘুরে বেড়ায়—

শাস্ত্রবচনগুলিকে
তপোবিরত বানরী ক'রে । ২১৭।

অচ্যুত সম্বেগ নিয়ে
যে সুকেন্দ্রিক হ'য়ে চলতে পারে না—
সুক্রিয় আত্মবিনায়নী তৎপরতায়,—
তা'র ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমই হো'ক,
গার্হস্থ্য-আশ্রমই হো'ক,
আর বানপ্রস্থই হো'ক,
অথবা সন্ন্যাসই হো'ক,—
সেগুলি বেকুব ভুয়োবাজি ছাড়া
আর কিছুই নয় । ২১৮।

তোমার আচার্য্যে
সর্ব্বসঙ্গতি নিয়ে সংন্যস্ত না হ'য়ে
যদি কেবল বা নির্ব্বিশেষে
সংন্যস্ত হ'তে যাও,
তোমার সন্ন্যাস
ছন্ন প্রতিভার দিকদারিতে
আত্মবিলয় ক'রবেই কি ক'রবে—
সঙ্গতিহারা ধৃতি ও মেধার
বিদ্রূপ ধুক্ষায় । ২১৯।

বরং গৃহস্থদের ভিতর
বানপ্রস্থী বা সন্ন্যাসী
দেখতে পাওয়া যেতে পারে,
কিন্তু আচার্য্য-চর্য্যাবিহীন
সন্ন্যাস-ভেক ধারণের ভিতর
বাস্তব সন্ন্যাস কমই দেখা সম্ভব । ২২০।

তুমি যে-বিধায়নায় আবদ্ধ হ'য়ে
যতিই হও,

শ্রমণই হও,
বাণপ্রস্থীই হও,
আর, সন্ন্যাসীই হও না কেন,
কোন আশ্রম বা উপাসনার জন্য
আচার্য্য হ'তে বিচ্ছিন্ন যদি হও,
আচার্য্য-স্মারিণী কৃষ্টিগত উপবীতকে
যদি ত্যাগ কর,
ঠিক বুঝে রেখো—
জাহান্নমের পতাকা ধ'রেই তুমি চ'লছ,
এই চলন প্রাকৃতিক পন্থা নয়কো,
প্রাকৃতিক অনুশাসন-সম্বুদ্ধও নয়কো,
এটা দেশ-কাল ও পাত্রের
বিপর্য্যয়ী আমদানী । ২২১।

শ্রামণব্রতীই যদি হ'তে চাও—
নিজের অন্তরকে তপমুখর করে তোল,
আবার, এই তপমুখর হ'তে হ'লেই
ঈশ্বরে অনুরাগ—
ইষ্ট বা আচার্য্যে অচ্যুত আনতি
যা'তে অবাধ হ'য়ে চলে—সক্রিয়ভাবে—
তা'র পরিচর্য্যায় নিরত হ'য়ে চ'লতে থাক—
তা' এমনভাবে
যা'তে যে-কোন দিক্-দিয়ে
যেমনতর প্রলোভনই আসুক না কেন—
ঐ অনুরাগ বা আনতিকে রঙ্গিল ক'রে
তুলতে না পারে কেউ কিছুতেই,
এই নিয়ন্ত্রণে যেন ঐ অনুরাগ অবাধ হ'য়ে
অন্তরায়গুলিকে
অতিক্রম ক'রে চ'লতে পারে
—স্বতঃ-প্রণোদনায়,
তবেই তো এই শ্রামণব্রত
স্বস্তি লাভ ক'রবে তোমাতে । ২২২।

আগে বেশ ক'রে চিন্তা ক'রে দেখ—
তুমি কী চাও,
—এই শ্রামণ-ব্রতে ব্রতী হওয়া
তোমার সেই চাহিদাকে
সার্থক ক'রে তুলতে পারবে কিনা প্রকৃতভাবে,
নিজেকে বেশ ক'রে নিরখ-পরখ ক'রে
এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হও—
যা'তে যেমন অবস্থাই আসুক না কেন—
যে-প্রলোভন যেমনতরভাবেই তোমাকে
লুব্ধ ক'রে তুলুক না কেন,
তোমার সিদ্ধান্ত হ'তে একচুলও
বিচ্যুতি এনে দিতে না পারে,
এমনতর স্থিরপ্রতিজ্ঞ যখনই হ'য়ে উঠবে—
স্বতঃ-সম্বেগে—
তখনই বুঝবে
এই ব্রত গ্রহণ করার উপযুক্ত
ভাবতঃ খানিকটা হ'য়ে উঠেছ,
তখন নিজেকে অবস্থায় ফেলে
যোগ্যতায় কতখানি অধিরূঢ় হ'য়েছ—
বাস্তবে তা' দেখতে পার। ২২৩।

তুমি সন্ন্যাসীই হও,
শ্রমণ বা পরিব্রাজকই হও—
যে মুহূর্ত্তে যৌন-সংস্রব তোমাকে স্পর্শ ক'রবে,—
সেই মুহূর্ত্তেই তুমি
বর্ণাশ্রমী গার্হস্থ্যধর্ম্মী হ'য়ে প'ড়বে,
আর, এই বর্ণানুপাতিক গার্হস্থ্যনীতি,
জনন-নীতি
যদি উপেক্ষা কর—
নারকীয় বীভৎস-সৃজনী নায়ক
হ'য়ে উঠবে তুমি,—

তা' কিন্তু নিঃসন্দেহ;
তুমি গৃহস্থ থাক—
তপঃপ্রবণ হও—
ব্রাহ্মী-নীতি তোমাকে প্রদীপ্ত ক'রে তুলুক সপরিবেশে,
স্বাভাবিক গৃহস্থ সন্ন্যাসী হও,
সন্ন্যাসের অভিষেক্তা হও,
কিন্তু সন্ন্যাসীর তকমা নিয়ে তুমি
গার্হস্থ্য-চলনে চ'লতে যেও না—
তা' কিন্তু বিসদৃশ,
তুমিও নষ্ট পাবে,
আর, জনগণেরও অন্তরে
নৈতিক ব্যভিচার ঢুকে প'ড়বে । ২২৪।

তুমি কি ছন্ন যে,
রজো-বিন্যাসিত দেহ নিয়ে—
তা'তে অধিষ্ঠিত থেকেও
বিরজা হোম ক'রে
রজের পারে যেতে চা'চ্ছ—
অভিলাষ ক'রছ?
বিরজাই যদি হ'তে চাও,—
প্রবৃত্তির রজোগুলিকে
আচার্য্য-সেবনায়
সার্থক সুসঙ্গত-শালিন্যে নিয়োজিত ক'রে
ভজনদীপনী লাস্য-নন্দনায়
তাঁ'তেই আত্মোৎসর্গ কর,
তাঁ'রই হোম কর,
সমস্ত প্রবৃত্তি নিয়েই
তুমি বিরজা হ'য়ে উঠবে,
এই রজোরঞ্জিত দেহেই
আলোক-বিভান্বিত হ'য়ে উঠবে—
আচার্য্য প্রসাদ-নন্দিত
উদ্দীপনী উদ্যম-দীপনায় । ২২৫।

তোমার বোধি ইষ্ট-সংন্যস্ত হ'য়ে
বিনায়িত হ'য়ে
ব্যক্তিত্বে মূর্ত্তিলাভ ক'রে
সন্ন্যাসী ক'রে তুলুক তোমাকে—
সুকেন্দ্রিক সক্রিয়তার সার্থক অন্বয়ে;
কিন্তু শুধুমাত্র ভেকধারী সন্ন্যাসী যদি হও—
আচার্য্য ত্যাগ ক'রে
বিরজা হোম ক'রে,
সে-সন্ন্যাস তোমাকে
বিন্যাসিত ক'রে তুলবে না,
সংন্যস্ত ক'রে তুলবে না,
ঐ কেন্দ্রকক্ষচ্যুত ব্যক্তিত্ব
বিশীর্ণতা লাভ ক'রবে—
এ কিন্তু অতি নিশ্চয় । ২২৬।

তোমার বাস্তব পরিবেশ
তোমারই শুভ-বিনায়নে
যতক্ষণ সাত্ত্বিক সার্থকতায়
সক্রিয় সঙ্গতি নিয়ে
ইষ্টার্থে উৎসর্গীকৃত হ'য়ে
স্থূল-সূক্ষ্মের অন্বিত-চলনে না চ'লল—
বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সুষ্ঠু নিবন্ধনে,
ব্যাপ্তির বিরামহীন অবাধ গমনে,
চেতন দীপনায়,—
তোমার সন্ন্যাস তখনও
সার্থক হ'য়ে উঠল না;
আর, সন্ন্যাস মানে
সম্যক্-প্রকারে ন্যস্ত হওয়া—
ইষ্টে,
ঈশ্বরে,—
অচ্যুত আনতি-অনুক্রিয়ায় । ২২৭।

তুমি যে-অভিধাই গ্রহণ কর না কেন,
যে-ভেক নিয়ে
যে-আশ্রম-অনুবর্ত্তীই হও না কেন,
আচার্য্য-সঙ্গতি যদি তোমার না থাকে,
তুমি ব্যর্থ হবে সর্ব্বতোভাবে,
এমন-কি তোমার করণ-অভিচলনগুলিও
অন্বিত অর্থনা নিয়ে
সার্থক তৎপরতায়
কিছুতেই সংহিত হ'য়ে উঠবে না,
তুমি ব্যর্থ হবে—
ঐ ব্যর্থ-চলন-অনুদীপনা নিয়ে;
তাই, যা'ই কর, আর তা'ই কর,
ইষ্ট, আচার্য্য, আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
অন্বিত সঙ্গতির
অর্থানুধ্যায়িনী তৎপরতা নিয়ে
তন্নিহিত অনুচলনে
নিজেকে বিনায়িত ক'রে চল,
ব্যর্থ হবে না,
যোগ্যতার সার্থক অভিদীপনা
তোমাকে অভিনন্দিত ক'রবে । ২২৮।

যতি যা'রা, সন্ন্যাসী যা'রা, শ্রমণ যা'রা,
তা'রা স্বাভাবিকভাবে
বর্ণাশ্রমের ঊর্দ্ধে থেকেও
তা'র নিয়ামক হ'য়ে,
অনুশাসক হ'য়ে যদি না চলে,—
মস্তিষ্ক যেমন শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করে
তা'র ঊর্দ্ধে থেকেও,—
তা'র ফলে, সমাজের যে উৎকর্ষী অভিযান
তা'র ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য নিয়ে
সম্প্রদায়, সমাজ ও রাষ্ট্রকে

বৰ্দ্ধনা-প্ৰদীপ্ত ক'রে রাখে
সেটা ক্রমশঃ নির্ব্বোণোন্মুখ হ'য়ে ওঠে,
ব্যভিচার ও বিকৃতির আবর্জ্জনা
গ্লানি-উদ্ভেদের মত গজিয়ে
সমাজের অবস্থাকে সঙ্গীন ক'রে তোলে;
তাই বলি, যতি!
তাই বলি, সন্ন্যাসী! সাবধান!—
তোমার জীবন-যন্ত্রের অধীশ্বর
অন্তরে থেকেও পরাৎপর হ'য়ে—
বিশ্বে ভরপুর হ'য়েও ছাপিয়ে—
যা'-কিছু সবের বিধিপ্রদীপ্ত নিয়ন্তা,
তুমিও তাঁ'তে ন্যস্তপ্রাণ,
তুমি তা'ই যদি না হও—
প্রজ্ঞা ভীতি-ধিক্কারে
তোমাকে যে নস্যাৎ ক'রে তুলবে
তা'তে আর সন্দেহ কী? ২২৯।

যদি যতিই হ'তে চাও,
আচার্য্য-অনুশাসন-অনুশীলনায়
যত্নশীল হও—
কথায়, কাজে, আচারে, ব্যবহারে
তোমার ব্যক্তিত্বকে অনুরঞ্জিত ক'রে
সত্তায় সংস্থিত ক'রে তুলে' সেগুলিকে—
ইষ্টানুগ আত্মনিয়মন-তৎপরতায়,—
তোমাকে দেখেই যেন
সবাই বুঝতে পারে—
তোমার অন্তরে আচার্য্য
উজ্জীবিত হ'য়েই আছেন,
শ্রদ্ধা-উৎসারিত উচ্ছল হৃদয়ে
অর্ঘ্য-অঞ্জলি হস্তে
তোমার অন্তরস্থ

আচার্য্য-অনুসৃত ঈশ্বরে
অর্ঘ্য-অঞ্জলি দিয়ে কৃতার্থ হ'তে
সবাই যেন উদ্‌গ্রীব হ'য়ে ওঠে,
তবে তো যতি! ২৩০।

স্মরণে যেন থাকে—
তুমি দেহধারী,
সর্ব্বতোভাবে কর্ম্ম ত্যাগ করা
তোমার পক্ষে
নেহাৎই অশ্রেয় এবং অসম্ভব;
তুমি সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়চর্য্যী হও,
নিজের স্বার্থপ্রত্যাশাকে উপেক্ষা ক'রে
নিবিষ্ট চিত্তে
শ্রেয়-সেবানিরত থেকে
তাঁ'র পালন, পূরণ ও পোষণ-তৎপরতায়
নিজেকে নিয়োজিত কর,
আর, তঁৎ-কর্ম্মে
সর্ব্বতোভাবে ব্যাপৃত হ'য়ে ওঠ তুমি,
অন্বিত সঙ্গতির পরম সার্থকতায়
সেগুলিকে উদ্‌যাপিত ক'রে তোল,
আর, ঐ উদ্‌যাপিত কর্ম্মসমাধানী সম্পদে
তোমার আচার্য্য সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠুন—
জীবনে, পোষণে, পূরণে
ঐ স্বার্থপ্রলোভন-পরিত্যক্ত
ইষ্টার্থ পরায়ণ তৎপরতাই
তোমাকে যোগী ক'রে তুলবে,
ত্যাগী ক'রে তুলবে,
বানপ্রস্থে অর্থাৎ বিস্তারে বা ব্যাপ্তিতে
উপনীত ক'রে
সন্ন্যাসে সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলবে । ২৩১।

শুধু গেরুয়া প'রে ঘুরে বেড়ালেই যে
তুমি সন্ন্যাসী হবে—
তা' নয়,
যদি না—
অস্তিত্বের পরিচর্য্যায়
তুমি প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে ওঠ,
বিন্যস্ত হ'য়ে ওঠ,
বা ন্যস্ত হ'য়ে ওঠ,
ও সমীচীনভাবে নিবিষ্ট হ'য়ে
অস্তিত্বে সংস্থ হ'য়ে চল—
বিহিত পরিচর্য্যা নিয়ে;
কৃতিহারা ধৃতি যেমন বিড়ম্বনা মাত্র,
তেমনি বিন্যাস-বিনায়িত অনুচলন ছাড়া
সন্ন্যাসীর ভেক নিয়ে চলাও তেমনতর;
নিজে বিনায়িত হও,
বিন্যস্ত হও,
সাত্বত আচার-আচরণগুলি পরিপালন কর—
বিহিতভাবে,
নিবিষ্ট নিয়মনায়,
স্বভাবকে এমনতর ক'রে তোল,
তখন তুমি হবে—
স্বভাব-সন্ন্যাসী । ২৩২।

শোন সন্ন্যাসি!
তোমার সন্ন্যাস-সন্দীপ্ত চরিত্র
যদি লোকজীবনকে
বিন্যাস-বিনায়িত ক'রতে না পারে—
সুকেন্দ্রিক আত্মবিনায়নী তৎপরতায়,
যোগ্যতার বিভবে বিভবান্বিত ক'রে—
সার্থক সুনিয়ন্ত্রণী সঙ্গতিশীল অন্বয়ে,—
তোমার তপোবিভব

ব্যর্থ কিন্তু সেখানেই,
তোমার মোক্ষ
মানুষের দুঃখদ ছাড়া আর কিছুই নয়কো,
তোমার তর্পণ-তৃপ্ত অন্তঃকরণ
বাস্তব সক্রিয়তার ভিতর-দিয়ে
স্বস্তিনন্দিত তৃপণার
অধিকারী যদি না হয়,
তোমার সংস্পর্শে
মানুষ যদি যোগ্যতার নন্দিত বিভবে
বিভূষিত না হ'য়ে ওঠে—
অজচ্ছল বন্ধন-অনুক্রমণার ক্রমপদবিক্ষেপে,—
তোমার স্বস্তিই বা কোথায়
তৃপ্তিই বা কোথায়?
—ব্রহ্মানন্দ-বিধায়িনী বিধৃতি
তোমাকে আনন্দ-উৎসারণশীল ক'রে তোলেনি,
তোমার পরিবেশকেও নয়;
ঈশ্বরই যা'-কিছুর সার্থক বিন্যাস,
ঈশ্বরই যোগ্যতার যোগদীপনা,
ঈশ্বরই তপনন্দনার পরম বিভব। ২৩৩।

সন্ন্যাস কিন্তু তা'দেরই হ'য়ে থাকে—
স্বতঃ-স্বাভাবিক অনুক্রমণায়
যা'রা
ইষ্টনিষ্ঠ আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে
শ্রমপ্রিয় তৎপরতায়
ইষ্টার্থ-পরিপোষণার জন্য
জীবনকে সংন্যস্ত ক'রে চ'লেছে,—
কিংবা,
যা'রা ইষ্টার্থ-নিয়মনায়
সম্যক্‌ভাবে
সাত্বত সংস্থিতির উৎকর্ষী অনুচলনে

নিজেদের নিয়ন্ত্রিত ক'রে চ'লেছে—
অস্তিত্বের সংরক্ষণে;
এই হ'চ্ছে স্বাভাবিক সন্ন্যাস—
যে সন্ন্যাস-সন্দীপনা
নিজেকে সঞ্জীবিত ক'রে রেখে
পরিবেশকে সম্বৃদ্ধ ক'রে
সম্ভূতিতে চলন্ত ক'রে রাখে;
তাই, সন্ন্যাস
অস্তিত্বের অতবড় পরাক্রমী পুণ্য স্বার্থ । ২৩৪।

যা'তে সমীচীনভাবে
কিংবা সম্যক্‌ভাবে
অস্তিত্বে নিয়ে যায়—
অস্তিত্ব-পোষণার দিকে নিয়ে যায়—
সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণের ভিতর-দিয়ে
সম্পোষণী ও সংরক্ষণী তাৎপর্য্যে
নিজের মতন ক'রে অন্যের,
বোধপ্রেরণায়
সমীচীন বিচারণায়
দক্ষ-বাস্তব বোধদৃষ্টি নিয়ে,—
তেমনি ক'রে সত্তাকে বা অস্তিত্বকে
পরিপোষণ ক'রে চলার বিহিত বিদীপ্তিকেই
সন্ন্যাস বলে;
এই এমনতর চলাকে
যতক্ষণ পর্য্যন্ত
সক্রিয় তাৎপর্য্যে
বিহিতভাবে জানতে না পারছ,
তখনও কি তোমার
সন্ন্যাস সার্থক হ'য়ে উঠবে?
যদি সার্থকই হয়—
সে-সন্ন্যাস তোমাকে

সার্থক ক'রে তুলবে
কেমন ক'রে!—
কতখানি!—
তা' কি বুঝতে পার?
আমি তো পারি না। ২৩৫।

তোমার আচার্য্যে উপনয়ন
সার্থক হ'য়ে উঠুক ব্রহ্মচর্য্যে,
তোমার ব্রহ্মচর্য্যা
অর্থাৎ ব্রাহ্মী-অনুশাসন-অনুশীলনা
সার্থক হ'য়ে উঠুক গার্হস্থ্যে,
আর, ঐ গার্হস্থ্যের বহুদর্শিতা
বিন্যাস লাভ ক'রে
পরিব্যাপ্তিতে অর্থাৎ বানপ্রস্থে
সার্থক হ'য়ে উঠুক,
আবার, ঐ বানপ্রস্থ
সহজ-বিনায়নায়
বিন্যাস লাভ করুক সন্ন্যাসে,
ঐ সন্ন্যাস সংন্যস্ত হ'য়ে উঠুক
আত্মিক অনুবেদনী
ধারণ-পালনী ঐশ্বর্য্যে,
ব্রহ্মসূত্রে সংগ্রহিত হ'য়ে,
তোমার ঐ আচার্য্য-অনুশাসন-সংরক্ষণী
অগ্নিহোত্রীর মর্য্যাদা
শিষ্যত্বে সার্থক হ'য়ে
শিখায় সম্বৃদ্ধ হ'য়ে
যজ্ঞসূত্রকে ব্রহ্মসূত্রে
জীয়ন্ত ক'রে তুলুক,
আর, জীবন হ'য়ে উঠুক তোমার
ব্রাহ্মী-জ্যোতির
সার্থক অন্বিত সঙ্গতির

বিভা-বিকিরণী প্রাণন-প্রেরণা,
আর, এমনি ক'রেই
ঈশ্বরে সমাধিস্থ হও—
আচার্য্যের তাত্ত্বিক সম্বেদনায়,
সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষের
লীলায়িত আলিঙ্গন-গ্রহণে;
আত্মার ব্রাহ্মী-অনুবেদনাই ঈশিত্ব—
যা' ধারণ-পালনে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে
প্রতিটি ব্যষ্টিতে
বিমূর্ত্ত প্রেরণায় গতিশীল । ২৩৬।

উপবীতকে যদি ত্যাগ কর,
আচার্য্যকে যদি ত্যাগ কর,
এগুলি যদি সংস্কার হয়,
সংস্কারের গণ্ডী এড়িয়ে চলাই
যদি তোমার বুদ্ধি হয়,
তবে ভেবে দেখ—
বানপ্রস্থই বা কী?
সন্ন্যাসই বা কী?
ত্যাগের সংস্কার কি সংস্কার নয়?
সে কি ভোগের সংস্কার থেকে
কম দুর্দ্ধর্ষ?
তোমাদের প্রাক্-প্রাচীন আদর্শের ভিতর
কিন্তু অমনতর উপবীতত্যাগী বা আচার্য্যত্যাগী
কাউকে দেখতে পাবে নাকো;
তুমি যদি সংসারে
বিরক্তই হ'য়ে উঠে থাক,
আর, আচার্য্যে অনুরক্ত হ'য়ে না ওঠ,—
তা' তোমার সত্তাকেও
বিরক্ত ক'রে তুলবে,
তোমার সত্তা বিচ্ছিন্ন অনুক্রমণায়

বহুধা পর্য্যবসিত হ'য়ে চ'লবে—
এ অতি নিশ্চয়;
তাই বলি—
তুমি যদি পূর্ব্বাহ্নেই
আচার্য্য-গ্রহণ না ক'রে থাক,—
যে-মুহূর্ত্তে তোমার
দুনিয়াটার উপর বিরাগ আসে,—
অন্ততঃ সেই মুহূর্ত্তেও
তুমি আচার্য্যে প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর;
আচার্য্যে অনুপ্রেরিত হ'য়ে
তা'কে কেন্দ্র ক'রে
সুষ্ঠু সুকেন্দ্রিক চলনে চল—
'শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্'—ব'লে;
তাই, আমিও বলি—
'যদহরেব বিরজেৎ
তদহরেব প্রব্রজেৎ',
আর, প্রব্রজ্যা মানে—
প্রকৃষ্ট চলনে চলন্ত হ'য়ে চলা,
আর, আচার্য্যই তোমার প্রকৃষ্ট পন্থা;
মনে রেখো—
আচার্য্যে সংন্যস্ত-সঙ্কল্প যিনি ন'ন,
কিংবা যিনি অগ্নিহীন, ক্রিয়াহীন
অর্থাৎ আচার্য্যবিহীন যিনি,—
তিনি কখনও যোগী হ'তে পারেন না। ২৩৭।

নৈষ্ঠিক, বিপ্র, ব্রহ্মচারী
বা তপঃকামনাশীল ব্যক্তি—
তা' যে-বিষয়েই হো'ক না কেন—
তা'দের পক্ষে স্বপাক আহারই শ্রেয়;
মহাগুরুজনের সম্বন্ধে তো কোন কথাই নেই,
তাছাড়া, অগত্যাপক্ষে সদাচারী স্ত্রী

ও প্রত্যক্ষ রক্ত-সংস্রবসম্পন্ন
স্ত্রীপুরুষদের ভিতর সদাচারী যা'রা—
তা'দের পক্ক আহার্য্যও
তাঁ'রা গ্রহণ ক'রতে পারেন;
স্বাস্থ্য ও পারগতা যেখানে উপযুক্ত নয়কো—
সেই সমস্ত ক্ষেত্র ছাড়া
শিষ্টাচারী উপযুক্ত যা'রা
অর্থাৎ যা'দের অন্নপানাদি গ্রহণ করা চলে—
মাত্র তা'দের হাতেই
তাঁ'দের অন্নপান গ্রহণ করা উচিত;
তা'ও সুস্থ হ'য়ে উঠলে—
উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তান্তে
বিহিত আচার পালন ক'রে চলা উচিত;
কারণ, অন্নপানাদি দোষযুক্ত হ'লেই
তা' শারীরিক স্বাস্থ্য
কিছু-না-কিছু বিপর্য্যস্তই ক'রে থাকে;
যতিদের যথাসম্ভব সর্ব্বাবস্থায়ই
স্বপাক আহার বাঞ্ছনীয়,
এবং নিতান্ত অপারগ-পক্ষে
তাঁ'রা অন্য যতি
এবং নৈষ্ঠিক আচারবান্ যাঁ'রা
তাঁ'দের প্রদত্ত অন্নপানীয়
গ্রহণ ক'রতে পারেন—
বৈশিষ্ট্যকে বিপর্য্যস্ত না ক'রে ।২৩৮।

তুমি আচার্য্য-অনুচর্য্যায় নিরত থেকে
সমস্ত বৃত্তিকে বিনায়িত ক'রে
জ্ঞানগুলিকে আয়ত্ত ক'রে
বোধি ও ব্যক্তিত্বকে
সুবিনায়িত অন্বিত সঙ্গতিতে
সার্থক ক'রে তুলে

সমাবর্ত্তনান্তে
গার্হস্থ্যাশ্রমে
কুটুম্ব-পুত্র-পৌত্রাদিকে নিয়ে
তা'দের ভিতর ধর্ম্মপ্রেরণাকে
জাগ্রত ক'রে তুলে
সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে
আচার্য্যকেন্দ্রিক অনুক্রিয়ায়
তন্নিষ্ঠ ক'রে
সম্যক্ নিয়মনে
ব্যক্তিত্বে সুপ্রতিষ্ঠ ক'রে অবস্থান কর,
আর, যিনি এমনতরভাবে
সার্থক সুক্রিয়তায়
বহুদর্শিতাগুলিকে
শুভ-বিনায়নে
সুকেন্দ্রিক ক'রে
একসূত্র-অন্বিত ক'রে তোলেন—
নিজেকে ছন্দানুগ ক'রে,—
তিনিই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন,
অর্থাৎ ব্রাহ্মী-ব্যক্তিত্ব লাভ করেন,
তাঁ'দের আবর্ত্তন হয় না,
কারণ, প্রবৃত্তির চাহিদাগুলিই
আবর্ত্তনের হেতু,
কিন্তু তাঁ'দের প্রবৃত্তিগুলি বিনায়িত হ'য়ে
সুকেন্দ্রিক তাৎপর্য্যে
ব্যাপ্তির মহৎ-প্রেরণায়
ব্রাহ্মী-তৎপরতায়
অধিষ্ঠিত থাকে,
তাই, এই গার্হস্থ্য জীবনকেই
সংন্যস্ত ক'রে তোল—
সুকেন্দ্রিক হ'য়ে,
ব্যাপ্তির বিনায়িত তৎপরতায়,

এমনি ক'রেই তুমি স্বতঃ-সম্বেগে
সুষ্ঠু-নিয়মনে সন্ন্যাসী হ'য়ে ওঠ,
—আর, এই-ই হ'চ্ছে প্রাকৃতিক পন্থা;
এ ছাড়া, অন্য যা'-কিছু—
তা' অর্ব্বাচীন ব'লেই ধরে নিতে পার,
কারণ তা' অশাশ্বত,
সনাতন সত্য-সত্তায় অবস্থিত নয় । ২৩৯।

মনে রেখো—
ব্রহ্মচর্য্য-অনুশীলনের জন্য
যখন তুমি
আচার্য্য-সান্নিধ্যে উপনীত হ'লে,—
ঐ আচার্য্যকেই
ব্রহ্মের ব্যক্তমূর্ত্তি ব'লে গ্রহণ ক'রতে হবে,
তপশ্চর্য্যার ভিতর-দিয়ে
তত্ত্বতঃ তাঁ'কে জানতে হবে,
এই জানাকে আয়ত্ত ক'রবার জন্য
যে অনুশীলনের প্রয়োজন—
তা'ই কিন্তু অধ্যয়ন,
তা'ই কিন্তু যজন,
আবৃত্তির ভিতর-দিয়ে
অভ্যাসে অভ্যস্ত হ'য়ে
পারস্পরিক অনুবেদনায় উপনীত হ'য়ে
বোধকে সৌকর্য্য-সন্দীপনায়
সূক্ষ্মতর সমীক্ষায়
অধিগত ক'রবার জন্য
যেমন অধ্যয়নার প্রয়োজন—
অধ্যাপনার প্রয়োজনও তেমনি,
যজনের প্রয়োজন যেমন
যাজনের প্রয়োজনও তেমনি,
নেওয়ার প্রয়োজন যেমন

দেওয়ার প্রয়োজনও তেমনি;
এই সঙ্গতি-সহচর্য্যায়
অনুশীলনের ভিতর-দি'য়ে
ঐ বোধগুলির ধারণায় সুপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে
প্রত্যয়ে উপনীত হওয়া যায়;
উপলব্ধিতে উপনীত হওয়া যায়;
আচার্য্যের সান্নিধ্য লাভ ক'রে
আচার্য্যে সুকেন্দ্রিক হ'য়ে
প্রগাঢ় শ্রদ্ধা-সহকারে
দৈনন্দিন আচরণ, নিয়মন ও বিনায়নায় চলাই
তপশ্চরণা;
আচার্য্যের অনুশাসনগুলি
অনুশীলনার ভিতর-দিয়ে
অন্বিত সঙ্গতির সার্থক অভিযানে
নিজ-ব্যক্তিত্বে বিনায়িত ক'রে তোলাই হ'চ্ছে—
পরম সার্থকতা,
আর লোকবর্দ্ধনী সেবানুচর্য্যায় তৎপর হ'য়ে
অগ্নিকে আচার্য্য-প্রতীক স্মরণ ক'রে
বৈধী-নিয়মনায়
আমরণ তা'কে রক্ষা ক'রে চলাই হ'চ্ছে—
সাগ্নিক সন্দীপনা,
তা'কেই অগ্নিহোত্র বলে,
আর, তা' যে করে
সেই-ই অগ্নিহোত্রী;
অগ্নি যেমন আচার্য্যপ্রতীক ব'লে
আজীবন তা'কে পরিপালন ক'রে চ'লতে হয়,—
তেমনি লোকবর্দ্ধনার
যাজ্ঞিক অনুবেদনার প্রতীক হ'চ্ছে—
উপবীতগ্রহণ ও শিখাধারণ,
এই উপবীতকে মনীষীরা
যজ্ঞসূত্র ব'লে থাকেন,

এই যজ্ঞসূত্র ও শিখা
আজীবন রক্ষা ক'রেই চ'লতে হয়,
তা'ও অত্যাজ্য;
যে-কোন কারণেই হো'ক,
ঐ অগ্নি বা শিখাসূত্রকে যদি ত্যাগ কর,—
তা'র মানেই হ'চ্ছে
আচার্য্যকে ত্যাগ ক'রলে,
আর, আচার্য্যকে ত্যাগ করা মানেই হ'চ্ছে—
তুমি ব্রহ্মকেও ত্যাগ ক'রলে,
অর্থাৎ ব্রহ্ম-চর্য্যাকেই ত্যাগ ক'রলে,
ফল কথা, ব্রাহ্মীবেদনার অপসারণেই
যত্নবান হ'লে তুমি,
তাই, অন্ধতমেই তোমার গতি অনিবার্য্য;
যা'ই কর, আর তা'ই কর,
মোহবশতঃ
ঐ কৃষ্টির আদিভূমিকে
আদিবেদীকে
কখনই ত্যাগ ক'রতে যেও না,—
ভ্রান্তির মোহিনী তাৎপর্য্য
তোমাকে বিপর্যস্ত ক'রে তুলবে । ২৪০।

সুকেন্দ্রিক আচার্য্য-পরিচর্য্যী
উপাসনা-ব্যাপৃত
সেবাকুশল সম্বর্দ্ধনী জীবনচর্য্যায়
সম্যক্‌ভাবে নিরত থেকে
আত্মবিস্তারে বা ব্যাপ্তিতে
নিজেকে পরিব্যাপ্ত ক'রে তোলাই হ'চ্ছে—
বানপ্রস্থের প্রশস্ত পন্থা;
ঐ সেবাপটু সম্বর্দ্ধনী জীবনচর্য্যার নামই যজ্ঞ,
আর, এই যজ্ঞের যজ্ঞেশ্বরই হ'চ্ছেন—
তোমার প্রিয়পরম পুরুষোত্তম

পরম আচার্য্য যিনি;
বানপ্রস্থই অবলম্বন কর,
আর, সন্ন্যাসই অবলম্বন কর,
তোমার কাল্পনিক মরীচিকা-বিহ্বল প্রবৃত্তির
লুব্ধ প্রলোভনের দাম্ভিক অভিচার
যা'তেই তোমাকে নিয়োজিত করুক না কেন—
ঐ আচার্য্যকে পরিত্যাগ ক'রে,—
এটা স্মরণ রেখো—
যে, ঐ আচার্য্য
তথা আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির অন্বিত সঙ্গতির
সার্থক অর্থনার
স্মারক প্রতীকই হ'চ্ছে
ঐ উপবীত;
ঐ উপবীতকে ত্যাগ ক'রে
তুমি যা'ই ক'রবে—
তা'ই কিন্তু বঞ্চনার কুহকজাল বিস্তারে
আশার মরীচিকায় নিমজ্জিত ক'রে
তোমার সত্তা ও বোধিপ্রণোদিত ব্যক্তিত্বকে
সার্থক সম্বর্দ্ধনা ও সঙ্গতিশীল অর্থনার
প্রসাদ-লাভে
বঞ্চিতই হ'য়ে উঠবে;
দুনিয়া জানবে—ঢের হ'য়েছে;
অন্তঃকরণকে অবলোকন কর—
দেখবে—কিছুই হয়নি,
তোমার হৃদয় আর হৃষ্ট দাপটে চ'লছে না,
আত্মবিরোধী আত্মপ্রবঞ্চক
বিন্যাস-বিভূষিত
অপকৃষ্ট লোকঠকানো সন্ন্যাসী ছাড়া
তুমি আর কিছুই নও,
আর, এই তোমার বিষাক্ত ভেক,
বিষাক্ত বর্জ্জন—

আদর্শ, ধৰ্ম্ম ও কৃষ্টিকে
ব্যভিচারদুষ্ট ব্যাখ্যায় বিকৃত ক'রে
লোক, সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্রের—
রাষ্ট্রের কেন দুনিয়ার
ক্ষতি ক'রে চ'লবে,
আর, এ-ক্ষতির আপূরণ
ক'রতে পারবে না তুমি কখনও,
তোমার ঐ পতিত পাপবিধায়িনী প্রবৃত্তি
তোমাকে পতিত ক'রে তুলবেই—
পাতিত্যের অধিকারী ক'রে,
আর, দুনিয়াটাকেও সেইরূপে
রঙ্গিল ক'রে তুলবে;
যদি প্রসাদ-প্রদীপ্ত হ'তে চাও,
সাবধান!
মনে রেখো—
আচার্য্যই তোমার পন্থা । ২৪১।

অসৎকে প্রশ্রয় দিও না,
দিলে শয়তানকে নন্দিত করা হবে । ২৪২।

অসৎ যা'
তা'কে নিরোধ কর,—
অমঙ্গল তিরোহিত হবে । ২৪৩।

নিরোধ কর,
কিন্তু বিহিতভাবে,—
আপদ্ থাকবে না । ২৪৪।

সন্ধিৎসাহারা সাবধানতা,
প্রস্তুতিহীন নিরোধ—
ঠিক জেনে রেখো

এরা আপদ্‌কে
আরো তীক্ষ্ম ও বিষাক্ত ক'রে তোলে । ২৪৫।

থাকাকে যা' ব্যাহত করে
তা'কে নিরোধ করা
বা তৎপ্রচেষ্ট হওয়া—
সত্তারই স্বভাব,
তাই, বজায় থাকার বিরুদ্ধ যা'
তা' করতেও যেও না,
ক'রতেও দিও না—
যথাসম্ভব নির্ব্বিরোধ ব্যবস্থিতি নিয়ে । ২৪৬।

বিরোধকে নিরোধ ক'রতে যেয়ে
নিরোধের সঙ্গে বিরোধ পাকিয়ে ব'সো না,
মিলন-উৎসারণী অনুচর্য্যায়
বিরোধকে বিনায়িত ক'রে
পরস্পরকে পরস্পরের কাছে
হৃদ্য ক'রে তোল,
আর, তোমার পারগতার শ্রেয়-আশীর্ব্বাদ এই-ই । ২৪৭।

অবাঞ্ছিতকে উচ্ছেদ ক'রতে গিয়ে
যদি তোমরা বিপন্নই হ'য়ে ওঠ,
এবং তোমাদের ক্ষয়কামী অন্য যে বা যা'রা,
তোমাদিগকে বিপন্ন করাই
আত্মসংরক্ষণী ও আত্মবিসারী অভিযান যা'দের,
তা'দেরই অভ্যুত্থানের সম্ভাব্যতা
বেশী হ'য়ে ওঠে,—
তেমন ক্ষেত্রে
ঐ অবাঞ্ছিতকে উচ্ছেদ ক'রতে যেও না,
বরং নিজের বজায়ী-অভিযানকে বজায় রেখে
ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যে অক্ষুণ্ণ থেকে

সংহতিপ্রবল হ'য়ে
তা'কে যতখানি সত্তাপোষণী ও আত্মীকৃত
ক'রে তুলতে পার—
দ্রোহ সৃষ্টি না ক'রে—
তা'ই কর;
যা'তে ঐ অবাঞ্ছিত যা'রা
তা'রাও বাঞ্ছিত হ'য়ে ওঠে
তোমাদের কাছে
এবং তোমাদের বলে বলীয়ান হ'য়ে ওঠে,
আর, আত্মীকৃত না হ'লেও
ঐ বিরোধ-প্রশমনী চেষ্টা নিয়েই
চ'লতে হবে ততক্ষণ—
যতক্ষণ তোমাদের অসৎ-নিরোধী পরাক্রম
প্রবল বা প্রভূত হ'য়ে না উঠছে;
নয়তো, বিধ্বস্তিতে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া
উপায়ই থাকবে না । ২৪৮।

যেখানেই যাও না কেন,
আর যেখানেই থাক না কেন,
বিরুদ্ধবাদ বা বিরোধকে
আমন্ত্রণ ক'রতে যেও না;
এমনতর রকম-সকম দেখলে
চতুর সুন্দর নিয়মনায়
সমীচীন সুন্দর সুযুক্ত
বাক্ ও ব্যবহারের অবতারণা ক'রে
তা'কে আয়ত্ত ক'রে নিয়ে
বাঞ্ছিত ক'রে ফেলো তা'কে;
তোমার সুন্দর সৌম্য ব্যবহার
সাত্বত অনুদীপনা
বাক্ ও বোধদর্শন
যেন এমনতর অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে

হৃদ্য আলোচনায়
ব্যাপৃত হ'য়ে ওঠে,
যা'তে তা'দের আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত
তৃপ্তিতে ভরপুর হ'য়ে ওঠে,
তুমি তা'দের পরম বান্ধব হ'য়ে ওঠ—
হাতে-কলমে, কাজে-কর্ম্মে
আর, তা'রাও তা'দের সমস্ত সত্তা নিয়ে
তোমার পরম বান্ধব হ'য়ে উঠুক—
অমনতর বাস্তবতা নিয়ে । ২৪৯।

মিথ্যা ষড়যন্ত্রে
যা'রা শুভ ও সত্যনিষ্ঠকে বিপন্ন ক'রে তোলে,
তা'রা কিন্তু বীভৎস,
আর, এর প্রশ্রয়ী বা পরিপোষক যা'রা—
তা'রা ততোধিক,
সযত্নে তা' দিয়ে
তা'রা ঐ সর্বনাশা প্রবৃত্তির
পরিরক্ষণ ও পরিপোষণে স্বতঃপ্রবণ;
লহমায় তা'দিগকে যদি নিরুদ্ধ না কর—
এ-বিপত্তি যে
মানুষকে বিপর্য্যয়গ্রস্ত ক'রে তুলবে
তা' কিন্তু অতি নিশ্চয় । ২৫০।

নিজে শিষ্ট, সুধী ও সুন্দর থেকে
কৃতঘ্ন ও মিথ্যাচারীদিগকে
পর্য্যালোচনা কর,
দেখ,
যেখানে যেমন ক'রলে
তা'দের পক্ষে শুভফলপ্রসূ হয়,
তা'রা শিষ্ট হ'য়ে ওঠে,
সৎসন্দীপী হ'য়ে ওঠে—

সুনিবেশ সমীক্ষায় তা' কর,
তা' করা মানেই হ'চ্ছে—
তা'দিগকে জীবনীয় ক'রে তোলা ।২৫১।

তোমার সম্বন্ধে কা'রও
বিকৃত মিথ্যা-ধারণা
যা' তোমার সত্তায়
অনাহূতভাবে সংঘাত সৃষ্টি করে—
বিকট অভিব্যক্তিতে
অশিষ্ট গোঁ নিয়ে,
তোমার অকপট বিনয়োক্তিকে
অবিশ্বাস ও অবজ্ঞা ক'রে,—
তা'কে যদি নিরোধ না কর—
তোমার ব্যক্তিত্বই বিমর্ষিত হ'য়ে উঠবে,
বাস্তবের সাথে রক্ষা ক'রে
অবাস্তব যা' তা'কেই স্বীকার ক'রতে হবে;
যদি পার,
বরং যথাসম্ভব হৃদ্য বিনায়নে
তা'র নিরসন ক'রো ।২৫২।

প্রতিবাদ কর,
প্রতিরোধ কর,
নিরোধ কর—
এমনতর প্রতিক্রিয়ায়—
যেন মন্দ বা শাতন-অভিদীপনা
তোমার নাম শুনলেও
কোথায় উবে চ'লে যায়—
তা'র ইয়ত্তা নেই,
সুনিষ্ঠ পৌরুষবল
দেদীপ্যমান হ'য়ে উঠুক অমনি ক'রেই ।২৫৩।

সাঙ্ঘাতিক যা'
বিপর্য্যয়ী যা'
তা'কে আগে নিরোধ কর সর্ব্বতোভাবে,—
যেন একটুও এগুতে না পারে ধ্বংসের দিকে,
সঙ্গে-সঙ্গে শান্তি ও সোয়াস্তি আসে যা'তে
তা'র সমীচীন ব্যবস্থা ক'রো—
এই-ই হ'চ্ছে দক্ষ, কুশল, কৃতী বিজ্ঞতার নিদর্শন;
নতুবা, শান্তির কলতান
সংহারেই সমাধিস্থ হবে—
তা' কিন্তু বহুল ক্ষেত্রেই । ২৫৪।

যেখানে নিরোধ ক'রতে হয় তা' কর—
এমনতরভাবে,
যা'তে যথাসম্ভব বিরোধ ক'রতে না হয়—
মিলনের শুভ-আলিঙ্গন-দীপ্ত ক'রে,
তোমার ব্যক্তিত্বের বিশেষ বিনায়না
অমনতরই ধী-মণ্ডিত হো'ক । ২৫৫।

যা'রা আপন সম্প্রদায়, সমাজ, দেশ
বা জাতির পূর্য্যমাণ বরেণ্যদিগকে
সম্মানে সম্বর্দ্ধিত না ক'রে,
ব্যঙ্গ ও বিড়ম্বনায় অস্তুতিপরায়ণ,
—তা'রা যে আত্মঘাতী
—এ অরিষ্ট-লক্ষণ যে তা'দের সর্ব্বনাশা
এটা কিন্তু অতি নিশ্চয়,
যেখানেই এ-প্রবৃত্তি
মাথা চাড়া দিয়ে চ'লেছে—
তা' যদি নিরোধ ক'রতে না পার তখনই,—
সাবাড়-সাথীয়ার হাত এড়িয়ে
রেহাই পাওয়া দুষ্কর হ'য়ে উঠবে কিন্তু । ২৫৬।

যা'রা আততায়ী,
বিশ্বাসঘাতক,
কৃতঘ্ন,
ব্যভিচারী,
অন্যকে অযথা আঘাত করে যা'রা,—
এমনতর কু-প্রবৃত্তিসম্পন্ন যে-কেউ হো'ক না কেন,
সে নিজ পরিবার বা সমাজেরই হো'ক,
স্বরাষ্ট্রেরই হো'ক,
বা পররাষ্ট্রেরই হো'ক,
তা'কে যে নিরোধ করে,—
সে অপরাধীও নয়,
পাপীও নয়,
বরং পুণ্যপন্থী সে,
কারণ, পাপ যা'তে পরিব্যাপ্তি লাভ ক'রে
মানুষের জীবনকে বিধ্বস্ত ক'রে না তোলে,
তাই-ই ক'রে থাকে সে । ২৫৭।

নিন্দক বা অনিষ্ট-উৎপাদক যে বা যা'রা
তা'দিগকে যদি নিরোধ-বিনায়নায়
নিয়ন্ত্রিত না কর,
অন্ততঃ ঐ নিন্দা বা অনিষ্টের বাস্তবতাকে
নিরূপণ ক'রে
বিহিত ব্যবস্থা না কর—
যেখানে যেমন প্রয়োজন,—
তুমিও সংক্রামিত হ'য়ে উঠবে তা'তে,
নষ্টামির আপদ্-আহ্বান
তোমাকে অনুসরণ ক'রবেই কি কর'বে,
সাবধান হও!
ঈশ্বরই শ্রেয়,
ঈশ্বরই প্রেয়,

ঈশ্বরই আত্মবিনায়নার সুসঙ্গত অন্বয়ী সার্থকতা,
ঈশ্বরই সুতপণী যজ্ঞ—
অসৎ-নিরোধী পরাক্রম । ২৫৮।

যত পার, মানুষের আশ্রয় হও—
সত্তাপোষণী সজাগ সন্ধিৎসা নিয়ে,
তবে আশ্রয় দিতে গিয়ে
বিকৃত বা অপকৃষ্ট প্রবৃত্তির
প্রশ্রয় বা আস্কারা দিতে যেও না কিন্তু;
অমনতর কিছু দেখলে
পার তো তখনই নিরোধ ক'রো,
নয়তো, সমীচীন নিরপেক্ষতা নিয়ে অপেক্ষা ক'রো,
আর, প্রস্তুত থেকো—
উপযুক্ত সময়ে যা'তে
অসৎ যা'-কিছুকে নিরোধ ক'রতে পার,
কারণ, উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণে
বিহিত সময়ে
অসৎ-উদ্দীপনাকে
যদি নিরোধ ক'রতে পার,—
তা' তোমারও ভাল, তা'রও ভাল । ২৫৯।

তোমার উৎসারণী প্রশস্তিবাদ
ও সততা-সন্দীপ্ত কর্ম্মের সুযোগ নিয়ে
যদিও অনেকে তোমাকে
প্রতারিত ও অপদস্থ ক'রতে পারে,
তথাপি ঐ প্রশস্তিবাদ ও সততাসন্দীপ্ত কর্ম্মকে
তুমি পরিত্যাগ ক'রো না,
বরং সুনিয়ন্ত্রিত তাৎপর্য্যে
যা'তে তুমি বিপন্ন না হও,
বা কেউ তোমাকে বিপন্ন না ক'রতে পারে—
এমনতর কুশলকৌশলী তৎপরতায়

সব দিকে নজর রেখে
উপযুক্ত নিরোধের ব্যবস্থিতির সহিত
সাবধানে চ'লো,—
যদিও মহৎ-হৃদয় প্রায়শঃই
নিজ ও নিজ জনের পক্ষে
বেপরোয়াই হ'য়ে চলেন । ২৬০।

অসৎ-উদ্দীপনা—
যা' লোককে
বিনাশের মুখে নিয়ে যায়
সাত্বত সন্দীপনাকে ব্যাহত ক'রে,—
তা'কে নিরোধ কর,
আর, নিরোধী তাৎপর্য্যে
যা'তে তা'কে
স্বস্থ, সাত্বত ও প্রীতিসন্দীপ্ত ক'রে তুলতে পার—
তা'র জন্য
যেখানে যেমনতর ব্যবস্থা করা উচিত তাই কর;
তোমার জীবনের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিজ্ঞা
এই-ই যেন হয়,—
নষ্ট হ'তে দিও না কা'কেও । ২৬১।

সাধুতার বাহানায়
কাপুরুষ হ'য়ে উঠো না,
এমন-কি,
ছোট্ট-ছোট্ট ব্যাপারেও যখন দেখছ—
কেউ কা'রো প্রতি
অন্যায় অসৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার ক'রছে—
যেখানে যেমন প্রয়োজন
তেমনতর হৃদ্য আপ্যায়নার ব্যতিক্রম ক'রে,—
তখনই তা'কে শোভন-সৌজন্যে
ওজোদীপ্ত সম্বেগে

নিরোধ ক'রতে অভ্যাস কর;
অবশ্য যেখানে শাসন করা উচিত,
সেখানেও যদি তোষণসুর না থাকে
তা' কিন্তু ভাল না;
এমনতর ছোট্টখাট্ট ব্যাপারেও যদি
তুমি নিরপেক্ষ দর্শকমাত্র হ'য়ে থাক—
অকুণ্ঠিতভাবে ন্যায্য-নিরোধ না ক'রে,—
তোমার মনোদীপ্তি
ক্রমশঃই ঝিমিয়ে প'ড়তে থাকবে;
আর, সৌজন্যপূর্ণ নিরোধ
যদি ক'রতে অভ্যাস কর,—
কর্ম্ম ও মনঃশক্তি
ক্রমশঃই দীপ্ত হ'য়ে চ'লবে । ২৬২।

তোমার ইষ্টই হো'ন,
শ্রেয় বা প্রেয়ই হোন,
তাঁদের অমর্য্যাদাকর ব্যাপারে
তুমি যদি প্রচন্ড তৎপরতায়
অমর্য্যাদাকারীকে
দলনদীর্ণ ক'রে না তুলতে পারলে—
সুযুক্ত সন্দীপনায়,—
পরাক্রমী সম্বেগ নিয়ে
যে-কোন প্রকারে
তা'র ঐ আক্রুষ্ট আবেগকে
একদম তিরোহিত ক'রে তুলতে না পারলে—
অনুতাপ-উদ্দীপনায় বিনীত ক'রে তা'কে,
তোমার ইষ্ট বা শ্রেয়-প্রেয়-আনতি
ক্লীব তো বটেই,
তা' ছাড়া, তুমি তাঁ'তে সুসঙ্গতিশীল নও—
তা'রও প্রমাণ ঐটেই;
ঐ অমর্য্যাদাকর ব্যাপারে চুপ ক'রে থাকা,

নিষ্ক্রিয় হ'য়ে থাকা,
আপ্যায়নী সৌজন্য প্রকাশ করা,
তা' নিরোধে প্রতিহত না-করা
মানেই হ'চ্ছে—
তা'কে সমর্থন করা,
তা'র ফলে, তোমার অন্তর-অনুগতিও
ঐ সংক্রমণ-প্রভাবে
যে-প্রভাবান্বিত হ'য়ে উঠবে খানিকটা
তা' কি আর ব'লতে হবে?
তোমার ক্লীব-পরিবেদনা পরাক্রমহারা হ'য়ে
জীবনকে কৃতী ক'রে তুলতে পারবে কমই—
এ-কথা কিন্তু অতি নিশ্চয় । ২৬৩।

যে-সম্বন্ধে একজনের প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই,
পরোক্ষতঃ বা শোনাশুনিভাবে
যা' সে জেনেছে—
তেমনতর ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে
সে কা'রও বিরুদ্ধে
কোন কদর্য্য অভিব্যক্তি যখন করে—
ঐ অভিব্যক্তিকে যদি তৎক্ষণাৎই
নির্ব্বিরোধে নিরোধ না কর,—
তা' কিন্তু উল্কা উদগীরণ ক'রতে ক'রতে
যখন-তখন যা'কে-তা'কে
জ্বালিয়ে দিতে পারে,
তুমি একা ঐটে নিরোধ না করায়
অতগুলি পাপের সঙ্গমস্থল হ'য়ে উঠলে,
ইন্ধনী প্রশ্রয় হ'য়ে উঠলে,
বিধ্বস্তির বিষাক্ত বাতাস হ'তে
রেহাই পাবে না তুমি—
তোমার পরিস্থিতি নিয়ে;
তাই বলি, ঐ বিষাক্ত সংক্রমণ

নিরোধ কর, নিরোধ কর, নিরোধ কর—
উপযুক্ত কুশল-কৌশলী নিয়ন্ত্রণে । ২৬৪।

তোমার বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রিয়পরম যিনি,
শ্রেয়-প্রেয় যিনি,
তাঁ'র সত্তা ও সত্ত্ব যখনই দেখবে—
ব্যাহত, ব্যর্থ, বিব্রত ও বিপন্ন হ'য়ে উঠছে,
তুমি যদি
তোমার আত্মিক সম্বেগ নিয়ে
তা'কে নিরোধ না কর,
কিংবা সে-ব্যাপারে অলস থাক,
তদুপচয়ী ঊর্জ্জীকর্ম্মা না হ'য়ে ওঠ—
তাঁ'কে নিরাপত্তায় নির্ব্বিঘ্ন ক'রে,
ঠিক বুঝে নিও—
তোমার ব্যক্তিত্বের বন্ধনীগুলিকে
অর্থাৎ, যে-অনুপ্রেরণায়
সার্থক সংহতিতে
তোমার ব্যক্তিত্ব বিনায়িত হ'য়ে উঠছিল—
বিবর্ত্তনে পদবিক্ষেপ ক'রে,—
তা'কে হেলায়
ছন্ন ও উচ্ছৃঙ্খল ক'রে তুলে
সংহত সক্রিয়তায় সংঘাত হানলে;
তাই বলি—
তুমি সন্ধিৎসু হ'য়ে ওঠ,
সজাগ থাক,
সক্রিয় তর্পিত তপস্যায়
দক্ষ কুশল-কৌশলে
সার্থক সুশৃঙ্খল সঙ্গতিপূর্ণ বিনায়নায়
নিজেকে তৎ-পোষণ-পালন-তৎপর ক'রে
তোমার হৃদয়কে নন্দনায় উদ্দীপ্ত ক'রে তোল;

অবহেলাকে অবদলিত ক'রে,
অসৎ-পরাক্রমকে পরাভূত ক'রে,
হীনত্বকে নিষ্পেষিত ক'রে,
আত্মঘাতী সর্বনাশকে নিঃশেষ ক'রে
তোমার অন্তরস্থ উদাত্ত আগ্রহ-সম্বেগ
ঐশী দীপনায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠুক,
তোমার ঐ প্রিয়-প্রীতিতে
পরমপুরুষ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠুন,
অসৎ-নিরোধী পরাক্রম তোমার
শাতনতন্ত্রকে পরাভূত ক'রে
অমৃত-উদগাতা হ'য়ে উঠুক;
'প্রেমন্! তোমার জয় হো'ক' । ২৬৫।

বোধিদৃষ্টি যা'দের হ্রস্ব,
খণ্ড ও সামগ্রিকভাবে
তা'রা কোন কিছুই
বিবেচনায় আনতে পারে না,
যা' তা'দের স্বার্থকে সমর্থন করে—
তা'কেই তা'রা বাহাবা দেয়,
বা সমর্থন ক'রে থাকে;
তাই, সব সময় নজর রেখো—
ইষ্টানুগ উপচয়িতার দিকে,
সেটাকে যা'
পুষ্ট ও প্রবর্দ্ধিত ক'রে তোলে—
অস্তি-বৃদ্ধির সঙ্গতি-শালিন্যে,—
তা'কেই গ্রহণ ক'রতে চেষ্টা ক'রো,
আর, তা'র ব্যত্যয়ী যা'
তা'কে উপেক্ষা ক'রে চ'লো,
নিরোধ ক'রো,
বিনায়িত ক'রো;
ঈশ্বরই আচার্য্যে মূর্ত্ত হ'য়ে থাকেন,

ইষ্টই মূর্ত্ত ঈশ্বর,
তিনিই বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রেয়-পুরুষোত্তম । ২৬৬।

যে-কোন কারণে
শুভ যা', সত্তাপোষণী যা',
তা'কে অশুভ-রঙ্গীন ক'রে তুলো না;
শুভ-নিরোধী হ'য়ে
অশুভকে প্রশ্রয় দিও না,
বরং অশুভ—অমঙ্গল—অসৎ-নিরোধী হও—
সর্ব্বতোভাবে;
তোমার শত্রুও যদি শুভ-সন্দীপী হ'য়ে থাকে—
তা'র শুভ-দীপনাকে নন্দিতই ক'রে তোল;
অসৎকে নিরোধ কর,
যা'রা শুভ-নিরোধী, মঙ্গল-নিরোধী—
সত্তাপোষণার অন্তরায়,
তা'রা কিন্তু অসৎ,
তা'দের পারিবারিক জীবনই হো'ক
আর, সামাজিক জীবনই হো'ক,
তা' অপাংক্তেয় । ২৬৭।

অবাস্তব যা',
অসৎ অন্যায্য যা'
ধৃতিবিরুদ্ধ যা',
যা' বাস্তবতার পথে পরিচালিত করে না,
এমনতর কিছু যদি তোমার
সম্মুখে উপস্থাপিত হয়
তখন তা'কে শৌর্য্য-দীপনায়
সঙ্গত সাধু বীর্য্যবত্তার সহিত
হৃদ্য ও সৌম্য ব্যবহারে
প্রতিবাদ ক'রো,

নিরোধ ক'রো তা'কে—
যা'তে নিরসন হয় তা'র;
নয়তো, সে ভবিষ্যের কোলে লুকিয়ে থেকে
এমনতর বিষাক্ত ব্যতিক্রম সৃষ্টি ক'রতে পারে,
যা' তোমার নিজের
ও অন্য জীবনের পক্ষে
দুষ্ট অকল্যাণপ্রসূ হ'য়ে
সত্তাকে আঘাত হানবে । ২৬৮।

কোন্ সংঘাতে কী ঘটনা
বা কী পরিস্থিতির উদ্ভব হ'ল,
সংঘাতের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ভিতরে
কোথায় কেমন
কোন্ শুভ নিহিত থাকতে পারে—
কা'র দিকে কতখানি,
অশুভই বা কা'র দিকে কতখানি থাকতে পারে—
মুখ্যতঃ বা গৌণতঃ,
সে-অশুভের নিরোধ কেমন ক'রে হ'তে পারে,
শুভকে সলীল ক'রতে
কোথায় কেমনতর অনুপোষণা জোগাতে হবে—
দূরদৃষ্টিকে তীক্ষ্ম ক'রে
তা' বেশ ক'রে বিবেচনা ক'রে দেখ,
শুভ উচ্ছল ক'রতে
যেখানে যেমন প্রয়োজন,
তা'তো ক'রবেই,
অশুভকেও নিরোধ ক'রবে তেমনি;
বোধিদীপ্ত এমনতর বিবেচনায়
নিখুঁতভাবে যেমনতর চ'লতে পারবে—
লোক-সম্পোষীও হ'য়ে উঠবে তুমি তেমনি,
আর, এই শুভদীপনা তোমাকেও

শুভসন্দীপ্ত ক'রে তুলবে—
তা' বিচারেই হো'ক,
বিরোধেই হো'ক,
আর, বন্টনেই হো'ক;
বিদ্যমানতা যেখানে অব্যাহত,
শুভ যেখানে সন্দীপ্ত,
সৌন্দর্য্য যেখানে
প্রীতিসন্দীপনায় বিভান্বিত, মুগ্ধ,
ঈশ্বর স্ফূরিতও সেখানে তেমনি ।২৬৯।

পরিবেশ-সহ তোমার নিজের
বাঁচবার প্রয়োজনে
বাঁচবার অন্তরায় যা'
বৃদ্ধি পাওয়ার অন্তরায় যা'
সেগুলি তো নিরোধ ক'রতে হবেই
দমন ক'রতে হবেই
নিয়ন্ত্রণ ক'রতে হবেই,
কিন্তু মনে যেন থাকে
কেউ যদি অসৎ-অভিভূতি নিয়ে
আত্মঘাতী চলনে চলে—
বা অন্যের জীবনে বাঁচবার বা বাড়বার পথে
সংঘাত সৃষ্টি করে—
একটা আত্মঘাতী বিকৃতির উন্মত্ততা নিয়ে
তুমি যদি তা'কে ঐ অভিভূতি হ'তে
রক্ষা ক'রতে পার,
উদ্ধার ক'রতে পার,
তা' কিন্তু
তোমার নিজের পক্ষে ও তা'র পক্ষে
আত্মপ্রসাদী আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ;
মনে রেখো—
তোমার প্রীতি যেন

প্রত্যেকেরই সত্তার ধারণ ও পোষণে
সব সময়ই সহায়ক হ'য়ে চলে,
তোমার আত্মিক-অবদান হ'তে
কেউ যেন বঞ্চিত না হয়,
পারতপক্ষে, নিরোধ ক'রতে গিয়ে
বিরোধ বা বিলোপকে
আমন্ত্রণ ক'রতে যেও না । ২৭০।

তুমি যে-অবস্থায়
যে-পরিবেশ নিয়ে
যে-পরিস্থিতিতে বসবাস ক'রছ
তোমার পরিবেশ ও পরিস্থিতির
চিন্তা, চলন ও সংহতির
সাধারণ রকমকে
বেশ ক'রে অনুধাবন ক'রে
তোমার ও তোমার পরিবেশের উপর
কুৎসিত প্রতিক্রিয়া যা' হ'তে পারে,
পূর্ব্ব হ'তেই তা'র নিরোধ ও নিরাকরণে
বিহিত ব্যবস্থিতির সহিত
সবাইকে সক্রিয়ভাবে অনুপ্রাণিত ক'রে
নিরোধ-পদবিক্ষেপে চ'লে
তা'কে সুকৌশলে ব্যাহত ক'রে
সম্বর্দ্ধনের পথে এগিয়ে চ'লতে থাক সসংহতিতে—
পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতায়
পরস্পর পরস্পরকে বলীয়ান ক'রে,—
যে-কায়দায় যেমন ক'রেই হো'ক;
এ কিন্তু পরিবেশের প্রত্যেকেরই করণীয়—
ধন, প্রাণ, মর্য্যাদাকে
বজায়ে বর্দ্ধিত ক'রে চ'লতে হ'লেই,
এতে নিরন্তর সজাগ থেকোই কিন্তু,
নয়তো, তোমার বৈশিষ্ট্যের অপদস্থ হ'য়ে

বঞ্চনা ও অমর্য্যাদার আহুতি হওয়া ছাড়া
কোন পথই থাকবে না । ২৭।

অসৎকে যদি নিরোধ ক'রতে চাও,
নিরসনই ক'রতে চাও তা'কে,
আর, সে যদি সম্ভারপ্রতুল বলশালীই হয়—
সম্বৃদ্ধ প্রস্তুতিতে
উচ্ছল ও সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থিতি নিয়ে
দক্ষ, ক্ষিপ্র, কুশল-কৌশলী তৎপরতায়
অলক্ষ্য নীরবতায় গা ঢাকা দিয়ে
উপযুক্ত উচ্ছল বল ও উপকরণ নিয়ে
প্রস্তুত হ'য়ে থেকো,
প্রতিপক্ষের ঐ সম্ভারগুলিকে
বিচ্ছিন্নতায়—বিভক্ত ক'রে
নিয়োজিত ক'রে রেখো,
—তা' এমনতরভাবে
যা'তে তোমার সম্ভাব্য সব দিক্‌টাকেই
সর্বতোভাবে রক্ষা ক'রে
নিরোধ ও নিরসন ক'রতে পার
ঐ তুরীয় তান্ডবকে;
প্রতিপক্ষকে ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন সমাবেশে
এমনতর নিয়োজিত ক'রবে
যা'তে তা'দের প্রভূত বলও
তোমার ঐ নিরোধ ও নিরসনকে
প্রতিরোধ ক'রতে না পারে;
এই প্রস্তুতি যতক্ষণ তোমার
পূর্ণ, সুব্যবস্থ, নিয়ন্ত্রণ ও সংযোগ-সুষ্ঠু
দক্ষ, কুশল-কৌশলী না হ'য়ে উঠছে—
ততক্ষণ পর্য্যন্ত
ওতে হস্তক্ষেপই ক'রতে যেও না;
নিরসন যদি চাও—

নির্ঘাতি হ'য়ে ওঠ,
অব্যবস্থ একদেশদর্শী
ঔদ্ধত্য-আবিল পদক্ষেপ
তোমাকে যেন ব্যাহত না ক'রে তোলে । ২৭২।

অসৎ-প্রশ্রয়ী হ'তে যেও না
কিন্তু যথাসম্ভব হৃদ্য হও,
আর, সত্তার আশ্রয় হও । ২৭৩।

যে সত্তা, সত্ত্ব ও মর্য্যাদা
অসৎ-প্রতিষ্ঠায় সুপ্রতিষ্ঠ,
অস্তিত্বের আতঙ্কস্বরূপ,—
তা'কে নিরোধ না করাই পাপের । ২৭৪।

তীব্র অসৎনিরোধী হও—
তা'তে ক্ষতি নেই,
কিন্তু লোকবিরোধী হ'তে যেও না । ২৭৫।

অসৎ-নিরোধী ও যোগ্যতা-অর্জ্জনী পরাক্রমকে
কিছুতেই ত্যাগ ক'রো না,—
কর তো জীবন দুর্ব্বহ হ'য়ে উঠবে । ২৭৬।

অসৎ-নিরোধী হও
কিন্তু দ্রোহ পোষণ ক'রে চ'লো না,
মনগড়া অলীক ধারণাভিভূতি
তোমাকে
বিড়ম্বিত ও প্রবঞ্চিত ক'রে তুলবে—
আপসোসেও তা' আর মিটবে না । ২৭৭।

শক্ত হও,
শক্তিমান হও—

স্বস্তি-অভিযানে,
অসৎ-নিরোধে,
কিন্তু সত্তায় আনত অনুকম্পা নিয়ে । ২৭৮।

সৎ-সঙ্ঘাতী যা'
অসৎ যা'
গণক্ষোভী যা'—
অঙ্কুরেই তা'র অপনোদন ক'রো,
নয়তো, তোমার
নিরোধ-প্রস্তুতির সীমা ছাড়িয়ে
একদিন হয়তো সে তোমাকে
নিকেশে বিলোপ ক'রতে পারে । ২৭৯।

অসৎ-নিরোধী হও—
কিন্তু অন্যায় ক'রে
অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে যেও না,
বরং ন্যায়-নিয়ন্ত্রণে
অন্যায় যা' তা'র নিরাকরণ কর;
আর, অন্যায়ের নিরাকরণ হয় যা'তে
তাই-ই ন্যায় । ২৮০।

অসৎ যা',
অপলাপী যা',
তা'কে প্রতিহত কর,
প্রতিনিবৃত্ত থাক তা' হ'তে,
সে যেন তোমাতে সংক্রামিত হ'য়ে
তোমাকে সংক্রামক ক'রে তুলতে না পারে কিছুতেই । ২৮১।

অসৎকে জান,
অবিদ্যাকে বিদিত হও—
সুবীক্ষণী সন্ধিৎসা নিয়ে,—

যা'তে তা'কে
নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ক'রতে পার—
প্রকৃষ্ট তৎপরতায়
সৎকে অব্যাহত ক'রতে
সার্থক সঙ্গতি-শালিন্যে ।২৮২।

যে-ব্যক্তিত্বে 'সু'
অসৎ-নিরোধী তাৎপর্য্য নিয়ে চ'লেছে—
সুসন্ধিক্ষু-তৎপরতায়,
বোধ-বহুদর্শিতার অর্থান্বিত উচ্ছলায়,—
শক্তিও সেখানে
অবাধ উদ্দীপনায় উপ্‌চে ওঠে ।২৮৩।

কুৎসিত স্বার্থ-প্রণোদিত
অসৎ-অভিনিবেশকে
যথাসময়ে বিহিত প্রতিকার না ক'রে
যতই প্রশ্রয় দিতে থাকবে,
ততই সে পুষ্টপ্রবর্দ্ধনায় আত্মবিকাশে
জাহান্নমের দুন্দুভি বাজিয়ে
তোমার দিকে অগ্রসর হবে—
অপলাপ ক'রতে তোমাকে,
সে তোমার নিজের বেলায়ই হো'ক
সমাজের বেলায়ই হো'ক
আর রাষ্ট্রের বেলায়ই হো'ক;
তাই, ঐ অসৎ-অভিনিবেশের প্রতিকার
বিহিতভাবে যথাসময়েই ক'রো
যদি বাঁচতে চাও ।২৮৪।

তুমি যদি
কুৎসিত বা অসৎ-নিরোধী অভ্যাসে
অভ্যস্ত না হও—

যেখানে তা' যেমনতরই হো'ক না কেন,—
যা'কে বা যে-বিষয়ে
যত ভালই ক'রতে যাও না কেন,
ঐ অভ্যাসবিহীন অসতর্কতা
তোমাকে এমনতরই ঘায়েল ক'রে তুলতে পারে,—
যা'র ফলে
তোমার ঐ সৎ-প্রদীপনা বা শুভ-প্রদীপনার
নির্ব্বাণে আত্মবিলয় ক'রতে বাধ্য হওয়া ছাড়া
আর উপায়ই থাকবে না;
ঈশ্বরই বোধি,
ঈশ্বরই বোধ-বীক্ষণা,
ঈশ্বরই
অসৎ-নিরোধী সুতৎপর সম্বেদনী হোমবহ্নি । ২৮৫।

শরীরের নিরোধ-ক্ষমতা
যত দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে—
সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনাও
তত বেশী হ'য়ে ওঠে,
তেমনি সত্তার অসৎ-নিরোধী ক্ষমতা
যেমন দুর্ব্বল হ'য়ে ওঠে—
ধ্বংসের আক্রমণে দমিত হওয়ার প্রবণতাও
ততই বেড়ে ওঠে,
সত্তাপোষণী কৃষ্টিও তেমনি
অবজ্ঞাত হ'য়ে ওঠে সেখানে;
আত্মঘাতী বিপর্য্যয়ে আত্মবিলয় করা ছাড়া
তা'র পন্থাই থাকে কম,
কারণ, ব্যক্তিত্বই সেখানে দুর্ব্বল । ২৮৬।

তোমার দুষ্কৃতি বা পাপ-অনুচলন
যেমন পরিবেশে সংক্রামিত হয়,—
তা'রা এড়াতে পারে তা' কমই,

তা'দের অর্থাৎ পরিবেশের
দুষ্কৃতি বা পাপ-অনুচলনে
তুমিও সংক্রামিত হ'য়ে ওঠ তেমনি,
তা'ও এড়ান বড় সহজ নয়কো;
তাই, অসৎ-নিরোধী তৎপরতা
যেমন তোমার প্রয়োজন—
তেমনি প্রত্যেকেরই পক্ষে। ২৮৭।

অচ্ছেদ্য নিষ্ঠা নিয়ে
জীবনীয় সমস্ত ব্যাপারের ভিতরে
সাত্বত সৎ-আদর্শের
অনুসরণ যতটা ক'রতে পারবে—
শ্রদ্ধাপূত কৃতিচলনে
ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ
ও পরিবেশের প্রতিপ্রত্যেককে নিয়ে,
—যে-নেওয়া বা গ্রহণ করা
প্রতিটি অন্তঃকরণকে
উচ্ছল-উদ্যমী ক'রে
কৃতার্থ কৃতি-পদ-সঞ্চালনে
কৃতি-বিনায়নে
পরস্পরকে সম্বন্ধান্বিত ক'রে
অসৎ-নিরোধী তৎপরতাকে
স্বতঃ ক'রে তুলে থাকে—
ব্যষ্টি বা ব্যষ্টিগত সম্বর্দ্ধনাকে কৃতবিদ্য ক'রে,—
আত্মপ্রসাদের অমোঘ আকৃতি নিয়ে,—
দুনীর্তির ক্রম-অপসারণও
হ'তে থাকবে ততটা—
ঐ কৃতবিদ্য সম্বর্দ্ধনার আলোকে;
নতুবা, দুর্নীতি-মোচনের
অলস বিতন্ডা যতই কর না কেন,—
তা' কেবল দুর্নীতিকেই
স্থিতিশীল ক'রে তুলবে। ২৮৮।

হিংসাকে যা'রা অহিংসা করে,
হিংসাই তা'দের
জাহান্নমের অগ্রদূত। ২৮৯।

কা'রও প্রতি হিংসা ও বিক্ষোভ
তা'র অন্তরে হিংসা ও বিক্ষোভই
উস্‌কে তোলে;
শাসন-ব্যবহার তা'কে আশু দমিত ক'রলেও
তা'র অন্তরে হিংসা ও বিক্ষোভ
সজাগ হ'য়ে থাকে—
সুযোগের উদ্দেশ্যে;
তাই, হিংসা বা বিক্ষোভে
তুমি হিংসান্বিত, বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠো না,
যত পার, সদ্ব্যবহারে তা'র আক্রোশকে
প্রশমিত ক'রতে চেষ্টা ক'রো,
তাই ব'লে, অন্যায়কেও প্রশ্রয় দিতে যেও না;
—অনেক বিপর্য্যয়কেই
এড়িয়ে চ'লতে পারবে। ২৯০।

ঠিক বুঝে নিও
বেশ ক'রে খতিয়ে—
তোমার অহিংসা ক্লীবত্ব-প্রাপ্ত হবে তখনই
যখনই তোমার অসৎ-নিরোধী পরাক্রম
ও প্রস্তুতিকে ব্যাহত ক'রে,
সত্তাসংরক্ষণী গণস্বার্থের উপেক্ষায়,
অপটু আত্মশ্লাঘী ঔদার্য্য নিয়ে
ব্যতিক্রমী বিলোল তাৎপর্য্যে
উচ্ছল হ'য়ে চ'লেছ;
ঐ অহিংসাই সহিংস আক্রমণে
সর্ব্বনাশা বুভুক্ষায়
সবাইকে সাবাড় ক'রে চ'লবে;

অসৎ যা'—
অঙ্কুরেই যদি তা'র অপনোদন না কর,
যে-মুহূর্ত্তে সে তোমার প্রস্তুতিকে অতিক্রম ক'রে
মাথা খাড়া ক'রে দাঁড়াবে,
তোমার নিরোধশক্তিও
হাস্যোদ্দীপক হ'য়ে উঠবে—
একটা বিড়ম্বনার বিসর্জ্জন-গর্জ্জনে;
সাবধান হ'য়ে চ'লো,
করণীয় যা' অচিরেই ক'রে ফেল তা',
তোমার ধীকে ধৃষ্টতায়
ধিক্কার-ধুক্ষিত ক'রে তুলো না । ২৯১।

মানুষের সৎ-চলনাকে ব্যাহত ক'রো না,
অস্তিবৃদ্ধিদ্ স্বচ্ছন্দতাকে
নিগড়নিবদ্ধ ক'রো না,
শুভ-সন্দীপনী হাস্যরস-কৌতুক ইত্যাদিকে
নিরুদ্ধ ক'রতে যেও না,
ধর্ম্ম ও কৃষ্টিচর্চ্চাকে
অর্চ্চনামণ্ডিত ক'রে তুলো',
বিবর্ত্তনী আলোচনা
যা' সম্বর্দ্ধনার অনুপ্রেরক,
জীবনদীপনার পরিপোষক,—
তা'কে ব্যাহত বা ব্যর্থ হ'তে দিও না,
ধর্ম্ম, কৃষ্টি, স্বাস্থ্য, উৎপাদনী যোগ্যতা
ও নিরাপত্তার যা'-কিছু
তা'কে উৎসাহ-উদ্দীপ্ত ক'রে তোল,
অসৎ-নিরোধী পরাক্রমকে
খর্ব্ব হ'তে দিও না,
হিংসার যা',
মৃত্যুর যা',

ব্যভিচারী যা’,
কৃতঘ্নতার যা’,
বিশ্বাসঘাতকতার যা’,
অর্থাৎ, যা’ই মানুষের জীবনস্রোতকে
বর্দ্ধন-বিনায়িত ক’রতে বাধা সৃষ্টি করে,—
তা’কে নিরোধ ক’রতে ত্রুটি ক’রো না;
ঈশ্বরই জীবনের বর্দ্ধনা,
ঈশ্বরই জীবনস্রোতা,
বিধি তাঁ’র সৃজনী ধাতা,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ পুরুষোত্তমই
ঐ বিধির উদগাতা,
আর, তিনিই স্বতঃ-মূর্ত্ত বিধাতা । ২৯২।

বিপজ্জনক যা’ তা’কে যথাসময়
সর্ব্বতোভাবে আয়ত্তে না এনে
যে-কোন রকমেই হো’ক
পোষণ-পুষ্টি দেওয়া,—
সাংঘাতিক কিছুকেই আমন্ত্রণ করা । ২৯৩।

বিপাককে ব্যাহত ক’রবার প্রস্তুতি
ও প্রতিষেধী ব্যবস্থাকে অবজ্ঞা ক’রে
যতই চ’লবে—
শঙ্কা
সচেতন হ’য়ে
আশপাশেই ঘুরে বেড়াবে কিন্তু । ২৯৪।

চল—
কিন্তু নির্ব্বিঘ্নতায় নজর রেখে,
বিঘ্নকে এড়িয়ে,—
বিব্রত হবে কম । ২৯৫।

চল—
কিন্তু বিহিত নজর রেখে
পথে ও তা'র আশপাশে,
যেন বেকুবের মত
আপদ্‌গ্রস্ত না হ'তে হয় । ২৯৬।

আপদ্-নিরাকরণী প্রস্তুতি
যা'র যত অমোঘ—
শুভ-সুন্দরের গতিও
তা'র তেমনি অবাধ । ২৯৭।

সুকেন্দ্রিক সঙ্গত চলনাকে অব্যাহত রেখে
ব্যতিক্রমকে বিনায়িত করাই কিন্তু শ্রেয়,
নতুবা ব্যতিক্রম
ব্যতীপাত সৃষ্টি ক'রে
সঙ্গতিকে ব্যর্থ ক'রে তুলবে
এমন-কি, ভেঙ্গেও দিতে পারে । ২৯৮।

সৎ-সন্দীপী চলার পথে
যা' বিপদ্ বা ব্যাঘাত
সৃষ্টি ক'রতে পারে—
এমনতর কিছু ক'রবে না,
রাখবেও না,
রাখতে দেবেও না । ২৯৯।

নিজেদের নিরাপত্তার জন্য
প্রস্তুত তো থাকবেই—
তা' তো সব সময়েই,
কিন্তু ঐ প্রস্তুতি যেন
অন্যের আপদের কারণ না হয়,
আর, আপদ্-স্রষ্টাকে যেন

নিরোধ ক'রতে পার—
বিহিত দক্ষ-ত্বরিত তৎপরতা নিয়ে । ৩০০।

দেখা-শোনা, চলা ফেরায়
নিবিষ্ট হ'য়ে চল,
সতর্ক হও,
অতর্কিতভাবে
যেন তোমাকে কেউ
বিধ্বস্ত ক'রে তুলতে না পারে,
তোমার মানস-উদ্দীপনার সম্বেগকে
শ্লথ ক'রে না তোলে—
তৃপ্তির উৎসাহ-আহ্বানে
কৃতিধ্বজী হ'য়ে,
নিষ্পন্নতার বিভব-বিভূতিতে সার্থক হ'য়ে ওঠ—
ঊর্জ্জনার অবিসম্বাদী উৎসাহ-নন্দনায় । ৩০১।

কোন বিষয়, ব্যাপার বা প্রস্তাবকে
অস্বীকারই কর, স্বীকারই কর,
বা সে-সম্বন্ধে নিরপেক্ষই থাক,—
বাস্তব-ব্যাপারের পরিবেক্ষণী অনুচর্য্যায়
শ্রেয় বা হিত-অনুচর্য্যী নিয়ন্ত্রণে
তা'র অমঙ্গল যা'
তা'কে যদি নিরসন না কর,
মঙ্গলকে যদি রক্ষা না কর,
সাংঘাতিক যা' তা'কে অপসৃত না কর,—
মন-মেজাজ তোমার যেমনই থাক্
তা'র ফল কিন্তু তোমাকে
রেহাই দেবে না;
তাই, ধীর পরিবেক্ষণী
অরঞ্জিত সহানুভূতির সহিত
তা' শোন, দেখ, বিবেচনা কর,

প্রস্তুত হও,
শ্রেয় বা হিতার্থে যা' করণীয়,
তা অবিলম্বেই সম্পাদন কর,
নয়তো, একটা লহমার অনবধানতা
তোমার জীবন-চলনাকে
ব্যাহত, বিকৃত
বা বিলুপ্ত ক'রে তুলতে পারে কিন্তু । ৩০২।

ভ্রান্ত দুর্ব্বল-বিবেকীকেও
উপযুক্ততা-অনুপাতিক বরং সহ্য ক'রো,
কিন্তু অহিত-প্রয়াসী অবিশ্বস্ততাকে
সহ্য ক'রো না,
কর যদি—
শাস্তি কিন্তু
অবহেলা ক'রবে না তোমাকে । ৩০৩।

যে-ব্যাপার বা বিষয়ই হো'ক না—
যা'তে বিবাদ, বিসম্বাদ
বা শত্রুবৃদ্ধি হ'তে পারে—
তেমনতর বাক্, ব্যবহার ও চলন হ'তে
নিরস্ত থেকো,
থেমে যেও,
আর, সেটা যদি লোকহিতের সঙ্গে
আত্মহিতেরও ব্যাপার হয়
ঐ থেমে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে
এমন প্রস্তুতিতে প্রস্তুত হ'তে থাক—
যা'তে অনতিবিলম্বেই তুমি
তা'কে আয়ত্ত ক'রতে পার,
কিন্তু ঐ থেমে যাওয়াটা
যেন এমনতর না হয়—
যা' অযথা বিপদ্-আমন্ত্রক হ'তে পারে;

এমনতর বোধিতৎপর দক্ষতা নিয়ে
চ'লতে গেলে
চিন্তায় দীর্ঘদৃষ্টির সুপ্রসারে
প্রয়াসশীল হও,—
প্রস্তুতিকেও সব সময়
তেমনি ক'রেই প্রস্তুত রেখো—
সংকীর্ণ স্বার্থদুষ্ট না হ'য়ে;
ব্যাহত বা বিপন্ন হবে কম । ৩০৪।

কোথাও শত্রুতা থাকলে
তা'কে যত শীঘ্র সম্ভব মিটিয়ে ফেল,
তাই ব'লে
সহজ, সুকৌশলী, সতর্ক চলনকে
কিছুতেই পরিহার ক'রো না,
আর, শত্রুতা কোথাও জমাট না বাঁধে,
সেদিকে নিরাকরণী
তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে চ'লো । ৩০৫।

বৈরী ভাবকে জীইয়ে রাখতে যেও না,
বিশেষতঃ একাদর্শ-অনুধ্যায়ী
অনুচর্য্যা-পরায়ণ যা'রা
তা'দের মধ্যে;
এমন-কি, অসৎ-নিরোধী তৎপরতার হৃদ্য চলনে
বিনায়িত ক'রে তোল তা'দিগকে—
দক্ষ কুশল অনুচলন-তাৎপর্য্যে;
যদি তা' না কর,
তবে ঐ বৈরিতা
কৃতঘ্নতা ও বিশ্বাসঘাতকতার ইন্ধন জুগিয়েই চলবে,
ঐ বৈরী দীপনাই
তোমাদিগকে নারকী ক'রে তুলতে
কসুর ক'রবে না । ৩০৬।

ভবিষ্যতে যে আপদ-অবস্থার
সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা
মিটমিট ক'রে সঙ্কেত দিচ্ছে—
তা'র জন্য পূর্ব্বাহ্নেই নিরোধ সৃষ্টি কর
নীরব পদবিক্ষেপে,
আর, এমনতর প্রস্তুতিতে প্রবল হ'য়ে থাক—
যা'তে নিমেষে
তা'কে নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলতে পার,
দক্ষ কৌশল-কুশল সংহতি ও ব্যবস্থিতিতে
এমনতরই নিরেটভাবে হাতে রেখে চল,
নয়তো, সর্ব্বনাশ সর্ব্বগ্রাসী হ'য়ে
আক্রমণ ক'রতে পারে,
হয়তো রেহাই পাওয়ার পথও
খুঁজে পাবে না তখন । ৩০৭।

ভবিষ্যতে কী কী আপদ আসতে পারে,
তা'র নিরাকরণই বা কিসে
কী কী উপায়ে সংঘটিত হ'তে পারে,—
যথাসম্ভব বিবেচনা ক'রে
তার লওয়াজিমাকে
যা'তে সংগ্রহ ক'রে রাখতে পার,
সব কাজের ভিতরেও
সেদিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতে ত্রুটি ক'রো না;
তা' তোমার পরিবার ও পরিস্থিতির
উপযোগী ক'রে যত রাখতে পার—
ততই ভাল;
দেখবে—
হয়তো অনেক আগন্তুক আপদ হ'তে
অনেকখানি রেহাই পাবে,
অনেককেই মুক্ত ক'রতে পারবে;
তোমার সংস্থানের ভিতর

যথাসম্ভব এগুলি ক'রে রাখতে ভুলো না,
বরং সেগুলিকে সযত্নে রক্ষা ক'রো,
বালাই এড়ানোর
এও একটা প্রস্তুতি কিন্তু । ৩০৮।

সত্তাঘাতী যদি কোন বিপাক হয়—
সত্তাসংরক্ষণী উপায়স্বরূপ
ছল, মিথ্যাচার, আত্মগোপন
ভান বা কুটিল কপটতা,
এমন-কি, প্রয়োজনমত
আক্রমণকারীর অপলোপ ক'রেও
যদি সত্তা-সংরক্ষণ করা যায়—
তা'তে পাতক হয় না,
আর, তা' দুর্ব্বলতার পরিচায়ক নয়কো—
বরং উপস্থিত-বুদ্ধিরই বিকাশ;
সত্তানিষ্ঠ যা' তাই সত্যনিষ্ঠা—
যদি তা' অন্যান্যের ক্ষতিকারক না হয়,
বা সংহতি বা ইষ্টার্থের পরিপন্থী না হয় । ৩০৯।

যা'রা সংশোধনপ্রিয় না হ'য়ে
দুষ্ট-প্রবৃত্তির সমর্থন, সুবিধা
ও প্রশ্রয়প্রয়াসী হ'য়ে চলে—
তা'রা নিজেরা তো
দুস্তর দুরিত-স্রোতে গা ঢেলেই দেয়,
তা' ছাড়া, পরিবেশ-পরিস্থিতিকেও
সেই দিকে আকৃষ্ট ক'রে তোলে;
সাবধান থেকো তা'দের থেকে,
সংশোধনে আত্মনিয়োগ কর—
সক্রিয় সুকর্ম্মরত থেকে—
বাক্যে, আচারে, ব্যবহারে,
বিপর্য্যয় এড়িয়ে—

নয়তো, বিধ্বস্তি বিস্তৃত-আলিঙ্গনে
সর্ব্বগ্রাসী হ'য়ে দাঁড়াবে কিন্তু । ৩১০।

উত্তেজনায় বোধবিকৃতি ঘটে,
আর ঊর্জ্জনায় বাড়ে
হৃদয়ের বলের সহিত
বোধ-বিবেকী
সুযুক্ত, সুবিনায়িত
কুশল-কৌশলী তাৎপর্য্য-সমন্বিত পরাক্রম;
তাই, তুমি
উর্জ্জী পরাক্রমী হও—
নিষ্ঠানিপুণ আনুগত্য ও কৃতি নিয়ে,
উর্জ্জীতেজা সম্বর্দ্ধনী সমন্বয়ে;
ব্যক্তিত্বের শক্তি বেড়েই উঠবে ক্রমশঃ—
অমঙ্গল-উচ্ছ্বাসকে উৎখাত ক'রে । ৩১১।

অপরাধ যা'র যা'ই থাকুক না কেন,
সমীচীন হৃদ্যতা নিয়ে
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী অনুচর্য্যায়
তা'কে ক্ষেমবাহী যদি ক'রে তুলতে পার,—
তাই-ই ভাল;
কিন্তু কৃতঘ্নতার লেশও
যদি কোথাও দেখতে পাও,—
দক্ষকুশল তৎপরতায়
সাবধান হ'তে কসুর ক'রো না,—
'কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ';
—এ শুধু দার্শনিকতা নয়,
প্রকৃতিরই অনুশাসন
—নির্ব্বাক নিদেশ । ৩১২।

সব অপরাধকেই
খুঁচিয়ে ফলাও ক'রতে যেও না,

তা'তে তোমারও অযথা
দোষদৃষ্টির প্রবৃত্তি বেড়ে যাবে,
অবশ্য সরাসরি সত্তাসংঘাতী যা'
সে-ক্ষেত্রে অন্য কথা,
তাই, হৃদ্য বিনায়নে
ঐ প্রবৃত্তিগুলিকে বিনায়িত কর,
তা'দিগকে সত্তাপোষণী ক'রে তোল;
ঈশ্বর সব জীবনেই
যে যেমন, তেমনি সুবিন্যস্ত—
প্রাণনদীপনায় ।৩১৩।

ব্যভিচার ও ব্যতিক্রম
দুনিয়া থেকে
একদম রহিত ক'রতে না পারলেও—
সমঞ্জস সুনিয়ন্ত্রণে
ব্যভিচারী যা'রা তা'দিগকে
এমন শুভ-সম্বর্দ্ধনী ক'রে তুলতে চেষ্টা কর
কুশল-কৌশলে—
যা'তে তা'রা
অপকর্ষী না হ'য়ে উঠতে পারে,
নারকীয় না হ'য়ে উঠতে পারে;
কুৎসিত কদাচারকেও তুমি
মোড় ফিরিয়ে
ঐ ধাঁজেই মঙ্গলপ্রসূ ক'রে তুলতে চেষ্টা কর,
প্রশ্রয় যদি দিতে হয়
অবস্থাক্রমে সমর্থনও যদি ক'রতে হয়—
তা'কে সৎ-এ অভিগমনশীল ক'রে
শুভ-সার্থকতাকে উপলব্ধি ক'রতে দিয়ে
তা'র বিষক্রিয়াকে নষ্ট ক'রে দিও—
বিন্যাস যেন তোমার এমনতরই হয় ।৩১৪।

অস্তিত্ব নিজের পথই নিজে ক'রে নেবে,—
এ-কথার তাৎপর্য্য কী
আমি বুঝি না,
তুমি ভাল কর—
ভাল হবে,
ভালটা যতই তোমার অন্তরে
কায়েম হ'য়ে উঠবে—
ভালতেও তত তুমি
নিগূঢ় তাৎপর্য্যে
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠবে,
মন্দকে আর ডাকতে হবে না;
আবার, তুমি যখন
মন্দ সম্বর্দ্ধনায় সম্বর্দ্ধিত হবে
মন্দও তেমনি এগিয়ে আসবে;
ভাল কর,
ভাল ক'রলেই
মন্দ আপনিই পিছিয়ে যাবে—সপরিবেশে ।৩১৫।

অন্যায্য চলন
অজ্ঞ বোধিরই অন্ধ প্রেরণা,
তাই, তা' অপরাধের;
অপরাধ অনেকেরই অনেক রকম থাকে,
কিন্তু মানুষ যতই
আদর্শ-অনুধ্যায়ী
সার্থক-সঙ্গতিসম্পন্ন
অন্বয়ী আবেগ নিয়ে
সক্রিয় অনুশীলন-তৎপর হ'য়ে চ'লতে থাকে—
ঐ অজ্ঞতা অন্তর্হিত হ'তে থাকে
তেমনি ততখানি;
আদর্শানুগ আত্মবিনায়নী অনুশাসন
যতই অন্তরকে

অনুপ্রেরণা-উদ্দীপ্ত ক'রে তুলতে থাকে,—
চলনও ততই ন্যায্য হ'য়ে ওঠে,
মানুষ চতুর ও চৌকসও হ'য়ে ওঠে তেমনি,
তা'র দোভাঁজী চলন
অর্থাৎ কূটনৈতিক চলনও
শুভসন্দীপী হ'য়ে ওঠে—
ঐ নিয়মনায় নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে;
আর, ন্যায্য তাই-ই—
যা' নাকি আদর্শানুগ সক্রিয় তৎপরতায়
শুভ-সার্থক বিধি-বিনায়িত হ'য়ে
সুপ্রয়োগ সার্থকতায়
বিধায়িত হ'য়ে চ'লতে থাকে;
তাই, অজ্ঞতা থেকে অপরাধ আসতে পারে,
কিন্তু অপরাধ-প্রীতি
অপরাধের মূল উৎস,
যা'র ভিত্তিই অজ্ঞতা;
তাই, অজ্ঞতাকে সমর্থন ক'রতে যেও না,
যত পার সংশোধিত ক'রে চল;
সু-সন্দীপনা
শুভ-অনুপ্রেরণ-অনুশীলনায়
তোমাকে ধন্য হবার পথেই
পরিচালিত ক'রে চ'লতে থাকবে ।৩১৬।

অকল্যাণকর সংঘাত
যা' তোমার ব্যক্তিত্বকে
বিপন্ন বা বিধ্বস্ত ক'রে তোলে—
তা'কে যদি তুমি
উপযুক্ত প্রতিঘাতে
প্রতিবাদ ক'রতে না পার,
নিরোধ বা নিরাকরণ ক'রতে না পার—
হৃদয়স্পর্শী ওজস্বিনী সুযুক্ত

বাস্তব প্রতিক্রিয়ায়,—
যা'তে ঐ অকল্যাণের বিষাক্ততা
একদম তিরোহিত হ'য়ে যায়,—
তবে কিন্তু তা'
স্ফীত উন্মাদনায়
তোমাকে যে-কোন সময়
আক্রমণ ক'রতে পারে;
তাই, আক্রমণ-নিরোধী চরিত্র নিয়ে
শুভ-প্রস্তুতিতে উদ্দীপ্ত থাক,
যা'র ফলে
ঐ আক্রমণই আক্রান্ত হ'য়ে
অভিবাদনে নতি স্বীকার করে;
আবার, অকল্যাণ-সংঘাত
এতটুকু সামান্য হ'লেও
তা'কে অবজ্ঞা না করাই ভাল—
সমীচীনতার সহিত উপযুক্ত সময়ে ।৩১৭।

তুমি
যে-ব্যাপারে যখনই যেমনভাবে
শাতনকে পরাভূত ক'রে তুলবে—
ঈশ্বরার্থী অনুবর্ত্তনায়,
তাঁ'র রোশনী চক্ষুর অগোচরে
আশীর্ব্বাদ নির্ম্মাল্য বিকিরণ ক'রতে ক'রতে
তোমার অন্তরকে
উদ্ভাসিত ক'রে তুলবে তখনই
তেমনি ক'রে,
আর, ততক্ষণই তা' উপভোগ ক'রতে পারবে—
যতক্ষণ, শাতন-তমিস্রার কবলে
না এসে প'ড়ছ ।৩১৮।

যেই হো'ক না কেন,
সে যদি ঋত্বিক্‌ও হয়,

যে অন্যের নিন্দাবাদ ক'রে
নিজের প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন ক'রতে চায়,
মানুষ ঠকিয়ে
অর্থ ও সম্পদ লাভ ক'রতে চায়—
তা'দের অন্তঃকরণকে উচ্ছল ক'রে নয়,
ইষ্টার্থকে উদ্বুদ্ধ ক'রে নয়—
কর্ম্ম-সন্দীপনায়,—
সাবধান থেকো তা'দের থেকে,
তা'রা তোমার সত্তাকে
ছুবলে বিষাক্ত ক'রতে চায়;
তুমি যদি তা'কে নিরোধ না কর,
তা' হ'তে অন্যকেও নিরুদ্ধ না ক'রে তোল,
আর, নিজেকেও বিচ্ছিন্ন না কর,—
বুঝে নিও—
শাতন লোলুপ দৃষ্টিতেই অপেক্ষা ক'রছে,
অবদলন নিকটেই তোমার ।৩১৯।

আগে শাতন-প্রবৃত্তিকে শায়েস্তা কর—
তোমার আপ্যায়নী আচার-ব্যবহার
কলা-কৌশল ও কূট সন্ধিৎসা নিয়ে,—
আর, উপযুক্তভাবে নিজেকে প্রস্তুত রেখে
যেখানে যেমনতর প্রয়োজন;
সঙ্গে-সঙ্গে সৎ-প্রবৃত্তির উচ্ছলায়
তোমার পরিবেশের প্রত্যেক যা'-কিছুর
ধৃতি-পরিচর্য্যায়
পালন-পোষণী তৎপরতা নিয়ে
সবার অন্তর
প্রীতি-পরিবেদনার
কৃতিমুখর বান-প্লাবনে
পরিপ্লুত ক'রে তোল;
এমনতরভাবে

অবিদ্যাকে,
অসৎকে
প্রতিরোধ ক'রে
বিদ্যার—
ধৃতিবেদনার
অর্থাৎ অস্তিত্বের লোলুপ উচ্ছ্বাসে
জীবনীয় যা'-কিছুকে উদ্দাম ক'রে নিয়ে
নিজের ব্যক্তিত্বকে
মঙ্গলস্থিতির অমর চলনায়
চলৎশীল ক'রে রাখ,
দুঃখ, কষ্ট, দৈন্য ও মৃত্যুকে নিরোধ ক'রে
অমৃত উপভোগ কর,
অমর জীবন লাভ কর,
আর, তোমার ঐ অভিসার
সবাইকে অভিষিক্ত ক'রে তুলুক;
—এই তো হ'চ্ছে জীবনীয় চতুর চলন ।৩২০।

১। ঈশ্বর, প্রেরিত-পুরুষোত্তম
বা শ্রেয় আচার্য্যগণের নিন্দা,
বা তাঁ'দের প্রতি
বিদ্বেষভাব পোষণ করা;
২। বিশ্বস্ততার বাহানায় বিশ্বাসঘাতকতা,
যে-কোন কারণে বিশ্বাসঘাতকতা,
বা কৃতঘ্নতা;
৩। ব্যভিচার করা—তা' যে-কোন প্রকারেই হো'ক,
অথবা ধাপ্পাবাজি ক'রে
অন্যকে
অন্যায় ও অবৈধভাবে শোষণ করা;
৪। দায়িত্ব গ্রহণ ক'রে
অকপটভাবে তা'কে সম্পাদন না করা;
৫। কা'রো অনিচ্ছায় বা গোপনভাবে

তা'র মর্য্যাদা ও সম্পদকে বিধস্ত করা
বা অপহরণ করা;
৬। স্বার্থসিদ্ধি বা আত্মপ্রতিষ্ঠার অছিলায়
অন্যকে বিধ্বস্ত বা হত্যা করা;
৭। সন্দেহজনক আচরণ না-দেখেও
শুধুমাত্র সন্দিগ্ধ ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে
সাধ্বীরমণীদের সতীত্বের উপর
দোষারোপ করা;
৮। আশ্রিতজনের প্রতি অযথা অত্যাচার করা;
বা কাউকে আশ্রয় দিয়ে
সাধ্যমত তা'র
নিরাপত্তা-বিধান না করা;
৯। সুদের প্রলোভনে অন্যের পরিবর্দ্ধনাকে
সঙ্কীর্ণ ক'রে তোলা;
১০। অশ্রেয় বা অবৈধপাত্রে আত্মদান করা,
অসৎ বা অবৈধভাবে বাকদান করা,
বা বৈধ-বাকদান ক'রে
তা'কে আপূরণ না করা;
১১। বিশদ বিবেচনা ও পরখ না-ক'রে
ব্যতিক্রমদুষ্টির অভিযোগে
কাউকে বিব্রত করা,—
এগুলি সাধারণতঃ গুরু-অপরাধ,
ব্যষ্টিজীবনেই হো'ক,
সমাজেই হো'ক,
রাষ্ট্রেই হো'ক,
এই অপরাধগুলি যদি যথাসময়ে
উপযুক্তভাবে দমিত বা প্রশমিত না হয়,—
তবে দন্ড দোর্দ্দন্ড প্রতাপে
রুদ্র-আবেষ্টনীতে
সাংঘাতিকভাবে অভিব্যক্ত হ'য়ে
শাস্তির সমারোহ সৃষ্টি ক'রেই থাকে ।৩২১।

অন্যায়কে বাধা দিও—
কিন্তু তা' দিতে গিয়ে
ন্যায়, নীতি ও সৌজন্যকে
অবমাননা ক'রো না । ৩২২।

তুমি কোন অন্যায় না-করা সত্ত্বেও
যদি কেউ তোমার প্রতি অন্যায় করে,—
এবং সেই অন্যায়ের প্রতিবিধান যদি তুমিই কর—
অদ্রোহী অসৎ-নিরোধী নীতিকে অতিক্রম ক'রে,
পরিবেশ
তা'র প্রাকৃতিক সমবেদনা নিয়ে
ঐ অন্যায়ের প্রতিবিধানে
এগুবে কিন্তু কমই,
ঈশ্বরের প্র-স্বস্তি-প্রেরণা তোমা হ'তে
নিবৃত্তই র'বে প্রায়শঃ । ৩২৩।

অন্যায় যা', বিপর্য্যয়ী যা', অমর্য্যাদার যা'—
তা' সংক্রমণে
সুযোগ, সুবিধা ও সময় যত পাবে
ততই সে বিক্রম-বিপ্লবী হ'য়ে উঠবে—
সর্ব্বনাশা সঙ্গতি নিয়ে
প্রস্তুতি ও প্রহরণ-সমভিব্যাহারে;
তা' নিরোধ ক'রতে দীর্ঘ ঈক্ষণ নিয়ে
বিবেচনায় সমীচীন মনে কর যা'
চার আল শক্ত ক'রে বেঁধে
পূর্ব্বাহ্ণেই তা' ক'রো;
নয়তো, আপসোসে খাবি-খাওয়া ছাড়া
পথই থাকবে না,
আত্মবিলয়ে বাধ্য হবে । ৩২৪।

অন্যায়কে আবৃত কর—
পরিশোধন-তৎপর হ'য়ে,

উপযুক্ত স্থলে নিরোধ কর—
যেন তা' সংক্রামিত না হয়,
আর, ন্যায়কে অবাধ ক'রে তোল,
মুক্ত ক'রে তোল—
সঙ্গতিসম্পন্ন অন্বয়ী তৎপরতায়,
এমনি ক'রেই ন্যায়বান হ'য়ে ওঠ । ৩২৫।

যা'রা অন্যায্যকে উপেক্ষা করে বা এড়িয়ে চলে,
অথচ অন্যায়ের পরিশুদ্ধি-বিমুখ,
এক-কথায়, এমনতর চলনে
সাত্ত্বিক-অনুপোষণাকে
ব্যাহত করে যা'রা,—
তা'দের ব্যক্তিত্বে
সাধুতা বা সভ্যতা ক্লীব-ভাবাপন্ন—
এঁচে নিতে পার । ৩২৬।

ভীমতেজা কৃতী হও,
পরপরিচর্য্যী হও,
আচরণ ও ব্যবহারে সৎ থাকতে
ত্রুটি ক'রো না;
অত্যাচার বা অন্যায়ের প্রতিরোধ ক'রো—
নিরোধী পরাক্রমে,
কিন্তু যথাসম্ভব সাত্বত অনুকম্পা নিয়ে,
দশের প্রতি কল্যাণদৃষ্টি রেখে,
অশুভর নিরসন ক'রে । ৩২৭।

কেউ যদি কা'রও প্রতি অন্যায় করে,
ন্যায়ের যুক্তিবাদের উপর দাঁড়িয়ে
তা'র প্রতি অন্যায় করা,
প্রতিশোধ নেওয়া কিন্তু
প্রীতিপূর্ণ স্থিতধীর লক্ষণ নয়কো,

অবশ্য, ঐ অন্যায় যদি
সত্তা, সমাজ বা রাষ্ট্রজীবনে
সাংঘাতিকভাবে সংঘাত কিছু না আনে,
যদিও অসৎ-নিরোধী হওয়া সব সময়ই ভাল;
কিন্তু প্রীতি-পরিচর্য্যা নিয়ে
ঐ অন্যায়কারীর প্রবৃত্তিকে
নিরসন ক'রতে পারাই হ'চ্ছে
প্রাজ্ঞ স্থিতধীর লক্ষণ ।৩২৮।

লোককে
কোন বিষয়ে যদি কোন কথা দাও—
তা' পারতপক্ষে কিছুতেই খারিজ ক'রো না,
কিন্তু অন্যায় কথা দিলে—
সে অন্যায় কথায় যদি
তা'র বা অন্যের মঙ্গল না হয়—
তা'কে কখনও প্রশ্রয় দিও না;
অসৎ-এর প্রশ্রয়—
বিহিত শুভ কারণ ব্যতিরেকে—
সব জায়গায় খারাপই হ'য়ে থাকে ।৩২৯।

সত্তাঘাতী অন্যায়ের বিরুদ্ধে
অত্যাচারের বিরুদ্ধে
অধর্ম্মের বিরুদ্ধে
যে বা যা'রা দাঁড়ায় না,
প্রবল প্রস্তুতি নিয়ে প্রতিকার করে না,
প্রয়োজন হ'লে তা'র অবলোপ করে না,—
তা'রা অত্যাচার ও অধর্ম্মেরই সেবা করে,
তা'দের আচার-ব্যবহার, চালচলন
এবং কুশল-কৌশলী প্রতিষ্ঠা
যতই থাক না কেন—
তা' অধর্ম্মের সেবাতেই নিয়োজিত,

গণসত্তার কিল্বিষ ছাড়া
আর কিছুই নয় তা'রা,
যা'র প্রতিকার না ক'রলে
সত্তা, ধর্ম্ম ও সম্বৃদ্ধি
সাংঘাতিক আঘাতে
সর্ব্বনাশে আত্মবিলয় ক'রবে;
তোমার পরাক্রমী বীর্য্যবত্তা
তা'কে যেন কিছুতেই অবহেলা না করে,
তা' স্বকীয় ভূমিতেই হো'ক
আর পরভূমিতেই হো'ক না কেন—
যেখানে যেমন সম্ভব;
অত্যাচারকে অবদলিত ক'রো,
কিন্তু নজর রেখো—
অত্যাচারীকে পরিশুদ্ধ ক'রতে পার যা'তে
একটুও ত্রুটি ক'রো না তা'র । ৩৩০।

কোন অন্যায়কে
অর্থাৎ অসৎ-যা'-কিছুকে
মাথা পেতে স্বীকার ক'রে নিও না,
বরং বিনয়ী সাত্বত আবেদনে
তা'র প্রতিবাদ ক'রো;
তোমার যে-অবস্থায়
যা' অসৎ বা অশুভ,
প্রত্যেকেরই তেমনতর ব্যাপারে
তা' অসৎ বা অশুভ,—
তা' লোককে উপলব্ধি করতে দিও;
উপলব্ধি না ক'রলে
মানুষ তৎক্রিয়ও হ'য়ে উঠতে পারে না—
কথায়-বার্ত্তায়, আচারে-ব্যবহারে, চালে-চলনে;
তাই, অসৎ বা অন্যায় করাও ভাল না,
তা' সহ্য করাও ভাল না,

তা'তে অসৎ বা অন্যায়ই
স্পর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠে—
সাংঘাতিক বিক্রমে;
লোকের অহিত যা'তে হয়, তা'ই-ই অসৎ । ৩৩১।

বরং তোমার নিজের প্রতি কা'রও
অন্যায়, অবজ্ঞা, অপমান, অত্যাচার
সহ্য ক'রে
হৃদ্য ব্যবহারে তা'কে নিরোধ ক'রতে পার—
তা' ভাল,
কিন্তু যখনই তুমি অন্যের প্রতি
অযথা অন্যায়, অবজ্ঞা, অপমান, অত্যাচার দেখেও
বিহিতভাবে নিরোধ ক'রছ না,
অসৎ-আচরণকে প্রশ্রয় দিচ্ছ,
বিশেষতঃ তোমার শ্রদ্ধাস্পদ যাঁরা—
তাঁদের প্রতি ঐ জাতীয় অবজ্ঞা,
অশ্রদ্ধা, অপমান বা নির্য্যাতনে
সংরক্ষণী সাড়া দিচ্ছ না,
নিরোধ ক'রছ না,
বা নিথর ঔদার্য্য-বাহানায়
ভাল মানুষের মত এড়িয়ে চ'লছ,
ঠিক বুঝে নিও—
তোমার জীবনবীর্য্য
তমসার ক্রুর গহ্বরে সমাধি লাভ ক'রছে,
অসৎ-নিরোধী পরাক্রম অভিভূত হ'য়ে
তোমার সত্তাকে শীর্ণ ক'রে তুলছে,
জীবন তোমার ক্লৈব্য-আহবে
আত্মবিক্রয় ক'রে চ'লেছে । ৩৩২।

অন্যায়কারীকে দন্ড দিলেই যে সব হ'ল
তা' নয়কো,—

অন্যায়ীর অন্যায়-অভিদীপ্তিকে যদি
অপহৃত ক'রতে না পার,
চৌর্য্যকে যদি চুরি ক'রতে না পার তা' হ'তে,—
সিদ্ধসন্দীপী তৎপরতায়
যা'র ফলে,
তা'র চৌর্য্যবুদ্ধি আর থাকে না;
নিজের অন্যায়,
অন্যের অন্যায়,
সবা'র অন্যায়েই
যেন সে দুঃখিত হ'য়ে ওঠে,
দুঃখ—
তা' নিজেরই হো'ক
বা অন্যেরই হো'ক—
তা'র নিরোধ-দীপনায় অভিদীপ্ত হ'য়ে
পরিচর্য্যার জন্য
সে হাত বাড়িয়ে চলে—
রাগদীপনার ভিতর-দিয়ে,
আচারে-ব্যবহারে
তা'কে শান্তিস্নাত ক'রে তোলে;
ঐ অন্যায়-তৃষ্ণা
যা'তে তা'র না থাকে—
এমন ক'রে যদি তুলতে পার,—
ধন্য হবে তুমি,
ধন্য হবে সে,
আর, ধন্য হবে তা'র পরিবেশ,
সঙ্গে-সঙ্গে প্রকৃতিও
স্বস্তিবচন গেয়ে উঠবে ।৩৩৩।

যিনি শ্রেয়—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রেয়,
অস্তিবৃদ্ধির হোতা,

প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের
প্রবৃত্তি-বিনায়নী যন্তা যিনি,
যা'রা তৎ-সান্নিধ্য পেয়েও
সঙ্কীর্ণ মূঢ়ত্ব নিয়ে
তাঁ'র প্রতি কূট-কটাক্ষ ক'রে থাকে,
সেই কটাক্ষের ইঙ্গিত হ'তেই বুঝে নিও—
ঐ বৃত্তিরই অনুচর সে;
কূট-তাৎপর্য্যে অসৎ-নিরোধী বীর্য্যকে
অন্তরে দীপ্ত রেখে
বোধিবীক্ষণায়
নিজে সাবুদ সামাল থেকে
যখন যেখানে যেমন ক'রে
নিয়ন্ত্রণ বা নিরোধ ক'রতে হয়, তা' ক'রো;
শুভ-সন্দীপনী তোমার ঐ প্রচেষ্টা
হয়তো তা'দের অন্তরকে জাগ্রত ক'রে
শুভ-সম্বুদ্ধ ক'রেও তুলতে পারে ।৩৩৪।

তা' সে যেই হো'ক না কেন,
তোমার ইষ্ট বা প্রিয়প্রীতির
ব্যতিক্রম-সংঘটন-প্রয়াসশীল কিছু বোধ ক'রলে
সুযুক্তশীলতায় হৃদ্য পরাক্রমে
তা'র নিরসন কর,
তৃপ্তি-উচ্ছল হ'য়ে ওঠ,
আর, তোমার পরাক্রমও হৃদ্য হ'য়ে উঠুক,
আত্মপ্রসাদে সম্বর্দ্ধিত হও ও কর—
কথায় ও কাজে ।৩৩৫।

যে বা যা'
তোমার অপরাধ-অনুপ্রবণতাকে উসকে তোলে,
আর, যে তোলাকে
তুমি বিনায়িত ক'রে

শুভ-সন্দীপী ক'রে তুলতে পার না,
তা' হ'তে তোমাকে
বিহিতভাবে সংরক্ষিত রেখো—
যথাসম্ভব
বিরোধশূন্য অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়
তৎপর থেকে,
সে-সংসর্গে যাওই যদি,—
তা' যেন সংক্রমণী সন্দীপনায়
তোমার ঐরূপ কোন প্রবণতাকে
প্রদীপ্ত ক'রে না তুলতে পারে,
আর, ঐ শুভ-নিয়ন্ত্রণ যেন
প্রত্যেকেরই শুভপ্রদ হ'য়ে ওঠে । ৩৩৬।

তোমার চিত্তকায়ের সঙ্গতি
কতখানি কেমন স্বস্তিপ্রদ—
তা' দেখে
দৈনন্দিন চলনাকে
তদনুপাতিক বিবেচনা ও প্রস্তুতির সহিত
নিয়ন্ত্রিত ক'রো,
যা'তে তোমার অবিবেকী চলনার দরুন
বিপন্ন না হ'য়ে ওঠ;
চিত্ত ও কায়ের সঙ্গতি যেমন সুস্থ—
স্বাস্থ্যও তেমনিই হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ;
এই চিত্তকায়ের অসমঞ্জসা চলনা
সাফল্যে বিঘ্ন তো নিয়ে আসেই,
তা' ছাড়া, অনেক সময়
অবাঞ্ছনীয় বিপদও সৃষ্টি ক'রে থাকে,
তাই, ধী-চক্ষুর বিবেকী-বীক্ষণাকে
অবজ্ঞা করো না কখনও । ৩৩৭।

যে-তোষণ ও পোষণ-অনুচর্য্যা
তোমার সত্তা, তোমার বৈশিষ্ট্য,

তোমার জাতি, তোমার আভিজাত্য,
তোমার সম্প্রদায়, সমাজ
ও রাষ্ট্র-সংহতিতে সংঘাত এনে
বিরুদ্ধ যা' তা'কে
তেজাল ও ঝাঁঝাল ক'রে তোলে—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শকে
ব্যাহত ক'রে—
গণ-সমাজকে বিকেন্দ্রিক ক'রে তুলে,—
সে-তোষণ ও পোষণ-অনুচর্য্যা কিন্তু পাপের,
অসৎ তা',
সত্তাধ্বংসী তা',
তা'কে নিরোধ করাই ধর্ম্ম । ৩৩৮।

অসৎ যা' তা'কে নিরোধ ক'রে
যদি অপদস্থও হও,
আর, কেবলই
তোমার স্বার্থে স্বার্থান্বিত না হ'য়ে
শ্রেয়ানুগ গণহিত প্রেরণাবৃত্তির সহিত
যদি তা' ক'রে থাক,—
ঐ অপদস্থ অপমান একদিন
তোমায় সম্মান-মুকুট-শোভিত ক'রে
গণ-হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত ক'রে তুলবে;
তুমি কেঁপো না,
বেঁকো না,
সমীহ ক'রো না,
অকম্পিত হৃদয়ে
অনুকম্পা-অভিষিক্ত শ্রেয়ার্থ-পরায়ণতার সহিত
অসৎকে নিরোধ ক'রো—
বিহিত মর্য্যাদায়—
বিনীত অভিব্যক্তির সহিত,
আঁকাবাঁকা

যে-পথেই চ'লতে হো'ক না কেন
তোমার শ্রেয়ার্থপরায়ণতা যেন
অটুট ও উচ্ছল হ'য়েই চলে,
—সত্তার পুণ্য আশীর্ব্বাদ
সাত্ত্বিক অভিভাষণে
অভিবাদন ক'রবে তোমাকে । ৩৩৯।

অসৎ যা',
সত্তা-পরিপন্থী যা',
সত্তা ও স্বস্তিকে
সঙ্কীর্ণ ক'রে তোলে যা',—
তা'কে নিয়ন্ত্রণ কর বা এড়িয়ে চল,
বা এমনতরভাবে নিরোধ কর—
যা'তে তা'র বিষাক্ততা ছড়িয়ে না পড়ে,
কা'রও কখনও ক্ষতি ক'রতে না পারে;
আর, এমনতর সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে চ'লো—
সক্রিয়ভাবে,
যা'তে তোমার বা অপরের
কোন ব্যাপারে
কিছুতেই বিধ্বস্ত না হ'ও;
মনে রেখো—
তুমি যেমনতর সুষ্ঠু অসৎ-নিরোধী,
বীর্য্যবানও তুমি তেমনি । ৩৪০।

অসৎ যা',
নিন্দিত যা',
তা'কে যদি নিন্দা না কর,
নিরোধ না কর—
আক্রোশে নয়,
অব্যাহতির জন্য,
পরিচ্ছন্নতার জন্য,—

তাহ'লে কিন্তু
ঐ অসৎ যা', নিন্দ্য যা',
অন্তর্নিহিত ঐ অশিষ্ট দুর্ব্বলতার ফলে
তোমাদের স্বভাবেও
অজ্ঞাত আকর্ষণে অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে
তোমাদিগকেও অসৎ ক'রে তুলবে,
নিন্দনীয় ক'রে তুলবে;
তাই, সাবধান ও সন্দীপ্ত আগ্রহের সহিত
তা'কে নিরোধ করা—
পরিচ্ছন্ন যা', তা'তে প্রবৃত্ত ক'রে তোলা—
সত্তার স্বস্তি-সংরক্ষণী স্বাভাবিক প্রবৃত্তি,
কিন্তু অমনতর ক'রতে যেয়ে
নিন্দাকভূতিসম্পন্ন হ'তে যেও না,
তা'তে ঠ'কবে,
নিজেকেও কুৎসিত ক'রে তুলবে ।৩৪১।

তোমার পক্ষেই হো'ক
বা অন্যের পক্ষেই হো'ক,
যা' ক্ষতিকর ব'লে বুঝছ
বা বিবেচনায় আসছে,—
দক্ষকুশল তৎপরতায়
সেগুলিকে যা'তে
সন্দীপ্ত শুভ-বিনায়নে
শুভকর ক'রে তুলতে পার,
তাই-ই ক'রো—
সুনিষ্ঠ অনুবেদনা নিয়ে;
আর, যেখানে তা' না পারছ,
সেখানেও লক্ষ্য রেখো—
যা'তে তা' ক্ষয়ী আক্রমণে
তোমার বা অপরের
কোনপ্রকার অনিষ্ট-সাধন না ক'রতে পারে,

আর, এতে যেমনতর অবহেলা ক'রবে—
দুর্দ্দশাও তেমনি ক'রেই ধ'রবে কিন্তু । ৩৪২।

যা' সত্তাবিরোধী—
তা' ব্যষ্টিগতভাবেই হো'ক
আর, সমষ্টিগতভাবেই হো'ক—
সাত্বত সংস্থিতিতে
কোনপ্রকারেই যা' লাগান যায় না,
ব্যবহার করা যায় না
যা' জীবনীয় হ'য়ে ওঠে না,
জীবনীয় ক'রে তুলতে পারা যায় না,—
তাই-ই কিন্তু সাত্বত-বিধি-ব্যত্যয়ী;
আর, অমনতর সাত্বত-বিধি-বিরোধী যা'
অসৎ কিন্তু তাই-ই,
আর, অসৎ যা'-কিছু,
সত্তা বা অস্তিবৃদ্ধির অপকর্ষী যা'-কিছু—
তা'কে নিরোধ করাই হ'চ্ছে সাত্বত ধর্ম্ম । ৩৪৩।

জীবনের প্রকৃতিই হ'চ্ছে—
বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা যা' হ'তে,
বা যে তা'কে বিপন্ন করে—
তা'র আভাস পেলে বা সাড়া পেলে
সে সঙ্কুচিত হ'য়ে ওঠে,
ও ক্ষোভক্ষুব্ধ পরাক্রম নিয়ে,
তা'কে নিরোধ ও ব্যাহত ক'রতে চায়—
অকল্যাণের বা বিপন্নতার হাত হ'তে
রেহাই পেতে;
—এতে সে অনেকখানি বিচলিত হ'য়ে পড়ে;
কিন্তু ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে
তোমার যা'-কিছুকে
সার্থক-বিন্যাস-বিনায়িত ক'রে

যদি সক্রিয় ইষ্টার্থ-অনুক্রিয় হ'য়ে ওঠ—
হৃদ্য অসৎ-নিরোধী পরাক্রম নিয়ে,—
ভীতি ও ক্ষুব্ধতা সত্ত্বেও
সাম্য চলনের অধিকারী হ'য়ে উঠবে অনেকখানি ।৩৪৪।

অন্যের অশোভন অত্যাচারে, অপবাদে বা অপমানে
তুমি যদি এগিয়ে না যাও,
বিনায়িত না কর তা',
সমবায়ী সন্দীপনায় অন্তরাসী হ'য়ে
প্রতিবিধান বা নিরসন-তৎপর না হও তা'র,
আর শুধু এই জাতীয় ভাল মানুষ সেজেই
যদি চ'লতে থাক,—
ঠিক বুঝে নিও—
তোমার অন্তরের পরাক্রম-দীপনা
শোভন-তৎপরতায়
বিন্যাস লাভ না ক'রে
এমনতর প্রতিক্রিয়ারই সৃষ্টি ক'রবে,
যা'র ফলে
তোমার প্রতি কেউ অন্তরাসী হ'য়ে
তোমার প্রতি অত্যাচার, অপমান বা অপবাদে
নিরাকরণ-তৎপর হ'য়ে
এগিয়ে আসবে কমই;
ভাল মানুষ হও ভাল ক'রে,
ভাল না ক'রে
ভাল মানুষ সাজা ভাল নয়;
আবার, ভাল না ক'রে
ভাল মানুষ হ'য়ে চলা মানে—
মন্দ বা অসতের দম্বল হ'য়ে থাকা;
যেমন চাও তেমনি কর,
পাবেও তেমনি ।৩৪৫।

তোমার হক্ অধিকারের প্রতি
কেউ যদি স্বার্থলোলুপ-আকাঙক্ষায়
দৃষ্টিনিবদ্ধ রাখে—
কুশল-কৌশলী পরিবেক্ষণে,
অনুপাতিক ব্যবস্থায়,
আর, তোমার দৃষ্টিগোচরে এলে
সে যদি ভ্রান্তির অজুহাত দেয়,
বুঝে রেখো,
তোমার ঐ হক্ অধিকারকে আত্মসাৎ করাই
তা'র অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য,
সুযোগ ও সুবিধা পেলেই
তা' ক'রতে পারে সে;
তুমি টের পেলেই তা'
অনতিবিলম্বেই প্রবল-প্রস্তুতি নিয়ে
এমন ব্যবস্থিতি ও বিনিয়োগের
ব্যূহ রচনা ক'রে রেখো
দুর্ভেদ্য ক'রে তা'কে
অকাট্য ক'রে তা'কে—
নিরোধ-ব্যবস্থিতিকে বজ্র-কঠোর ক'রে
অবস্থানুপাতিক বিহিতভাবে,
যা'তে প্রয়োজন হ'লে
তোমার অভিপ্রায় নিয়ে
আরোর দিকে এগিয়ে যেতে পার—
তা'র পন্থা ও লওয়াজিমাকে
সুব্যবস্থ ও সমুন্নত ক'রে,
তোমার অসৎ-নিরোধী পরাক্রম যেন
জাগ্রত ও পরাক্রান্ত থেকে
বজ্র-কঠোর সংহতি-সহ প্রস্তুত হ'য়ে চলে;
নয়তো ভবিষ্যতে ঠ'কতেও পার ।৩৪৬।

বৈশিষ্ট্যপালী-আপূরয়মাণ-আদর্শ-ব্যত্যয়ী যা',
ধর্ম্ম ও তদনুগ কৃষ্টি-ব্যত্যয়ী যা',

অস্তিবৃদ্ধির ব্যত্যয়ী যা',
তদনুশায়ী স্বচ্ছন্দতা ও যোগ্য-জীবনের
ব্যত্যয়ী যা',
ভূয়োদর্শী প্রাচীন-সূত্রে সার্থক হ'য়ে ওঠেনি যা',
আভিজাত্য-অনুধ্যায়ী অনুচলনকে
ব্যাহত করে যা',—
তা' যতই চমকপ্রদ হো'ক না কেন,
তা'কে গ্রহণ ক'রো না,
বরং প্রতিরোধ ক'রো,
নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ-প্রস্তুতি-সহকারে
তা'কে বিতাড়িত করাই শ্রেয়;
নয়তো, তা' জীবন-চলনার বর্দ্ধন-সম্বেগকে
ব্যাহৃতি-দীর্ণ ছন্নতায়
বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলবে,
জীবন-সম্বেগকে বিপর্য্যস্ত ক'রে
বিপথগামী ক'রে তুলবে,
ফলে, মূঢ় গৌরবের আত্মঘাতী অনুবেদনাই
হবে তোমাদের অপস্মারী জীবন । ৩৪৭।

সত্তাপ্রীতি যদি থাকে,
মানবিকতার আভিজাত্য যদি থাকে,
মরণ-বিতৃষ্ণা যদি থাকে,—
শ্লথদেহী হ'লেও
বজ্র-দৃপ্ততায়
আকণ্ঠাবেগী অসৎ-নিরোধী হও—
দীপ্ত জীবনীয় আকৃতিতে,
অসৎ-নিরোধে যদি নিথর থাক,
প্রিয়ল-বিলাসে মূক হ'য়ে থাক,
হীনত্বের ব্যক্ত মূর্ত্তি তুমি,
তুমি তোমার,
তোমার কুলের,

তোমার সমাজের,
জাতির, ধর্ম্মের
কলঙ্ক ছাড়া কিছুই নও,
ঘৃণ্য-জীবী তুমি;
যুবক হও, আর যুবতীই হও,
সুস্থই হও, আর রোগীই হও,
বৃদ্ধ-বৃদ্ধা যা'ই হও না কেন,
অসৎ-নিরোধী হ'য়ে
উৎসাহী উদ্দীপনা নিয়ে জেগে ওঠ—
ক্রিয়াশীল তৎপরতায়,
শয়তানের কলঙ্ক-দীপ্ত যা'
তা'কে কম্পিত ক'রে তোল,
খান-খান ক'রে ভেঙ্গে ফেল—
শ্রেয়-সম্বন্ধ-সম্ভোগী সৎ-অভিদীপনায়,
ভালমন্দ, সুখদুঃখ
সব যা'-কিছুর সলীল সার্থকতায়;
সৎ-সন্দীপী পরাক্রম-প্লাবী হ'য়ে ওঠ,
ঈশ্বর চির-পরাক্রমী। ৩৪৮।

নিবৃত্তির পথে সেইগুলি নিয়ে এস—
যা' নাকি তোমার অস্তিত্বকে
ঘায়েল ক'রে তোলে,
সংক্ষোভিত ক'রে তোলে,
আর, প্রবৃদ্ধ-প্রবৃত্তিসম্পন্ন হও তা'তে—
যা' তোমার সত্তাকে
অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়
জীবনস্রোতা ক'রে রাখে,
সম্বৃদ্ধি-প্রদীপ্ত ক'রে রাখে;
জীবন-চলনার তাৎপর্য্যের
যদি উপভোগ না থাকে
মস্তিষ্ক-বিধ্বস্তির

বেকুব কুশল-তৎপরতা
যতই হো'ক না কেন,—
বা কুশল-কৌশলী সন্দীপনা
যা'ই হো'ক না কেন,—
তা' কিন্তু জীবনীয় নয়,
আর, জীবনীয় নয় যা'—
তা'ই কিন্তু সত্তার পক্ষে বৃথা;
কৃতি-সন্দীপনাকে বাজে খরচ করে যা'রা,
তা'রাই কিন্তু বেকুব;
আর, শুভসৌকর্য্য-সন্দীপনায়
যা'রা ব্যাপৃত হ'য়ে
নিষ্পাদন-তৎপর হ'য়ে চলে,
তা'রাই কিন্তু সৎ, কৃতবিদ্য । ৩৪৯।

অশিষ্ট যা'
অনিষ্টকর যা',—
তা'কে যদি
বিহিত পরাক্রমে নিয়ন্ত্রিত না কর,—
তা'কে যদি
বিহিত দীপন-প্রতিভায় সুবিনায়িত ক'রে
শিষ্ট ক'রে না তোল,
সুষ্ঠু ক'রে না তোল,—
তুমি কি এখনও বিবেচনা ক'রছ—
ভবিষ্যৎ
তোমাদিগকে
তেমনতরই বিপর্য্যস্ত ক'রে তুলবে না?
কুটিল তৎপরতায়
কর্কশ ব্যবহারে
কণ্টক-বিদ্ধতারই প্রসাদ সন্দীপনায়
সবকে ক্লিষ্ট ক'রে
বিলয়ের ব্যতিক্রমদুষ্ট বোধহীন অনুচলনে

আবর্ত্তিত ক'রে
মানুষকে নির্ম্মূল ক'রতে
বদ্ধপরিকর হ'য়ে উঠবে না?
তাই বলি—
ভেবে দেখ,
এখনও সাবধান হও,
কৃতিতপা উর্জ্জনায়
স্বভাবকে
শিষ্ট বিনায়নে
প্রাকৃতিক বিধায়নার ভিতর-দিয়ে
স্বচ্ছ ক'রে তোল,
শিষ্ট ক'রে তোল,
সুষ্ঠু-সুন্দর ক'রে তোল,
জীবনের আশিস্
উচ্ছল হ'য়ে উঠুক—
কৃতির প্রকৃত উৎসর্জ্জনায় । ৩৫০।

শিষ্টসুন্দর তৎপরতা নিয়ে
পিনাকীপ্রভায়
অসৎ-নিরোধ ক'রে চলতে থাক,
অসৎপ্রবৃত্তি যেন
মুগ্ধ-দীপক তৃপ্তি নিয়ে
তোমার সঙ্গতিকে
সাধু-সম্ভাষণ ক'রে
আত্ম-সম্বেদনায় মুগ্ধ হ'য়ে চলে,
এমনি তোমার প্রবৃত্তিকে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে চল,
মানুষের দীপন-তৃপ্তির
ফোয়ারা হ'য়ে ওঠ,
সব আবর্জ্জনা ধুয়ে-মুছে
স্মিতসুন্দর হ'য়ে উঠুক সকলে—

সেই ফোয়ারায়,
আর, তা'র প্রতিধ্বনি
ভাববিভোর তন্ময়তা নিয়ে
তোমাকে অভ্যর্থনা ক'রে চলুক,
তুমিও দীপ্ত হও;
মদালসার প্রমত্ত নর্ত্তনে
যা' উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠছে,—
তা' আবার উঠবে, ফুটবে, ঝ'রে যাবে—
ব্যাদান-পরিক্রমায়,
আর, ঐ তৃপ্ত-বিভার প্রভা নিয়ে
সবাই শিষ্টসুন্দর হ'য়ে উঠুক,
চাঁদিনী লালিমা,
উচ্ছল অন্তঃকরণ ও ভাববিন্যাস
তা'র প্রতিধ্বনি করুক নিয়তই;
তৃপ্তি তো সেখানেই ।৩৫১।

কোন সৎ-পরিচর্য্যা ব্যাপারে
মানুষকে ভীত ক'রে তুলো না,
বরং উর্জ্জিত ক'রে তোল,
পরাক্রমী ক'রে তোল,
তা'দের অন্তরাবেগ
মুগ্ধ, সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠুক,
সঙ্কল্প, পরাক্রম, নিষ্ঠা
অনমনীয় হ'য়ে চলুক—
পারস্পরিকতার সম্বর্দ্ধনে;
তবে তো মানুষের ভিতর
বীর্য্য দেখবে পাবে,
পরাক্রম দেখতে পাবে,
কৃতি-সন্দীপ্ত উর্জ্জনা দেখতে পাবে;
—উজ্জয়ী কলতান-নৃত্যে
মানুষের হৃদয় উল্লম্ফী হ'য়ে উঠবে;

সঙ্গে-সঙ্গে অসৎ যা'-কিছুর
ভয়াবহ রূপটারও প্রতিফলন
তা'দের মানসপটে
এমনভাবে সুসম্বদ্ধ ক'রে তুলো
যা'তে তা'রা ঘাবড়ে না যায়,
তা'দের অসতের অবধানতা
পরাক্রমী উর্জ্জনায়
কৃতিসম্বেগ নিয়ে
প্রস্তুত হ'য়ে থাকে । ৩৫২।

আশু উত্তেজনার বশে
কা'রও অশুভ কিছু ক'রতে যেও না,
যতক্ষণ না বুঝতে পারছ
তা'র বাস্তব অভিব্যক্তি
একটা বিক্ষুব্ধ অপকৃষ্টতার সৃষ্টি ক'রছে,
যে-কোন ভাবে
অসৎ-নিরোধ না ক'রলেই উপায় নেই—
এমনতর অবস্থা ছাড়া;
অসৎ-নিরোধী প্রস্তুতিকে
অবজ্ঞা ক'রে চ'লো না,
অসৎ-অপকৃষ্টকে নিরোধ ক'রতে পার—
এমনতর প্রস্তুতি ও ব্যবস্থা নিয়ে
সৎ-সন্দীপনায় যেমনতর চ'লতে হয় তা' চ'লো;
নজর রেখো—
তোমার ব্যক্তিত্বের উর্জ্জী সন্ধিৎসা
পরাক্রম নিয়ে
যেখানে যেমনতর প্রয়োজন
অমঙ্গলের সৃষ্টি না হয়—
এমনতর ক'রে চ'লতে
যেন বদ্ধপরিকর থাকে,
কিন্তু ঐ অসৎ

তোমাকে বা তোমার পরিবেশের কাউকে
সংক্ষুব্ধ ও বিধ্বস্ত ক'রে না তোলে—
তা'তে নজর রেখেই চ'লো;
নিরোধ ক'রতে হ'লে
যেখানে যেমন সমীচীন
তেমনি ক'রেই ক'রো;
দেখো—
ঐ অসৎ
পরিস্থিতি, পরিবেশ ও পরিবারকে
বিক্ষুব্ধ, বিশৃঙ্খল ক'রে না তোলে;
অসৎ-এর প্রশ্রয় দেওয়াই কিন্তু পাপ । ৩৫৩।

তোমাদের মধ্যে একজনও যদি
স্বীয় স্বার্থ-সংক্ষুধ
প্রত্যাশা-প্রলুব্ধ
কৃতঘ্ন বা বিশ্বাসঘাতক থাকে,
যে নিজের স্বার্থের জন্য
কা'রও অপচয় ক'রতে
এমন-কি
পরপদলেহী হ'য়ে থাকতেও কুণ্ঠিত নয়কো,—
তবে, সে নিজের অপবিত্র সার্থকতাকে
পরিতৃপ্ত ক'রতে
নিজের সহিত পরিবার, জাতি ও সমাজকে
ঐ কৃতঘ্ন সংঘাত ও সংক্রমণে
সর্ব্বনাশ ক'রে
আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও সংহতিতেও
বজ্রাগ্নির দাহিকা
সৃষ্টি ক'রে তুলতে পারে—
দুঃখ-দুর্ব্বিপাকের জাঙ্গাল সৃষ্টি ক'রতে ক'রতে;
তাই, কা'রও যদি ঐ প্রবণতা থাকে—
আবেগ-সন্দীপ্ত

লৌহকঠোর শাসনে
নিজেকে সংযত ক'রে তোল,
হৃদ্য অনুপোষণায়
নিজের সহিত অন্যকেও
হৃদ্য কঠোর ব্যক্তিত্বের
পূজারী ক'রে তোল;
ঐ কৃতঘ্নতা বা বিশ্বাসঘাতকতাকে
সর্ব্বান্তঃকরণে
সুসংস্কারে অভিদীপ্ত কর,
নিরোধ সৃষ্টি কর,
আর, ঐ অপরাধের নিরাকরণে
মানুষের সাত্ত্বিক অনুদীপনাকে
স্বতঃ-সন্দীপ্ত ক'রে তোল,
ঐ কৃতঘ্নতা ও বিশ্বাসঘাতকতা
সমাজের থেকে রিক্ত ক'রে তোল,
এর চাইতে বড় পাপ কমই আছে—
যা' এমন ক'রে জীবনকে
পাতিত্যে অবলুপ্ত ক'রে তোলে,
মনে যেন থাকে—
সেই মনীষীর বচন—
"মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যে চ বিশ্বাসঘাতকাঃঙ্গ
পতন্তি নরকে ঘোরে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ।" ।৩৫৪।

সত্তায় সবাই সানুকম্পী সাম্যভাবাপন্ন,
কিন্তু ঐ সত্তা যখন প্রবৃত্তি-অভিভূত হ'য়ে চলে
তখনই বিষম হ'য়ে ওঠে সবাই,
প্রবৃত্তি তা'র সঙ্কীর্ণ গন্ডীতে
অহংকে আবদ্ধ ক'রে
ব্যত্যয়ের সৃষ্টি করে—
পরস্পর পরস্পরের সাত্ত্বিক চলনকে
ঔদ্ধত্য-অবজ্ঞায় প্রতিহত ক'রে;

তাই, সত্তায় লক্ষ্য রেখো,
নিরোধ-প্রস্তুতিতে
বোধি-তাৎপর্য্য নিয়ে প্রস্তুত থাকতে
প্রত্যেকেরই অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠা ভাল,
সত্তার পরাক্রমী পৌরুষ নিয়ে
জীয়ন্ত জীবনীয় সৌজন্যে—
তা' নিজের বেলায়ও যেমন
অন্যের বেলায়ও তেমনি;
এতে অভ্যস্ত হ'য়ে না উঠলে
বজায় থাকা—
আত্মরক্ষার জীবন্ত চলনে চলা—
বোধি-তাৎপর্য্য নিয়ে
বিবর্ত্তনে প্রবৃদ্ধিকে প্রসারিত করা—
—ইত্যাদি ব্যাপারে
ক্রমশঃই হীনবোধি, শ্লথবীর্য্য হ'য়ে উঠতে হবে;
তাই, সেবা ও সৌজন্যের সাথে
ব্যত্যয়ের নিরোধ-প্রস্তুতিতে অভ্যস্ত হ'তে
কখনই তাচ্ছিল্য ক'রো না,
বিরোধ এড়িয়ে
কিংবা বিরোধের বিহিত বিন্যাসে
পরাক্রমকে সত্তাপোষণে
প্রসারিত ক'রে তোল,—
শৌর্য, বীর্য্য
সাত্ত্বিক আশীর্ব্বাদে
তোমাকে নন্দিত তো ক'রবেই,
সম্প্রদায়, সমাজ ও রাষ্ট্রকেও
ঐ অভ্যাস বীর্য্য-নন্দনায়
নন্দিত ক'রে তুলবে। ৩৫৫।

কেউ যদি কা'রও প্রতি
স্বার্থ-সন্ধিক্ষু আক্রোশ-বশতঃ

তা'র শরীর, মন, জাত, ইজ্জত,
মান, সম্ভ্রম ও সম্পদে
সংঘাত সৃষ্টি করে,—
তখন তা'র সত্তাই
অসৎ-নিরোধী সম্বেগে
সজাগ হ'য়ে ওঠে,
তা'র বোধি-তাৎপর্য্য-আনুপাতিক
প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি ক'রে থাকে,
সত্তা তা'র আত্মরক্ষার জন্য
স্বাভাবিক সম্বেগে
তা'র বোধি-তাৎপর্য্যানুপাতিক
এই প্রতিক্রিয়ার অবতারণা ক'রে থাকে,
এটা স্বাভাবিক সন্দীপনা,
এর জন্য দোষী কে?
দোষী কিন্তু ঐ স্বার্থ-সন্ধিক্ষু আক্রোশ,
যা' তা'র প্রবৃত্তি-পোষণী ইন্ধনের জন্য
কাউকে অপদস্থ ক'রে
ঘৃণা ক'রে
বিরক্তির সহিত দোষারোপ ক'রে
লোলুপ পদবিক্ষেপে ঐ সংঘাত সৃষ্টি ক'রছে;
তুমি যদি ঐ সংঘাত-নিপীড়িত যে
তা'কে আশ্রয় না দিয়ে
যে সংঘাত সৃষ্টি ক'রেছে
তা'কে প্রশ্রয় দাও,
বা উভয়কেই দোষী সাব্যস্ত কর,—
পরোক্ষভাবে ঐ দোষের সমর্থক তুমি,
ঐ দোষারোপ মিথ্যা, অবিবেকী,
হিতঘ্নী তা',
তুমি দুষ্ট সেই দোষে,
তোমার ঐ প্রকার সমর্থনের ফল
অত্যাচার-আহব সৃষ্টি ক'রে

বহুকেই বিধ্বস্ত ক'রে তুলবে;
এই ঘৃণ্য ব্যাপারের প্রবর্ত্তক ও পুরোহিত তুমিই,
একটু দূরদৃষ্টি নিয়ে
অবস্থাকে অনুধাবন ক'রে
বিহিত যা' তা'ই করাই সমীচীন কিন্তু । ৩৫৬।

কোন-একটা বিশেষ ব্যাপার
বিশেষতঃ শ্রেয়-সংঘাতী যা'—
লোকসত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য-সংঘাতী যা'
তা'র নিয়ন্ত্রণে
অসৎ-নিরোধী উদ্দীপনা জাগাতে হ'লেই
তোমার ভাব, ভাষা, চলন, চরিত্র
ও রোষণ-সম্বেগকে
স্বস্তির হোমাগ্নি-স্নাত ক'রে তুলতে হবে,
ইন্ধন দিতে হবে—
মানুষের অন্তর-উৎসারণী শুভচারিতার হবিঃ,
তা'র সমিধ আহরণ ক'রতে হবে
স্বাচ্ছন্দ্য-সংঘাতী, কষ্টকর, অশুভ
বিচ্ছিন্ন ঘটনা যা'-কিছু
সেগুলিকে সংগ্রহ ক'রে—
তন্নিরাকরণী দুর্দ্দম সঙ্কল্পের উদ্দীপনায়,
ঐ হবিঃতে সব অন্তরের সব দুর্ব্বলতাকে
আহুতি দিয়ে
অগ্নিময় ক'রে তুলতে হবে,
আর, তোমাকে
সর্ব্বক্ষণ অগ্নিস্নাত হ'য়ে থাকতে হবে,
ঐ সব অগ্নিস্নাত অন্তঃকরণ নিয়ে
তোমার ঐ অগ্নিমন্ত্রকে
শ্রেয়ার্থযাগপূত ক'রে তুলতে হবে;
মনে রেখো—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয় যিনি,

তিনিই ঐ যজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর,
আর, ঐ যজ্ঞেশ্বরে সার্থক ক'রে তুলতে হবে—
তোমার ঐ উদ্বেজনী সার্থকতার
বাস্তবায়িত উপস্বত্বকে,
যে-পরিবেষণে লোক-অন্তর
আত্মিক বর্দ্ধনায়
নিজের ব্যক্তিত্বকে
স্বচ্ছন্দতার লীলায়িত ললিতজৃম্ভণে
জৃম্ভিত ক'রে
বর্দ্ধনার বিবর্ত্তনী শুভক্রমণায়
যোগ্যতায় আজীব হ'য়ে চ'লতে পারে—
পরিরক্ষণে, পরিপোষণে,
আপূরণী তৎপরতায়,
পারস্পরিক আত্মিক নিবন্ধনে;
ঐ অসৎ-বেধন যেখানেই থাক্ না কেন,
সম্প্রদায়, সমাজ, রাষ্ট্রীয় শাসন-সংস্থা
বা দুনিয়ার যেখানেই তা'র উদগম হো'ক না কেন,
তা'কে নিরোধ ক'রতে হ'লে
অমনি ক'রেই ক'রতে হবে । ৩৫৭।

দুর্ব্বলতাকে
প্রবল হ'তে দিও না,
তোমার বিধিবিনায়িত সাত্বত চলনকে—
তোমার অন্তঃস্থ দুর্ব্বলতা
যতই নিরোধ ক'রে
নিজের প্রাবল্য প্রতিষ্ঠা ক'রবে,—
তোমার অন্তরে
তোমার ব্যক্তিত্ব
দুর্ব্বলতারই রাজত্ব হ'য়ে উঠবে;
ব্যক্তিত্বকে
সুশাসিত ক'রে রাখ

সাহস-সন্দীপ্ত ক'রে রাখ—
সৎ শুভ-সন্দীপনায়,
আর, অন্যকেও—
অন্ততঃ তোমার আওতায় যা'রা আছে—
তা'দেরও অমনতর ক'রে তুলতে চেষ্টা কর,
দুর্ব্বলতাকে অতিক্রম ক'রে,
শক্তিরই আবির্ভাব হবে,
আর, সেই শক্তি
স্বস্তি ও শান্তির মঙ্গলঘট হ'য়ে উঠুক । ৩৫৮।

তুমি যদি অসৎ-নিরোধী বীর্য্যতেজা না হও—
শ্রমপ্রিয় প্রস্তুতি নিয়ে
বোধবিনায়িত উৎসর্জ্জনায়,
দূরদৃষ্টির ধুরন্ধর
কৃতিসন্দীপনার সহিত,
তা'হলে তোমার অন্তঃস্থ ভক্তি বা আবেগ
ক্লীব-স্বভাবসম্পন্ন হ'য়ে উঠবে—
তা'তে সন্দেহ নেই,
ভক্তিতে রাগরক্তিমা থাকবে না—
আদর্শনিষ্ঠ উৎসর্জ্জনী বিভা নিয়ে,
কৃতার্থ হওয়ার কৃতি-আবেগ
ক্রমশঃ ক্লীবত্বই প্রাপ্ত হবে,
তোমার ব্যক্তিত্ব
লোকহৃদয়কে
দীপ্তিমান ক'রে তুলতে পারবে না,
উর্জ্জনা-উদ্দীপ্ত ক'রে তুলতে পারবে না,
নিষ্ঠানুদীপনী আনুগত্য
ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে
কোন বাস্তব শুভ-রঞ্জনায়
মানুষের অন্তঃকরণকে
অনুরঞ্জিত ক'রে তুলতে পারবে না,

হবে পরনির্ভরশীল,
ক্লীবস্বভাবসম্পন্ন,
আত্মস্বার্থচর্য্যা-প্রয়াসী,
শ্রমকাতর,
অশিষ্ট, বর্ব্বর,
আর, অন্যকেও ক'রে তুলবে তুমি তা'ই—
একটা ভক্তির ভণ্ডভঙ্গিমার বিলোলতা নিয়ে;
ভক্তিকেই যদি ভালবাস,
ভজনদীপ্ত হও—
সেবারাগরঞ্জিত হ'য়ে,
উর্জ্জী প্রতিষ্ঠায়
নিজ-সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত রাখ,
প্রতিটি পদক্ষেপ যেন
ঐ নিষ্ঠানন্দিত আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ
উজ্জ্বল ও উচ্ছল ক'রে রাখে
তোমাকে;
তবে তো ভক্ত! ৩৫৯।

যা' সত্তায় সংঘাত আনে,
বর্দ্ধনায় ব্যতিক্রম আনে,
অসৎ-এর ইন্ধন জোগায়—
যেই হো'ক
আর যে-নিদেশই হো'ক—
সেগুলিকে মাথা নত ক'রে স্বীকার করা—
নিজের সত্তাকে
ঘৃণ্য ক'রে তোলা ছাড়া
আর কিছু নয়কো;
তাই, যা' অস্তিত্বে ব্যাঘাত আনে,
জীবনকে সঙ্কীর্ণ ক'রে দেয়—
ব্যতিক্রমদুষ্ট ক'রে দেয়,
সেগুলিকে ঝেঁটিয়ে দূর ক'রে দিও,

এমনই বিশাল সঙ্গতি সৃষ্টি কর—
যা'র ফলে,
ঐ প্রীতিনন্দনা
সবাইকে মুগ্ধ ক'রে
অসৎকে নিরোধ করে,
ধৃতির অপচয়গুলিকে—
সাত্বত বিধিগুলিকে—
যা' ব্যাহত ক'রে তোলে—
সে-সব যা'তে
নিমেষে নিরোধ ক'রে
সবাইকে সম্বুদ্ধ ক'রে তুলতে পারে,
বীর্য্যদীপ্ত ক'রে তুলতে পারে,
মানবতার পরম আদর্শ এই;
কিন্তু সাবধান!
নজর রেখো—
সত্তা-সংহতিতে
সাত্বত সম্বর্দ্ধনায়
সাত্বত ঊর্জ্জনী তৎপরতায়,
আর, নিজেকে তার
হোম-আহূতি ক'রে তোল,
ঐ স্বস্ত্যয়নের
পরম কৃতী পুরোহিত ক'রে তোল,
তবে তো জীবন!
তবে তো ব্যক্তিত্ব!
অস্তিত্বের মহিমা তবে তো! ৩৬০।

তুমি অনুকম্পা-অধ্যুষিত
বেদনার কথা ব'লেই
যদি নিরস্ত থেকে থাক,
সক্রিয় তাৎপর্য্যে
বিধিবিনায়িত অসৎ-নিরোধে

উদ্দীপ্ত না হ'য়ে চ'লে থাক,
এটা কি তুমিই ব'লে দিচ্ছ না—
তোমার ঐ অনুকম্পী বেদনা-স্ফূরণ
শুধু ভাষাতেই সীমায়িত হ'য়ে আছে?
অন্তরের দরদী তুমি মোটেই নও;
মানুষ
গায়ে একটা মশা প'ড়লেই
উদ্ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে,
অথচ তুমি বিপুল বেদনায়
উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়েও
যদি নিরাকরণ-তৎপর না হও,
মুখে ভদ্র-দরদী হ'য়ে চল,
তুমি কি তখনও বুঝতে পারনি—
তোমার সত্তা কতখানি ক্লীব?
ব্যর্থ?
মর্য্যাদাখিন্নকারী?
তাই বলি—
কথায়-বার্ত্তায় দরদী হও,
তা' তো ভালই,
কিন্তু কাজে-কর্ম্মে
আচার-অনুষ্ঠানে
সে-অসৎকে যদি নিরোধ না কর,—
তা' কেমনতর?
তোমার বেলায় যদি কেউ অমনতর করে,
তুমি কি তা' পছন্দ কর?
বিবেচনা কর,
বুঝে দেখ,
সক্রিয় দরদী হওয়াই ভাল
না, বাক্‌প্রিয় দরদী হওয়া ভাল?
আমার মনে হয়—
তুমি যত বড়ই দুর্ব্বল হও,
যতটুকু পার তা' কর । ৩৬১।

ভদ্রতার মুখোস প'রে
অর্থাৎ মঙ্গলের মুখোস প'রে
স্তেয়বিধিসম্পন্ন যা'রা—
তা'রা কিন্তু শয়তানেরই গুপ্তচর,
ভদ্রতার ভড়ং-এ
বা মাঙ্গলিক অনুচলনের ভড়ং-এ
অন্যের অনিষ্টই ক'রে থাকে তা'রা;
মাঙ্গলিক কথাকে ধন্যবাদ দাও,
কিন্তু মাঙ্গলিক কর্ম্ম না দেখে
প্রত্যয় ক'রো না তা'কে,
অসৎ-নিরোধের প্রস্তুতিগুলিকে
শ্লথ ক'রে দিও না;
অবিবেকী—
পূর্ব্বাপর চিন্তা না ক'রে
কোন একটা বিষয়ে
কিছু করার সাব্যস্ত করা—
তেমনতর ক'রতে যেও না;
তোমার মস্তিষ্কে
ভালমন্দকে হিসাব ক'রে
যা'-কিছু করণীয়
তা'র সাব্যস্ত ক'রো,
এবং তদনুসারে
যে যে পরিকল্পনা—
মনে-মনে ছ'কে নিয়ে
সেগুলির মূর্ত্তি দিও,
আবার, তা' যেন
যেমন সৎ-প্রশ্রয়ী হয়,
তেমনি অসৎ-নিরোধী হয়;
কাজে-কথায়
এমনতর চলনা নিয়ে
সংশ্লেষণী তাৎপর্য্যে

চিন্তাচলনগুলিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
শুভসন্ধিক্ষু অনুনয়নে
যা'-কিছু করার তা'ই ক'রো;
আর, এমনতর চলনে অভ্যস্ত হও,
স্বস্তি-সন্দীপনা
অটুট থাক্ তোমাদের । ৩৬২।

তোমার ব্যক্তিত্বের আওতায়
যে বা যা'রাই থাক্ না কেন,
প্রত্যেকের প্রতি নজর রেখো—
মায় তা'র চলাবলা, কাজকর্ম্ম,
রকম-সকম, ভাবভঙ্গী ইত্যাদি
যা'-কিছুর প্রতি;
হয়তো একজনের কাজকর্ম্ম বেশ ভালই—
কিন্তু রকম-সকম, বাক্-ব্যবহার,
নির্দ্দোষতার ছদ্মবেশে
বাস্তবে অশোভন ও দোষাবহ,—
এমনতর দেখলেই
তোমার দৃষ্টি আর একটু প্রখর ক'রে
নিজেও সাবধান থেকো,
অন্যকেও সাবধান ক'রো,
অন্ততঃ যে অমনতর করে,
তা'কে সন্দেহ ক'রো,
সে হয়তো ভবিষ্যৎ কোন বিপাক-বিড়ম্বনার
সৃষ্টি বা আমদানি ক'রতে সুরু ক'রেছে;
তাই, কটু বা অশিষ্ট অনুচলন দেখলেই
তৎক্ষণাৎ সেটা নিরোধ ক'রতে চেষ্টা ক'রো,
বা নিরোধ ক'রো,
আবার, সেই নিরোধ যেন
প্রত্যেকের পক্ষেই
প্রস্বস্তির কারণ হ'য়ে ওঠে,

সবাই সতর্ক ও সাবধান হ'য়ে ওঠে;
যতক্ষণ হাতে-কলমে কিছু না পা'চ্ছ;
ততক্ষণ পর্য্যন্ত
এমনতর দোষারোপ ক'রো না
যে-দোষারোপ তোমার পক্ষেই
অশোভন হ'য়ে ও'ঠে;
অশোভন অনুচলন
অনেককেই দুষ্ট ও অশোভন ক'রে তোলে,
মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে
তা'র দ্বারা অনুভাবিত
কিছু-না-কিছু হ'য়ে ওঠে;
তাই বলি, সাবধান হ'তে
বা সাবধান ক'রতে
কসুর ক'রো না,
যদি তোমার বা অন্যের বিপাক
এড়াতে চাও সহজে—
সমীচীন অনুশাসনে,
সাম্য-তৎপরতায় । ৩৬৩।

বার-বার ব'লছি—
আন্তরিক আগ্রহ-আতিশয্য নিয়ে—
যাঁ'রা দশের পরিচর্য্যা করেন,
দশের জীবনীয় হ'য়ে
মানুষের বাঁচাবাড়ার বিধায়না নিয়ে
সক্রিয় তৎপরতায়
তা'দের পোষণার উপকরণ
নানারকমে সরবরাহ ক'রে থাকেন—
ইষ্টার্থপরায়ণ সাত্বত সন্দীপনায়
তাঁ'দের যা'রা নিঃস্ব ক'রে তোলে—
নিংড়ে,
লোলজিহ্বায় অন্তঃসারশূন্য ক'রে তোলে,

ঠ'কিয়ে,
ধাপ্পাবাজি চাল-চলনে—
তাঁ'দের লোকসানের উপকরণ সংগ্রহ ক'রে
নিজেদের পুষ্টির যোগান দেয়,
তাঁ'দের নিয়েই
ফাঁকিবাজির বা ধাপ্পা চালচলনের
মক্‌স করে যা'রা,—
তা'রা কিন্তু লোকশত্রু,
জীবনের কুটিল সংঘাত,
মানুষ-মাত্রেরই রুধিরলোলুপ তা'রা;
এমন অসৎ-শাতনের ডাইনী দূতকে
যা'রাই আস্কারা দেয়,—
তা'রাই কিন্তু আত্মঘাতী, সর্ব্বনাশা;
সাবধান!
শ্যেন চক্ষু নিয়ে
অসৎ-নিরোধ তৎপরতায়
প্রস্তুত হ'য়ে থেকো—
ইষ্টনিষ্ঠ লোককল্যাণব্রতী যাঁ'রা
তাঁ'দের কোনপ্রকার ক্ষতি
যেন কেউ না ক'রতে পারে,
আর, তাঁদের ক্ষতি মানেই
তোমার ও তোমাদের ক্ষতি;
স্মরণ রেখো—
যে-আঘাতে তিনি মর্দ্দিত হ'য়ে উঠবেন,
সে আঘাত
তোমাদের প্রত্যক্ষ নিপাত-বজ্র,
তাই, সন্ধিৎসাপূর্ণ সতর্ক দৃষ্টিতে
বীর্য্যবত্তার সহিত
তা'কে নিরোধ ক'রতে
বিমর্দ্দিত ক'রতে
একটুকুও ত্রুটি ক'রো না;

যে-ক্ষমা ক্ষতিকে বহন করে,
সে-ক্ষমা ঈশ্বরের অভিশাপ ।৩৬৪।

তুমি যদি ক্ষমতাবান হও,—
দক্ষ অনুনয়নে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত কর,
আর, সেই ক্ষমতা
বাস্তবায়িত হ'য়ে ওঠে তোমার চরিত্রে,
ক্ষমা অর্থাৎ সহ্য করার পারগতাও
স্বতঃই উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে তোমাতে;
কথায় আছে—
ক্ষমার সবই গুণ,
একটা দোষ—
যে ক্ষমা করে
তা'কে মানুষ দুর্ব্বল ভাবে—
যদি তা'তে অসৎ-নিরোধী পরাক্রম
স্বতঃ-দীপনায় সঞ্জীবিত না থাকে;
তবু শক্ত যা'রা,
পারগ যা'রা,
তা'দের অলঙ্কারই হ'চ্ছে ক্ষমা,
তাই ব'লে, বেকুবী ক্ষমা কিন্তু ভাল নয়কো;
প্রাজ্ঞবিবেকী পারগতা যেখানে,—
সহ্য ক'রবার ক্ষমতা যেখানে,—
ক্ষমাও সেখানে স্বতঃ ও সার্থক ।৩৬৫।

শক্ত হ'য়ে গ'ড়ে ওঠ,
প্রতিপ্রত্যেককে
তেমনি শক্ত ক'রে তোল—
অভঙ্গুর তাৎপর্য্যে
বীর্য্যশালী পরাক্রম নিয়ে,
বীর্য্যবান পরাক্রম যেখানে,—
ভক্তিও সেখানে উদাত্ত হ'য়ে চলে—

হ্লাদন-সম্বেগে;
এগুলিকে
শিষ্ট বিনায়নে সুসন্দীপ্ত ক'রে
অসৎ-নিরোধী তাৎপর্য্যে
উদ্দাম হ'য়ে ওঠ—
যেন কেউ টলাতে না পারে,
জীবনীয় উৎসর্জ্জনাকে
অক্ষুণ্ণ রেখে চল,
পরিবেশকেও অমনি
অক্ষুণ্ণ ক'রে তোল—
পরিচর্য্যী সঞ্জীবনায়;
তোমার বিক্রমবিশাল সত্তা
ভজনদীপ্ত অনুরাগ
নিষ্ঠানিপুণ উর্জ্জনা—
যেন সবাইকে মুগ্ধ ক'রে তোলে;
অসৎকে নিরোধ কর,
কিন্তু পরিবেশের ভিতর
যা'রা অসৎপন্থী নয়—
তা'দের বিহিতভাবে রক্ষা ক'রে চল—
সুষ্ঠু-সন্দীপনায়;
এমনি ক'রে সুসম্বদ্ধ হ'য়ে চল—
অকাট্য-অচ্ছেদ্য হ'য়ে,
যা'-কিছু অসৎ
সবগুলিকে ঝেঁটিয়ে তাড়িয়ে দাও,—
কথাবার্ত্তা, আচার-নিয়ম, চালচলন,
বিধি-নিষেধগুলিকে
বিহিতভাবে পরিচর্য্যা ক'রে,
আর অন্তরীক্ষ গেয়ে উঠুক—
"স্বাগতম্ বীর্য্যবত্তা! ৩৬৬।

পরাক্রমের পরিচর্য্যা কর—
সাত্বত চরিত্রকে

শৌর্য্যসন্দীপ্ত করার জন্য,
আর, অসৎ—
যা' সাত্বত চরিত্রকে ক্ষুণ্ন ক'রে তোলে
তা'কে সমীচীনভাবে নিরোধ করার জন্য,
যে চরিত্র
বা বাহ্যিক অনুদীপনা
ব্যক্তিত্বকে খিন্ন ক'রে তোলে—
তা'ই কিন্তু অসৎ,
তা'ই কিন্তু শত্রু,
তা'ই কিন্তু রিপু;
যা' চরিত্র, ব্যক্তিত্ব,
এক কথায়—
অস্তিত্বের রিপু
সেগুলিকে বিহিত দলনে
বিহিত অবস্থিতিতে নিরোধ ক'রে
নিশ্চিহ্ন ক'রে তুলে'
ব্যক্তিত্বকে সম্বৃদ্ধ ক'রে তোল,—
শিষ্ট সঙ্গতির তালিম তৎপরতায়,
আচার-ব্যবহার, চালচলনের
সুদক্ষ সমীচীনতায়;
সে যেন
তোমার বা তোমাদের সত্তাকে
স্পর্শও ক'রতে না পারে,
তবে তো তুমি বীর্য্যবান!
তবে তো তুমি বীর!
তবে তো তুমি শৌর্য্যশালী!
তামস-অনুদীপনায়
নিজেকে বিভামণ্ডিত ক'রে
যা' সত্তাকে নিরোধ করে,
রুদ্ধ করে,
অপদস্থ করে,

বিকৃতির লেলিহান তাৎপর্য্যে লোলুপ হ'য়ে
তা'কে বিধ্বস্ত ক'রে তোলে,—
সব সময়ই সতর্ক থেকো
তা'দিগকে তাড়িয়ে দিতে,
তা'দিগকে প্রশ্রয় না দিতে;
উদ্দীপনী বীর্য্যে
নিজেকে সংহত ক'রে
পরিবেশ-পরিস্থিতি সহ
আপদগুলিকে ঝেঁটিয়ে তাড়াও,
ভাস্বরের
বিভাদীপ্ত অনুস্পন্দনা
তোমাতে সজাগ হ'য়ে উঠুক,
বীর্য্যবান হ'য়ে ওঠ,
শৌর্য্যবান হ'য়ে ওঠ—
শিষ্ট বীর-বীর্য্য নিয়ে । ৩৬৭ ।

ক্ষমতা তোমার অসীম হো'ক,
প্রস্তুতি তোমার অগাধ থাক,
বোধ-বিবেক-সমন্বিত কৃতি-কৌশলে
তুমি অপ্রমেয় হও,
অসৎ-নিরোধী বিক্রম
তোমাকে দীপ্ত ক'রে তুলুক—
বিবস্বানের ঊর্জ্জনার মতন;
তোমার সন্ধিৎসাপূর্ণ ধী
যেন সব যা'-কিছুর
অন্তর বিদ্ধ করে—
সুসন্ধিসু অর্থান্বিত বিনায়নী তাৎপর্য্যে;
আর, সব যা'-কিছু নিয়ে
তোমার পারগতা
শ্রমপ্রিয় পরিবেদনায়
ক্ষিপ্রদীপ্তির সহিত উচ্ছল হ'য়ে চলুক

তেমনি তুমি আবার
বিনয়ী, আত্মম্ভরিতাশূন্য
প্রীতিসন্দীপ্ত পরিচর্য্যা-বিশারদ
দক্ষকুশল, অনুশীলন-তৎপর,
সার্থক সঙ্গতিশীল
অনুনয়ন-অভিদীপ্তি নিয়ে
লোক-স্বস্তির সুসিদ্ধ বিকিরণা হ'য়ে ওঠ,
শত্রু-মিত্র সবাই যেন বুঝতে পারে—
তুমি তা'দের অসৎ-নিরোধী
সত্তাসম্বর্দ্ধনী সুক্রিয় সম্বেগ;
আদিত্য-ঊর্জ্জনায়
তোমার বিভা
ছড়িয়ে পড়ুক চতুর্দ্দিকে—
চাঁদিমা-স্নিগ্ধ মলয়-বিভূষিত হ'য়ে;
স্বস্তি, শান্তি, স্বধা
তোমার জীবন-নর্ত্তনের সহিত
নেচে উঠুক
প্রতিটি তানে
প্রতিটি তালে
প্রতিটি লয়ে,
তুমি অহিংস হ'য়ে ওঠ
সব রকমে
সব দিক্-দিয়ে
প্রতিটি হিংসাকে নিরোধ ক'রে
সমীচীনভাবে,
বাস্তবে;
বিভূ-বিভূতি তোমার ব্যক্তিত্বে
উচ্ছল হ'য়ে উঠুক,
তুমি মানুষের স্বস্তিগীতি হ'য়ে ওঠ,
স্বস্তি-আচরণ-সম্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠ;
সবাই স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনায়

বিভূষিত হ'য়ে উঠুক—
সঙ্গতিশীল সার্থকতায়,
প্রতিটি ব্যষ্টি
প্রতিটি ব্যষ্টির—
প্রতিটি সমষ্টি
প্রতিটি সমষ্টির পরিধিকে
পরাক্রমী ক'রে,
প্রীতি-সম্বন্ধান্বিত ক'রে,
শ্রমপ্রিয় ক'রে,
নন্দনার সানুকম্পী
সম্বেদনী সম্বুদ্ধ উদাত্ত চলনে;
কৃতি তোমার হওয়াকে
মূর্ত্ত ক'রে তুলুক;
পরমদৈবত-আশিস্-মণ্ডিত অনুস্রোতা উর্জ্জনায়
প্রতিপ্রত্যেককে
সত্তাপোষণী সন্দীপনাতে প্রতিষ্ঠা ক'রে
প্রীতি-সম্বেদনায়
সাধু ক'রে তুলো,
মধুর ক'রে তুলো
পরম আত্মীয় ক'রে তুলো । ৩৬৮।

শোন বলি—
বিদ্যাবুদ্ধির সম্ভাবনা তোমাদের লাখ থাক্,
হবে না কিছুই
যতদিন পর্য্যন্ত
ধ'রে ক'রে
বোধদীপনী তাৎপর্য্যে
সার্থক সঙ্গতিতে
সেগুলি বিনায়িত ক'রে না তুলছ—
জীবনের বোধ-জ্ঞানে;
ক'রবে না কিছু

হবে সবই?
হ'লেও
তা' তোমার ব্যক্তিত্বের কিছু নয়—
ব্যষ্টি-সহ সমষ্টি নিয়ে,
কারণ,
করার মধ্যে শুধু আছে
অশিষ্ট চলন,
ব্যতিক্রমী ব্যবহার,
দুষ্ট স্বার্থলোভ;
আর, তা' দিয়েই কি তুমি
স্বর্গরাজ্য পাবে?
আর, তা' চাওয়াটা কি বাতুলতা নয়কো?
প্রতিটি ব্যষ্টি
অন্তর-বাহিরে
যদি তেজস্বী না হ'য়ে ওঠে—
সমষ্টিগতভাবে,
সে কি কখনও
পরাক্রমী হ'য়ে চ'লতে পারে—
সে বিদ্যায়-ই হোক,
বুদ্ধিতেই হোক্,
আর, কূটকৌশলেই হোক্,
তা'দের অর্থাৎ এই তোমাদের অদৃষ্টে
যতক্ষণ ঐ দুষ্টপ্রবৃত্তি বসবাস ক'রছে—
অলস শয্যায় শয়ন ক'রে,
আর, ব্যক্তিত্ব যতক্ষণ
তোমাদের সজাগ না হ'য়ে উঠছে—
সাত্বত সন্দীপনায়,
পরাক্রমী সুসন্দীপ্ত ঊর্জ্জনা নিয়ে
অসৎ-কে যদি নিরোধ ক'রতে না পার,
সৎ-কে যদি প্রতিষ্ঠা ক'রতে না পার,
এমন কে আছে যে ভাবতে পারে—

অন্তরের কোন একটা ফুৎকারে
তোমার যা'-কিছু সব
হ'য়ে উঠবে?
ফুটন্ত হ'য়ে উঠবে তোমরা দুনিয়ার কাছে?
দীপ্ত হ'য়ে উঠবে তোমরা দুনিয়ার কাছে?
প্রভাবশালী হ'য়ে উঠবে তোমরা
দুনিয়ার কাছে?
প্রীতিবন্ধনের সম্বন্ধ-সংস্থিত ক'রে
সবাইকে একায়িত ক'রে তুলবে
বৈশিষ্ট্যকে বজায় রেখে?
এ-ও কি সম্ভব?
তাই বলি—
অবশ হ'য়ে থেকো না,
অলস হ'য়ে থেকো না,
তমসাদীর্ণ অভিনিবেশ নিয়ে চ'লো না,
ঐতিহ্য, সংস্কার ও প্রথাগুলিতে নিষ্ঠা রাখ,
তা'দিগকে সাত্বত সঙ্গতিশীল ক'রে তোল;
আর, ঐ শ্রেয়নিষ্ঠ উর্জ্জনা
তোমাদিগকে
সব যা'-কিছুতে নিয়োগ ক'রে
তা'র ভালমন্দগুলিকে বিনায়িত ক'রে,
সৌষ্ঠব-অন্তরে,
তোমাদের ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত স্বস্তিকে
অটুট ক'রে তুলুক্,
তোমরা—
'অমৃতস্য পুত্রাঃ' হ'য়ে ওঠ ।৩৬৯।

তুমি
দুর্ব্বলতার ভাঁওতাবাজিকে
অহিংসার মুখোস পরিয়ে
একটা অশিষ্ট আচরণকে

শিষ্ট নামে
সঞ্চারণ ক'রতে প্রচেষ্ট থেকো না;
তা'র চাইতে
বস্তুতঃ তুমি যতটুকু যেমন পার,
সার্থকতার সঙ্গতি নিয়ে তা'ই কর—
তোমার কথা ও কর্ম্ম-উদযাপনার ভিতর-দিয়ে
অস্খলিত শ্রেয়নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ
যা'তে অগ্নি-উজ্জ্বল হ'য়ে উঠতে পারে
এমনতর ক'রে;
কথা, কাজ ও চালচলন—
অর্থাৎ আচরণ
যেন সঙ্গতিশীল হয়;
তুমি দুর্ব্বলও যদি হও,
তোমার অন্তঃস্থ অগ্নি
যদি স্ফুলিঙ্গ হয়,
তা'ও বাস্তব হ'য়ে উঠুক—
কৃতিদীপ্ত অভিসারে;
অল্পই হো'ক,
বেশীই হো'ক,
তোমার সঙ্গ ও স্বভাব
যেন সবাইকে
সুসন্দীপ্ত ক'রে তোলে;
অসৎ-নিরোধী তৎপরতাকে
কখনও মুঠো-চাপা দিয়ে রাখতে যেও না;
তোমার আচার-ব্যবহার
চালচলন স্বভাব-ধাঁচের ভিতর-দিয়ে
তা'কে দীপ্ত ক'রে তোল,
প্রীতি-পরিচ্ছন্ন ক'রে তোল—
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
প্রতিপ্রত্যেককে—
তোমার আওতায় যে বা যা'রা আছে সবাইকে—

সার্থক সঙ্গতি-সম্বুদ্ধ ক'রে,
তোমার ক্ষমতা—
ক্ষুদ্রই হো'ক
আর বৃহৎই হো'ক,
তা' যেন সবাইকে
পরিচর্য্যা ক'রতে পারে;
অগ্নিতীর্থ ক'রে
প্রত্যেকের হৃদয়কে অমনি ক'রেই
আনুগত্য-অনুশ্রয়ে
অস্খলিত নিষ্ঠানন্দিত কৃতিসম্বেগে
বাস্তব বীর্য্যে সন্দীপ্ত ক'রে রাখ,
আর, সেই সন্দীপনায়
সবাই যেন সন্দীপ্ত হ'য়ে থাকে
স্বস্তিচর্য্যার বিভূতি নিয়ে;
ঐ বিভূতি বিভব হ'য়ে
সবাইকে যেন
বিভবান্বিত ক'রে তোলে;
জীবনবর্দ্ধনার সামগীতি
সৌষ্ঠব-ধ্বননে
সক্রিয় আশিস্ মণ্ডিত ক'রে তুলুক সবাইকে;
আর, অসৎ-নিরোধ
শিষ্ট চর্য্যায় যেন
সন্দীপ্ত সজাগ হ'য়ে থাকে;
ভীরু কাপুরুষ থেকো না,
শ্রেয়চর্য্যা-নিরত থাক,
ধন্য হও তুমি,
আর, তোমার আওতায়
যা'রাই থাকুক না,—
তা'রাও ধন্য হ'য়ে উঠুক ।৩৭০।

হিংসা, অত্যাচার, অনশন ও মৃত্যুই
মানুষের পক্ষে মুখ্য আঘাত,

শুধু মানুষের কেন, সবার পক্ষেই,
অসৎ যা'
সেগুলি এক-এক সময়
এমনতর মূর্ত্তি নিয়ে উপস্থিত হয়;
যদি বিদ্রোহই ক'রতে হয়,
তবে অসৎ যা'-কিছু
তা'র বিরুদ্ধেই তা' কর;
আর, যদি বিপ্লব চাও,
সত্তাপোষণী, সত্তাসংরক্ষণী,
সাত্ত্বিক যোগ্যতার আপূরণী যা'-কিছু
এক-কথায় সত্তার জীবনবৃদ্ধিদ যা'-কিছু
সুদর্শনে
সম্যক্ বিনায়নে
তা'রই বিপ্লব আন,
অর্থাৎ তা'তেই প্লাবিত ক'রে তোল সবাইকে,
এবং এর অন্তরায় যেগুলি
তা'র কার্য্যকরী নিরোধ-প্রস্তুতি হিসাবে
আদর্শ-অন্বিত একজোট হ'য়ে
সক্রিয় তৎপরতায়
ধর্ম্মঘট সংঘটিত ক'রে যদি চল,—
তা' কিন্তু হবে পুণ্যেরই,
আত্মপ্রসাদেরই;
ধর্ম্মঘট মানে সক্রিয় ধৃতি-সংহতি,
মনে রেখো—
জীবন চায় বাঁচতে, বাড়তে,
আর, এই বাঁচাবাড়াকে যা' ব্যাহত করে
তা'কে নিরোধ ক'রতে—
আদর্শ-অন্বিত হ'য়ে
একমনা শ্রেয়-তৎপরতায়
জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে;
ঈশ্বরই জীবন-স্বরূপ,

সত্তায় তিনিই নিহিত—
সম্বর্দ্ধনী সম্বেগ নিয়ে,
আর, প্রবৃত্তির সত্তাবিদ্রোহী
বিকেন্দ্রিক অভিগমনই হ'চ্ছে
ছন্নগতিসম্পন্ন শাতনী প্রেরণা,
আর, অজ্ঞতাও সেইখানে;
সব্যষ্টি সমষ্টির উৎক্রমণী অভিযানকে
যা' ব্যাহত করে,
যা' হিংসা, অত্যাচার,
অনশন ও মৃত্যুর আবাহন ক'রে চলে—
সাত্ত্বিক অনুদীপনায় বিদ্রোহ সৃষ্টি ক'রে,
—এমনতর শাতন যা'-কিছুকে
দক্ষকুশল তৎপরতায় নিরোধ ক'রে চল—
শুভ-প্রদীপনায় নিজেকে অব্যাহত রেখে;
ঈশ্বরই মঙ্গল-স্বরূপ,
ঈশ্বর শুভ-সন্দীপনা
আর, তিনিই ধারণ-পালনী সম্বেগ ।৩৭১।

আমরা প্রতিটি ব্যষ্টি-বিশেষেই
খতম হ'য়ে যাইনি,
প্রতিটি ব্যষ্টি
তা'র সমগ্র পরিবেশের অঙ্গ-স্বরূপ;
এই অঙ্গ হ'তে যতই বিচ্ছিন্ন হ'য়ে
স্বার্থসন্ধিক্ষু সঙ্কীর্ণতায়
নিজের ব্যক্তিত্বকে সঙ্কুচিত ক'রে তুলবে,—
ততই বঞ্চনার কুহক-আলেয়ায় লুব্ধ হ'য়ে
সত্তাকে সংঘাতক্ষুব্ধ ক'রে তুলবে;
একথা ঠিকই জেনো—
এই পরিবেশ বা সমাজদেহের
প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের যে-কেউ হো'ক না কেন,
বা যত কেউই হো'ক না কেন,

শুভ-সন্দীপ্ত ব্যক্তিত্ব নিয়ে
যথাযথ পরিচর্য্যায়
উন্নতি-সন্দীপী অনুপ্রেরণায়
তাদিগকে প্রবুদ্ধ ক'রে যত তোলা যায়,
তা'রা পরিবেশেরই বা তোমাদেরই
শুভ-সন্দীপনী সম্বর্দ্ধনী অঙ্গ
বা প্রাণন-প্রদীপনার পরম হোতা
হ'য়ে ওঠে ততখানি;
তেমনি যা'রা কুৎসিত-আচারী,
সত্তা-সংঘাতী,
উচ্ছৃঙ্খলতার অনুচর্য্যায় আত্মনিয়োগ ক'রে
পরিবেশকে সংক্রামিত ক'রে তোলে,—
তা'রা কিন্তু শাতনেরই অনুচর—
নরকেরই কুহক-আবাহন—
তা'রা পরিবার, পরিবেশ বা সমাজ-জীবনের
কলুষ-স্বরূপ, ব্যাধি-স্বরূপ,
তা'দের যদি নিরাময় না কর—
কালে কিন্তু নষ্ট পাবে সবাই,
দীর্ণ, জীর্ণ হ'য়ে
তোমাদের জীবন জীয়ন্ত ভস্মে পরিণত হবে;
তাই, অন্যায় বা মন্দকে
সহ্য করা মানেই হ'চ্ছে—
ঐ সংক্রামকদেরই সাহায্য করা,
তা'দের সহায় হওয়া,
তা'দের প্রবল ক'রে তোলা,
এর চাইতে পরম ভ্রান্তি আর কী আছে?
অন্যায়, অসংযম, পরনিন্দা,
অন্যকে ক্ষুব্ধ ক'রে তোলা—
ইত্যাদি যেখানেই দেখতে পাবে,
যে-কোন রকমেই হো'ক না কেন,—
তা'কে তৎক্ষণাৎই

সমীচীন নিয়ন্ত্রণে
আয়ত্তে আনতে একটুও ত্রুটি ক'রো না,
বিলম্বে বিষবাষ্প উদগীরণ ক'রে
তা' সমস্ত পরিবেশকেই
ধ্বংসে দোধুক্ষিত ক'রে তুলবে;
ওকে সহ্য করা, সায় দেওয়া,
নিরোধ না-করা—
এর চাইতে বেকুবী আর কী আছে?
ঈশ্বরই বিধি-বিস্রোতা,
ঈশ্বরই বিধাতা,
তিনিই সত্তাসম্বর্দ্ধনী ন্যায়,
তিনিই পতিতের উদ্ধাতা ।৩৭২।

যদি বেশী কিছু নাও পার,
তবে, যা'র যেটুকু ভাল গুণ ব'লে তুমি জান,
তা'র কাছে তা'তো ব'লবেই,
তা'ছাড়া, পাঁচজনের মধ্যে ব'লতেও
কসুর ক'রবে না,
আর, তোমার মুখ্য করণীয় যা'-কিছু বাদে
যেটুকু সময় পাও,
প্রয়োজন-মত তা'র অনুচর্য্যা ক'রতেও
বিরত থেকো না;
মানুষের এই এতটুকুর ভিতর-দিয়েই
একটা প্রীতি-সম্বন্ধ গজিয়ে ওঠে,
পরস্পরের প্রতি পরস্পরে
আশাবাদী হ'য়ে ওঠে;
নিন্দাবাদের ভিতর-দিয়ে,
রেষারেষি আক্রোশের ভিতর-দিয়ে,
অন্যায্যকে নিরোধ বা নিয়ন্ত্রণ
না করার ভিতর-দিয়ে
মানুষ ক্রমশঃ মানুষের শত্রু হ'য়ে ওঠে;

যদি কা'রও নিন্দা ক'রতে হয়,
সোজাসুজি তাকে লক্ষ্য ক'রে
ব'লতে যেও না,
'আমরা অনেকে এমনতরই ক'রে থাকি,
তা' করা ভাল নয়কো,
সে তুমিই হও আর আমিই হই,—
তা'র ফলে এই হয়'—
এমনতর হৃদ্য ভাষণের ভিতর-দিয়ে
যত কমনীয় অথচ কঠোরভাবে ব'লতে পার,
তা'তে কিন্তু দোষস্খালনের
আগ্রহ্ জেগে ওঠে;
আর, কোথাও যদি ব'লতেই হয়,
সেখানেও অমনতরভাবে
তোমাদের দুজনের মধ্যেই বলা ভাল—
হৃদ্য কমনীয় অনুকম্পায়,
দুষ্ট কর্ম্মের প্রতি কঠোরতা নিয়ে;
ব'লতে হয়—
'এমনতর ব্যবহার পেলে
আমি হ'লেই বা কী ক'রতাম
তুমি হ'লেই বা কী ক'রতে,
—ভাল লাগত না কা'রও,
সে তোমারও না, আমারও না,
অন্যায্য বা অন্যায়
ভাল লাগাই কিন্তু
একটা বিকৃতির লক্ষণ';
কিন্তু কাউকে দোষারোপ ক'রে
কঠোরভাবে যদি কিছু বল,—
সে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে উঠবে তোমা হ'তে,
যা'র ফলে, অমৈত্রী-ভাব
বা শত্রুভাব
গজিয়ে উঠতে থাকবে,

—তা' কিন্তু অনেকেরই;
তাই, তেমনতর করা ভাল নয়কো;
তা' বিরোধ ও ব্যতিক্রমেরই স্রষ্টা,
ওতে পরস্পর পরস্পর হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে
ক্রমশঃ বিষাক্ত বিদ্রোহের দম্বল
সৃষ্টি হ'তে থাকে
প্রত্যেকের অন্তরে;
কর্ত্তব্যের কথাও যদি রুষ্টভাবে বল,
ভাল পরিবেষণও যদি রুষ্টভাবে কর,
ঐ রুষ্ট-সংঘাত প্রত্যেকের অন্তরকে
আবিষ্ট ক'রে
আক্রোশপ্রবণই ক'রে তোলে—
প্রত্যেকের প্রতিই প্রত্যেককে
যা'রা অমনতর করে;
অন্যের রুষ্ট ব্যবহার হজম ক'রেও
যদি কেউ হৃদ্য বান্ধব চলনে চলে,
তাহ'লে কিন্তু একদিন-না-একদিন
তা'র ঐ বান্ধবতার প্রভাব ঢুকে
তা'কে ঐ পথেই
সক্রিয় ক'রে তুলতে চেষ্টা করে,
তাই, এতে ঠকা কিন্তু কমই;
তাই বলি—
বান্ধবতা-সমীক্ষু অনুনয়নের ভিতর-দিয়ে
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রতে থাক—
মৈত্রী-অনুকম্পায়;
অনেক জঞ্জাল এড়াবে,
সুখী হবে। ৩৭৩।

কথা
কাজের উপক্রমণিকা মাত্র,
কথা যতক্ষণ কাজে পরিণত না হয়

প্রত্যয় রেখো না তার উপর,
অপেক্ষা কর, দেখ;
সৎ-সন্দীপনার শত্রু যে
তা'র নিরোধাত্মক
সমস্ত কৌশলই প্রয়োগ ক'রো—
যা'তে কুশল হ'য়ে ওঠে এমনতর ক'রে;
প্রস্তুতিকে নিখুঁতভাবে
সুসজ্জিত ক'রে রেখ—
অসৎ যা'-কিছু
তা'কে পরামৃষ্ট ক'রতে—
এমনতরভাবে—
যদি আক্রান্তও হও,
সে-আক্রমণকে
যেন নিমেষে ধূলিসাৎ ক'রতে পার;
তোমার শত্রু
সে যেমনতরই হো'ক না কেন,
তা'কে নষ্ট করার আকাঙক্ষা
মনে পোষণ ক'রো না;
পোষণ ক'রো ও সুসজ্জিত রেখো
সেই সমস্ত ফন্দি-ফিকির
যা'তে তা'র বা তা'দের
ঐ অহিত উদ্যম
একদম নষ্ট হ'য়ে যায়,
তা' মাথাতোলা দিতেই না পারে,
এমন-কি তা'র চিহ্নমাত্র না থাকে,
সত্তাচর্য্যায় যদি অসৎ-নিরোধ-শক্তিকে
বলবৎ না রাখ,—
অসৎ যেমনই হো'ক না কেন,
তা' বেড়েই যাবে,
তাই, তা' যা'তে কিছুতেই
বেড়ে যেতে না পারে

বা একদম তিরোহিত হয়,
সমীচীন বিজ্ঞ অভিসারণায়
এমনভাবে
নিরোধশক্তিকে সুদীপ্ত ক'রে রেখো;
মনে রেখো—
তোমার শত্রু মানুষ নয়,
শত্রু—
মানুষের অসৎ-উদ্দীপনা—
যা'
ব্যক্তি, জাতি ও সমাজকে
বিষাক্ত ক'রে তোলে,
নষ্ট ক'রে ফেলে,
নির্ম্মূল ক'রে দেয়;
তাই বলি—
অসৎ-দমন-প্রস্তুতি,—
অসৎ যা'-কিছুকে
মুছে ফেলার প্রস্তুতি
যেন সব সময় তাজা তর্‌তরে থাকে;
যেমন শরীরের বেলায়
ব্যাধি-নিরোধ-প্রস্তুতি
যদি তর্‌তরে না থাকে—
তা' যেমন সত্তাকে
নির্ম্মূল ক'রে দিতে পারে,
শত্রুও কিন্তু তা'ই—
বুঝে চ'লো । ৩৭৪।

অসৎ মানেই হ'চ্ছে—
যা' সত্তাকে
পোষণপ্রদীপ্ত ক'রে তোলে না—
তা' শরীর, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার
সব নিয়ে,—

যা' এই পোষণার বিরুদ্ধে
নিরোধ সৃষ্টি করে—
তা' অল্পই হো'ক
আর বিস্তরই হো'ক,
এমন-কি,
কথাবার্ত্তা, চালচলন, আচার-ব্যবহারেও
তেমনি কিন্তু;
যা' সত্তাকে
সম্বৃদ্ধ ক'রে তোলে না,
শিষ্ট বৈধী-অনুবেদনাগুলিকে
সংঘাত-সংক্রমণায় ভেঙ্গে-চুরে দিয়ে
একটা কিম্ভূতকিমাকার ক'রে তোলে,—
তাই কিন্তু অসৎ;
সত্তাকে যা'
পোষণ করে না,
পরিপালন করে না,
পরিবর্দ্ধন করে না,
এমনতর অসৎ যা'-কিছু
তা'তে নজর রেখো,
সাবধান হ'য়ো,
তা'রা যেন তোমাকে পেয়ে না বসে,
তোমার সত্তার
উৎখাত ক'রে না ফেলে—
তা' রাষ্ট্র-সমাজ-দেশ-প্রদেশ
সব-তা'র ভিতরেই—
এমনতরভাবে;
অসৎনিরোধী তৎপরতায়
তুমি যদি দক্ষ হ'য়ে না ওঠ,
অন্যকে দক্ষ ক'রে না তোল,—
সে দুর্ব্বহ অসৎ-এর কাছে
তোমাকে নতিস্বীকার ক'রতেই হবে,

আত্মবিলয় ক'রতেই হবে;
পরিবার,
পরিবারের ছেলেপুলে,
আত্মীয়স্বজন—
যে যেখানে যেমনতর থাক্ না কেন—
সবা'র দিকে নজর রেখো,
সবাইকে উদ্দীপ্ত ক'রে তোল—
ঐ অসৎ-নিরোধে;
বাঁচতে হ'লেই
বাড়তে হ'লেই
অসৎকে নিরোধ ক'রে তুলতেই হবে;
তাই বলি, বুঝে চ'লো । ৩৭৫।

অসৎ-উদ্বেগ
যেখানে যে-অবস্থায়
যেমন ক'রেই
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠুক না কেন,—
তৎক্ষণাৎ তা'কে
নিরোধ ক'রতে ভুলে যেও না—
বিবেকী তৎপরতায়,—
তা' যে-অবস্থায় গজিয়ে ওঠে
সে-অবস্থাকে
প্রশমিত ক'রে তুলে'
শিষ্ট-সুষ্ঠু ক'রে তুলে';
অসৎ-উদ্দীপনী বীর্য্য—
যা' অসৎকে উদ্ভিন্ন ক'রে তোলে—
তা' নিরসন ক'রে দাও,
এমনি ক'রেই
নিখুঁত পর্য্যবেক্ষণে
সেগুলিকে নিষ্পন্ন কর;
নইলে, তা' কিন্তু

সুযোগ ও সুবিধা পেলে
বিপর্য্যয়ই সৃষ্টি ক'রবে,—
যে-বিপর্য্যয়কে নিরোধ করা
তোমার পক্ষে কঠিনই হ'য়ে উঠবে;
তোমার স্বাভাবিক সন্দীপনা হ'চ্ছে—
বেঁচে থাকা, বেড়ে চলা,—
সুবিধায়নী তাৎপর্য্যে
স্বস্তিকে সুষ্ঠু রেখে,
যেখানে যেমন ক'রে তা' ক'রতে হয়—
তা' ক'রো;
বিধায়নার
বিধিসম্বুদ্ধ জীবনীয় তাৎপর্য্যই কিন্তু—
স্বস্তি,
আর, ঐ স্বস্তির 'পর দাঁড়িয়ে আসে—
সম্বৃদ্ধি । ৩৭৬।

তোমার চালচলন,
আচার-ব্যবহার
বোধবিবেকী সন্দীপনায়
এমনতর শিষ্ট ও সুন্দর ক'রে তোল—
যা'তে আপদ্-বিপদ্
কমই আসতে পারে,
আর, আপদ্-বিপদ্ যদিও আসে—
সুদক্ষ তৎপরতায়
তা'কে সমীচীনভাবে নিরোধ ক'রো—
যা'তে তা' চাগাড় দিয়ে উঠে
তোমার কোনপ্রকার
অনিষ্ট না ক'রতে পারে;
আর, তুমি যদি এমনতরভাবে কর, চল,—
আপদ্-বিপদ্‌কে
সমীচীনভাবে নিরোধ ক'রতে পার—

ঐ তাৎপর্য্যে
তোমার বোধবিবেকও তেমনি
শিষ্ট ও তৎপর হ'য়ে উঠবে,
ক্ষিপ্র হ'য়ে উঠবে,
যা'র ফলে—
তোমার আপদ্-বিপদের ভয় তো ক'মেই যাবে,
তা' ছাড়া,
তোমার ঐ তৎপরতা
অন্যেরও আপদ্-বিপদে সহায়ক হ'য়ে
তা'র অত্যাচারকে
নিরোধ ক'রে তুলবেই—
এমনতর তৎপরতায়;
তুমি নিজেকে
অমনতরই দক্ষ ক'রে তোল
যা'তে তুমিও বাঁচ,
অন্যকেও তেমনি ক'রে বাঁচাতে পার;
এই আপদ্-উদ্ধারণ তৎপরতা
তোমার শিষ্ট সাত্ত্বিক উৎসর্জ্জনাকে
সঙ্কট-মোচন ক'রে তুলবে—
সুদুরপ্রসারী
বোধদৃষ্টিসম্পন্ন দক্ষ ক'রে তুলে'—
ক্রম-তৎপরতায়,
আর, তুমিও
সার্থকতায়
শুভ-সন্দীপনী অনুক্রমণায়
সার্থক হ'য়ে উঠবে;
ঘাবড়ে যেও না,
ঘাবড়ে যাওয়া কিন্তু
আপদ্‌কে আরো তীব্র ক'রে তুলে থাকে;
তাই, সাবধান ! । ৩৭৭।

সুব্রত হও—
তা' গানে, ভ্রমণে, গতিতে,
কুশলকৌশলী কৃতি-তাৎপর্য্যে;
তোমার জীবনটা
একটা মাঙ্গলিক প্রপাত হ'য়ে উঠুক—
মাঙ্গলিক পরিচর্য্যায়
কৃতি-উচ্ছ্বাসে;
অসৎ যা'-কিছুকে জান—
বিহিত সন্ধিৎসা নিয়ে,—
যেন বিহিত তুকে
তা'কে নিরোধ ক'রে
মাঙ্গলিক অধিষ্ঠিতিতে
সবাইকে
সম্যক্রূপে
অধিষ্ঠিত ক'রে তুলতে পার;
দরদভরা বুক তোমার
সব আপদে-বিপদে
মানুষের
শুভসুন্দর নিষ্কৃতি-স্থণ্ডিল হ'য়ে উঠুক—
সত্তার সম্বোধন-সঞ্চারণে;
অসৎ-নিরোধ তুমি
অমনি ক'রেই ক'রতে থাক—
বিহিত যেখানে যেমন তেমনি করে;
ব্যর্থ হ'য়ো না,
কম্পিত হ'য়ো না,
দোদুল্যমান হ'য়ো না,
অসৎ-নিরোধই তোমার
সাধনার বস্তু হো'ক,
সুসন্ধিৎসার সহিত
সম্যক্ বীক্ষণে
অসৎ যা'-কিছুকে

পর্য্যালোচনা ক'রে
যেখানে যেমন প্রয়োজন তা'ই ক'রো—
যা'তে তা' নিরুদ্ধ হ'য়ে ওঠে,
মাঙ্গলিক অভিদীপ্তি
মানুষের হৃদয়কে আলো ক'রে
উৎসারিত হ'য়ে উঠুক;
ইষ্টনিষ্ঠা
ইষ্টানতি
অস্খলিত উচ্ছ্বাসে উচ্ছল হ'য়ে উঠুক—
তোমার প্রতিটি কাজে,—
তা' সাত্ত্বিক সম্বর্দ্ধনাতেই হো'ক,
আর অসৎ-নিরোধী তাৎপর্য্যের
ভিতর-দিয়েই হো'ক;
দরদী হও,
লোকপ্রীতি তোমাকে
মুগ্ধ ক'রে তুলুক,
দুঃখকষ্ট-নিরাকরণ
তোমার স্বভাব-সন্দীপনা হ'য়ে উঠুক;
এমনি ক'রেই
প্রতিটি প্রত্যেক
যেন তা'র আত্মিক উৎসর্জ্জনায়
ভরপুর হ'য়ে ওঠে
এমনতরভাবে—
যা'তে সে তা'
না ভুলতে পারে;
আর, আমি বলি—
প্রতিটি গানে
প্রতি পদক্ষেপে
প্রতিটি আপদ্-উদ্ধারণ-গতিতে
তা'রা তোমাকে
তা'দের হৃদয়-দেবতা ব'লে

বিভোর হ'য়ে উঠুক;
তুমি শান্তি আন,
তৃপ্তি আন,
সাহায্য দিয়ে
কৃতি-তৎপর ক'রে তোল সবাইকে—
যা'র ফলে, তা'রা
স্বতঃসন্দীপ্ত
কৃতিবিভবসুন্দর হ'য়ে ওঠে—
বিভুতে প্রীতিবিহ্বল হ'য়ে;
এমনি ক'রেই
প্রতিটি হৃদয়ে
বিভু-অধিষ্ঠিতিকে
সজাগ ক'রে তোল,
আর ঐ সজাগ ব্রতে
ব্রতী হ'য়ে চ'লতে থাক,
তোমার শুভ যেন
সবার শুভ হ'য়ে ওঠে । ৩৭৮।

তুমি নারীই হও
আর, পুরুষই হও,
তোমার মান, অপমান, আত্মমর্য্যাদা
অভিমান, আত্মম্ভরিতা, আত্মসম্ভ্রম
সবই যেন ন্যস্ত থাকে—
তোমার শ্রেয় যিনি
বা তোমার স্বামী যিনি
তাঁ'রই ব্যক্তিত্বের
অনুচর্য্যী আরাধনার উপর;
তুমি ব্যক্তিগতভাবে কা'রও কাছে
কোনরূপ সংঘাত পেয়ে
ক্ষোভান্বিত না হ'য়ে উঠতে সচেষ্ট থেকো,
আর, ঐ চেষ্টা যেন এমনতর হয়,

যা'তে কোন বিক্ষোভ
তোমাকে স্পর্শ ক'রতে না পারে;
কিন্তু ঐ শ্রেয় যিনি
বা তোমার স্বামী যিনি,
তাঁ'র জীবন, আরাধনা
পালন-পোষণ ও পূরণ-পরিচর্য্যায়
কেউ যদি কোন সংঘাত হানে,
বা তাঁ'কে কেউ অপদস্থ করে—
তখন সেগুলিকে
তোমার নিজের ব'লেই বিবেচনা ক'রো,
তা'তে তুমিই অপদস্থ হ'লে
তা'ই বিবেচনা ক'রে চ'লো,
আর, তা'র নিরাকরণে
হৃদ্য অনুচলনে
বিহিত যা' করণীয়, তা' ক'রো;
ফল কথা, অন্যের অমনতর ব্যবহারে
তোমার হৃদ্য অনুবেদনা
ও অনুচর্য্যী সৌজন্য
এমনতর ক'রে তোল,—
যা'তে সে অনুতপ্ত হ'য়ে ওঠে,
আর, এই অনুতপ্ত হ'য়ে
যখনই সে উপযুক্ত প্রতিকারে
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে তুলবে,
বা তোমার শ্রেয় বা স্বামী যিনি
তাঁ'কে প্রসন্ন ক'রে তুলবে—
স্বতঃ-সন্দীপনার আকুল আবেগে,—
বুঝে নিও—
তুমিও প্রসাদমণ্ডিত হবে তখনই,
ঐ কেন্দ্রায়িত অনুবেদনায়
তুমিও নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে উঠবে—
যোগ্যতার অভিসারিণী আলিঙ্গন নিয়ে

তোমার ঐ শ্রেয় বা স্বামীর
অনুচর্য্যী আরাধনায়
অর্চ্চন-অনুদীপনায়;
তুমি তো স্বস্তি পাবেই,
আর, এই করণের ভিতর-দিয়ে
তাঁ'কেও স্বস্তির অধিকারী ক'রে তুলবে;
স্বস্তি
ঈশ্বর-পূজার পরম অর্ঘ্য । ৩৭৯।

কখনও ইষ্টনিষ্ঠা,
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগকে
অপদস্থ ক'রতে যেও না—
তা' নিজেরই হো'ক বা অন্যেরই হো'ক;
সৎ-এর ভানে
অসৎ-এর সেবা ক'রতে যেও না,
ক'রো তা'ই,
নিও তা'ই,
সংগ্রহ ক'রো তা'ই,—
যা' সৎকে পরিপুষ্ট করে;
যা'-কিছু সত্তাপোষক,
তা' কিন্তু সকলের পক্ষেই—
রকমারি পন্থায়,
যা' সবার পক্ষেই শিষ্ট, সৎ—
তা' কর্ম্ম বা ব্যবহার
বা কথায় গ্রহণ ক'রো;
যা' তোমার পক্ষে
সৎ ব'লে মনে কর,
তা' করতে গিয়ে
যদি অন্যের সত্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়,
পারতপক্ষে তা' ক'রো না—
যতক্ষণ-না তা'

প্রত্যেক্ষভাবে উভয়েরই
সত্তাপোষণী হ'য়ে ওঠে,
এমনি ক'রেই চ'লতে চেষ্টা ক'রো;
ঐ সৎ-নিষ্ঠা যদি
একবার ভেঙ্গে যায়,
তুমিও কিন্তু
ঐ ভাঙ্গনস্রোতাই হ'য়ে চ'লবে;
তুমি তো যাবেই,
তোমার আওতায় যা'রা ছিল—
তা'রাও যাবে,
মনে রেখো—
সেই মহাত্মা কবীর সাহেবের বাণী—
'সবসে রসিয়ে, সবসে বসিয়ে
সবকা লিজিয়ে নাম,
হাঁজী! হাঁজী করতে রহো
বৈঠা আপনা ঠাম'। ২৮০।

নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগ নিয়ে
ইষ্টনিষ্ঠায়
যতই সংবিষ্ট হ'য়ে উঠতে পারবে
ক্রম-তৎপরতায়,
তোমার সাত্বত দীপ্তিও
তেমনি বৃদ্ধি পেতে থাকবে,
শুধু তা'ই নয়,
সঙ্গে-সঙ্গে
অসৎনিরোধী তৎপরতাও
শিষ্ট দর্শনে বিনায়িত হ'য়ে
তা'র নিরোধ-নিষ্পাদনে
তোমাকে তেমনি সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলবে,
তুমি মানুষের অন্তরের
অসৎনিরোধী দেববিভা হ'য়ে উঠবে—

নিরোধ-তৎপর
একটা জীবনীয় অনুকম্পাশীল শুভ-উদ্বর্ত্তনায়,—
যা'তে অসৎ-অভিভূত যা'রা
তা'রাও ক্রমশঃই
সদ্-দীপনী তৎপরতায়
স্বস্থ, শিষ্ট ও সুষ্ঠু হ'য়ে
সৎ সেবানিরতি নিয়ে
নিরয়পঙ্কিল হৃদয় হ'তে
মুক্ত হ'য়ে উঠবে;
সার্থকতা
অর্থশীল তাৎপর্য্যে
তোমাকে অভিনন্দন ক'রতে থাকবে,
আবার, তা'
অসৎ-এরও কালকূটবাহী ঊর্জ্জনাকে
বিলীন ক'রে
লোকের ভরসাকে
তেমনতরই প্রকৃষ্ট ক'রে তুলবে । ৩৮১।

ঊর্জ্জী-নিষ্ঠা মানে এ নয়কো,
বিক্রম, বীর্য্য বা পরাক্রমই বল না কেন—
তা'র মানেও এ নয়কো,
অসৎ-নিরোধ মানে সব সময় এ নয়কো—
যে, মানুষকে উদ্ধত অত্যাচারে
অযথা বিমর্দ্দিত ক'রে তুলবে;
শিষ্ট অনুচলনের সহিত,
কৃতি-পরিচর্য্যা নিয়ে,
দরদী অনুকম্পী উদ্দীপনার সহিত
এমনতরভাবে চ'লবে,—
যা'তে মানুষ,
মানুষ কেন
পশুপক্ষীও নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে

চ'লতে চেষ্টা করে;
অবশ্য যেখানে
ঐ অসৎ-উদ্দীপনা
বিষাক্ত ঔদ্ধত্য নিয়ে চ'লছে,—
সেখানে নিরোধও তেমনতরই ক'রতে হবে;
প্রয়োজনও নির্দ্ধরিত ক'রো—
ঐ অসৎ-উদ্দীপনী উগ্রতা দেখে,
আর, প্রস্তুতিও যেন তেমনতরই থাকে—
সব দিক-দিয়ে;
পরাক্রম, ঊর্জ্জনা, উদ্যম
ও বিক্রমের সার্থকতাই
তোমার অন্তঃস্থ অন্তরের
শ্রেয়সন্দীপ্ত অনিবার্য্য উচ্ছল আবেগ,
যা'র ফলে,
অর্থাৎ যা' থাকার দরুন
যেখানে যেমন করা প্রয়োজন—
তা' ক'রে
অসৎকে নিরোধ ক'রতে পার;
তা' যদি না কর,
তবে ঐ অসৎ-সংক্রমণ
সব দিক-দিয়ে
বেড়াজালের মতন ঘিরে
তোমার শিষ্ট সত্তাকে
ছিন্নভিন্ন ক'রে ফেলবে;
অসৎ-যা'-কিছু
তা'কে প্রশ্রয় দিও না,
তা' সমর্থন ক'রো না,
শুভ-নিয়ন্ত্রণ ও নিরোধ ক'রে
তা'কে নির্বীর্য্য ক'রে তুলো,
যা'তে ঐ সংক্রামক স্বভাব
সংযত না হ'য়েই পারে না;

অস্খলিত-নিষ্ঠ হও,
নিষ্ঠাশাসিত আনুগত্য-কৃতি নিয়ে;
বিন্যাস-বিনায়নে
শুভসন্দীপী যা'-কিছুকে
বাস্তবায়িত ক'রে তোল—
ব্যবহারের মাধুর্য্য
ও চর্য্যাভরা অনুকম্পা নিয়ে;
সুখী হও,
সুখী কর । ৩৮২।

কা'রও কোন ভাব, ভাষা,
অভিব্যক্তি, ভঙ্গী
আচার, ব্যবহার ইত্যাদি
যা'ই হো'ক না কেন,
তা' তোমার বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শ
বা ইষ্ট-অর্থ-অনুধ্যায়িনী অনুচারণকে
যদি সমর্থন করে,
উপচয়ী ক'রে তোলে—
সক্রিয় তৎপরতায়,
আর, ঐ ইষ্টানুগ অনুধ্যায়িতায়
অন্বিত হ'য়ে ওঠে,—
তা'কেই সমর্থন ক'রো;
দ্ব্যর্থ-ব্যঞ্জক হ'লে
কুশল দক্ষতার সহিত
তা'কে বিশ্লেষণ ক'রে
ঐ ইষ্টার্থ-অনুধ্যায়িতায়
অনুগতিসম্পন্ন যদি ক'রে তুলতে পার—
ভালই;
আর, তা' যদি কোনপ্রকারে
অপচয়ী হ'য়ে ওঠে
বা হ'য়ে উঠতে পারে—

বিবেচনা কর,
কুশল দক্ষতায় তা'কে নিরোধ ক'রো
স্পষ্ট, দক্ষ, হৃদ্য-বিন্যাসে—
যতখানি তা' হওয়া সম্ভব;
কথাই হো'ক,
ব্যাপারই হো'ক,
বা চলনই হো'ক,
তা' খণ্ড ও সামগ্রিকভাবে বিবেচনা ক'রে,
যেখানে যেমন ক'রতে হয় তা'ই ক'রো,
তা' না ক'রলে অচিরেই দেখতে পাবে—
তোমার কেন্দ্রনিষ্ঠা
চ্যুতিবিহ্বল হ'য়ে উঠছে,
সঙ্গে-সঙ্গে তোমার অন্তর্নিহিত পরাক্রমও
পর্য্যুদস্ত হ'য়ে চলছে;
মনে রেখো—
যা' খণ্ডভাবে ভাল হ'য়েও
সামগ্রিকভাবে খারাপ,
সেখানে ঐ খণ্ডও খারাপ,
আবার, যা' সামগ্রিকভাবে ভাল—
তা' খণ্ডরূপে খারাপ হ'লেও
মূলতঃ খারাপ নয়,
বরং শুভ-ধর্ম্মী;
নির্ব্বোধ চালাক সাজতে গিয়ে
ব্যক্তিত্বকে জলাঞ্জলি দিও না,
অবৈধ যা'
তা'কে এড়িয়ে যাওয়ার অছিলায়
বৈধী-সঙ্গতিকে ত্যাগ ক'রো না,
নষ্ট পাবে কিন্তু;
ঈশ্বর চির-শ্রেয়,
বিধিস্রোতা,
পরাক্রম-উৎস । ৩৮৩।

যতক্ষণ ইষ্টার্থ ব্যাহত না হয়,
গণস্বার্থ বিমর্দ্দিত না হয়,
সত্তা নিষ্পেষিত না হয়,
ইষ্টার্থ, গণস্বার্থ ও সত্তাবিক্ষোভী সংঘাত
অন্বিত হ'য়ে
দলনদীপনায় তোমার কাছে উপস্থিত না হয়,
বা উপস্থিত হ'তে পারে—
এমনতর সুসঙ্গত আভাস না পাও,
এক-কথায়, আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টি
ও তা'র অনুশীলনী উদ্দীপনা
যতক্ষণ ব্যাহত না হয়—
এক-কথায়, অখণ্ড উদয়নী তৎপরতায়
চ'লতে থাকে,—
ততক্ষণ পর্য্যন্ত কখনও কোথাও
কিছুতেই যা'তে আঘাত হানতে না হয়,
এমনতর বিনায়নী তৎপরতা নিয়েই
চ'লতে থেকো;
আর, অমনতর কোন আভাস পেলেও
কিংবা তা'র সম্ভাব্যতা
উঁকিঝুঁকি মারতে দেখলেও,
পূর্ব্ব হ'তেই তোমাদের প্রস্তুতিকে
এমনতর বিনায়িত, ব্যবস্থিত
সুদক্ষ ক'রে রেখো,
প্রয়োজনকালে যা'তে
যথোচিতভাবে
নিয়মন বা নিরোধ ক'রতে পার
ঐ ভয়াল অভ্যুত্থানকে,
তা'কে দলিত, দমিত, দীর্ণ ক'রে
তোমার অস্তিত্বের অভিসারকে
অবাধ ক'রতে পার;
তাই ব'লে,

নিজে যদি কোথাও অবজ্ঞাত হও,
অনাদৃত হও,
অপমান ও লাঞ্ছনায় জর্জ্জরিত হ'য়ে ওঠ,
তোমার অভিমান যদি
ক্রূর-বিক্ষোভীই হ'য়ে থাকে,
সেখানে মৈত্রী-সম্ভাব্যতাকে
নিরুদ্ধ ক'রো না,
অহঙ্কার বা হীনম্মন্যতাকে প্রশ্রয় দিয়ে
বৈরি-বিপাকের
শরজাল সৃষ্টি ক'রতে যেও না,
বরং তোমার ঐ প্রবৃত্তিগুলিকেই
বিনায়িত ক'রে তুলো;
সব সময় আহ্বান ক'রো—
মৈত্রীকে, স্বস্তিকে, শান্তিকে,
অনুরাগের উদাত্ত বন্ধনী—
ভক্তি, প্রীতি ও বান্ধবতাকে;
এর জন্য যদি তোমার
সর্ত্ত বা দাবীকে কিছু ক্ষুণ্ণও ক'রতে হয়—
তা'ও ত্রুটি ক'রো না,
বান্ধব-নিবদ্ধ সঙ্গতিশীল জীবন
আদর্শ-অনুপ্রাণনায় সুসঙ্গত হ'য়ে
শক্তি ও জয়-উল্লাসে
অভিদীপ্তই হ'য়ে চলে;
ঈশ্বরই মৈত্রী,
ঈশ্বরই বোধায়নী তৎপরতার
কুশলকৌশলী দক্ষ অনুপ্রাণনা,
ঈশ্বরই শক্তি,
ঈশ্বরই জয়,
ঈশ্বরই সব যা'-কিছুরই সার্থক সন্দীপনা ।৩৮৪।

সব সময়ই মনে রেখো—
ইষ্টীতপা সৎ-সন্দীপী তুমি,

তোমার বাক্য, ব্যবহার, ভাবভঙ্গী, চালচলন
যেন হৃদ্য অনুদীপনায়
সৎ-সন্দীপী উপচয়ী
শ্রেয়প্রতিষ্ঠই হ'য়ে চলে;
মনে রেখো,
তোমার যে শত্রু—
তা'রও তুমি বান্ধব,
তোমার অসৎকে নিরোধ করাই
যেমন তোমার সত্তার আকূতি,
তোমার শত্রুর অসৎ যা'-কিছু
তা'কেও নিরোধ করা
তোমার স্বভাব-চলন—
তা' কিন্তু হৃদ্য অনুবেদনা নিয়ে,
বান্ধব-অনুচর্য্যায়,
আপ্যায়নী তর্পিত চলনে,
দক্ষকুশল তৎপরতায়;
তোমার ঐ অনুচর্য্যী ব্যবহার, চালচলন
থাকা সত্ত্বেও,
ঐ সৎ-সন্দীপনা
প্রসার-পদবিক্ষেপে পরিচালিত হওয়া সত্ত্বেও,
বৃত্তি-মদ-গর্ব্বী কেউ তোমাকে
নিষ্পেষিত ক'রতে
নির্য্যাতিত ক'রতে
বিধ্বস্ত ক'রতে
যদি অগ্রসরই হয়,
অনুকম্পী অনুবেদনা নিয়ে
ঐ শাতনী আক্রমণকে বিপর্য্যস্ত ক'রতে
একটুও ভুলো না বা ত্রুটি ক'রো না—
তোমার বেষ্টনী ও বিস্তারণাকে সুদৃঢ় রেখে;
এমনতর প্রস্তুতিতেই
সব সময় প্রস্তুত থেকো—

যা'তে তোমার তা'র কাছে
আত্মবিক্রয় ক'রতে না হয়,
উপযুক্ত ব্যবস্থিতির সহিত
বিহিতভাবে নিপাতিত ক'রে তোল তা'কে,
সঙ্গে-সঙ্গে অনুকম্পী অনুচর্য্যায়
তা'র হৃদয় জয় ক'রতে চেষ্টা কর,
আর, যদি তা' পার—
জয় কিন্তু তোমার সেখানে,
আর, সে জয়ে
তোমার শত্রুও কিন্তু উৎফুল্ল হ'য়ে উঠবে—
সুদৃঢ় বান্ধব-নিবন্ধনে,
এই জয়ই বাস্তব জয়;
তা' যতক্ষণ না পারছ,—
তুমি যদি তা'কে নিহতও কর,—
সে নিহত হবে বটে,
কিন্তু তোমার পরাক্রম
জয়যুক্ত হ'য়ে উঠবে না;
ঈশ্বর সবারই বান্ধব,
আর, তাঁ'র ঐ আলিঙ্গনকে
অস্বীকার ক'রে যা'রা চলে,
শাতনবৃত্তিই তা'দিগকে
অপলাপী-লোপ-লুব্ধ ক'রে তোলে—
বৃত্তির মদ গর্ব্বী ঔদ্ধত্যদৃপ্ত ক'রে;
হৃদয়কে জয় কর,
ঐ জয়ের সিংহাসনে ঈশ্বর
আসীন হ'য়ে রইবেন । ৩৮৫।

মানুষের আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে
সত্তা ও সত্ত্বের বিনায়িত সম্বর্দ্ধনা
এক-কথায়, ব্যক্তিত্বের সাংস্কৃতিক উদ্দীপনা

যখনই বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত হ'য়ে ওঠে—
সব্যষ্টি সমষ্টির,—
পরাক্রম-প্রদীপনায়
বীর্য্যবিক্রমী তৎপরতায়,
জনগণ তখন তা'কে
ব্যাহত বা নিরুদ্ধ ক'রতে
উৎকণ্ঠ আন্দোলনে
আহব-আহ্বানে
মত্ত হ'য়ে উঠতে থাকে;
তা'রা চায়—
বাঁচতে, বাড়তে
এই বাঁচা-বাড়ার ব্যাঘাত যা'-কিছু
সেগুলি নিরসন ক'রে
নিরোধ ক'রে
সত্তায় উদাত্ত হ'য়ে
সুকেন্দ্রিক অন্বিত তৎপরতায়
সলীল ও উদ্দাম চলনে চ'লতে;
সম্বর্দ্ধনী স্বচ্ছন্দ চলনে চ'লতে;
জানুক বা না-জানুক
অমৃত-উৎসব-উপভোগই হ'চ্ছে
তা'দের সত্তার সংক্ষুধ চলন—
বিনায়িত বর্দ্ধনায়
সার্থক নিবন্ধনে
পারস্পরিকতায় নিবদ্ধ ক'রে সবাইকে,
সঙ্গে-সঙ্গে তা'র বিপর্য্যয়ী যা'—
তা'কে প্রতিরোধ ক'রে
নিরস্ত ক'রে;
কেউ যখন প্রভুত্বের লালসায়
আসুরিক হনন-তৎপরতায়
সব্যষ্টি সমষ্টির ব্যক্তিত্ব—
এক-কথায়, সত্তা ও সত্ত্বকে

সংঘাত-পীড়িত ক'রে
মর্দ্দিত ক'রে চ'লতে চায়—
শোষণ-সন্দীপনার লোল-জিহ্বা নিয়ে,—
তা'দের অন্তর্দেবতা তখনই
বিদ্রূপ-বিক্রমে
আত্মরক্ষায় বদ্ধপরিকর হ'য়ে ওঠে,
আহব-আমন্ত্রণই হ'য়ে ওঠে,
তা'দের জীবন-উৎসব,
অন্তর্নিহিত স্বস্তিদেবতা
পাঞ্চজন্যের বিশাল বাদনে
প্রতি প্রাণে-প্রাণে বিঘোষিত ক'রে থাকে—
'হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং
জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্';
এই বিদলন হ'তে যদি নিষ্কৃতি পাও—
আহব-আমন্ত্রণের ঘূর্ণিবাত্যাকে
অতিক্রম ক'রে,—
ধরণীকে, মহীকে উপভোগ ক'রবে,
আর, এই ধর্ম্মরক্ষার আহবে
ঐ সাত্ত্বিক সন্দীপনা ও ঈশী-অনুবেদনা নিয়ে
মৃত্যুও যদি হয় তোমাদের,—
স্বর্গলাভ ক'রবে তোমরা,
আর, তা' যদি না কর,—
ঐ পাপ-নির্য্যাতনে
তোমাদিগকে নিষ্পেষিত হ'য়েই চ'লতে হবে;
তাই, ওঠ, জাগ,
বরেণ্য যিনি তাঁ'তে সংহত হ'য়ে ওঠ,
মৈত্রী প্রতিষ্ঠা কর—
অসৎ-নিরোধী পরাক্রম নিয়ে,
মৈত্রীর বিপর্য্যয়ী যা'
তা'কে বিদূরিত কর
বিধ্বস্ত কর;

তোমাদের স্বস্তি উদগ্র হ'য়ে উঠুক,
জ্যোতিষ্মান বিভা বিকিরণ করুক,
ধারণ-পালন-সম্বেগে অধিষ্ঠিত থেকে
ঈশী-আশীর্ব্বাদ সর্ব্বতোমুখী হ'য়ে
তোমাদের অভিনন্দিত ক'রে তুলুক,
আহব-আহূতি
তোমাদের জয় ঘোষণা করুক;
ঈশ্বরই পরাক্রম,
ঈশ্বরই অসৎ-নিরোধী সম্বেগ,
ঈশ্বরই সত্তাপোষণী পরমার্থ-তীর্থ। ৩৮৬।

স্মরণ যেন থাকে,
আর, এই থাকাটাকে
এমনতরই সহজ ক'রে নাও—
তোমার সাত্ত্বিক চেতনার
সাবধানী সন্ধিৎসার
চতুর বোধদৃষ্টি নিয়ে—
দূরদর্শিতার ক্রমবর্দ্ধনায়,
উপস্থিতবুদ্ধির তীক্ষ্ম অনুচলনে,
প্রস্তুতির ক্ষিপ্র তৎপরতায়,—
যেন শাতন-পরাক্রম
তোমাকে কিছুতেই
বিপর্য্যস্ত ক'রে তুলতে না পারে,
অশুভর তামস-প্রভাব
তোমাকে স্তব্ধ ক'রে তুলতে না পারে,
অমঙ্গলের অসৎদীপনা যেন
কিছুতেই তোমাকে
ব্যাহত ক'রে তুলতে না পারে;
ইষ্টানুগ তরতরে ত্বরিত আগ্রহকে
এমনতরই দক্ষক্রিয় ক'রে তোল—
যা'তে তুমি সর্ব্বান্তঃকরণে

ধন্য সক্রিয়তায়
নিষ্পন্নতার অর্ঘ্য-অঞ্জলি দিয়ে
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলতে পার তাঁকে;
আর, তোমার এই গতিকে
কোনপ্রকার শাতনী তামস-প্রভাব
যেন কিছুতেই ব্যাহত ক'রতে না পারে,
জড়িয়ে আটকিয়ে ফেলতে না পারে তোমাকে,
তোমার বোধদৃষ্টি প্রতিটি পদক্ষেপে
তা'র অন্তরায়গুলিকে
বিবেচনার বিবেকদীপনায়
বিহিতভাবে দমিত ও নিয়ন্ত্রিত ক'রে
তোমার গন্তব্যকে
সর্ব্বপ্রকারেই যেন
বাধাশূন্য ক'রে তুলতে পারে
এই দীপ্ত অভিনিবেশকে
কিছুতেই, কোনক্রমেই
ত্যাগ ক'রতে যেও না,
যখন যা'কে যে-মূহূর্ত্তে
নিরোধ করা উচিত,
প্রশমিত করা উচিত
বা বিন্যাস করা উচিত—
সে-মুহূর্ত্তেই তা' ক'রবে
যথোচিত তৎপরতায়—
অশুভ যা'-কিছুর
প্রতিক্রিয় সিদ্ধ সম্বেগে;
মনে রেখো—
সুখ্যাতি ক'রবারও তোমার কেউ নেই,
নিন্দনীয়ও তোমার কেউ নেই,
ইষ্টার্থ-আনুকূল্যে
যা' যতই অর্থান্বিত হ'য়ে উঠেছে—
তা'ই তোমার নন্দনার

হৃদ্য আলিঙ্গনযোগ্য ততখানি,
তা' ছাড়া যা'-কিছু
তোমার বা কা'রো কিছু নয়কো,
সবই বর্জ্জনীয়
—বিনায়ন-যোগ্য;
আরো মনে রেখো—
সৎপ্রকৃতি কখনই বেকুব হ'তে চায় না,
আর, সৎ-দীপনা যখন
আহাম্মকী বা বেকুবী পদক্ষেপে চ'লতে থাকে,
তখনই বুঝো—
তোমার চেতনার অন্তঃস্থ যোগদীপনা
প্রখর ও প্রবুদ্ধ হ'য়ে নেইকো,
সক্রিয় তৎপরতায়
নিটোল কর্ম্মপ্রবণ হ'য়ে নেইকো,
কোথায় কোন্ চাহিদার ভিতর-দিয়ে
কোন্ প্রবৃত্তির মুহ্যমান অভিশাপে
তুমি বোধহারা হ'য়ে র'য়েছ;
খুঁজেপেতে সেটাকে বের ক'রে
তখনই তা'র নিরাকরণ না ক'রে
ভুলকে প্রশ্রয় দিতে যেও না,
সর্ব্বতঃ-পরিশুদ্ধিকেই
চেতন-অর্ঘ্যে আবাহন ক'রো;
ধন্যবাদ
পরমার্থী স্নেহল দীপনায়
তোমাকে চারুচলনের
অধিকারী ক'রে তুলবে,
কৃতি
কৃতার্থ হ'য়ে
কৃতকর্ম্মা ক'রে তুলবে তোমাকে,
তোমার অন্তঃস্থ ধারণপালনী সম্বেগ
বাস্তবতার ঐশী-উপঢৌকনে
সার্থকতায় অর্থান্বিত ক'রে তুলবে তোমাকে ।৩৮৭।

ইষ্টার্থ-সমর্থন ও সহানুভূতির ভাঁওতায়
যা'রা তোমাদের ভিতর
বিরোধ সৃষ্টি করে,
প্রতারণার ভিতর-দিয়ে
এক হ'তে অন্যকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তোলে,
ইষ্টার্থ-সার্থকতার নানা কিছু অবতারণা ক'রে,
স্বার্থসিদ্ধির বা উদ্দেশ্যসিদ্ধির
ভাঁওতাবাজি জাল সৃষ্টি ক'রে চলে,
ইষ্ট বা আদর্শ হ'তে
মানুষকে বিভ্রান্তির মহড়ায়
ভিন্ন বা আলাহিদা ক'রবার প্রয়াসী যা'রা,
আদর্শপূজার বাহানায়
মানুষকে আদর্শচ্যুত ক'রে তোলবার
পরিচালনা নিয়েই চলে,
সংহতিকে ভেঙ্গে নানারকমে
দলের সৃষ্টি ক'রে থাকে,
স্তোতন-অনুকম্পায় নিন্দাবাদ ক'রে
বা নিন্দাবাদের প্রশ্রয় দিয়ে
মানুষের অন্তঃকরণ
ভ্রান্তি-কোটরস্থ ক'রে তোলবার প্রয়াসই
যা'দের বদান্য-আপ্যায়না,
—এক-কথায়, হজরত রসুলের ভাষায়
যা'রা স্বার্থ-সংক্ষুধ মোনাফেক,—
এমনতর সংস্রব হ'তে
নিজেকে সাবধান রেখো,
অন্যকেও সাবধান ক'রতে কসুর ক'রো না;
কারণ, এর আওতায় প'ড়লেই
তোমার অন্তঃস্থ সাত্বত অভিনিবেশ
ছিন্ন-ভিন্ন হ'য়ে উঠবে,
আদর্শে বিক্ষেপ সৃষ্টি হবে,
পারস্পরিকতা ব্যাহত হ'য়ে উঠবে;

এই এমনতর অক্টোপাশের কূট আলিঙ্গন
তোমার জীবন ও বর্দ্ধন-স্রোতকে
বিক্ষিপ্ত ও বিকেন্দ্রিক ক'রে
সার্থক সঙ্গতিশীল চলনকে
ধ্বংস-ধর্ষিত ক'রে তুলতে
একটুও ত্রুটি ক'রবে না কিন্তু;
তোমার সত্তা,
ইষ্টীচলন
ও সম্বেদনী পারস্পরিক সংস্রব
ঐ সংঘাতে দীর্ণ ও বিদগ্ধ হ'য়ে
জাহান্নমের দিকে চ'লতে থাকবে;
ধর্ম্মের অলৌকিক প্রত্যাশায়
দীক্ষা, অনুশীলন ও অনুচলন
কেন্দ্রচ্যুত হ'য়ে
ইষ্টহারা হ'য়ে
আত্মোন্নতির বাস্তব প্রস্তাবনা
ও প্রকৃষ্ট চলনকে
নিকেশ ক'রে
সম্যক্ সার্থক সঙ্গতিশীল কৃতিচলনকে
নষ্ট ক'রে তুলবেই কি তুলবে;
তাই, ভগবান রসুলের কথা—
"যাহারা স্বীয় ধর্ম্মকে
খণ্ড খণ্ড করে
ও দলে দলে বিভক্ত হয়,
তাহাদিগের সহিত তোমার কোন সম্বন্ধই নাই,
তাহাদের কর্ম্মফল তো আমার হাতে,
পরন্তু তাহারা পৃথিবীতে
যাহা কিছু করিয়াছে,
তাহার ফলাফল
তিনি তাহাদিগকে জ্ঞাপন করিবেন";
তাই বলি,—সাবধান!

এমনতর কাউকে দেখলে
বা বুঝতে পারলে
তোমাদের সঙ্গ ও সঙ্গতি হ'তে
দূরেই রেখো তাদের,
নিজেরাও দূরে থেকো;
অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়
সেগুলিকে একদম নিরাকরণ ক'রতে
এতটুকুও কসুর ক'রো না—
যদি বাঁচতে চাও,
আর অন্যকেও বাঁচাতে চাও । ৩৮৮।

তোমার অন্তঃকরণে
ইষ্টনিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ
যতই অস্খলিত হ'য়ে চ'লতে থাকবে—
শ্রমপ্রিয়তা নিয়ে,—
ভক্তিও সেখানে
অটুট উন্মাদনায়
উচ্ছল হ'য়ে চ'লবে—
দুর্ব্বার ঊর্জ্জনা নিয়ে;
তোমার বোধদীপ্তি
অনুকম্পাশীল অনুনয়নে
নিখুঁত বিবেকের সহিত
যা'-কিছুকে পর্য্যালোচনা ক'রে
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যকেও
তেমনি ক'রেই
উচ্ছল উদ্ভবে উদ্ভাসিত ক'রে তুলবে;
তোমার নিখুঁত বিবেচনা
অন্বিত ক্রম-সঙ্গতিতে
সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি নিয়ে
সব যা'-কিছুর ক্রম-নির্ণয়ে
সিদ্ধান্তকে সুচারু সঙ্গতিশীল ক'রে

মীমাংসায় সম্বুদ্ধ হ'য়ে
তদন্বিত কর্ম্মেই
নিয়োজিত হ'য়ে চ'লতে থাকবে;
প্রীতিসম্বেদনী স্নিগ্ধালোকে
সব যা'-কিছুর ক্রূর-সঙ্গতিকে
সরল ক'রে নিয়ে
ঠিক তেমনি ক'রেই
সার্থক হ'য়ে ওঠ,
আচার-ব্যবহার, কথাবার্ত্তা, চাল-চলন—
সব যা'-কিছু
ঐ সঙ্গতি নিয়ে
সার্থক সন্দীপনায় চ'লতে থাকবে;
ঐ স্নিগ্ধতার অন্তরে
তপন-তাপসের
ছায়াহীন আলো নিয়ে
অগ্নির হোমবহ্নিতে
সবিতৃ-নন্দনায়
সব যা'-কিছুকে সার্থক ক'রে—
তোমার অস্তিত্বই
সব সত্তার অভয় হ'য়ে দাঁড়াবে;
সঙ্গতিহীন দুর্ব্বল কাপুরুষতা
কি তখনও তোমাতে স্থান পাবে?
তা' কি হয়?
ওঠ, জাগো,
বরেণ্য যা'-কিছু
তা'কে প্রতিষ্ঠা কর—
অসৎ-এর তামস-উদ্দীপনাকে
চুরমার ক'রে দিয়ে ।৩৮৭।

ইষ্ট, আচার্য্য বা অধ্যাপক-নিষ্ঠা
বীর্য্যবান আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ

যা' শ্রমপ্রিয় তাৎপর্য্যে
উদ্দীপ্ত হ'য়ে থাকে—
তা'কে জীবনের
অপরিহার্য্য অবলম্বন ক'রে নিও,—
যে-কোন ব্যাপার
বা অবস্থাই আসুক না কেন;
তুমি
ঐ শ্রেয়
অর্থাৎ ইষ্টই হ'উন
বা আচার্য্যই হ'উন—
যা'কে তুমি
জীবনের অবলম্বন ক'রে রেখেছ—
তাঁ'র বা তাঁ'দের
জীবন-অভিযানের সাথে
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
যেগুলি অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠে,
সেগুলিকে গ্রহণ ক'রো—
অন্যগুলি
অর্থাৎ যেগুলি গ্রহণ-অযোগ্য বা মন্দ
তা'কে জেনে, শুনে, বুঝে
প্রয়োজন-অনুপাতিক নিরোধ ক'রে,
এড়িয়ে,
বা বিনায়িত ক'রে,
উৎকর্ষের দিকে,
অন্যায় বা অন্যায্য যা'
তা'র সাথে কোনপ্রকার
আপোষরফা না ক'রে,
এক-কথায়,
নিজের অন্তরের ত্রুটি ও দুর্ব্বলতাকে
প্রশ্রয় না দিয়ে;
এমনিভাবে চ'ললে—

তোমার চলাটা
প্রথমতঃ একটু কটু লাগলেও
ক্রমশঃ স্বতঃ-সাবলীল হ'য়ে উঠতে থাকবে;
দেখতে পাবে—
ভাল ভাল'র সাথে মিশে
কেমনতর সঙ্গতিশীল হ'য়ে উঠছে,
আর, মন্দই বা কেমনতর বিনায়িত হ'য়ে
উৎকর্ষের দিকে এগিয়ে যা'চ্ছে;
তাই, প্রতিটি বস্তু-বিশেষের বিশেষত্বকে
সঙ্গতিশীল তৎপরতায় জেনে,
কোন্‌টার পক্ষে কোন্‌টা সঙ্গত
তা' সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের ভিতর-দিয়ে
সম্যক বিচারণা ক'রে,—
যা' তোমার আদর্শের সাথে সংশ্লিষ্ট
তা'কে সমর্থন ও পরিচর্য্যা ক'রে,
নিজের বোধ ও বিবেকের আওতায় এনে
তোমার চলনকে
উপযুক্ত শিষ্টসন্দীপ্ত ক'রে—
যতই তুলতে থাকবে—
এগুতে থাকবে তুমি ততই উৎকর্ষের দিকে—
কুশলকৌশলী তাৎপর্য্যে,
ক্ষিপ্র ত্বরিত তৎপরতায়
বা ধীর নিশ্চিত পদক্ষেপে;
কিন্তু,
বোধ দিয়েই হো'ক
বিবেচনা দিয়েই হো'ক
আর, স্বার্থ দিয়েই হো'ক
কা'রো সাথে যদি
আপোষরফা ক'রে নিয়ে চল—
তোমাকে ফিরতে হবে তিমিরের দিকে,
আর, তোমার জীবনে তিমির

ক্রমশঃ ঘনায়িত হ'য়ে উঠতে থাকবে;
তাই বলি—
নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগে,
শ্রমপ্রিয় তৎপরতায়
চ'লতে থাক—
ধী-বিনায়িত বোধ-বিবেক নিয়ে,
অসৎ-নিরোধী উদ্দীপনায়,
উন্নতি এগিয়ে আসবে,
সার্থকতাও
মাঙ্গলিক আহ্বানে
তোমাকে আমন্ত্রিত ক'রে চ'লবে;
প্রতি হৃদয়ের ধ্বনন-স্পন্দন
অনুকম্পা-বিভোর হ'য়ে
ভক্তিবিহ্বল অন্তঃকরণে
তোমাকে ধন্য ক'রে তুলবে;
ধারণ-পালন-সম্বেগ-সন্দীপ্ত
পরাৎপর যিনি
তাঁ'তে নজর রেখে চল,
তাঁ'র আশিস্‌কে গ্রহণ ক'রে
কর্ম্মে ফুটিয়ে তোল,
সাত্বত সার্থকতা তোমাকে
অভিনন্দিত ক'রবে ।৩৯০।

আমি বলি—
বারবার বলি—
কত রকম-বেরকমে বলি—
অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠ হও,
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে
শ্রমপ্রিয় তাৎপর্য্যে
তোমার অস্তিত্বকে
বজ্রব্যক্তিত্বসম্পন্ন ক'রে তোল,

তা'র বিকম্পিত নির্ঘোষের
আলোক-বিচ্ছুরণায়
সব দুনিয়াটা
স্তব্ধ-উজ্জ্বল হ'য়ে উঠুক;
কেঁপে উঠুক তোমার হৃদয়,
কেঁপে উঠুক মাটি,
কেঁপে উঠুক গাছপালা, উদ্ভিদ্-জগৎ,
কেঁপে উঠুক আকাশ-বাতাস,
সৎ-সন্দীপনী তৎপরতায়
ঐ উর্জ্জীতেজা বিচ্ছুরণা
সবাইকে ঝলসে দিক,—
অসৎ যা'-কিছু
খান-খান ক'রে দিক,—
ধূলিসাৎ ক'রে দিক;
সর্ব্বনাশা তমসার তিরোধান হ'য়ে
ফুটে উঠুক —
অমরণদীপ্ত অমৃতস্রোতা সুধানির্ঝর;
মানুষ
প্রতিপ্রত্যেকে
তা'র অন্তর-বাহিরের
সার্থক সুষ্ঠু-নিয়মনায়
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
নিজের ব্যষ্টি-সহ সমষ্টিতে
বিস্তৃত হ'য়ে উঠুক,
দীপ্তি
তৃপ্তি আনুক,
নির্ঘোষ-কম্পনা
বীর্য্য নিয়ে আসুক,
আর, ঝলক দিয়ে আসুক—
বোধবিবেকী সঙ্গতিশীল
সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণী অনুধায়নায়

সূক্ষ্মদৃষ্টি—
যা' প্রতিটি বস্তুর যা'-কিছুকে দেখে-বুঝে,
সার্থক সঙ্গতির সহিত
তা'র বাস্তব বিধায়নাকে—
সুদীপ্ত সংহতির সহিত
তা'র সাত্বত অভিব্যক্তিকে—
বুঝে চ'লতে পারে;
এমন ক'রেই
ঐ বজ্রদীপ্ত ব্যক্তিত্ব
তীব্রকর্ম্মা কম্পনদীপনায়
যা'-কিছুকে বিধায়িত ক'রে
সত্তাকে সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলুক,
অমর ক'রে তুলুক,—
স্মৃতিবাহী চেতনার
উজ্জ্বল প্রভাবে;
আলোচনী দক্ষতপা দীপ্তি
সুষ্ঠু নিয়মনায়
তীব্রতার তরুণ আভায়
কৃতিসুন্দর শ্রমপ্রিয়তার সহিত
মূর্ত্ত ক'রে তুলুক—
যা'-কিছুর সত্তাকে
সুন্দর ও সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলে';
তা' কি পারবে না?
কর,—
নিশ্চয়ই পারবে । ৩৯১।

আদর্শ যা'দের এক,
একতাও তা'দের সহজ । ৩৯২।

সুকেন্দ্রিক শুভসন্দীপী
হৃদ্য অনুচলনে যা'রা চলে,—
তা'রাই সভ্য । ৩৯৩।

শুভেপ্সা-সন্দীপ্ত সন্ধিৎসু
আপ্যায়নী অনুচলনই হ'চ্ছে
লৌকিকতার প্রকৃষ্ট ভূমি ।৩৯৪।

যে-সমাজে সুযোগ্যতার যত খাঁকতি,
বেকার-সমস্যারও সেখানে তেমনি বাড়তি ।৩৯৫।

পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন
প্রবর্দ্ধনার জন্য,
যে-পরিবর্ত্তন প্রবর্দ্ধনাকে ব্যাহত করে—
তা' কিন্তু জাহান্নমপন্থী ।৩৯৬।

আদর্শ, ধর্ম ও কৃষ্টির
অন্বিত-চলন-সমন্বিত সত্তানুচর্য্যা
যখন ব্যাহত হ'য়ে ওঠে,—
অন্ধ যুগের সুরু হয় তখন থেকেই ।৩৯৭।

সুনিষ্ঠ শ্রেয়-অনুচর্য্যা,
বৈশিষ্ট্যপালী বৈধী-বিবাহ,
নারীর সতীত্ব এবং পারিবারিক সংহতি—
সমাজ-জীবনের পক্ষে অপরিহার্য্য ।৩৯৮।

কৃষ্টি-অভ্যাসের ভিতর-দিয়ে
প্রথা উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে,
আর, এই প্রথাই আবার কালক্রমে
কৈফিয়ত হারিয়ে ফেলে সাধারণ জীবনে
ফলদাত্রী হ'য়েও ।৩৯৯।

বৈশিষ্ট্য-বিভেদ থাকা সত্ত্বে
যখন পরস্পর পরস্পরের
পোষণ-পূরণ-তৎপর ও অনুচর্য্যী,—

বুঝে নিও—
তা'দের আদর্শ এক,
আর, তা' নিষ্ঠা-অন্বিত । ৪০০।

যে-প্রতিভা
সাত্বত ঐতিহ্যকে ব্যাহত করে,
কৃষ্টি-ব্যত্যয়ী হয়,—
তা'র প্রভাব থাকতে পারে,
কিন্তু তা' যে জাতীয় বিভব-বিধ্বংসী—
তা' ঠিকই । ৪০১।

উদ্ধত, স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিগত চিন্তা ও চলন
বোধায়নী তাৎপর্য্যকে নষ্ট ক'রে
মানুষকে বিচ্ছিন্ন-ভাবাপন্ন ক'রে তোলে—
প্রবৃত্তি-তান্ত্রিকতায়,
ফলে, ধর্ম্মীয় বাঁধন শ্লথ হ'য়ে
সমাজও অপকর্ষী হ'য়ে ওঠে । ৪০২।

ধর্ম্মের উপর দাঁড়িয়ে
কুলসংস্কৃতিপ্রবুদ্ধ তর্পণাদি
যদি অক্ষুণ্ণ না থাকে,
এবং তা' যদি সুকেন্দ্রিক চলনায় না চলে,—
তবে বংশ বা জাতির
বীর্য্যবত্তা ও জননশক্তি ক'মে যায়,
ফলে, জাতির অধঃপতন ও ক্রম-অবলোপ
অনিবার্য্য হ'য়ে ওঠে । ৪০৩।

একানুগতিসম্পন্ন বিদ্রোহী চলন
ব্যক্তি বা জাতির পক্ষে বরং ভাল,
কিন্তু আদর্শবিহীন, অরতিবিষণ্ণ
ম্রিয়ল, অন্তঃসারশূন্য

কুৎসা-অভিচারী
শ্লথ অবসাদ-চলন
ব্যক্তি বা জাতির পক্ষে
ভয়াল ও সর্ব্বনাশা । ৪০৪।

ঐতিহ্য-অনুগ কৃষ্টিতপ্ত ব্যক্তিত্ব
যতই উচ্ছল হ'য়ে উঠতে থাকবে,
জাতির সর্ব্বতোমুখী উন্নতিও
ক্রম-চলনে বাড়তে থাকবে তেমনি—
প্রতিটি পরিবারকে পরিচ্ছন্ন ক'রতে-ক'রতে । ৪০৫।

যা'রা শরীরকে ভেঙ্গেচুরে
সত্তার উন্নতির প্রয়াসশীল,
তা'রা শরীরকেও হারায়
সত্তাকেও হারায়,
তেমনি যা'রা
সামাজিক কাঠামোকে ভেঙ্গেচুরে
গণোন্নয়নে প্রয়াসশীল—
তা'রা সামাজিক সংহতিকে হারায়,
গণ-উন্নতিকেও বিসর্জ্জন দিয়ে থাকে । ৪০৬।

যে-গোষ্ঠীতে বিবাহ-বর্জ্জন নাই,
যা'রা বৈধী-বিবাহ ও কৃষ্টি-তৎপরতায় সুনিষ্ঠ,
ইষ্টানুগ সার্থক সঙ্গতিশীল চলনই
যা'দের জীবনপ্রবাহ—
লোকপালী-বৈশিষ্ট্য-সমন্বয়ে,
তা'রা স্বভাবতঃই সম্ভ্রান্ত ও লোকপূজ্য । ৪০৭।

সুকেন্দ্রিক শ্রেয়ার্থপরায়ণতার সহিত
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায় নিয়ে
সন্ধিৎসু, সুকৌশলী, সুসঙ্গত বোধি-তৎপরতায়

বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্মের
হৃদ্য সমঞ্জস চলনে নিরন্তর হ'য়ে
যা'রা চ'লতে থাকে
নিরলস অভিযানে,
তা'রাই শক্তিশালী হ'য়ে ওঠে—
সঙ্গতি-তৎপর গণসংহতিতে ।৪০৮।

আর্য্য যদি অনার্য্যকন্যাকে বিবাহ করে,
সেই অনার্য্যকন্যার গর্ভজাত সন্তান
আর্য্যই হ'য়ে থাকে,
প্রকৃতি-বৈষম্য-জনিত স্তরবিভেদ হ'লেও
পিতৃবর্ণই পায়,
তাই, সে আর্য্যসমাজের অপাঙ্‌ক্তেয়
বা অনাচরণীয় নয়,
কারণ, বীজেরই গুণ উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে
অভিব্যক্তিত্বে ।৪০৯।

ইষ্টার্থপরায়ণ পৌরুষত্ব, সংহতি ও পরাক্রম
যেখানে যত নিস্তেজ,—
শ্রেয়নিষ্ঠা, কুল ও আত্মমর্য্যাদার অপলাপও
সেখানে তত তীব্র,
তাই, সে-সমাজ বা পরিবারের স্ত্রীগণও
ব্যভিচার-উন্মুখ স্বতঃই,
বিবাহ-বিতৃষ্ণাও সেখানে প্রবল,
কুপ্রজননের কুৎসিত মহড়াও সেখানে অলল,
নারীগণ সেখানে
বোধিহানি ও স্বাস্থ্যহানিরই প্রসূতি ।৪১০।

শ্রেষ্ঠ তা'রাই
যা'রা শাশ্বতকে বলি না দিয়ে
তৎপূরণী নবীন পোষণীয় যা'-কিছুকে

আপ্তীকৃত ক'রে নিয়েছে—
কুলে, শীলে, পারিবারিক প্রথায়,
দৈনন্দিন জীবনে,
আর, এর ব্যত্যয় যেখানে
সে যা'ই হো'ক না কেন
সর্ব্বতঃ প্রস্বস্তিপ্রদ নয় তা' । ৪১১।

গণ-অন্তঃকরণ
সামাজিক সংহতি-তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়ে
এই কথাই ব'লে থাকে—
তোমরা অন্যকে
যে-সকল সুযোগ ও সুবিধা দিতে পার,
আমরাও অবস্থামাফিক তাই-ই দেব—
যদি তা' সত্তাপোষণী
বৈশিষ্ট্যপালী গণসম্বর্দ্ধনী হয়;
আর, প্রকৃতিও ঐ কথা বলে—
তুমি চ'লবে যেমন, ক'রবে যেমন,
পাবেও তেমন । ৪১২।

এক-আদর্শ-অন্বিতি যা'দের নাই,—
পারস্পরিক উন্নতি-অনুচর্য্যা
তা'দের ভিতর বিরল,
সংহত হ'তে পারে না তা'রা,
চাহিদা, মত, পথ প্রত্যেকের
প্রত্যেকের বিপরীত,
বাদ-বহুলতা অবশ্যম্ভাবী সেখানে;
সাধনা তা'দের—
আত্মস্বার্থ-সন্ধিৎসু
সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তির পূরণ-পরিচর্য্যা । ৪১৩।

সাম্যবোধ ভাল,—
কিন্তু বৈশিষ্ট্যবোধকে

ব্যাহত ক'রে নয়,
তা' বরং মূর্খতারই মুখ্য ভঙ্গী,
বৈশিষ্ট্যের শীলানুশাসনকে
সুসঙ্গত অন্বিত তৎপরতায় বিনায়িত ক'রে
যে একসূত্রী অন্বিত জ্ঞান—
যা' প্রতিটি বিশেষকেই বিশেষিত ক'রে
বর্দ্ধনায় বিদীপ্ত ক'রে তোলে,—
সাম্য সার্থক কিন্তু সেখানেই;
নয়তো, তা' ভণ্ডুল পরিবেদনা ছাড়া
আর কিছুই নয়কো ।৪১৪।

দেশে শ্রেয়ানুধ্যায়ী সুসঙ্গত বোধিপ্রাঞ্জল
বীর্য্যবান বৈশিষ্ট্যপালী আপূরণী মহানদের
অভাব ঘ'টে ওঠে যতই,
জাতিও অসহায় হ'য়ে ওঠে ততই,
প্রবৃত্তিলাঞ্ছিত
সত্তাসংরক্ষণী আকৃতির সম্বেগ থেকে
অপরিচ্ছন্ন গণতান্ত্রিকতাও
মাথা তোলা দিয়ে উঠতে থাকে ক্রমশঃ,
প্রবুদ্ধ বীর্য্যশালী ব্যক্তিত্বে
জাতি তখন আর
দানা বেঁধে উঠতে না পেরে
দিশেহারা বিচলিত
বিক্ষুব্ধ বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্ব নিয়ে
প্রবৃত্তি-তাড়নায় সশঙ্ক অসহায়ের মত
আত্মরক্ষায় বিভ্রান্ত হ'য়ে চলে ।৪১৫।

যদি জীবন ও জাতিকে
জাজ্বল্যমান জীয়ন্ত ক'রে
মূর্ত্ত ক'রে তুলতে চাও
সব দিক-দিয়ে, সর্ব্বতোভাবে,—

তবে, শ্রেয়সন্দীপী বৈশিষ্ট্যপালী
সুষ্ঠু বিবাহ ও সুপ্রজনন-নীতিকে
এখন থেকেই আঁকড়ে ধর,
অভ্যাসে প্রথাগত ক'রে ফেল,
সুসন্তানের অধিকারী হবে,
সম্বর্দ্ধনায় সঞ্চরণশীল হ'য়ে চ'লবে;
নয়তো, ঐ সন্তান-সন্ততি
তোমার বিপাক-বিধ্বস্তির ইন্ধনই হ'য়ে চ'লবে,
রোগ, শোক, দারিদ্র্যাকুলিত অভিসম্পাতে
ক্ষয়িষ্ণু হ'য়েই চ'লতে হবে । ৪১৬।

যে-সম্প্রদায়ে, যে-সমাজে, যে-জনপদে
বারবিলাসিনী, ভ্রষ্টা, ব্যভিচারিণী,
অশ্রেয়-পরায়ণা যত কম—
সে-জনপদের সংস্থিতি ততই স্বস্তিসম্পন্ন,
পরন্তু, ঐ সম্প্রদায়, সমাজ বা জনপদে
ইষ্টার্থ-শ্রেয়সেবিনী, স্বামীর সত্তাপোষিণী,
তৎস্বার্থে স্বার্থান্বিতা,
অনুরক্তা অনুচর্য্যাপরায়ণা,
পরিবার ও পরিজনের শ্রদ্ধাসন্দীপী,
সহযোগ-সংহতির তীর্থ-স্বরূপা
সাধ্বী-রমণী যত বেশী—
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের
অভিজাত সম্বর্দ্ধনাও সেখানে তত বেশী । ৪১৭।

গণ বা জাতি যতক্ষণ
এক আদর্শ বা ইষ্ট-অনুচর্য্যী,
পারস্পরিকভাবে সংহত,
কৃষ্টি-অনুবর্ত্তী সদাচার-প্রবণ,
শ্রেয়শ্রদ্ধা-সম্বুদ্ধ,
বরেণ্য-জননীতিপালী,

অসৎ-নিরোধী পরাক্রমশীল হ'য়ে চলে—
বৈশিষ্ট্যপালী সক্রিয়তায়
কর্ম্মঠ যোগ্যতা নিয়ে,—
এক-কথায়
অতটুকু সম্বর্দ্ধনী চর্য্যাও যা'দের থাকে—
বোধি, শক্তি ও সম্বর্দ্ধনা
তা'দিগের প্রতি বিরূপ হয় কমই,
আর, এ যেখানে যত কম—
পরাভব-মন্যতাও সেখানে তত বেশী। ৪১৮।

গণ বা জাতি
ইষ্টার্থপরায়ণতায়
যতই দরিদ্র হ'য়ে ওঠে,
কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্য অবজ্ঞাত হ'তে থাকে ততই,
স্বার্থগৃধ্নুতা প্রতিষ্ঠালাভ ক'রতে থাকে,
সংহতিও শ্লথ হ'য়ে ওঠে,
সমাজবন্ধনও শিথিল হ'য়ে
সেবা ও শাসন-সংরক্ষণ থেকে
বিচ্যুতিলাভ ক'রতে থাকে—
পরাক্রমও স্তিমিত চলনে
অস্তমুখীন হ'য়ে চলে,
বীর্য্যবত্তা ব্যভিচার-বিলোল হ'য়ে ওঠে,
পরভূক গোলামজিগরি হ'য়ে ওঠে
মর্য্যাদার তখন,
গণসত্তার অন্যের বুভুক্ষায়
আহার্য্য-ইন্ধন হওয়া ছাড়া
উপায়ই থাকে না আর। ৪১৯।

গণগোষ্ঠী
আদর্শবিমুখ যতই হ'য়ে উঠতে থাকে—
স্বতঃপ্রণোদিত সেবাপরায়ণতায়

ততই শ্লথ হ'য়ে ওঠে,
সহযোগী-বুদ্ধি অবদলিত হ'য়ে
সঙ্কীর্ণ স্বার্থসন্ধিক্ষু হ'য়ে চলে তা'রা,
ফলে, যতই প্রয়োজন দারুণ হ'য়ে উঠতে থাকে—
শ্রমকাতরতাও ততই পেয়ে ব'সতে থাকে,
দৈন্য হ'য়ে ওঠে তখন অবশ্যম্ভাবী,
আত্মিক-শক্তি খিন্ন হ'য়ে
ব্যক্তিত্বকে বিবশ ক'রে তুলতে থাকে,
বিশ্বস্ততা মূক ও বধির হ'য়ে ওঠে—
পরপদলেহী হওয়া ছাড়া
তখন তা'দের
গত্যন্তর থাকে কিনা সন্দেহের। ৪২০।

যেখানে
সুকেন্দ্রিক সুসঙ্গত-বোধি ও ব্যবস্থিতিবান
সুযোগ্য কর্ম্মসন্দীপী লোকের
বহুল আবির্ভাব না হ'য়ে
উচ্ছৃঙ্খল, অযোগ্য গণসংখ্যা
বর্দ্ধিত হ'য়ে চলে,—
তা' কিন্তু সে-দেশের পক্ষে ভীতিপ্রদ অবস্থা;
শ্রেয়নিবদ্ধ সুজননীতি
বাস্তব বিধায়নে
উচ্ছল সম্বেগে পরিপ্রবণ হ'য়ে না উঠলে
এই দূরপনেয় ভীতিসঙ্কুল অবস্থাকে
অতিক্রম করা দুরূহ;
আর, তা' না ক'রতে পারলেও
জাহান্নমের চুম্বক আকর্ষণ হ'তে
রেহাই পাওয়া কিছুতেই যাবে না;
মনে রেখো—
সুজৈবী-সংস্থিতিই
সুযোগ্যতায় অভিদীপ্ত হয়। ৪২১।

যে-দিন পুরুষ
পূরয়মাণ ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে
পরিবেশে আত্মবিস্তার ক'রে
সানুকম্পী সহযোগিতায়
সংহত হ'য়ে উঠবে
অসৎ-নিরোধী পরাক্রম-পরিচর্য্যায়—
ঐ ইষ্টার্থস্বার্থী পরার্থপরতায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে,
আবার, নারী যে-দিন
বৈশিষ্ট্যপালী, শ্রেয়ার্থসেবী হ'য়ে
স্বামিস্বার্থ-অনুবর্ত্তিতায়
সমস্ত প্রবৃত্তিগুলিকে সুসংহত ক'রে
সাধ্বী মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রবে,
ভ্রষ্ট ব্যভিচার-প্রবৃত্তির
বিস্ফোরণী বিপর্য্যয়ই যখন থাকবে না,
নিবাহ-নিবন্ধের প্রয়োজনই লোপ পাবে,
সমাজ ও রাষ্ট্র তখন থেকেই
স্বর্গপন্থী হ'য়ে উঠবে সুনিশ্চয় । ৪২২।

জাতি মানেই হ'চ্ছে—
বিভিন্ন প্রকার বীজবিশেষের
পরিণয়ন-প্রকরণ,
সেই জন্যই জাতি
তা'র বিশেষত্ব বহন ক'রেই চ'লে থাকে,
আর, তা' নষ্ট হওয়াও দুরূহ ব্যাপার,
দ্বিজাধিকরণান্তর হ'লেই যে জাত্যন্তর হয়—
এমনতর ধারণা অত্যন্তই আজগবী,
জাতি তা'র
রক্ত বহন ক'রেই চ'লে থাকে—
তা' সে যে-পথেই চলুক না কেন—
যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ বীজের ধারাবাহিকতা
নষ্ট না হয়;

তাই, তা' পাতিত্যে সঙ্কীর্ণ হ'তে পারে—
তা'র সমৃদ্ধির সমস্ত সম্ভাব্যতা বজায় রেখে,
কিন্তু নষ্ট পায় না কখনও—
যদিও অবৈধ সংমিশ্রণ
তা'কে খিন্ন ও ব্যতিক্রান্ত ক'রে তুলে' থাকে,
এবং সম্ভাব্যতাকেও
বিদীর্ণ ও বিপর্য্যস্ত ক'রে তোলে । ৪২৩।

আদর্শ যেখানে ভেজাল,
দ্রোহদীপ্ত, আত্মশ্লাঘী,
অর্থাৎ অচ্যুত-ইষ্টার্থপরায়ণ
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ নয়কো,
সুকেন্দ্রিক-সক্রিয়-তপশ্চর্য্যাবিহীন,
মানুষ যেখানে ভেজাল
তা' জন্মগত বা কৃষ্টিগতভাবেই হো'ক—
শ্রদ্ধাবিহীন, পরার্থবিদ্বেষী, স্বার্থপর,
বাজার যেখানে ভেজাল—
অর্থও ভেজাল যেখানে—
বিদ্যাও যোগ্যতাহারা,
সত্তাসঙ্গতিবিহীন, বিকেন্দ্রিক,—
সে-সম্প্রদায়, সে-সমাজ, সে-রাষ্ট্র
দুঃখধুক্ষিত ও দুর্দ্দশাদলিত হ'য়ে
চ'লবেই কি চ'লবে,—
পরিশুদ্ধিকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত
আপ্রাণ অনুরাগে আগলে না ধ'রছে । ৪২৪।

উত্থানপন্থী হও—
প্রেষ্ঠনন্দনায়,
গণ-ব্যবস্থিতির অনুচলন নিয়ে
বিহিতভাবে,
জন্মে, স্বাস্থ্যে শৌর্য্যে,

সাত্বত-সম্বর্দ্ধনী কৃতিদীপনায়;
পাতিত্য-প্রলুব্ধ হ'তে যেও না,
নিষ্ঠাপ্রদীপ্ত অনুচর্য্যী অনুকম্পা নিয়ে
প্রত্যেকের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে পড়,
তোমার সঙ্কীর্ণ যা'-কিছু
মুক্তিলাভ করুক । ৪৪৫।

যা' ব্যষ্টিসত্তার সম্বর্দ্ধনী সার্থকতায়
অবাধ ও উচ্ছল,—
সমষ্টিসত্তার পক্ষেও তা'
তাই-ই কিন্তু;
ব্যষ্টিসত্তা বা স্বার্থকে উড়িয়ে দিয়ে
যেখানে সমষ্টিসত্তা ও স্বার্থের
আড়ম্বর দেখছ,—
এক নিঃশ্বাসে ভেবে নিও—
তা' মিথ্যা ও প্রবৃত্তিদ্যোতনাস্যূত;
এ শুধু মানুষের পক্ষেই সত্য নয়কো—
এমন-কি, পশুজগৎ বা উদ্ভিদজগৎ
সবারই পক্ষে সত্য । ৪২৬।

যেখানেই দেখছ—
সম্ভ্রম বা মর্য্যাদা লাভের জন্য
বা বাহবার আত্মম্ভরিতায়
নিজের কৃষ্টিগত প্রথানুপাতিক শোভনসুষ্ঠু
আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি
অবজ্ঞা ক'রে
অন্যের আচার-ব্যবহার
পোষাক-পরিচ্ছদের অনুকরণে
নিজেকে সজ্জিত ক'রে চলে,
বুঝে রেখো, সে-সজ্জা
তা'র স্বীয় সত্তাকে অবজ্ঞায় উপহাস ক'রছে,
তা'র নিজস্ব ব'লে কিছু নেই,

যে তা'কে ধাঁধিয়ে তুলতে পারে
তা'তেই সে নিমজ্জিত হ'য়ে ওঠে,
তা'র সত্তা ব্যক্তিত্বহারা,
চরিত্র তা'র দৈন্যদীর্ণ ।৪২৭।

স্থানের তো প্রয়োজন আছেই,
স্থিতি অর্থাৎ থাকা বা অস্তিত্ব যেখানে আছে—
স্থানেরও প্রয়োজন সেখানে;
থাকা বেঁচে থাকে ধর্ম্ম নিয়ে,
অর্থাৎ ধারণ-পোষণী
অনুচর্য্যী অবদানের ভিতর-দিয়ে
সমীচীন বৈধী-নিয়মনায়
নিজেকে সংস্থ ক'রে;
এই থাকাই হ'ল গিয়ে স্থানের মান;
থাকাকে নিটোল ক'রে তোল—
সুসংহত ক'রে
সঙ্গতিশীল অর্থনায়
অমৃতসন্দীপনী অনুসিঞ্চনায়,—
স্থান সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠুক
সার্থকতার শুভ-সন্দীপনায় ।৪২৮।

ম্লেচ্ছই হো'ক, পতিতই হো'ক,
অসংস্কৃতই হো'ক,
আর, যে-কোন দুষ্কৃতই হো'ক না কেন,—
তা'রা মেয়েই হো'ক আর পুরুষই হো'ক,—
সাংস্কৃতিক প্রবোধনায়
সমাজের উপযুক্ত-স্থানে নিয়োগ ক'রে
বিহিত সাংস্কৃতিক পরিপোষণে
যা'রা ও যে-সমাজ তা'দিগকে
শ্রেয়শ্রদ্ধী উন্নত প্রগতিশীল ক'রে তোলে
বিবর্ত্তন-অভিদীপ্তিতে—

তা'রা দেবমানব,
সে-সমাজও দেবসমাজ;
ধাতার অজচ্ছল আশীর্ব্বাদ
বিপর্য্যয়ের বিঘূর্ণি ভেদ ক'রেও
তা'দিগকে অভিনন্দিত ক'রে থাকে,
আর, দায়িত্বশীল, সক্রিয়, সমর্থনী, সহযোগপূর্ণ
যা'রা তা'তে—
তাঁ'র আশিস্ বর্ষিত হয় তা'দের উপরও ।৪২৯।

মানুষের বিপাক ও বিধ্বস্তি
যা'দের স্বার্থ-সংগ্রহের সুবিধার পথ বা ইন্ধন,
তা'রা দুনিয়ার কলঙ্ক,
ব্যক্তিত্বের অভিশাপ;
যে-কোন রকমেই হো'ক
তা'দের প্রশ্রয় দেওয়া—
সমাজ ও পরিবেশের প্রতি
দুরন্ত আঘাত হানা ছাড়া
আর কিছুই নয়কো;
তা'রা শান্তি-সেবক নয়,
বরং মানুষের স্বস্তি-ভক্ষক—
সাত্বত-সংস্থার পরম শত্রু ।৪৩০।

ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য-বর্জ্জিত সমবায়ী শ্রম
ও সমাজতান্ত্রিক সংবিধান—
উভয়ই মানুষের পক্ষে
সব সময় সর্ব্বত-উৎকর্ষী ব'লে
মনে হয় না;
কিন্তু ব্যক্তিতান্ত্রিক নিয়মন—
তা' শ্রমের দিক-দিয়েই হো'ক
আর সমাজের দিক-দিয়েই হো'ক,—
ক্রম-শিক্ষা ও বিহিত অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে

মানুষকে উৎকর্ষ-সন্দীপী ক'রে তুলে'
ঐ সমবায়ী শ্রম
ও সমাজতান্ত্রিক নিয়মনকেও যে
সংস্কৃত ক'রে তুলবে,
তা'র সম্ভাব্যতাই বেশী । ৪৩১।

ধৰ্ম্ম যেখানে যেমন
সুকেন্দ্রিক সক্রিয় কৃষ্টি-তৎপরতায়
জীবনের ফুল্ল অনুবেদনায়
আচার্য্যরাগ-সন্দীপী হ'য়ে
নিজেকে সার্থক ক'রে চ'লে থাকে,—
জাতি, জাতীয় সাহিত্য,
শিল্প, কলা, নৃত্যগীত, সংহতি
ও সৌহার্দ্যের হৃদ্য অনুবেদনা
সেখানে তেমনি মুখর হ'য়ে চ'লতে থাকে—
ভাবালুতাকে সক্রিয় ভাবঘন ক'রে;
আর, এর বিকৃতি যেখানে যেমনতর
আদর্শ, ধৰ্ম্ম ও কৃষ্টির
সার্থক-সুসঙ্গতিহারা
বিকার-বিকৃতি-লাঞ্ছিত
দাম্ভিক সঙ্কীর্ণতাও সেখানে তেমনি,
আবার, গ্রহণ-সন্দীপনাও সেখানে
তেমনতর শ্লথ, সঙ্কীর্ণ ও লাঞ্ছনা-ধুক্ষিত হ'য়েই
চ'লতে থাকে;
সব্যষ্টি সমষ্টি বা জাতির জীবনতন্ত্র
কোথায় কেমনতর—
এ থেকেই বুঝতে পারা যায় । ৪৩২।

সৎ প্রথা বা সংস্কার
যে-দেশে যেমনই থাক না কেন—
তা' যদি জঞ্জালাকীর্ণ হ'য়ে থাকে,

তা'র উপর দাঁড়িয়েই
তা'কে জঞ্জালমুক্ত ক'রতে চেষ্টা কর;
তা'কে ভেঙ্গো না,
বরং শুভসন্দীপী ক'রো,
ভাঙ্গলে
সঙ্গে-সঙ্গে প্রথাগত যে-তাৎপর্য্য
যা' দেশের প্রত্যেকটি ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যকে
বিশেষ অনুপ্রেরণায়
পারস্পরিকভাবে অনুবদ্ধ ক'রে রেখেছে—
সেটাও ভেঙ্গে যাবে,
আর, তা'র ভিতর-দিয়েই
অশুভও স্থান লাভ ক'রবে,
বুঝে
যা' গণ-সংহতি ও গণ-সম্বর্দ্ধনার পরিপোষক
তা'ই করাই শ্রেয়;
আর, অশ্রেয় যা'
তা'কে আবার তেমনি তৎপরতায়
নিরোধ ক'রো । ৪৩৩।

অস্পৃশ্য যা'রা
তা'রাও শ্রেয়-অনুরাগ ও সদাচার-তপা হ'য়ে
স্পৃশ্য হ'তে পারে,
কিন্তু স্পৃশ্য যা'রা
অবৈধভাবে অস্পৃশ্যে আত্মবিক্রয় ক'রে
অস্পৃশ্য ও স্পৃশ্য উভয়েরই
উন্নতির হানি সৃষ্টি করে,—
তা'রাই অস্পৃশ্য বাস্তবতায়,
অবরোধ্য তা'রাই;
কারণ, শ্রেয়ে শ্রদ্ধানিরত থাকাই হ'চ্ছে—
অপকর্ষীদের উন্নয়নী সম্বেগ,
তাই, স্পৃশ্য বা শ্রেয় হ'য়ে যা'রা

অবৈধ অশ্রেয়-আচরণের দ্বারা
অস্পৃশ্যদের শ্রেয়-শ্রদ্ধাকে ব্যাহত ক'রে
তা'দের জীবনকে
ঘোরতর তমসায়
নিক্ষিপ্ত ক'রে তোলে,
স্পৃশ্য-উৎকর্ষী হ'লেও
স্পৃশ্য-উৎকর্ষী ও অস্পৃশ্য-অপকর্ষী—
উভয়েরই শত্রু তা'রা,
বিধিনিঃসৃত গণদণ্ডই
তা'দের একমাত্র উদ্ধাতা,
ভয়ই তা'দের একমাত্র ত্রাতা ।৪৩৪।

নিয়ন্ত্রণী সমঞ্জসা সার্থকতার ভিতর-দিয়ে
মানুষের আভিজাত্যকে
প্রবুদ্ধ ক'রে তোল—
তা' যেন বিনয়বিক্রমী হ'য়ে
বোধির সহিত
বাক, ব্যবহার ও কর্ম্মে
বিচ্ছুরিত হ'য়ে ওঠে,
এই আভিজাত্যের উপর দাঁড়িয়ে
ব্যক্তিত্ব সুষ্ঠু ও সক্রিয় হ'য়ে ওঠে যেন,
ঐ আভিজাত্যের মাথায় ডাঙ্গস্ মেরে
হীনত্ব-বোধ জাগিয়ে
আপজাত্যের সৃষ্টি ক'রতে যেও না,—
ওতে সংস্কৃতি প্রত্যয়বিহীন পরিচর্য্যায়
ব্যক্তিত্বকে অপলাপে অবসান ক'রে দেবে কিন্তু,
অসদাচরণ, অসদ্ব্যবহার, অসৎকর্ম্ম
সামঞ্জস্যহারা হ'য়ে
বিচ্ছিন্ন বিক্ষেপে বিক্ষোভের সৃষ্টি ক'রে
সর্ব্বনাশকেই আমন্ত্রণ ক'রবে,—
পুরস্কার পাবে ঘৃণ্য-চরিত্র;

সাবধান হও,
সতর্ক আচরণে
সম্বুদ্ধ ক'রে তোল সবাইকে—
নন্দনায় বিভূষিত হবে । ৪৩৫।

যা'দের যৌন-জীবন অনিয়ন্ত্রিত,
দায়িত্বহারা,
আত্মমর্য্যাদাবিহীন,
প্রতিলোম-প্রশ্রয়ী,
বৈশিষ্ট্য ও বংশানুক্রম-ব্যত্যয়ী,
মোক্তা কথায়, তা'দের ব্যক্তিত্ব বিশ্লিষ্ট,
ওজোদীপনা ও ক্রমাগতি তা'দের
বিচ্ছিন্নই হ'তে দেখা যায় প্রায়শঃ,
উৎসাহও সেখানে তেমনতর বিমর্ষ ও বিক্ষিপ্ত;
আবার, এই যৌন-জীবন
যেখানে যত শ্লথ
জীবনস্ফূর্ত্তিও সেখানে তেমনতর মন্থর । ৪৩৬।

যে পরিবার, সম্প্রদায়, সমাজ
অন্ততঃ অবৈধ ব্যভিচার—
যা'তে জীবন ও জাতকের জৈবী-সংস্থিতি
বিকৃত হ'য়ে ওঠে,
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত সংহতিতে
তা'কে উপযুক্তভাবে নিরোধ না করে—
শাসনে, দলনে, দণ্ডে বা প্রবুদ্ধিসঞ্চারে,—
বিধিবজ্র রোষদম্ভে
তা'দের উপরে নিপতিত হ'য়ে
পরিবার, সম্প্রদায়, সমাজ ও রাষ্ট্রকে
খান-খান ক'রে
অপলাপে অবলুপ্ত ক'রে দিয়ে থাকে,
তাই, ক্লীব ঔদার্য্যে বা ভীরু ঔদাসীন্যে

তা'কে যদি নিরোধ না কর,—
ঐ পাপ-আক্রান্ত যে
তা'র সাথে যে অনাক্রান্ত—
আজই হো'ক বা দু'দিন পরেই হো'ক
কেউই রেহাই পাবে না কিন্তু;
তোমাদের সৌরত বজ্রদীপ্তি
অবিলম্বেই তা'কে
নিরাকৃত, প্রশমিত বা অবলুপ্ত ক'রে তুলুক,
নয়তো রেহাই পাওয়া
সুদূরপরাহত কিন্তু ।৪৩৭।

সমাজ
বা সমাজগত যে-বর্ণই হো'ক
বা যে-বর্ণের যে-সম্প্রদায়ই হো'ক,
সেই সমাজ, সেই বর্ণ বা সেই থাকগুলি
যদি পারস্পরিক অনুচর্য্যা নিয়ে
নিজেদের কন্যাগণের
বৈশিষ্ট্যপালী বিহিত বিবাহে উদাসীন থাকে,—
সমাজের, বর্ণের বা সম্প্রদায়ের
প্রত্যেকটি মানুষকেই
ঐ পাপ স্পর্শ করে,
ক্রম-সংক্রমণায় ঐ পাপ
প্রত্যেককে বিষাক্ত করে,
তা', বংশ, বর্ণ, সম্প্রদায়
ও সমাজ-কাঠামোকে বিপন্ন ক'রে
আত্মঘাতী সংঘাতে
সর্ব্বনাশা শার্দ্দূল-অনুসরণে
নিকেশের নিশ্চিহ্নতার দিকে নিয়ে যায়;
তাই বলি,
সমাজ, সমাজগত বর্ণ বা বর্ণগত সম্প্রদায়!
এখনও সাবধান হও,

পারস্পরিকতা নিয়ে
প্রতিপ্রত্যেকে জাগ্রত হ'য়ে ওঠ—
দায়িত্বশীল অনুচর্য্যায়,
যা'তে কন্যাদিগকে অনূঢ়া রাখতে না হয়
তা'র ব্যবস্থায় সুব্যবস্থ হও,
নিজেও বাঁচবে, অপরকেও বাঁচাবে । ৪৩৮।

দেশ-কাল যত জ্ঞানোজ্জ্বল হো'ক না কেন,
যেখানে পুরুষের
আপূরয়মাণ শীলসম্ভার নেইকো,
স্ত্রী-পুত্রদের প্রতি
স্নেহচর্য্যা ও প্রীতি-উৎসারণা নেইকো,
স্ত্রীরা যেখানে সতীত্বহারা, ভক্তিহীনা, অভদ্র,
বিধ্বস্তি-প্রসূত বিপর্য্যয়ী-ব্যতিক্রমশীলা,—
তা' জীবন-ধাঁধানো অন্ধতমেরই উচ্ছ্বাস ছাড়া
আর কিছুই নয়কো;
জীবন সেখানে মূঢ় মৃতিময়,
অনুকম্পাহারা,
প্রীতি-উপভোগের অযোগ্য,
উচ্ছল নন্দনার নয়কো । ৪৩৯।

যে-দেশেই হো'ক না কেন,
আমার মনে হয়—
চাকুরী যাদের একমাত্র জীবিকা
এমনতর লোক যতই বেড়ে চ'লবে—
তা'দের শিক্ষা দীক্ষা থাকুক বা নাই থাকুক
বা যেমনতরই থাকুক,—
সে-দেশের বিধান-ব্যবস্থা
সৌষ্ঠবমণ্ডিত নয়;
কিন্তু সৎ স্বাবলম্বীদের সংখ্যা
যেখানে সম্বর্দ্ধনশীল হ'য়ে ওঠে—

পারস্পরিকতার অনুবন্ধনে—
ঐ চাকুরীজীবীদিগকে অতিক্রম ক'রে,—
সেই লক্ষণ দেখে বুঝে নিও—
দেশ কতখানি উন্নত
ও উদ্দীপিত হ'য়ে চ'লেছে । ৪৪০।

তোমার সঙ্ঘে, সম্প্রদায়ে, সমাজে
ভেদ বা ব্যতিক্রম হ'তে পারে—
এমনতর রেখাপাতও ক'রো না;
অত্যন্ত শক্ত দ্রব্যেও
ঐ ভেদ বা ব্যতিক্রম-রেখাকে অবলম্বন ক'রে
ফাটল সৃষ্টি হয়,
তা' দ্বিধা-ভঙ্গুর হ'য়ে ওঠে—
দুরত্যয় দুরদৃষ্টের চাপে,
অতি সাবধান শ্যেনদৃষ্টি-সম্পন্ন হ'য়ে থেকো,
আর, সঙ্ঘই বল, সম্প্রদায়ই বল,
সমাজই বল,
বা যে-কোন সংহতিই বল না কেন,—
তা' যেন সৎ ও সুকেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠে;
ঐ কেন্দ্রে শ্রদ্ধানিবদ্ধ হ'য়ে
তা' যেন
লোকহিত-অনুচর্য্যী পদক্ষেপে চলে,
প্রতিটি ব্যষ্টি ব্যক্তিগতভাবে
ঐ কেন্দ্রনিবদ্ধ থাকে যেন,
ঐ কেন্দ্র-নিবন্ধনই যেন
পরস্পরের ভিতর অনুবন্ধ সৃষ্টি করে;
মনে রেখো,
একচুলও ভেদ বা ব্যতিক্রমের রেখা
ভবিষ্যের দুরন্ত আঘাতে
তোমাদের ঐ সঙ্ঘ-সত্তায় ফাটল সৃষ্টি ক'রে
তা'কে বিচ্ছিন্ন ক'রবেই কি ক'রবে—
তা' আপাতদৃষ্টিতে শুভ ও সুন্দর হ'লেও । ৪৪১।

সেই সমস্ত জীবনই জাতির মূলধন—
যে-জীবন
সুকেন্দ্রিক আরতি-নন্দনার ভিতর দিয়ে
নিজেকে বিনায়িত ক'রে
গর্ব্বেপ্সু হীনম্মন্যতাকে অবদলিত ক'রে
কেন্দ্র-শ্রেয়ার্থ-সার্থকতায়
সক্রিয় অনুচর্য্যা-নিরত হ'য়ে
বিবিদিষার অন্বিত নিয়মনে
সার্থকতার অবদানে
লোকজীবনকে সম্বৃদ্ধ ক'রে
মানুষের হৃদয়কে
গভীরভাবে স্পর্শ করে;
যা'রা আদর্শ নিয়ে চলে—
তা'রা নিজের জীবন-মন্থন ক'রে
জাতিকে অমৃত পরিবেষণ ক'রেই থাকে,
কিন্তু যা'রা গর্ব্বেপ্সু অনুদীপনায়
আত্মম্ভরি ধর্ষিত-ব্যক্তিত্ব নিয়ে চ'লতে থাকে,
তা'দের জীবন
জাতিকে
জাহান্নমেরই তোরণদ্বারে
পরিচলন-প্রেরণাই জুগিয়ে থাকে,
একতানহারা বিকৃত বিকারে
আত্মবিলয় ক'রে চলে তা'রা । ৪৪২।

এক উদ্দেশ্যে উদ্দিষ্ট হ'য়েও
যেখানে বহুদলের সৃষ্টি হয়—
সে-পরিস্থিতির জনগণে
আদর্শপ্রাণতা নেই,
আগ্রহান্বিত অনুসরণপ্রাণতাও নেই,—
প্রবৃত্তিশাসিত তা'রা প্রত্যেকেই,
বিচ্ছিন্নতা-রোগগ্রস্ত—

দুর্দ্দমী দুর্দ্দশার সংক্রমণ-আশঙ্কাও
সেখানে ভয়াল;
যেখানে এর প্রাদুর্ভাব দেখা যায়,—
সবাইকে আদর্শপ্রাণ ক'রে তুলতে হয়
পারস্পরিক সক্রিয় সমর্থনী সহযোগী ক'রে তুলে'
পরস্পরকে পরস্পরের,
আদর্শে এতটুকু গোঁড়া ক'রে তুলতে হয়
যা'তে আদর্শের জন্য শ্রম বা কষ্ট ক'রেও
তৃপ্তি অনুভব করে,
পরস্পর পরস্পরকে সহ্য ক'রতে পারে,
ধৈর্য্যের সহিত
যোগ্যতা অর্জ্জন ক'রতে পারে,
সেবা ও অধ্যবসায়ে
আধিপত্যের সৃষ্টি ক'রতে পারে,
যা'তে সংহতি অচ্ছেদ্য ও প্রাণবন্ত হ'য়ে ওঠে—
যদি দুর্দ্দশাকে এড়িয়েই চ'লতে চাও,
নিরোধ ক'রতে চাও । ৪৪৩।

বিকৃত-বোধি, অযোগ্য, অপকেন্দ্রিক
অব্যবস্থের প্রাদুর্ভাব সংযত ক'রে চল,
অযোগ্য যা'রা, অশক্ত যা'রা—
বিহিত পরিপোষণে
তা'দের যোগ্য ও সক্ষম ক'রে তোল,
নয়তো, ঐ অযোগ্য, অশক্তদের বিস্তার
দিন-দিন যতই উচ্ছল হ'য়ে উঠবে,—
ঐ সক্ষম, যোগ্যতাসম্পন্ন যা'রা
তা'দের অপলাপ
ততই উল্লম্ফন-সম্বেগে
সংঘটিত হ'তে থাকবে,
ফলে, ঐ অক্ষম, অশক্ত, অযোগ্য যা'রা
তা'দের ধ'রবার, পোষবার, বাঁচাবার

কেউই থাকবে না;
আর, ঐ না-থাকার ফলে
বিপর্য্যয়ী দানব-সংঘর্ষের সৃষ্টি হ'য়ে
নিপাতের হুতাশনে আত্মবিলয় করা ছাড়া
পথই থাকবে না;
তাই, যা'ই কর,
আর তা'ই কর—
যোগ্য জনন-সংস্কারকে শিরস্ত্রাণ ক'রে
সুকেন্দ্রিক সংস্কার-সংস্থিতিতে
অনুশীলন-দ্যোতনা নিয়ে
তোমার দেশ, জাতি ও পরিবেশকে
সুবিন্যাসে সুসংহত ক'রে তোল,
ত্রাণ
তৃপ্তিভরা ব্যক্তিত্বে প্রকট হ'য়ে
তৃপ্ত ক'রে তুলবে সবাইকে । ৪৪৪।

মনে রেখো, তোমার জীবনে
অছুঁত ব'লে কেউ নেই বা কিছু নেই
সত্তাসংঘাতী, সদাচারবিহীন
গর্হিত যা' বা যে
বিহিত প্রতিষেধী-আচারে
নিজেকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে
তা'কেও ছুঁতে পার,
যথোপযুক্তভাবে ব্যবহারও ক'রতে পার—
সত্তাপোষণী অনুধ্যায়িতা নিয়ে;
মানুষের মধ্যে যা'রা গর্হিতকর্ম্মা,
যা'রা সত্তায় সংঘাত সৃষ্টি করে—
তা'রা যদি সদাচার ও সুকর্ম্মশীল হ'য়ে
বংশপরম্পরায়
অন্ততঃ তিন পুরুষ অতিক্রম করে—
নিজেদের স্বতঃ-নিষ্ঠায় অভ্যস্ত ক'রে,—

চতুর্থ পুরুষের গোড়া থেকেই
তা'দিগকে সামাজিক আওতায় নিয়ে
সত্তাপোষণী বিহিত অবস্থায়
ও সমাজ কলুষিত না হয়
এমনতর বিহিতভাবে
ব্যবহার ক'রতে পার—
প্রতিলোম-সংস্রব এড়িয়ে,
তা'তে তোমাদের সাত্ত্বিক প্রকৃতি
বিপদগ্রস্ত হ'য়ে উঠবে না,
তা'রাও উন্নতিপন্থী হ'য়ে উঠবে;
অবশ্য সব সময়ই
শ্রেয়ানুগ-নিষ্ঠা ও সদাচারপরায়ণতায়
নিজেকে সশ্রদ্ধ ও দৃঢ় রেখো । ৪৪৫।

যে-গণজীবনে ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে
মহৎ হ'তে নগণ্যের পর্য্যন্ত
বৈশিষ্ট্যপালী পূরয়মাণ
একানুধ্যায়ী আনুগত্য নাই—
সে গণ বা জাতি কখনই
সংহত হ'তে পারে না,
সুসংহত উন্নতিতে প্রবুদ্ধ হ'য়ে
ব্যষ্টি ও সমষ্টিকে
বিবর্ত্তনে বিধৃত ক'রে রাখতে পারে না—
তা' তা'রা যতই জলুসের বড়াই করুক,
প্রজ্ঞাবাদীই হো'ক,
বা সভ্যতার গর্ব্বই করুক;
পূর্ব্বতনকে যা'রা স্বীকার করে না,
বা বিহিত দৃষ্টিতে পূর্ব্বতনদিগকে অন্বিত ক'রে
তাঁ'দিগকে
পারম্পর্য্যানুপাতিক আপোষণী ক'রে
গ্রহণ ক'রে

প্রত্যেককে
ঐ বৈশিষ্ট্যপালী পূরয়মাণ একানুধ্যায়িতায়
সুসঙ্গত সার্থক ক'রে তুলতে পারে না—
বিবর্ত্তনী সমঞ্জসা অনুচর্য্যায়,
তাঁ'রা যতই মহানই বা হো'ন না কেন—
গণজীবনের মেরুদণ্ডকে
মুহ্য সংঘাতে খান-খান ক'রে
ভেঙ্গে ফেলে থাকেন অতি নিশ্চয়;
তাই, মনে রেখো—
'স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ',
নইলে, তোমার ধর্ম্মাচরণ
অধর্ম্মেই আত্মবিলয় ক'রবে সন্দেহ নাই। ৪৪৬।

যা'রা বর্ণানুগ সংস্কার-সম্পন্ন বৈশিষ্ট্য
ও তদনুগ কুলসংস্কৃতিকে ভিত্তি ক'রে
তা'র পরিপোষণী কর্ম্ম, বৃত্তি বা জীবিকা
অবলম্বন ক'রে চলে,—
তা'দের বোধিবীক্ষণী তাৎপর্য্য
নিজেকে, নিজের বংশ ও সমাজকে
যোগ্যতায় উপযুক্ত ক'রে
সম্বর্দ্ধনায় প্রদীপ্ত ক'রেই থাকে;
আরো, তা'দের সুসঙ্গত বহুদর্শী বোধি
সত্তাসঙ্গতি লাভ ক'রে
বৈশিষ্ট্যকে
বিবর্ত্তনের দিকেই চালিয়ে নিয়ে যায়,
তাই, আপৎকাল ছাড়া
যে-যে কর্ম্ম
যে-যে বর্ণানুগ বৈশিষ্ট্যের পরিপোষণী
তাই-ই
সেই-সেই বর্ণোদ্ভূতদের জীবিকা হওয়া
সবার পক্ষে মঙ্গলপ্রসু,

ফল কথা, তদনুযায়ী নির্ব্বাচিত কর্ম্মই
মানুষের একমাত্র সুষ্ঠু জীবিকা;
আবার, কৌলিক সংস্কৃতি
ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যানুপোষণী
সত্তাস্বার্থী, শ্রেয়ানুগ অনুলোমক্রমিক
সবর্ণ ও অনুলোম-বিবাহ
বর্ণ-তাৎপর্য্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে
বিকাশোন্মুখই ক'রে তোলে;
এর অন্যথায়,
ঐ ভিত্তি ভ্রষ্ট হ'য়ে
ঐ সহজাত সংস্কার
ক্রমশঃই শীর্ণ ও বিধ্বস্ত হ'য়েই চ'লতে থাকে,
আরো, সামাজিক ব্যতিক্রম ও বিশৃঙ্খলায়
বেকার-সমস্যা, দ্বন্দ্ব, অশ্রদ্ধা,
অসংহতি ও কৃতঘ্নতা
নরক-উল্লাসে
গণসমাজকে ছারখার ক'রে দিয়ে চ'লতে থাকে—
উদভ্রান্ত, বিপর্য্যয়ী বৃত্তি-নির্ব্বাচন
ও যৌন-সংস্রবের ডাইনী আকর্ষণে ।৪৪৭।

প্রকৃতির স্বকীয় প্রবৃত্তিই হ'চ্ছে—
উৎকর্ষী যা'-কিছুকে
স্ববৈশিষ্ট্যে আত্মীকৃত ক'রে
নিজেকে পোষণ ও পুষ্টিতে
প্রবর্দ্ধিত ক'রে তোলা—
অমর জীবন, অমর জলুস
বা ঋদ্ধি-জলুস সংগ্রহ ক'রে,
এরই ব্যত্যয় যেখানে
বৈশিষ্ট্যবান ব্যক্তিত্বও সেখানে আত্মনিমজ্জিত;
পরশ্রী-অভিভূত হ'য়ে
যদি কেউ

নিজের কৃষ্টি, বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্বকে
অবজ্ঞায় বিক্রয় করে—
নিজের দাঁড়ায় তা'কে গ্রহণ ক'রে
স্ববৈশিষ্ট্যকে উন্নীত ক'রে না তুলে
অন্য কিছুতে আত্মনিমজ্জন করে,—
ব্যক্তিত্বহীন লুব্ধ তা'রা
আত্মপ্রবঞ্চক তা'রা—
অস্বাভাবিক আভিজাত্য-উচ্ছিষ্ট ব্যক্তিত্ব তা'দের;
নিজেই নিজেকে যা'রা প্রতারিত করে
তা'রা নিজেই নিজের বিশ্বাসঘাতক,—
নিজের সর্ব্বনাশ তো তা'রা করেই,
অন্যেরও সর্ব্বনাশা বিষ-নিঃশ্বাস তা'রা;
তাই, শ্রেয়তে শ্রদ্ধাবান হও—
নিজের কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যানুপাতিক উপযোগিতায়
নিজেকে উন্নীত ক'রে তোল স্বীয় মর্য্যাদায়,
আত্মোন্নয়নের এই হ'চ্ছে সুষ্ঠু পন্থা—
"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" । ৪৪৮।

যা'ই কর আর তা'ই কর
আমি জ্বালী-সম্বেগ নিয়ে
তোমাদিগকে ব'লছি—
জনগণকে বৈশিষ্ট্যপালী বৈধী-নিয়ন্ত্রণে
সুজনন-প্রবুদ্ধ ক'রে তোল,
এমনতর সংস্কারে সংস্কৃত ক'রে তোল—
যা'তে ওগুলি তা'দের অন্তরে
প্রথা হ'য়ে দাঁড়ায়,
আর, প্রথা হ'য়ে দাঁড়িয়ে
ঐ সংস্কৃতি এমনতর
সুপ্রোথিত হ'য়ে ওঠে তা'দের সত্তায়—
যা'তে স্বতঃ-উদ্দীপনায়
ঐ বৈশিষ্ট্যপালী বৈধী-নিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে

বিবাহকে
সুজনন-সঙ্গত না ক'রেই পারে না;
ঠিক জেনো—
তৎসঞ্জাত সুফলই
বাঁচাবে তোমার ধর্ম্ম,
বাঁচাবে তোমার কৃষ্টি,
বাঁচাবে তোমার বৈশিষ্ট্য,
বাঁচাবে তোমার জাতি,
বাড়াবে যোগ্যতা,
বাড়াবে শ্রম,
বাড়াবে উৎপাদন—
আদর্শপরায়ণ ক'রে—
একটা বিবর্ত্তনী অভ্যুদয়ী ক্রম-বিবর্দ্ধনে;
নয়তো, সবই কিন্তু জাহান্নমের পথে—
ঐ জাহান্নমের অট্টহাসি তোমাদিগকে
ধিক্কার-ধুক্ষিত ক'রবেই,
ছাড়বে না— । ৪৪৯।

যখনই দেখছ মানুষ
পূরয়মাণ ইষ্ট বা আচার্য্যকে,
ধর্ম্মকে, কৃষ্টিকে, বৈশিষ্ট্যকে
সম্ভ্রম বা সমীহ না ক'রেও
বা সমীহ থাকা সত্ত্বেও
শ্রেয়শ্রদ্ধাহীন, আত্মম্ভরি, উদ্ধত,
ইষ্ট, ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যে অমর্য্যাদাসম্পন্ন—
এমনতর প্রবল সত্তাপহা ব্যক্তিত্বের সমর্থক
ও তা'তে অনুগতিসম্পন্ন হ'য়ে উঠছে,
বুঝে নিও—
গণহৃদয় ব্যসনবিলোল প্ররোচনায়
অনেকখানিই এগিয়ে উঠেছে,
আত্মমর্য্যাদাকে পর্য্যুদস্ত ক'রেও

আভিজাত্যকে অস্বীকার ক'রেও
অসহায় ক্লীবের মত
অন্তর তা'দের
ঐ প্রবল ব্যক্তিত্বে পরাভূতি স্বীকার ক'রেছে,
আর, ঐ হ'চ্ছে অকল্যাণের আগমনী,
সংহতির সর্ব্বনাশা ছেদনী আকর্ষণ;
এটা নজরে এলেই যদি সাবধান না হও—
সমাজ-কাঠামো, গণ-সংহতি
খোলা-খাবরার মত খান-খান হ'য়ে যাবে,
বিদ্রোহ ও বিপাক অললভাবে
শাতনের কুটিল ব্যাদানে
অভিচারী অভিসম্পাতে গিয়ে ঢুকে প'ড়বে;
দেশ-কাল-পাত্রানুপাতিক
সংহতির বৈশিষ্ট্যপালী মূলসূত্রকে
শিষ্ট সম্বর্দ্ধনায় জাজ্বল্যমান ক'রে
বিহিত করণীয়ের ভিতর-দিয়ে
সংহত ক'রে তোল সবাইকে,
ভবিষ্যৎ নস্যাৎ-মন্ত্রে
নাশক হ'য়ে উঠবে না তোমার । ৪৫০।

সমাজ ও রাষ্ট্র-নিয়ন্তাদের লক্ষ্য রাখতে হবে—
মধ্যবিত্ত যা'রা, তা'রা যেন সুকেন্দ্রিক থাকে,
সুসংহত থাকে,
কৃষ্টিতপা থাকে,
উচ্ছল হ'য়ে চলে জীবনে
আত্মরক্ষণী পদক্ষেপে—
সুপ্রজনন-প্রবুদ্ধ বৈশিষ্ট্যপালী সুসঙ্গত সম্বোধনার
ঐকতানিক তপস্যায়;
বোধিতপা বৃত্তিসম্পন্ন যা'রা, তা'রাই মধ্যবিত্ত,
দুনিয়াকে বিবর্ত্তনে সম্বৃদ্ধ করার
সঙ্গতিসম্পন্ন দম্বল তা'রাই কিন্তু,

তা'দিগের অপলোপে, ছোট যা'রা
ঐ সংসর্গের অভাবে
উৎকর্ষী উচ্ছল অভিযানে
প্রবুদ্ধ হ'য়ে উঠবে না কিন্তু,
আর, বড় যা'রা, তা'রাও ভোগবিবশতায়
জাহান্নমের দিকে সরাসরি এগিয়েই চ'লবে;
তা'দের সুকেন্দ্রিক, কৃষ্টি-উন্মুখ,
সুসংহত তপশ্চর্য্যা
মানুষকে উন্নতির অভিযাত্রী ক'রে তোলে—
ধনিকই বল, শ্রমিকই বল—সবাইকে,
আবার, তা'দেরই বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম,
বিপর্য্যয়ী চলন
বিকেন্দ্রিক বিভ্রান্তির অনুচর্য্যায়
দুনিয়াকে আত্মঘাতী ক'রে
সর্ব্বনাশে পরিচালিত ক'রতে পারে সহজেই;
তাই বলি,
তোমরা প্রবুদ্ধ হও, সুসংহত হও,
একানুবর্ত্তিতার অনুচর্য্যায়
বিবর্ত্তনী বিবৃদ্ধির ভিতর-দিয়ে
সবাই যা'তে উচ্ছল কৃষ্টিতপা,
কর্ম্মতপা হ'য়ে চ'লতে পার,
দুনিয়ার ধুরন্ধর হ'য়ে চ'লতে পার—
নিকৃষ্টে আত্মবিলয় না ক'রে
বিশেষ নজর রেখো সেদিকে;
নয়তো, সর্ব্বনাশ
'ভুখা হুঁ' শব্দে
কর্ণ যা'রা, নিয়ন্তা যা'রা,
তা'দের রথচক্র গ্রাস ক'রবে । ৪৫১।

গণ যেখানে
এককেন্দ্রিক অন্তরাস সম্পন্ন নয়,

কৃষ্টি যেখানে অবদলিত,
বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য
পারস্পরিকভাবে সংরক্ষী ও সম্পোষণী নয়কো,
দ্বন্দ্ব, মতানৈক্য ও প্রেরণাপণ্ডকারী প্রবৃত্তি
যেখানে স্বতঃ ও সলীল,
প্রীতি যেখানে পরাক্রমী নয়কো,
যা'রা প্রাদেশিকতায় প্রমত্ত
ও পারস্পরিকভাবে ঈর্ষান্বিত,
বিদ্যা যেখানে যোগ্যতাকে আহরণ করে না—
সত্তা পূরয়মাণ নয়—স্বার্থ-বিজৃম্ভী
—প্রবঞ্চনা-পরিভৃত,
স্ত্রীগণ যা'দের একনিষ্ঠ সেবাসন্দীপ্ত
ধর্ম্মাচরণ-বিমুখ
ও জীবনীয় প্রয়োজনকে উপেক্ষা ক'রে
বিলাসী বিলোল-প্রয়োজনে আগ্রহশীল,
যে-দেশে ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে জনগণ
এমনতরই মূঢ় উদ্ধত গুরুগৌরবী উন্নতিপ্রয়াসী,—
অন্তর্বিপ্লব, প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়,
দৈন্য, দুর্ভিক্ষ, অনটন ডাইনী-চক্ষু নিয়ে
সেখানে যে সবারই আনাচে-কানাচে
হানা দিয়ে বেড়িয়ে
সর্ব্বনাশের ইন্ধন সংগ্রহ ক'রে
জ্বালাময়ী জঞ্জালে বিধ্বস্তি বিকিয়ে চলে—
নিরাকরণ-সম্বোধি ও প্রস্তুতিকে
উপহাসে ব্যর্থ ক'রে দিয়ে
—তা' কিন্তু নিঃসন্দেহের;
রেহাই চাও তো এখনও সাবধান হও,
ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত থাক—
সর্ব্ববিষয়ে নিরাকরণে নজর রেখে। ৪৫২।

যতদিন-না গণসমাজের প্রত্যেকে
পূরয়মাণ এক-ইষ্টার্থে অন্বিত হ'য়ে উঠছে,

যতদিন-না
প্রত্যেকটি পরিবারের কুলসংস্কৃতি
পরিশুদ্ধি লাভ ক'রে
সুকেন্দ্রিকতায় ক্রমবিবর্দ্ধনপ্রবণ হ'য়ে উঠছে,
যতদিন-না
বৈশিষ্ট্যপালী কৌলিকসংস্কৃতি রক্ষা ক'রে
অনুলোমক্রমিক বিবাহ বা নিবাহ-নিবদ্ধতায়
সুকেন্দ্রিক ইষ্টার্থী-গতিসম্পন্ন হ'য়ে
সুপ্রজননকে
সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে পারা যাচ্ছে,
শাসন-সংস্থার সুপরিবেষণ ও দৃঢ় নিয়োগে
নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে
বৈশিষ্ট্যপালী সত্তাতাৎপর্য্যে
প্রতিটি ব্যষ্টি ও সমাজ যতদিন
সৎশাসিত হ'য়ে না উঠছে,
ততদিন পর্য্যন্ত
ধর্ম্ম, কৃষ্টি, কলা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য
যোগ্যতায় অভিনন্দিত হওয়া তো দূরের কথা—
বরং তা'
সংহতিহারা উচ্ছন্নমুখী হ'য়ে চ'লতে থাকবে,
আর, ভরদুনিয়ার
প্রজনন, জন ও গোষ্ঠী
অপলাপের আবর্ত্তনে
আবর্ত্তিত হ'য়ে চ'লতে থাকবে;
যদি সপরিবেশ নিজের উন্নতি চাও,
পরাক্রমে প্রবৃদ্ধই হ'তে চাও,
বোধিবিজৃম্ভী সৌরত-সন্দীপ্ত পৌরুষত্বে
মানুষকে সংহত ক'রে তুলে'
উন্নতির অভিযাত্রীই ক'রে তুলতে চাও—
বিক্রম-অভিদীপ্ত উদ্যোগ ও প্রস্তুতি-প্রাচুর্য্যে,—
খতিয়ে, বেশ নজর দিয়ে

যেখানে যেমন ক'রতে হয়
ক'রে চল—উন্নত পরিচর্য্যায়;
নয়তো, জাহান্নমের লেলিহান জিহ্বা
তোমাদিগকে অনুসরণ ক'রতে ছাড়বে না । ৪৫৩

আভিজাত্য যা'দের উন্নত
তা'রা চরিত্র, গুণ বা কর্ম্মে
যা'দের দক্ষ যোগ্যতা যেমনতর—
নৈষ্ঠিক মনোবৃত্তি যা'দের যেমন—
জ্ঞান, প্রজ্ঞা, ব্যবহার ও বোধি-ব্যক্তিত্বে
যাঁ'রা যত ধন্য, লোকহিতী, লোকস্বার্থী—
অর্থ-বিত্তে যেমনই হো'ক
তাঁ'দিগকেই তত ধনী মনে করে,
বিনীত ও সশ্রদ্ধ হ'য়ে ওঠে
তাঁ'দের কাছে তা'রা,
কারণ, আভিজাত্যের স্বীয় সম্পদই ঐ,
শুধু অর্থশালী যা'রা—
যেন-তেন-প্রকারে অর্জ্জী যা'রা—
তা'দের দৈন্যগ্রস্ত ধনী ব'লেই
বিবেচনা ক'রে থাকে,
আর, অনুন্নত আভিজাত্য নিয়েই যা'রা চলে
হীনম্মন্যতার সন্তাসম্বদ্ধ
আচার, ব্যবহার, গুণ ও কর্ম্মদীপনায়—
লোকপালী না হ'য়ে
দম্ভী লোকশাসী-প্রবৃত্তিসম্পন্ন যা'রা—
অর্জ্জী হ'য়েও যা'রা ব্যভিচারবিক্ষুব্ধ,
আত্মম্ভরি, ক্ষুদ্রস্বার্থী
—তা'দিগকে তা'রা
দরিদ্র ব'লেই গণ্য করে,
কিন্তু হীনম্মন্যতায় অভিভূত যা'রা
তা'রা অর্থ-বিত্তের মোহে

এমনই আচ্ছন্ন হ'য়ে থাকে যে,
চারিত্রিক দৈন্য
উপলব্ধি করার ফুরসুত পায় না । ৪৫৪।

যা'রা স্বতঃস্বেচ্ছ
পারস্পরিক প্রীতিপরিচর্য্যী বন্ধনে
অনুপ্রাণিত হ'য়ে
পরস্পরের ধারণ-পালন-পোষণে
অন্তরাসী হ'য়ে
অশুভকে নিরোধ ক'রে
শুভানুচলনে চ'লে থাকে,—
তা'রাই কিন্তু জনসাধারণ বা সাধারণ,
শুধুমাত্র বিভিন্ন জনসমূহ সাধারণ নয়কো,
—এই আমি বুঝি;
যা'রা পরস্পর পরস্পরে
স্বার্থান্বিত হ'য়ে ওঠেনি,
কল্যাণ-পরিচর্য্যী হ'য়ে ওঠেনি,
বরং উল্টো চলনেই চ'লে থাকে—
সে জনসমষ্টিকে
সাধারণ বলা যেতে পারে কিনা বিবেচ্য;
বৈরী-সম্বন্ধান্বিত দুই পক্ষের লোককে
জনসাধারণ বলা ঠিক কিনা জানি না;
সাধারণ কথার অর্থ ও তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে—
সহ-ধৃতিসম্বেগসম্পন্ন
অর্থাৎ পারস্পরিকভাবে ধারণ-পোষণী
আগ্রহ-সমন্বিত যা'রা । ৪৫৫।

ব্যক্তি যদি
ইষ্টনিষ্ঠ বর্দ্ধন-পরিচর্য্যায়
উন্নতিতে অবাধ হ'য়ে না উঠল,
তোমার সামাজিক পরিচর্য্যার অর্থ কী—

তা' কি বোঝা যায়?
ব্যক্তি নিয়ে সমাজ,
আর, সমাজ সংহত হয়
ইষ্টনিষ্ঠার ভিতর-দিয়ে,
আর, ইষ্টনিষ্ঠাই কল্যাণ-নিষ্ঠা—
কল্যাণ-পরিচর্য্যা,
তা' থেকেই আসে কৃষ্টি,
যা'র পরিচর্য্যা
সত্তাকে বিনায়িত ক'রে
পোষণপুষ্ট ক'রে তুলতে পারে;
নয়তো, ঐ সেবা
ধোঁয়ার গুলতানি মাত্র,
স্বার্থসন্ধিৎক্ষুতার ধাপ্পাবাজি ছাড়া
তা'র সার্থকতা কোথায়
খুঁজে পাওয়া কঠিন;
আবার, আত্মসংস্কারবিহীন সমাজসেবা
সাত্বত পন্থা হ'তে বিচ্যুত হ'য়ে
প্রতিক্রিয়াশীল একদেশদর্শিতায়
বিশৃঙ্খলা ও বিকৃতিকে ডেকে আনা ছাড়া
আর কী ক'রতে পারে
তা'ও ঠাওর পাওয়া যায় না। ৪৫৬।

সমাজ-জীবনকে পরিপুষ্ট ক'রতে গিয়ে
ব্যষ্টিজীবনকে ব্যাহত ক'রে তুলো না,
বা যান্ত্রিক জীবন পরিবর্ত্তিত ক'রতে যেও না,
তাহ'লে কিন্তু ঐ সমাজ-জীবন
কালবিবর্ত্তনে জ্যান্তে-মরা হ'য়ে
আত্মবিকাশে অক্ষম হ'য়ে উঠবে ক্রমশঃ,
বরং ব্যষ্টিজীবনকে
শ্রেয়নিবদ্ধ ও প্রবুদ্ধ ক'রে
চারিত্রিক স্ফূরণের ভিতর-দিয়ে

সমাজ-জীবনে উন্নীত ক'রে তোল;
সমাজের উপাদানই কিন্তু ঐ ব্যষ্টিজীবন,
আর, সমাজ জীবন্তও হ'য়ে থাকে
ঐ ব্যষ্টি-জীবন নিয়েই,
ঐ ব্যষ্টি-জীবন যা'তে
স্বতঃ-স্বার্থে প্রতিব্যষ্টিকেই
নিজের স্বার্থ ব'লে বুঝতে পারে,
জানতে পারে,
ধ'রতে পারে—
পরস্পর পরস্পরকে,—
এমনি ক'রেই সংঘটিত ক'রে তোল,
যা'তে তা'দের অন্তরে উৎক্রমিত হ'য়ে
প্রত্যেকের সন্ততির ভিতরে
অমনতর অভ্যাসগুলি
ক্রমশঃ তীক্ষ্ম সংস্কার হ'য়ে
স্ফুরিত হ'য়ে উঠতে পারে;
দেখবে, যতকাল এই সংশ্রয়
অবাধ হ'য়ে চ'লবে,—
সব্যষ্টি সমাজ-জীবন
পরাক্রমী দীপন-নির্ঘোষে
সুসংহত তৎপরতায়
কেমন বিভা বিকিরণ ক'রে
বিবর্ত্তনের দিকে
পদক্ষেপ ক'রে চ'লেছে। ৪৫৭।

যা'ই হো'ক না কেন—
যা' ব্যক্তিগত জীবনে মরণপন্থী
তা'ই কিন্তু পাপের,—
—তা' খাওয়া-দাওয়া,
আচার-নীতিবিধি,
চাষবাস, শিল্প, আইন-কানুন,

আমোদ-প্রমোদ—
যা'ই কিছু কও না কেন,—
আর, তা'কেই পরিহার ক'রতে হবে
হিসাব ক'রে;
তা' যদি না কর—
ব্যক্তিগত তো দূরের কথা,
জাতিগত ম্রিয়মর্ষণাকে
তা' ডেকে আনবে নির্ঘাত;
নজর রেখো,
স্মরণ রেখো,
করণীয় যা'
তা' ক'রতে যদি ত্রুটি কর,—
জীবনবিরোধী অবসাদ
অদূরেই অপেক্ষা ক'রছে
—তা' ঠিকই জেনো;
বুঝেসুঝে
খতিয়ে নিয়ে
যা' করার তা' ক'রো । ৪৫৮।

ইষ্টনিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ—
যা' শ্রমসুখপ্রিয়তার
উল্লোল ঊর্জ্জনা নিয়ে চলে—
বিধিবিনায়িত পরিচর্য্যা নিয়ে
আচরণ নিয়ে—
তা'ই কিন্তু আমাদের জীবনের—
জীবনীয় উদ্বর্দ্ধনার সুন্দর সেতু,—
যা'র উপর দিয়ে আমরা
সমাজ গঠন ক'রে
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
সবাইকে সম্বৃদ্ধ ক'রে
সুন্দরে সার্থক ক'রে তুলতে পারি;

এই সংক্রমণী অনুচলন
সবাইকে সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলুক—
তা' কি অন্তরে
কি বাহিরে;
ইষ্টনিষ্ঠার
অনাবিল অস্খলিত
অনবদ্য উদাত্ত পথ কিন্তু ঐ,—
যা' প্রতিটি সত্তাকে
বিশালের দিকে নিয়ে যায়—
প্রাজ্ঞ বোধি-দীপনায়,
সমাজকে বিপুল ক'রে তোলে । ৪৫৯।

যে সম্প্রদায়ে, সমাজে বা রাষ্ট্রে
নারীর সতীত্ব যত অবজ্ঞাত
অসম্মানিত, অপূজিত,
নারী যেখানে স্বামী-স্বার্থিনী নয়কো
সর্ব্বতোভাবে,
পুরুষকে সে যেখানে
ইষ্টানুগ প্রেরণাসম্বুদ্ধ ক'রে তুলতে পারে না,
তা'র বোধিস্রোতা সত্তাকে
পোষণ-প্রদীপনায়
আপূরিত ক'রে তুলতে পারে না,
স্বামীর স্বগণ যা'রা
তা'দিগকে সুসংহত ক'রে তুলতে পারে না—
বাক্য, ব্যবহার
ও সুসঙ্গত কর্ম্ম-নিয়োজনার ভিতর-দিয়ে
সেবা-সন্দীপ্ত, পরিচর্য্যা নিয়ে,—
সে সম্প্রদায়, সমাজ বা রাষ্ট্র
ঘুমন্ত অজ্ঞ সম্বেগে
জাহান্নমের পথে ধাবিত হ'য়ে চ'লেছে—
এটা অতি নিশ্চয়,

একটু লক্ষ্য ক'রে দেখলেই
এটা বেশ বুঝতে পারা যাবে;
সুনিষ্ঠ, সুকেন্দ্রিক, সুতপা অনুচর্য্যাই
ঈশিত্বের উদ্বোধক,
ঈশ্বরই সৎ,
এক এবং অদ্বিতীয়,
নিঃশ্রেয়সী শ্রেয় । ৪৬০।

প্রকৃতি-অনুপাতিক ব্যভিচারকেও
দুই ভাগে ভাগ করা যায়;
যে-ব্যভিচারের ভিতর-দিয়ে
জীবন ও জাতকের জৈবী-সংস্থিতি
বোধায়নী তাৎপর্য্যে বিকৃত হ'য়ে ওঠে—
তা' অবৈধ, অতি ঘৃণ্য,
গণসমাজের পক্ষে অশেষ অহিতকর;
তা' বাদে যা'তে তা' করে না,—
তা' ঘৃণ্য হ'লেও অত্যন্ত অহিতকর নয়কো,
তাই, অতি জঘন্যও নয়,
আর, জঘন্য হ'লেও সমাজ ও রাষ্ট্রঘাতী নয়,—
তা'কে বরং শুদ্ধ করা যেতে পারে;
আর, যা'তে জৈবী-সংস্থিতি
অশ্রেয় ও বিকৃত হ'য়ে ওঠে,
তা'কে নিরোধ না করা পাপ তো বটেই—
তা' ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত হিসাবে,
তা' ছাড়া, পরিবার, সম্প্রদায়, সমাজের পক্ষে
তা' বিষাক্ত অনাসৃষ্টি-বিশেষ—
যা' সমাজ ও রাষ্ট্রকে
ধ্বংসে দীর্ণ ক'রে তোলে । ৪৬১।

উপযুক্ত বৈধী-বিবাহকে
বর্জ্জন ক'রতে যেও না,

বিবাহ-বর্জ্জন করার চাইতে
বিবাহ না-করা বরং ঢের ভাল,
পুরুষের উপযুক্ত অনুলোম-বিবাহ
বরং অনেক শ্রেয়,
কিন্তু প্রতিলোম-বিবাহ—
তা' যেমনই হো'ক—
পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের দিক-দিয়ে সর্ব্বনাশা
কারণ, তা' অপকৃষ্টের স্রষ্টা;
আবার,
নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা ও বোধায়নী প্রশ্নের উপর দাঁড়িয়ে
উপযুক্ত অনুশীলনে
যোগ্যতায় যুত হ'য়ে ওঠ,
শিক্ষিত হ'য়ে ওঠ তুমি
শ্রদ্ধাশীল বান্ধব দৃষ্টি নিয়ে
বিহিত অনুচর্য্যা-তৎপরতায়
তোমার চাইতে বয়সে বড় যারা
তা'দের যত্ন ক'রো,
ছোটদের স্নেহ ক'রো,
সবাইকে ভালবেসো;
বলায়, করায় যা'তে ভাল হয়
তাই-ই ক'রে যেও—
অবশ্য হৃদ্যভাবে
অসৎ-নিরোধে তৎপর থেকে;
শ্রদ্ধা, মৈত্রী,
হৃদ্য অসৎ-নিরোধী অনুচলন,
বোধি ও শিক্ষাবর্ত্তনা নিয়ে
এমনতরভাবে চ'লতে থাক,
পরিবার, সমাজ ও পরিবেশ
উন্নত গতিসম্পন্ন আপনিই হ'য়ে উঠবে । ৪৬২।

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ইষ্ট বা আদর্শ-নিষ্ঠ
অসৎ-নিরোধী বিক্রম,

যা' ব্যষ্টিবৈশিষ্ট্যে
বিশেষ তাৎপর্য্যের সহিত নিহিত থেকে
সংহতি-পরাক্রমে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
সত্তা-সংরক্ষণী তাৎপর্য্যে
সক্রিয় হ'য়ে উঠে থাকে,—
যে-পরিবারে, যে-সম্প্রদায়ে, সমাজ ও রাষ্ট্রে
তা'র যত অভাব,—
আত্মবিনায়ক যোগ্যতা,
অন্তরায়-অতিক্রমী সম্বেগ,
আত্মপোষণী সন্ধিৎসাপূর্ণ অভিচলন
সেখানে তেমনি শ্লথ,
ম্রিয়মাণতা
ক্লীব সন্দীপনায়
ঔদার্য্যের অবগুণ্ঠনে বসবাস করে,
উদ্বর্দ্ধনা লজ্জিত ও অবমানিত সেখানে,
আত্মঘাতী ক্লীবত্বই সেখানে
ধর্ম্মের মুখোস প'রে বসবাস ক'রে থাকে;
তাই, ইষ্টার্থ-আপূরণী বৈশিষ্ট্যানুগ
সংহতিপ্রবণ পারস্পরিকতায়
আপূরণ-পোষণী বিক্রমকে
কখনই ত্যাগ ক'রো না—
তুমি ঠ'কবে
তোমার পরিবার ঠ'কবে
সম্প্রদায়, সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্র
বিবর্ত্তন হ'তে বঞ্চিত হবে,
অসৎ-এর আধিপত্য হ'তে
আত্মরক্ষা ক'রতে পারবে না কিছুতেই । ৪৬৩।

যে-দেশে আভ্যন্তরীণ বৈরী-বিপাক নাই,
আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টির
অনুচর্য্যাপরায়ণ সবাই,

শ্রেয়-নিবদ্ধ বিবাহ
ও বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ অনুধ্যায়িতা-সহ
নারী-ধর্ম্ম ও সতীত্ব যেখানে অটুট,
যোগ্যতা-অর্জ্জনী বিভা-প্রবুদ্ধ যেখানে সবাই,
লোকজীবন যেখানে
প্রস্তুতিপ্রবণ, পরাক্রমী,
প্রতিটি ব্যষ্টির আভিজাতিক তপই যেখানে
উৎকর্ষ-অনুধ্যায়ী,
প্রত্যেকেই প্রত্যেকের প্রতি মমতানিবদ্ধ,
স্বস্তি-অনুচর্য্যাই যা'দের স্বার্থ,—
এই এতটুকু যে-দেশের লোক-অন্তরে
সম্বেগসম্বুদ্ধ হ'য়ে
জীয়ন্ত হ'য়ে র'য়েছে,
সে-দেশের অন্ত-প্রাচীর ভেদ ক'রে
শত্রুর আক্রমণ হওয়া
কিংবা আক্রমণ হ'লেও
ঐ দেশকে পরাভূত করা অস্বাভাবিক,
কারণ, সে-দেশের প্রত্যেকটি লোক
অনুদীপনা-প্রবুদ্ধ,
প্রতিটি ব্যষ্টিই এক-একটি দুর্গ,
দুর্দ্দান্ত তা'দের অভিযান,
সংহতি সেখানে স্বাভাবিক ও সলীল,
তাই, শক্তিও তা'দের প্রবল;
ঈশ্বর বিনায়িত জীবন-সম্বেগে
সংহতি-সম্বুদ্ধ অনুদীপনায়
প্রস্তুতির পরাক্রমী পরিবেদনায়
নিরঙ্কুশ-চলনে স্বতঃই অধিস্রোতা—
জয়জৃম্ভী । ৪৬৪।

যাঁ'রা উৎপাদনী-চর্য্যা নিয়ে
লোকপোষণী অনুশীলন-তৎপর হ'য়ে

পরিস্থিতি ও পরিবেশকে
জীবনীয় যোগান দিয়ে চ'লেছেন,—
তাঁ'দের ঐ যোগ্যতার উপর দাঁড়িয়েই
বহু লোক পরিপালিত হয়,
যেমন কৃষক, বৈদ্য, শিল্পী, তত্ত্ববেত্তা,
বৈজ্ঞানিক, মহামানব ইত্যাদি
তাঁ'রাই হ'চ্ছেন লোকপোষণার উৎসৃজক;
আর, যা'রা অনুশীলনহারা তামিলী-চর্য্যায়
নিজেকে নিয়োজিত ক'রে
বেতনভোগী হ'য়ে
নিজেকে ও নিজ পরিবারবর্গকে
পরিপালন ক'রে থাকে,—
তা'রা কিন্তু
ঐ যোগ্যদের অর্জ্জনার উপসেবী;
তাই, মানুষের আপালনী প্রবৃত্তি—
ঐ যোগ্য যা'রা—
তা'দিগকে যদি পরিপালন না করে,
অর্থাৎ, যা'দের অর্জ্জনের উপর দাঁড়িয়ে
অন্যরা প্রতিপালিত হয়—
তা'দিগকে পরিচর্য্যা না করে,
তবে প্রত্যেকেরই
আত্মপোষণা বঞ্চিত হ'তে থাকে,
লাঞ্ছনার ক্রূর দীপনা
পরিহাস ক'রে
উৎসন্নের দিকেই টানতে থাকে
সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রকে । ৪৬৫।

যে-বাদই হো'ক আর বিজ্ঞানই হো'ক,
যা' ব্যষ্টি-অনুক্রমিক সমষ্টির
সাত্বত সম্বর্দ্ধনাকে
ব্যাহত ও ব্যভিচারদুষ্ট ক'রে

প্রবৃত্তি-প্ররোচনার ইন্ধন জুগিয়ে
তা'দিগকে ধ্বংস-তীর্থ-যাত্রী ক'রে তোলে,
তা' কিন্তু সর্ব্বনাশা;
তা' শুধু সেখানেই সীমাবদ্ধ থাকে না,
ক্রমশঃ তা'র বিষাক্ততা
দুষ্ট-সংক্রমণে
পরিধি বিস্তার ক'রতে-ক'রতে
দুনিয়াটাকে ঐ-পথেরই
পথিক ক'রে তোলে;
তাই, তোমার বিচক্ষণ দৃষ্টি নিয়ে
বেশ ক'রে খতিয়ে দেখ—
ব্যষ্টি ও সমষ্টির শুভ-সম্বর্দ্ধনী যা'
তা'ই গ্রহণ ক'রো,
চ'লোও তেমনি;
প্রবৃত্তি-প্ররোচিত হ'য়ে
বর্ব্বর ব্যতিক্রমে
উদ্ধত মাতালের মত
সর্ব্বনাশের দিকে এগিয়ে যেও না,
বরং তা' নিরোধ ক'রো সর্ব্বতোভাবে,
তুমিও বাঁচবে ও বাঁচাবে সবাইকে । ৪৬৬।

সাত্বত অনুচলনই সাম্যবাদ,
বিশেষতঃ মানুষ যখন
তা'র সব প্রবৃত্তি নিয়ে
সত্তা-পরিচর্য্যা-নিরত হয়,
নিজেরই মতন ক'রে
অন্যকেও পরিচর্য্যা করে,
ঐ বহু বৈশিষ্ট্যের একায়িত
সাম্য অনুচলনই
পারস্পরিক নিবন্ধনার ভিতর-দিয়ে
একায়িত পূতস্রোতা হ'য়ে ওঠে,

তা'তেই হ'য়ে থাকে
সঙ্ঘ-নিবন্ধনী সাম্যের দ্যোতনা;
তাই, চাই
আদর্শনিষ্ঠ একায়িত সত্তাপোষণী অনুচলন,
সুক্রিয়, তৎপর পারস্পরিক অনুচর্য্যা,
আরো চাই আদর্শনিষ্ঠ নিদেশবাহিতা,
বিহিত প্রস্তুতিপ্রবণ অনুচলন,
পারস্পরিক অনুবেদনশীল আত্মমর্য্যাদা,
ও বিধিবিনায়িত বৈশিষ্ট্যপোষণী
বিবাহ ও সুপ্রজনন,—
এর ভিতর-দিয়েই
উন্নতির অভ্যুত্থান হ'য়ে থাকে;
জনগণ যেখানে
নিষ্ঠা-তৎপর অনুরঞ্জনায়
সক্রিয় অনুচলনে চলে—
আদর্শ-নিদেশবাহী হ'য়ে
পারস্পরিক অনুবন্ধনে,—
তা'কে দেশ বলে;
সমাজতন্ত্র সেখানে স্বতঃই
অভ্যুদয়প্রবণ হ'য়ে ওঠে,
নানা বাদ সেখানে কোন
বিবাদের সৃষ্টি ক'রতে পারে না । ৪৬৭।

তা'রাই পঙ্কিল,
অস্পৃশ্য, অপবিত্র তা'রাই,
মহাপাতকী তা'রাই,
যা'রা শ্রেয় বা উৎকর্ষী বৈশিষ্ট্য ও আভিজাত্যকে
অবদলিত ক'রে
প্রবৃত্তিলোলুপতায় অশ্রেয় বা অপকর্ষীর
অবৈধ, অশিষ্ট অনুচর্য্যা-পরায়ণ,
অপকৃষ্ট ও উৎকৃষ্টের জঘন্য শত্রু তা'রাই,

কারণ, উৎকৃষ্টের প্রতি অপকৃষ্টের
শ্রদ্ধা-সম্বুদ্ধ অনুবর্ত্তনাই
অশ্রেয় ও অপকৃষ্টকে
শ্রেয়-বর্দ্ধনায় অনুপ্রেরিত ক'রে তোলে,
শ্রেয়তপা ক'রে শ্রেয়-মর্য্যাদায়
উন্নত ক'রে তুলে' থাকে,
ঐ অশ্রেয়-পরিচর্য্যা সেই শ্রদ্ধাতেই
সাংঘাতিক অপঘাত হানে,
আবার, ঐ অপঘাতই
শ্রেয় বা উৎকর্ষী যা'রা
তা'দিগকে
অপকর্ষী-অনুচর্য্যায় সংক্রামিত ক'রে তোলে,
ফলে, উভয়েই
জাহান্নমের উপাসক হ'য়ে ওঠে ক্রমশঃ;
তাই, অমনতর প্রবৃত্তিসম্পন্ন যা'রা,
তা'রা নিরোধ্য তো বটেই,
তা' ছাড়া, দণ্ডের সাংঘাতিক আঘাত
যদি তা'দিগকে
ভীত, ত্রস্ত ও শঙ্কিত ক'রে না তোলে,—
ঐ বিকৃত সংক্রমণকে নিরোধ ক'রে
মানুষের শ্রেয়-পন্থাকে সজীব ক'রে তোলা—
আকাশকুসুমবৎই হ'য়ে থাকে;
দন্তুর অট্ট-ব্যাদানী করাল-আঘাত হ'তে
যদি বাঁচতে চাও
বা বাঁচাতে চাও,
তবে সাবধান!
কূটকৌশলী সুচতুর চকিত নিরোধে
ঐ ভাঙ্গনকে ভেঙ্গে ফেল—
অপকৃষ্টদের স্নেহল শ্রেয়-অনুচর্য্যায়,
অল্পেই নিস্তার পেতে পার ।৪৬৮।

যে-কোন লোকই হো'ক না কেন,—
কৃষ্টি ও বংশানুক্রমিক আচার ও কর্ম্মচ্যুত হ'য়ে
পুরুষ-পরম্পরায়
দুষ্কর্ম্মজনিত পাতিত্য অর্জ্জন ক'রে
বংশানুক্রমে নিকৃষ্ট কর্ম্মের দ্বারা—
বিশেষতঃ যে-সমস্ত কর্ম্মে লিপ্ত থাকলে
তা'দের সংস্রবে সমাজ
নানা বিষাক্ত ব্যাপারে সংক্রামিত হয়,—
সামাজিক স্তর হিসাবে
তা'রা যদি
ঐ সমস্ত কর্ম্মে নিয়োজিত থেকে
জীবিকা-সংস্থান ক'রে চলে,
তাহ'লে তা'দের সামাজিক সমস্ত ব্যাপারও
ঐ শ্রেণীর ভিতরই নিষ্পন্ন হওয়া উচিত;
কিন্তু তা'রা যদি বংশ-পরম্পরায়
মৌলিক বংশবৈশিষ্ট্য-মাফিক
উপযুক্ত বিশুদ্ধ কর্ম্মে ব্যাপৃত থেকে
জীবিকা-সংস্থান করে,
তবে ক্রমে-ক্রমে
ঐ দোষগুলি অপসারিত হ'য়ে
তা'রা সমাজের ব্যবহারযোগ্য
হ'য়ে উঠতে পারে;
তখন,
ঐ-জাতীয় কর্ম্মনিরত না হ'য়েও
বিশুদ্ধতর কর্ম্মে
জীবিকা-সংস্থান ক'রে চ'লেছে—
এমনতর নিকট উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সহিত
অনুলোমক্রমে
তা'দের কন্যাদির বিবাহ
ও বৈধী-সম্ভাব্যতায় অনুপাতিকভাবে
পান ও ভোজনের ব্যবস্থা চলন্ত হ'তে পারে,

এবং তা'রা ক্রমে-ক্রমে
তপশ্চর্য্যার ভিতর-দিয়ে
সুনীতিগুলিকে অভ্যাসে আয়ত্ত ক'রে
ক্রমোন্নতি লাভ ক'রতে পারে;
ঔদার্য্য এমন হওয়া উচিত নয়—
যে-ঔদার্য্যে সমাজদেহ আহত হ'য়ে ওঠে,
বিক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে,
বিনাশের দিকে চ'লতে থাকে;
তাই, সংস্কার যা'ই কর না কেন
অপলাপী চলনে
সুপরিবেক্ষণের সহিত
বিশেষ বিবেচনা ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টি রেখে
শ্রেয়ানুবর্ত্তী হ'য়ে
বাস্তব সার্থক গণহিতী সন্দীপনায়
তা' নিষ্পাদন ক'রতে চেষ্টা ক'রো । ৪৬৯।

পরিবেশের অস্তি ও বৃদ্ধির সঙ্গে
ব্যক্তির যেখানে
সার্থক সমঞ্জসা সঙ্গতির
অমৃত সংস্রব নাই,
অর্থাৎ, সঙ্গতিশীল অনুশীলনাত্মক বর্দ্ধন-পরিচর্য্যা
যা' অমৃত আবাহন করে
তা' যেখানে নাই,—
বা তা'র ব্যত্যয় যেখানে,—
সে-নীতির যে কী তাৎপর্য্য
তা' বোঝা দুরূহ—
বিশেষতঃ স্থিতি-চাহিদাশীল
অস্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব যা'দের আছে
তা'দের পক্ষে,
অর্থাৎ, 'আমি আছি ও থাকতে চাই'
—এতটুকু চেতনা ও বোধ

যা'দের আছে তা'দের পক্ষে;
কারণ, প্রত্যেকে বাঁচতে চায়—
স্বস্তি ও স্বধা নিয়ে,
অসৎ যা'-কিছুকে নিরোধ ক'রে,
উন্নতিকে অবাধ ক'রে,
আর, যা'রা তা' চায়—
তা'রা এও বোঝে যে,
নিজেরা তেমন থাকতে গেলে
অন্যকেও রাখতে হবে অমনতর,
তাই, এই সক্রিয় পারস্পরিকতার ভিতর-দিয়েই
সবাই স্বস্থ থাকে,
নচেৎ কা'র ভাল কে দেখে? । ৪৭০।

তোমার ও তোমার পরিবারের
সাত্বত পোষণার
অর্থাৎ জীবনপোষণার
যা' যা' উপকরণ
ও তা'র চর্য্যা ও চলনার যা'-কিছু
সেগুলিকে রেখে
উদ্বৃত্ত যা'-কিছু
তা' থেকে যথাসম্ভব
অন্যের সত্তা বা জীবনপোষণ ও তদনুচর্য্যার জন্য
দিতে কসুর ক'রো না—
তোমার মজুদ, অর্জ্জিত
বা যা'-কিছু হ'তে;
ফলে, ঐ সাত্বত ও জীবনীয় সহযোগিতা
তোমাদের ভিতর সবল হ'য়ে উঠবে,
দৈন্যের দুরন্ত আঘাতে
জর্জ্জরিত হ'তে হবে না,
সবার সম্বর্দ্ধনার সাথে
তোমার সম্বর্দ্ধনাও

সম্পদশালী হ'য়ে চ'লতে থাকবে,
আর, পরিবেশও
তদনুগ তৎপরতায়
কৃতী হ'য়ে উঠবে,
তুমিও কৃতিকৃতার্থ হ'য়ে উঠবে;
অন্যকে নির্য্যাতিত হ'তে দিও না,
বাঁচতে দাও,
বাড়তে চাও,
নির্য্যাতিত তুমিও হ'য়ো না,
বাঁচ, বাড়তে থাক ৷ ৪৭১ ৷

তুমি শিক্ষকই হও,
ছাত্রই হও,
সাহিত্যিক বা বিজ্ঞানচর্চ্চীই হও,
যা'ই হও না কেন,—
পরিবেশের ইষ্টার্থ-অনুধায়িনী অনুচর্য্যা,
আপালনী অনুবেদনা
ও সক্রিয় সেবা-তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
ইষ্ট বা শ্রেয়-পরিচর্য্যার
উপকরণ সংগ্রহ-রত থেকে
কল্যাণস্রোতা চলনে চল;
এর ভিতর দিয়ে
কোথায় কেমন ক'রে
কোন্ রকমে
কোন্ উদ্ভাসন ও সমাধান মিলে যাবে লহমায়—
তোমার উদ্ভাবনী আকৃতিকে
আলোড়িত ক'রে,
তা'র ঠিক নাই,
দেখে অবাক হ'য়ে যাবে;
সমীচীন অনুধায়িতা নিয়ে কর,
দেখবে—

বিভু-বিভূতির প্রভাব-অনুকম্পায়
তোমার সতর্ক সন্ধিৎসু
পরিচর্য্যী অনুচলনের ফলে
লোকের সাত্বত প্রসাদ
তোমাকে কেমনতর
অভিনন্দিত ক'রে চ'লেছে—
বিদ্যুৎপ্রভার সমন্বয়ী জলুস
বিকিরণ ক'রে মাঝে-মাঝে । ৪৭২।

সঙ্ঘের,
সঙ্ঘ কেন, সমাজের
নীতি, নয়ন ও চলনকে
স্থিরদ্যুতিসম্পন্ন ক'রে রেখ—
অভ্যাসের অচ্ছেদ্য চলনে,
অনুশীলনার আগ্রহ-উদ্দীপনায়;
আর, তা' যতই
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সেধে রাখতে পার—
সত্তায় সংগ্রথিত ক'রে,
সার্থক সঙ্গতিশীল আরোর পথে,
সাত্বত জীবনকে উচ্ছল ক'রে,
অন্তঃকরণের পারস্পরিক অনুবেদনা নিয়ে,
ব্যক্তিগত তপস্যায় উদ্দীপ্ত ক'রে,—
তোমাদের জীবন ও বৃদ্ধি
সাত্বত নিয়মনায়
সম্পদের শুভ-বিনায়নে
সুস্থি ও স্বস্তিকে নিয়ে
ততই বেড়ে উঠতে থাকবে—
শুভ সন্ধিৎসার স্ফূর্ত্ত গৌরবে,
অবিবেকী অসৎ যা'-কিছুকে
সংযত ক'রে,
নিরোধ ক'রে;

তাই বলি—
এমনি ক'রেই ওঠ,
এমনি ক'রেই জাগ,
এমনি চলনেই চল,
তোমাদের অস্তিত্বে পুষ্পবৃষ্টি হো'ক । ৪৭৩।

তোমার পরিবেশের প্রত্যেককে
স্নেহসিক্ত ক'রে তোল,
কৃতিচর্য্যায় সম্বুদ্ধ ক'রে তোল,
শ্রেয়সিক্ত অনুবেদনায়
তা'দের প্রতিপ্রত্যেককে
সুদীপ্ত ক'রে তোল,
বান্ধবতার প্রীতিবন্ধন থেকে
কেউ যেন স্খলিত না হয়,
প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য কর,
যা'তে তা'রা
বিভব-বিদীপ্ত হ'য়ে
স্মিত স্বতঃ-স্বাধীনতায় উচ্ছল হ'য়ে
স্বতঃসন্দীপনায়
কৃষ্টিতপা হ'য়ে ওঠে—
হাতে-কলমে,
বোধ-বিবেকের অনুধায়নী অনুবেদনায়,
সবার অন্তরে
তৃপ্তি ভরপুর হ'য়ে উঠুক,
জীবন
জাজ্বল্যমান হ'য়ে
অটুট উচ্ছল হ'য়ে উঠুক । ৪৭৪।

যিনি ধাত্রী,
দুনিয়ায় তোমার প্রথম ধরণী,
তুমি যখন এ দুনিয়াতে পদার্পণ কর—

তা'র প্রথম অবলম্বনই তিনি;
তিনি তোমার কাছে
জগদ্ধাত্রীরই ব্যক্তপ্রতীক;
তাই, তোমার পিতা-মাতা বা অভিভাবকের
তাঁ'কে শ্রদ্ধা-সহকারে
যথাসাধ্য নৈবেদ্য
অর্থাৎ ভোজ্যদ্রব্য ও বস্ত্রোপকরণাদি
অর্পণ করা উচিত—
বিশেষতঃ তোমার জীবনের
মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানাদিতে;
আর, তোমার অবস্থানুগ অনুচলন
ও অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
প্রয়োজন-মত তাঁ'র
নৈবেদ্যবাহী হ'য়ে চলাই
তোমার জীবনারম্ভের স্মারক যজ্ঞ;
তোমার অবস্থায় যেমন কুলায়
আর, তিনি যেমনতর যা'
ব্যবহার ক'রতে পারেন—
তা'ই তাঁ'কে অর্ঘ্য নিবেদন ক'রো;
ঐ শুভস্মৃতি শুভ-আশীর্ব্বাদে
তোমাকে প্রতুল ক'রে তুলবে—
শ্রদ্ধাপূত কৃতি-নিষ্ঠার
অনুকূল উচ্ছলায়;
এমনতর না-করাটাই প্রত্যবায়,
তাই বলি—
ভুলো না তা' ক'রতে;
ঐ ভুল
জীবনের অনেক ভুলকে
প্রশমিত না ক'রে
জটিলই ক'রে তুলবে,
তোমার ঐ শ্রদ্ধা-নৈবেদ্য

তোমার স্বস্তি-কৃষ্টি ও আয়ুকে
যেন উচ্ছল ক'রেই রাখে;
তাই, অমনতর শ্রদ্ধাপূত
কৃতি-অনুচলন নিয়ে চ'লো—
উপযুক্ত কর্ম্ম-অর্জ্জিত নৈবেদ্যের
অর্ঘ্য-সজ্জায়,
শুভ-নিবেদনায় । ৪৭৫ ।

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণে
অচ্যুত শ্রদ্ধোষিত এক-আদর্শপ্রাণতা,
তদনুচর্য্যী সক্রিয় তপানুশীলন,
প্রীতি-অবদান-উৎসারিণী
আগ্রহ-প্রদীপ্ত অবদানমুখর আকৃতি,
ঐ আদর্শপ্রাণতার ভিতর-দিয়ে
অন্তর্নিহিত যোগাবেগসম্ভূত
পারস্পরিক আত্মনিবন্ধন,
পরস্পরের পরস্পরের প্রতি অন্বয়ী স্বার্থদীপনা,
আভিজাত্য-অনুক্রমী গৌরবদীপ্ত
স্বতঃ-সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
বৈশিষ্ট্যানুগ আত্মসম্ভ্রমী সন্দীপনা,
আদর্শ-অনুশ্রয়ী রাগদীপনী অনুচর্য্যা
যা' অভ্যস্ত অনুবেদনার ভিতর-দিয়ে
প্রথায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে,
আদর্শ, পিতৃপুরুষ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির ভিতর-দিয়ে
সত্তাপোষণী যে-ঐতিহ্যের অভিব্যক্তি হ'য়েছে,
সেগুলিকে সাত্ত্বিক সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
স্বতঃ ক'রে তোলা—
ইত্যাদির অন্বিত বিনায়নী নিবন্ধনায়
যে সমবেত সংহতি উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে,
তা'দের অন্তর্নিহিত ইচ্ছাও
ঐ সঙ্গতি-শালিন্যে

একই হ'য়ে উঠে থাকে,
যা'র ফলে, ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত হিসাবে
সমবেত ইচ্ছার উৎক্রমণ হ'য়ে চলে;
আর, জাতি তখনই
বিভিন্ন ব্যষ্টিধৰ্ম্মী থেকেও
সৎ-সন্দীপ্ত ঐ ইচ্ছার স্বতঃ-অনুবন্ধনায়
একটা শক্তিশালী ঐক্য ও ঐতিহ্যে
উপনীত হ'য়ে ওঠে,
ঐ আদর্শানুনয়নী তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়ে
তা'রা অজেয় হ'য়ে ওঠে;
সৰ্ব্বার্থ-সঙ্গতি যেখানে—
বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের
বিনায়নী তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
বৈশিষ্ট্যানুক্রমে
একতন্ত্র যেখানে,—
ঈশ্বর সেখানে স্বতঃসন্দীপ্ত,
অংশু-বিভান্বিত,
খর-প্রদীপ্ত । ৪৭৬।

ব্যষ্টিজীবন ও তা'র অন্তর্নিহিত যোগ-সম্বেগ
পরিবারে সংহতি লাভ ক'রে
তা'দের প্রতিপ্রত্যেকে
সমাজ-জীবনে সংহত হ'য়ে
রাষ্ট্রে ভূমায়িত হ'য়ে
যখন সমাজ ও রাষ্ট্র
ধৰ্ম্মার্থপরায়ণ সঙ্গতি নিয়ে
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শে
সহজ অনুকম্পিতায় সুনিবদ্ধ থেকে
ব্যষ্টিবৈশিষ্ট্যের স্ফূরণায়
একানুধ্যায়ী তপশ্চর্য্যার ভিতর-দিয়ে
যোগ্য জীবনে জীয়ন্ত হ'য়ে

স্বাভাবিক পারস্পরিক অনুচর্য্যায়
অনুরঞ্জিত থেকে
উদ্গতিশীল হ'য়ে চলে—
ঐ ধর্ম্মকৃষ্টির অস্তিবৃদ্ধির অভিযানে—
বৈধী নিয়মনী তৎপরতায়
প্রেরণার বিবর্ত্তনী অনুচর্য্যায়,—
তখনই বুঝবে—
প্রতিটি ব্যষ্টিসহ তা'দের
পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সত্তা
সুসঙ্গত উদয়নী অভিসার নিয়ে
শুভ জীবনের হিরণ্য-অভিযানে চ'লেছে,
স্বস্তি, তৃপ্তি, শান্তি,
সম্বর্দ্ধন-বিভব,
প্রস্তুতির পরাক্রম
সুব্যবস্থ তৎপরতা নিয়ে
তা'দের উৎক্রমণী স্বাগতম্-আহ্বানে
সলীল সন্দীপনায়
উদয়নার বালকিরণ-স্নাত ক'রে
লাবণ্যে দেব-বিভূতিসম্পন্ন ক'রে তুলেছে;
ঈশ্বর সনাতন,
তিনি এক—অদ্বিতীয়,
বৈশিষ্ট্যপালী একসংহতি-অনুচর্য্যাই
ঈশ্বরের অনুদীপনী আহুতি ।৪৭৭।

বিপ্রের ভিতরই হো'ক
ক্ষত্রিয়ের ভিতরই হো'ক
বা বৈশ্য-শূদ্রের ভিতরই হো'ক—
অনাবিল মর্য্যাদাসম্পন্ন
উৎকৃষ্ট কুলবান যা'রা
এককথায়, কুলীন বা তদ্রূপ যা'রা
কোনক্রমে তা'দের ভগ্নী বা কন্যা

বা কোন মেয়েকে
তা'দের অপর্য্যায়ী কুলে বা অপকৃষ্ট কুলে
বিবাহ দিলেই যে
তা'দের কুলমর্য্যাদা নষ্ট হ'য়ে
তজ্জাতীয়তা প্রাপ্ত হয়,—
মনে হয় আমার
এ বড় অপরিণামদর্শী নীতি,
যা'দের রক্তে কোন ছিট বা দোষ
আছে ব'লে জানা যায় নাই
এই অকৃতির জন্য
তা'দের সমস্ত কুলকেই অপকৃষ্ট ক'রে দেওয়া
দুষ্কৃতি ছাড়া কিছুই নয়,—
ফলে, ঐ কুলকে
প্রতিলোম-সংশ্রয়ে
আরো নিকৃষ্ট ক'রে দেওয়াই হয়—
যদিও ঐ দুষ্কৃত কর্ম্মের দরুন
তা'দের খানিকটা পাতিত্য ঘ'টে থাকে,
এইভাবে যা'রা কন্যা দেয়
তা'দের চাইতে যা'রা নেয়—
তা'রাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রভূত পরিমাণে;
তাই, তোমার সম্প্রদায় বা সমাজ-বন্ধনকে
এমনতর সুষ্ঠু সম্বর্দ্ধনায়
অন্বিত ক'রে তুলো'—
যা'তে ঢাকের দায়ে
কাঠামশুদ্ধ নিকেশ ক'রতে না হয়,
বিহিত প্রায়শ্চিত্তে
দুষ্কৃতির নিরসন ক'রে
প্রতিটি জীবন যা'তে
সুষ্ঠু-সম্বর্দ্ধনপ্রবণ হ'য়ে ওঠে—
তেমনি ক'রেই সমাজ-বন্ধনকে
চলন্ত ক'রে রেখো,
সমাজকে জীবন্ত শ্মশানে পরিণত ক'রো না । ৪৭৮।

যদি নিজের মঙ্গল চাও,
পরিবার ও পরিবেশের মঙ্গল চাও,
প্রথমেই প্রয়োজন—
সুকেন্দ্রিক, একানুধ্যায়ী
ইষ্টীতপা ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র গুচ্ছের অবতারণা করা,
সেই গুচ্ছগুলির প্রতিপ্রত্যেকে
ইষ্টানুগ চলনে আত্মনিয়মন ক'রে
পরিবেশের ভিতর সেগুলি
এমন ক'রে চারিয়ে দেবে,—
যা'তে পরিবেশ উদ্বুদ্ধ অনুপ্রেরণায়
ব্যক্তিত্বকে গঠন ক'রে
অনুশীলনায় যোগ্যতাকে আহরণ করে,
এবং ঐ পরিবেশও অন্যকেও আবার
ঐ অমনি ক'রে
আত্মনিয়মনী তৎপরতায় ব্যক্তিত্ব গঠন ক'রে
যোগ্যতায় উদ্বর্দ্ধিত হ'তে
সাহায্য ও সম্বুদ্ধ ক'রে তোলে;
এই ছোট-ছোট গুচ্ছ যত বাড়িয়ে তুলবে—
পরস্পরকে সংহত ক'রে
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শানুবন্ধনে—
ততই ভাল,
তারা সমস্ত সমাজ, সমস্ত রাষ্ট্রকে
এমনভাবে দক্ষকুশল তৎপরতায়
বিন্যস্ত ক'রে তুলতে পারবে তড়িৎ-দীপনায়,
যা'র ফলে,
তোমার পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র
সবগুলি একস্বার্থী আত্মবিনায়নায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে
সহানুচারী সন্দীপনায়
প্রত্যেকে প্রত্যেকের পরিচর্য্যানিরত হ'য়ে

সামগ্রিকভাবে উদ্বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠবে,—
শান্তি ও সম্বর্দ্ধনা
মলয়স্রোতা হ'য়ে
পরিবেশের সমস্ত দেশ ও রাষ্ট্রগুলিকে
অমনতর উন্মাদনায় উন্নত ক'রে তুলবে;
ঐ গুচ্ছগুলির সম্মিলিত সত্তা
ক্রমে-ক্রমে
সুসঙ্গত বিধানে বিনায়িত হ'য়ে
রাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গের
প্রাণ-সঞ্চারণী সন্দীপনা হ'য়ে দাঁড়াবে;
ঈশ্বরই পরম আদর্শ,
ঈশ্বরই বিধি
ঈশ্বরই বিধায়নার প্রাণসঞ্চারী সম্বেগ,
সংহতির পরম মন্ত্র । ৪৭৯।

যে-ক্রমে যা' উচ্ছল হ'য়ে ওঠে—
কৃতি-তাৎপর্য্যে,—
সেই কিন্তু তা'র ক্রম;
ক্রমের মধ্যেই আছে ক্রমাগতি;
যা' ক'রতে চা'চ্ছ
সেটা সুকৃত না হ'য়ে
অপকৃত হয় যা'তে—
ব্যতিক্রম তা'ই তো!
ক্রম-বজায় রেখে
জীবনীয় তাৎপর্য্যে এগিয়ে চল—
নিষ্ঠানিপুণ ঊর্জ্জনা নিয়ে
অসৎ-নিরোধী তাৎপর্য্যে,
ক্রম বিনায়িত হ'য়ে
ক্রমান্বয়ী গতিসম্পন্ন হ'য়ে উঠবে,
আর, তা' না ক'রলেই
ব্যতিক্রমী বিক্রম

তোমাকে গ্রাস ক'রতে
দৃপ্তগতি হ'য়ে এগিয়ে আসবে;
শুধু জীবনীয় আরাধনায়
দেশ-সংরক্ষণ হয় না,
দেশকে সংরক্ষিত ক'রতে হ'লেই
ঐ সংরক্ষণী কৃতিসম্পন্ন হ'য়ে চ'লতে হবে—
তা'র বিহিত প্রস্তুতি নিয়ে,
নয়তো, যে তিমিরে সেই তিমিরে—
তা' তুমি যে-ই হও না কেন । ৪৮০।

কখনও
কোথাও
কোন শ্রেয়পুরুষের কাছে গেলেই
তোমার পছন্দমত
মঙ্গলপ্রসূ অবদান
কিছু-না-কিছু নিয়ে যাবেই,
এতে হবে—
তাঁ'র বিষয়ে চিন্তা,
তদনুগ ভালমন্দর বিবেচনা,
আর, এসবগুলিকে
অতিক্রম ক'রে থাকবে—
তাঁ'র প্রতি অনুরাগ,
যে-অনুরাগ—
নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতির শুভ-পরিপোষক;
তাঁ'কে
তোমারই আদর্শের
একটা অন্যতম অভিব্যক্তি ব'লে মনে ক'রে
বিহিত যা' ক'রবার তা' ক'রো—
তোমার আদর্শের সাথে
সমীচীন সাত্বত সঙ্গতি
যদি তাঁ'র থাকে,

আর, তা'তে তোমার
শান্ত, দান্ত,
আন্তরিক শুভ-অভিসারও বেড়ে যাবে—
বোধবিবেকী তাৎপর্য্যে,
কৃতিকুশল তৎপরতায়,
তুমি অনেক বিষয়েই অনেক সময়ে
শুভ'র অধিকারী হ'য়ে উঠবে;
এই জন্যে—
যে সম্প্রদায়েরই যে হো'ক না কেন,
শ্রেয়তীর্থে যেতে হ'লেই
সাধ্যমত শুভসুন্দর
কিছু-না-কিছু নিয়ে যাওয়া—
বহুদিনের প্রথা। ৪৮১।

তুমি যদি
প্রতিটি ব্যষ্টি-অনুক্রমণায়
সমষ্টির মাঙ্গলিক অনুচর্য্যা না কর,
তোমার জন্য
ব্যষ্টি-অনুক্রমণায়
ঐ সমষ্টির
শ্রমকৃতি-পরিচর্য্যার
উদ্বোধনার খাঁকতি হবে,
কিংবা উদ্বোধনাই হবে না;
ফলে, তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়ে উঠবে,
মাঙ্গলিক চর্য্যায় পরিপোষিত হবে না;
তাই, আমি বলি—প্রতিটি ব্যষ্টি
অন্ততঃ তা'র পরিবেশের
প্রতিটি ব্যষ্টি-সহ সমষ্টিকে
মাঙ্গলিক পরিচর্য্যায়
সাধ্যমত পুষ্ট ও সম্বর্দ্ধিত ক'রে
যদি তুলতে না পারে,—

এ লোকসানটা গড়াবে কোথায়?
তুমি কি বাদ যাবে তা' হ'তে?
তাই, তুমি দেশের ও দশের
মঙ্গলচর্য্যার হোমবহ্নি—
যা' ক্রমে-ক্রমে
সবার ভিতর সঞ্চারিত হ'য়ে
স্বতঃ-সন্দীপনায়
তোমাকে মঙ্গল-বিভূতিসম্পন্ন ক'রে তোলে;
ভেবে দেখ—
দেশ ও দশের মঙ্গলের জন্য কি
তুমি দায়ী নও?
—যদিও এতে জঞ্জাল বইতে হবে অনেক। ৪৮২।

ঐ দেখছ না—
জাহান্নম এগিয়ে আসছে
কোন্ দিকে!
কোন্ পথে!
কেমন ক'রে!
যেখানে অস্খলিত নিষ্ঠা নাই,
ইষ্টার্থ-পরিবেদনা নাই,
জীবনীয় ঐতিহ্যে
যা'দের বাস্তব অবজ্ঞা,
প্রথায় যা'রা দ্বিধাসঙ্কুল,
ধর্ম্মাচরণ—
অর্থাৎ, বিধি-বিনায়িত অনুচলন
সঙ্গতির শুভ আমন্ত্রণ-অনুচর্য্যা
নেই যেদিকে,
স্বামী-স্ত্রীর
ছন্নছাড়া বিবাহ-নিবেশ যেখানে,
পরিচর্য্যায় নয়
প্রীতিতে নয়—

লোক ঠ'কিয়ে
তা'দের নিকট থেকে—
করার তাৎপর্য্যে
যা' পাওয়া উচিত—
তা'র চাইতে বেশী নেওয়া,
অনুকম্পাহারা
অনুচর্য্যাহারা—
পরিবেশ-প্রীতিকে জলাঞ্জলি দিয়ে
নানাপ্রকার ছদ্মবেশে লোক ঠ'কিয়ে চলা,
আত্মস্বার্থকেই প্রভু ক'রে চলা ইত্যাদি
যেখানে যেমন যত উচ্ছল,—
জাহান্নমও সেদিকে
কোটরচক্ষু নিয়ে
দন্তব্যাদানে এগিয়ে আসছে;
এমনতর রকম দেখলেই
যদি সাবধান না হও,—
অবধান রেখো—
ঐ ঐ ঐ
একটু অদূরেই
জাহান্নমের কোটর-চক্ষু । ৪৮৩।

নিষ্ঠা-অচল আপ্যায়না নিয়ে
প্রীতি-নন্দিত উর্জ্জী ওজোদ্যোতনায়
মানুষের অন্তঃস্থ ভাববৃত্তির ভিতরে
দ্যোতন দক্ষতায়
সুযুক্ত সম্বেগে
সাত্বত সম্বেদনাকে
কৃতি-জাগরণে
যদি জাগিয়ে তুলতে পার—
পারস্পরিকতার বান্ধব পরিচর্য্যায়,—
দেখবে, ঐ পরিচর্য্যী প্রদীপনায়

তোমার পরিবেশের প্রত্যেকের হৃদয়
থৈ থৈ প্লাবিত হ'য়ে
বৈশিষ্ট্যের বিশেষ তাৎপর্য্যে
সুসম্বদ্ধ ও সুসম্বর্দ্ধিত
হ'য়ে উঠতে থাকবে,
বহু একে সংন্যস্ত হ'য়ে—
এক বহুতে সংন্যস্ত হ'য়ে—
এমনতর একটা অচ্ছেদ্য ব্যক্তিত্বের
সৃষ্টি ক'রে তুলবে,—
যা', তোমরা কখনও আশা করনি,
দেখনি, বুঝতেও পারনি,
—অবশ্য যদি
বৈধী-অনুশাসনকে
সুদীপ্ত প্রীতি-পরিচর্য্যায়
পরিবেষণ ক'রে
তা'দিগকে স্বতঃ-নিয়ন্ত্রিত ক'রে তুলতে পার—
সেই বেদ গাথাকে স্মরণ ক'রে—
"সংগচ্ছধ্বং, সংবদধ্বং, সং বো মনাংসি জানতাম্
দেবাভাগং যথা পূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে।
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি ।" ৪৮৪।

যে-ই হো'ক না সে,—
মহামান্যই হো'ক,
আর সামান্যই হো'ক,—
তা'র যদি নিজ কুলের প্রতি
নিষ্ঠা, অনুরাগ, কৃতিসম্বেগের সহিত
শ্রমপ্রিয়তা না থাকে,
কিংবা তা'র কুল যদি ব্যতিক্রমদুষ্ট হয়,
কুলানুগ কৃতি-আচার যেখানে
গলাধাক্কা খেয়ে পালিয়েছে,

বিশ্বস্ত অনুচলন,
কৃতি-উদ্দীপনা
ও নিষ্পাদনী তৎপরতার ক্রমাগতিও
সেখানে সংক্ষুব্ধ,ব্যতিক্রমদুষ্ট,
আর, তা'রা
অন্য কুল বা বংশের নামে
নিজেকে পরিচিত করে,
তদনুগ অনুচলনের জন্য
যখন যেমন প্রয়োজন
সাধারণতঃ তাই-ই ক'রে থাকে,
উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট ব'লে
কিছু নাই তা'দের কাছে,
আত্মমর্য্যাদা ব'লে কিছু নেই,
কুলমর্য্যাদা ব'লে কিছু নেই,
হীনম্মন্যতা তা'দের জীবনে
পেয়েই ব'সে থাকে,
চিন্তা-চলন
ঐ হীনম্মন্য অভিব্যক্তিতে
ব্যক্ত হ'য়ে পড়ে;
তাই, তা'দের কাছ থেকে
কোন দায়িত্বশীল নির্ভরতার
আভৃতি-প্রত্যাশা নিয়ে
ব'সে থেকো না,
শিষ্ট, শান্ত—
তোমার পক্ষে যেমন সম্ভব—
বদান্যতা নিয়ে চ'লো,
ধুক্ষাদগ্ধ ক'রে তুলতে
চেষ্টা ক'রো না তা'দিগকে;
যথাসম্ভব তৎপরতায়
তোমার চর্য্যানিরতি
কৃতি-উৎসারণা

তা'দের ব্যক্তিত্বের কাছে
যেমনতরভাবে হৃদ্য হ'য়ে
তা'দিগকে হৃষ্ট ক'রে তোলে—
তা'ই ক'রো;
স্মরণ রেখো,
অসৎ-নিরোধ-তৎপরতায় সজাগ থেকো,
যেখানে যেমন বিহিত হয়,
তেমন ক'রেই তা' ক'রো;
নষ্ট যা'
তা' যেন অন্যকে
দুষ্ট ক'রে তুলতে না পারে । ৪৮৫।

দুনিয়ায় দেখতে পাওয়া যায়,
যা'রা দুর্দ্দশাগ্রস্ত—
কিংবা তা'দের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন যা'রা—
তা'রাই স্বস্তিলাভের আগ্রহ নিয়ে
সুস্থ ও শক্তিশালী যা'রা
তা'দের কাছে আবেদন ক'রে থাকে,
সাহায্য চায়—
দুঃখ-মোচনের অভিপ্রায়ে;
কিন্তু যেখানে তা'রা
ঐ দুর্দ্দশাগ্রস্তদের সাহায্য করা
দূরে থাকুক—
বরং অত্যাচারী সরঞ্জামে
তা'দিগকে আক্রমণ ক'রে
শীর্ণ ক'রে তুলতে চায়,
আর, সেই অভিসন্ধি নিয়ে
সবাইকে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে,
অভিযোগে উদ্বেলিত ক'রে তোলে—
অসৎ-প্রণোদনায়,—
বুঝে নিও—

সেই পরিবেশে
অন্তঃস্থ কর্কটিকা আশ্রয়লাভ ক'রেছে,
তা'রা অসুস্থ অন্তঃকরণের অন্তর্জ্বালায়
সাবাড় হওয়ার প্রয়াসপর হ'য়ে
আত্মনিধন-যজ্ঞের উদ্যোগ ক'রছে—
অশান্তি ও অসুস্থিকেই কায়েম ক'রতে,
অসুস্থি-যজ্ঞের অবতারণা ক'রে,
ঐ প্রবৃত্তিলুব্ধ পরদলনী অসৎ-পথে;
সতর্ক হও,
সোজা হ'য়ে দাঁড়াও,
সৎ, সুস্থ ও প্রিয়দর্শন হ'য়ে ওঠ সবার কাছে—
প্রীতিচর্য্যী পরিবেদনা নিয়ে;
সৎ যা'রা,
সুস্থ যা'রা
তা'দিগকে সাহায্য কর,
সুদীপ্ত, সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠুক তা'রা—
যা'তে দুর্দ্দশাগ্রস্তদেরও টেনে তুলতে পারে
সুদশায় সন্দীপ্ত ক'রে,
মহান সাত্বত কৃতি-মন্ত্রে;
আর, উপযুক্ত পরিচর্য্যায়
ঐ অসৎক্রিয় যা'রা
তা'দিগকে পরিশুদ্ধ ক'রে তোল,
নইলে, ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র
সবারই কিন্তু
ঐ সংক্রমণ-আগুনে
ছারখার হ'য়ে ওঠার সম্ভাব্যতাই বেশী । ৪৮৬।

যা'দের বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রিয়পরমে
সুনিষ্ঠ, একানুধ্যায়ী, একানুরক্ত
অনুচর্য্যা আবেগ-সম্বুদ্ধ
প্রেরণা-প্রবুদ্ধ

সুকেন্দ্রিক সংস্থিতি-নিবদ্ধ
রাগ-প্রতিভা নাই,
যা'দের জীবনে
অনুশীলন-তৎপর
ঐতিহ্য-মূলক
আত্মনিয়ন্ত্রণী শ্রেয়ার্থপরায়ণ সান্বয়ী
ধর্ম্ম ও কৃষ্টির প্রতি
অচ্যুত উদ্‌গ্রীবতার অভাব,
যা'দের সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য-পালন
অন্বিত বর্দ্ধনায়
প্রতিটি সম্প্রদায়কে
স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যে উৎক্রমণ-তৎপর ক'রে,
আভিজাত্য-মূলক অনুদীপনা-সম্পন্ন
আলিঙ্গনী অনুবেদনা নিয়ে
সমস্ত সম্প্রদায়কে
পারস্পরিকতায় সুনিবদ্ধ ক'রে,
অনুশীলন-তৎপর যোগ্যতার অভিদীপনায়
সহজ সম্বর্দ্ধনী স্বার্থানুকম্পা নিয়ে
পরস্পরকে বর্দ্ধন-তৎপর ক'রে,
সমাজদেহে সুনিবদ্ধ হ'য়ে চ'লতে পারে না—
প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের সম্ভ্রমাত্মক
সংরক্ষণী তৎপরতা নিয়ে,—
ঐ সামাজিক অনুপ্রেরণা-দীপ্ত
লোকায়ত্ত অনুদীপনা-মণ্ডিত
অস্তিবৃদ্ধির
সান্বয়ী সুসঙ্গতি-সম্পন্ন সার্থক বিনায়নায়,
অসৎ-নিরোধী পরাক্রম-প্রদীপনায়—
তা'দের রাষ্ট্রসত্তা
প্রতিটি ব্যষ্টির
যোগ-বিনায়িত নিবন্ধনে
জাগ্রত হ'য়ে ওঠেনি তখনও,

সেই মানুষের
সেই সম্প্রদায়ের
সেই সমাজের
সেই রাষ্ট্রের
জাতীয় জীবনই উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠেনি
জাতীয় জীবন তা'দের জাগ্রতই নয়কো,—
ছন্ন ও ছিন্ন আত্মস্বার্থ-বিনায়নী
অনুধ্যায়ী কেন্দ্রিকতা নিয়ে
তা'রা বিব্রত ও ব্যস্ত,
সেখানে লোক থাকতে পারে,
কিন্তু জাতি ব'লে
কিছু আছে কিনা জানি না;
ঈশ্বর সব যা'-কিছুরই জনন-দীপনা,
ঈশ্বর-আকৃতি-সম্পন্ন-অনুবেদন-তৎপর,
ধর্ম্ম ও কৃষ্টির সোহাগ-পরিচর্য্যা-নিরত
পারস্পরিকতা-সম্পন্ন যা'রা,
তা'রাই জাতি—
দেবজাতি—
ঈশ্বর জাগ্রত সেখানেই । ৪৮৭।

তুমি যদি
নিজেকে,
তোমার পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতিকে
সমবায়ী তৎপরতায়
এমনতর শিক্ষা-পদ্ধতিতে প্রভাবান্বিত ক'রে
না তোল এখনও,—
যা'তে তোমাদের প্রত্যেকের
চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক
ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি
প্রেয়নিষ্ঠ সুকেন্দ্রিক সঙ্গতিশীল অর্থনায়
তীক্ষ্ম ও তাৎপর্য্যশীল হ'য়ে ওঠে—

সব দিক-দিয়ে
সর্ব্বতোভাবে
কর্ম্মঠ উদ্যমে,
বলে ও বোধনায়
কুশল-কৌশলী যথাযথ বাস্তবতায়,
আর, সঙ্গে-সঙ্গে
বর্ণ ও বৈশিষ্ট্যপালী বৈধী-বিবাহকে
সুচারুরূপে প্রতিষ্ঠা না কর,
দেখবে, কিছুদিন পরে
তুমি তোমার সন্তান-সন্ততি
সমস্ত পরিবার, সমাজ ও দেশ-সহ
কতখানি দৈন্যগ্রস্ত হ'য়ে
অবোধ অবশতায়
হীনত্বের দিকে ছুটবে
তা'র ইয়ত্তা নেইকো;
আমি বলি—
সাবধান!
এখনও জাগ, দেখ,
এখনই কর,
পরে কিন্তু ঐ দেখা
ঐ জেগে ক'রে চলা
সুদূরপরাহত হ'য়ে উঠবে,
স্বপ্নেও ওর উপযুক্ত আবেশের ধান্ধা
তোমার সহজ বোধনায়
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
কখনও জেগে উঠবে কিনা সন্দেহ। ৪৮৮।

জননকে যদি
বৈধী-বিনায়নায়
প্রকৃষ্ট ক'রে না তুলতে পার—
জনন অনুশাসনী অনুশাসন-অনুক্রমণায়,

সুকেন্দ্রিক অস্তিবৃদ্ধির নিয়মনে,
অভিব্যক্ত মূর্ত্ত বিগ্রহে,
আত্মনিয়ন্ত্রণ-তৎপর অনুধ্যায়িতা নিয়ে,
সহজ স্বচ্ছন্দ অনুশীলনী সলীল সঙ্গমে,—
তাহ'লে কিন্তু লাখ চেষ্টা কর,
ঐ ব্যভিচার-বিজৃম্ভী জনন
অপজাতকের সৃষ্টি ক'রে
তোমার জাতি-সংগঠন-পরিকল্পনাকে
ধূলিসাৎ ক'রে দেবে,—
পারবেই না কিছুতেই,
হবে না কিছুতেই;
আগে চাই মানুষ,
তবে তো জাতি!
আগে চাই সুপুষ্ট ব্যষ্টি,
তবেই তো সন্দীপ্ত সমষ্টি!
আগে চাই উত্তমের আবির্ভাব,
শুভ-জন্মের সুসঙ্গত পরিপ্লাবনী বিস্তার,
তবে তো অমঙ্গলের তিরোভাব!
আলোকে উচ্ছল ক'রে তোল,
অন্ধকার দূরীভূত হবে আপনিই,
মনে রেখো—
জাতিগঠনের চাবিকাঠিই হ'চ্ছে—
প্রকৃষ্ট জনন-প্রদীপনা,
এবং তৎসন্দীপী সুসঙ্গত আন্দোলন;
সুকেন্দ্রিক পুরুষ
ও পাতিব্রত্য-যাগ-জৃম্ভিত নারীর
সুসঙ্গত মিলনের ভিতর-দিয়েই
সুষ্ঠু জাতি জন্মগ্রহণ করে,
জাতিকে যদি হৃষ্ট-পুষ্ট বলশালী ক'রে
পরস্পরের যোগনিবন্ধে
পরস্পরকে সার্থক-সন্দীপ্ত ক'রে তুলতে চাও,

তবে ও ছাড়া উপায় নাই;
ঈশ্বর শক্তি-সঙ্গর্ভী
শিবদ-সিন্ধু
স্বস্তি-সম্বুদ্ধ উৎস-বিচ্ছুরিত
সৃজন-প্রপাত—

পরম ধাতা । ৪৮৯।

তোমার বাড়ীতে
যদি অন্য বাড়ীর কেউ আসে,
তা'দিগকে আপ্যায়িত অনুচর্য্যার সহিত
অভ্যর্থনা ক'রো,
ধর্ম্মনৈতিক অনুশাসন-আচরণে
ঈশ্বরের প্রশংসা ক'রো,
সহৃদয়ী সৌজন্যের সহিত
তোমার সাধ্যমত যা' জোটে
তা'দিগকে দিও—
প্রীতিদীপনায়—
নিজের দৈন্য নিবেদন ক'রে;
নজর রেখো,
তোমার বাক্য-ব্যবহার আচার ও অবদানে
কেউ যেন অসন্তুষ্ট বা অবজ্ঞাত না হয়;
তোমার গ্রামে
যদি অন্য গ্রামের কেউ বা কাহারাও আসে,
তা' তোমার পল্লীর
যে-বাড়ীতেই আসুক না কেন,
তোমার পক্ষে যদি সম্ভব হয়,
বিশেষ সম্বর্দ্ধনায়
অভ্যর্থিত ক'রো তা'দিগকে,
ইষ্টার্থদীপনী ঈশ্বরপ্রশংসী ধর্ম্মানুচর্য্যায়
তা'দিগকে নন্দিত ক'রে তুলো,
সম্ভব হ'লে

তোমার পল্লীর যা' সুষ্ঠু,
প্রীতিপ্রদ ও সন্দীপনী
তা' তা'কে বা তা'দিগকে উপঢৌকন দিও,
তেমনি কোন নগর হ'তে
তোমার পল্লী বা নগরে যদি কেউ আসে—
তা'দিগের প্রতি
অমনতরই ব্যবহার ক'রো,
আপ্যায়নী সৌজন্যে
অভিনন্দিত ক'রো তা'দিগকে,
সম্ভব হ'লে, উপঢৌকনও দিও অমনতরই,
দেখো, তা'দিগকে কেউ যেন
কোনপ্রকার অবজ্ঞাবাদে
অসম্মানিত না করে;
তেমনি কোন প্রদেশ হ'তে কেউ যদি
তোমার পল্লী বা নগরে অভ্যাগত হয়—
বিশেষ সৌষ্ঠব-সম্বর্দ্ধনায়
আপ্যায়িত ক'রো তা'দিগকে;
সৌজন্যপূর্ণ ধর্ম্মানুচর্য্যী নৈতিক অনুসেবায়
উৎফুল্ল ক'রে তুলো',
ঈশ্বর-প্রশংসায়
অন্তর অভিদীপ্ত ক'রে দিও তা'দের,
এখানেও তেমনি
বিশেষভাবে নজর যেন থাকে,
অবজ্ঞাপূর্ণ বা বিদ্রূপাত্মক কোন ব্যবহারে
তা'কে বা তা'দিগকে
কেউ যেন সঙ্কুচিত ক'রে না তোলে,
বিরক্ত ক'রে না তোলে;
ফলকথা,
তোমার পল্লীতে, জিলায়, নগরে,
প্রদেশে বা দেশে
অন্য পল্লী, জিলা, নগর, প্রদেশ

বা দেশ হ'তে
যদি কেউ আসে,
বান্ধবতাপূর্ণ সদ্ব্যবহারে
তা'দিগকে পরিতুষ্ট ক'রতে ভুলো না—
ইষ্ট, কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যের অনুরঞ্জনায়;
তোমার জিলা, প্রদেশ বা দেশে
সত্তাপোষণী কোন প্রাচুর্য্য যদি থাকে,—
নিজেদের প্রয়োজন-মাফিক
বিহিত যা' তা' রেখে
আপ্যায়িত সৌজন্যের সহিত
অন্য জিলা প্রদেশ বা দেশের
অভাব বিদূরিত ক'রতে
একটুও পশ্চাৎপদ হ'য়ো না—
সম্ভব ও সাধ্যমতন সুনিয়ন্ত্রণে;
ঈশ্বর-অনুধ্যায়ী ধর্ম্মানুগ এই অনুশাসন-নীতি
পারস্পরিক ও পরম্পরাভাবে
যতই কর্ম্মঠ পরিচর্য্যায় পরিপালন ক'রবে,—
তা' পালনে, পোষণে, পূরণ-পরিষেবণে,—
সম্ভ্রান্ত অসৎ-নিরোধী সুপরিবেক্ষণে,—
সংহতিপূর্ণ ভ্রাতৃত্বও
ততই প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রবে—
সানুকম্পী আত্মিক অভিদীপনায়,
যা'র ফলে,
তোমাদের সমবেত সুস্থি
ও সম্বর্দ্ধনা বিধানের জন্য
লোকের অভাব হবে না । ৪৯০।

তোমার শরীরের অন্তর্নিহিত কোষ-সঙ্গতি
তোমার এই শরীর হ'য়ে
অভিব্যক্ত হ'য়ে উঠেছে,
কিন্তু এই শরীরের অন্তর্নিহিত

সব কোষগুলি এক রকমের নয়,
আবার, একই উপাদানসম্ভূতও নয়;
বাহ্যিক দৃষ্টিতে তোমার শরীরকে
পুষ্ট ও বীর্য্যশালী প্রতীয়মান হ'লেও
ঐ কোষের ভিতর কোনগুলি বা কেউ-কেউ
এমন দুর্ব্বল হ'য়ে থাকতে পারে
যা'র ফলে ভবিষ্যকালে
দুর্নিবার ব্যাধিগ্রস্ত হ'য়ে
তোমার ঐ শরীরকে শীর্ণ ক'রে তুলতে পারে,
বা নষ্ট ক'রে তুলতে পারে,
কিন্তু ঐ বিভিন্ন কোষব্যষ্টিকে যদি
বিহিত বিনায়নে
পুষ্ট ও বীর্য্যশালী ক'রে রাখতে পার—
সঙ্গতিশীল স্বার্থ-সন্দীপনায়
পারস্পরিক সাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যকে
সন্দীপ্ত ও সম্বুদ্ধ ক'রে
বীর্য্যশালী ক'রে,—
তা'র ফলে,
তুমি যে নীরোগ হ'য়ে থাকবে
তা' অতি নিশ্চয়;
তেমনি সমাজদেহে প্রতিটি ব্যষ্টিই হ'চ্ছে—
তা'র কোষ-স্বরূপ,
তা'রা বৈশিষ্ট্যে বিভিন্ন হ'য়েও,
গুচ্ছে বিভিন্ন হ'য়েও
আত্মস্বার্থ-সংহতির তালিমে
বৈশিষ্ট্যমাফিক নিজে সক্রিয় থেকেও
জীবন-স্বার্থে স্বার্থবান হ'য়ে
সুসঙ্গত যতই হ'য়ে ওঠে,—
ততই জীবন-স্বার্থ আপূরিতই হ'য়ে চলে,
আর, এর ব্যতিক্রম যেখানে যেমন
আত্মঘাতী বিকৃতিও সেখানে তেমনি;

তাই, ব্যষ্টিবৈশিষ্ট্য ও ব্যষ্টি-ব্যক্তিত্বকে
তা'দের নিজের অনুপাতিক
পোষণ-পরিচর্য্যা-প্রবর্দ্ধনায়
পুষ্ট ও বীর্য্যশালী ক'রে যদি রাখতে পার—
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়ার্থদীপনায়
পরস্পরকে পরস্পরের প্রতি অন্তরাসী ক'রে
ঐ শ্রেয়-স্বার্থে স্বার্থান্বিত ক'রে,
যা'র-যা'র বৈশিষ্ট্যানুপাতিক,—
তোমার সমাজদেহও
অমনতরই নির্ব্যাধি হ'য়ে থাকবে,
পুষ্ট ও বীর্য্যশালী হ'য়ে চ'লবে—
এমন-কি, প্রতিটি ব্যষ্টি-অভিনিঃসৃত
জাতকের ভিতর-দিয়েও
ঐগুলি সংস্কারে পরিণত হ'তে-হ'তে;
ফলে, ইষ্ট বা আদর্শে আত্মনিয়ন্ত্রণ ক'রে
প্রতিটি ব্যষ্টিজীবন নিয়ে
সমাজ যতদিন অমনতর চ'লবে,
ঐ ব্যষ্টি-জীবন-সম্বুদ্ধ সমাজদেহ
অভিনব জলুস বিকিরণ ক'রে
সেই জলুসে
বিশ্বকে বিভাময় ক'রে তুলবে ততদিন,
স্বর্গ স্বশরীরে বাস্তবমূর্ত্তি নিয়ে
আবির্ভূত হ'য়ে উঠবে—
স্বস্তির মন্দার রাগে অনুরঞ্জিত ক'রে সবাইকে । ৪৯১।

যেখানে প্রীতি নাই
পরিচর্য্যারও অন্তর্ধান সেখানে,
প্রীতি-পরিচর্য্যা যেখানে নাই—
সেখানে সঙ্গতিও নাই,
সঙ্গতি যেখানে নাই—
শক্তিও সেখানে মন্থর,

শক্তি যেখানে সাবলীল নয়কো—
আগ্রহও সেখানে দুর্ব্বল,
যেখানে আগ্রহ উদ্‌ভ্রান্ত-দুর্ব্বল—
কৃতিও সেখানে অবাস্তব,
বিচ্ছিন্ন-বিক্ষুব্ধ-দিশেহারা,
আর, যেখানে কৃতি-উন্মাদনা অমনতর—
সংস্কৃতিও মন্থর হ'য়ে ওঠে সেখানে,
ঐতিহ্য ও সংস্কারে
সংস্থাপিত হ'য়ে
তা' জাগ্রত হ'য়ে উঠতে পারে না—
সার্থক সুকেন্দ্রিক নিষ্ঠানিয়মনী তাৎপর্য্যে,
আর, অমনতর বিভ্রান্তি
যেখানে রাজত্ব ক'রতে থাকে—
সেখানে উচ্ছৃঙ্খলাও
বাস্তব বিন্যাসে
সব যা'-কিছুকে
বিশৃঙ্খল ক'রতে-ক'রতে চ'লে থাকে,
আবার, ঐ চলন
ব্যক্তি ও দেশের সমাধি রচনা ক'রে
সব যা'-কিছুকে
জাহান্নমের পথেই
পরিচালিত ক'রে থাকে;
তাই বলি—
অকাট্যভাবে ইষ্টনিষ্ঠ হও,
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ নিয়ে চল,
শ্রদ্ধা ও ভক্তির উর্জ্জনায়
শ্রমসুখপ্রিয়তার তৃপণ-তাৎপর্য্যে
সব যা'-কিছুকে নিষ্পন্ন কর,
সঙ্গতিশীল সার্থক
আগ্রহ-নন্দিত উদ্দীপনায়
বিশাল ও বিপুল হ'য়ে ওঠ—

সবকে নিয়ে,
তোমার প্রাণন-সুর
স্পন্দন-অভিসারে
স্বর্গকে আলিঙ্গন করুক । ৪৯২।

যা'রা অপকৃষ্টকে
উৎকৃষ্ট ক'রে তুলতে জানে না—
জীবনে, জননে, যোগ্যতায়—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শে
একানুধ্যায়ী ক'রে তুলে'—
শ্রদ্ধোষিত অনুচর্য্যাতৎপর ক'রে
অসৎ-নিরোধী তাৎপর্য্যে,
যা'রা পরপদলেহী,
হীনম্মন্য, আত্মবিলয়ী
ক্লীব ঔদার্য্যপূর্ণ মহতের
উপাসনা-তৎপর,
আত্মসম্ভ্রম, আভিজাত্য, যোগ্যতাপূর্ণ মর্য্যাদার
অনুসেবনা যা'দের নাই,
নিজের অবদানে অন্যকে
কতখানি পুষ্ট ক'রে তোলা যায়,
এবং অন্যের অবদানে
নিজের দেশ, রাষ্ট্র ও সমাজ
কতখানি পরিপুষ্ট হ'তে পারে
আত্মস্বাতন্ত্র্যে অক্ষুণ্ণ থেকে,—
সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে
অন্যের শৌর্য্যপূর্ণ পরাক্রমে আত্মাহুতি দিয়ে
তৎপ্রসাদে আত্মম্ভরি বিবেক নিয়ে
বসবাস ক'রে
আধিপত্যের জাঙ্গাল সৃষ্টি ক'রে চলাকেই
যা'রা পৌরুষ ভেবে নেয়,
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টি যা'দের

ন্যের পোষণে তা'দিগকে আত্মপোষণী ক'রে
পুষ্টিপ্রবর্দ্ধনা-সংগ্রহের বালাইকে
বিদ্রূপাত্মক ওজঃ-ঔদার্য্যে
অস্বীকার ক'রে থাকে,
তা'দের পিতৃপুরুষ ও কৃষ্টিদেবতাকে
যা'রা দয়ার চক্ষে দেখে, ঘৃণা করে,
তা'দের প্রসাদভোজী হ'য়ে জীবন-ধারণ ক'রেই
নিজদিগকে কৃতকৃতার্থ মনে করে যা'রা,
যে-দেশের নারী-সমাজের অনেকেই
পর-পরাক্রমের কাছে
নিজের অভিজাত বৈশিষ্ট্যকে বলি দিয়ে
আত্মবিক্রয় ক'রে
নিজেকে পরম-ধন্যা বিবেচনা করে,
কুলকৃষ্টি ও যোগ্যতার সুসঙ্গতি না দেখেই
অমর্য্যাদাসূচক যা'
তা'কেই শ্রেয় বিবেচনা ক'রে
তা'তেই আত্মনিবেদন ক'রে থাকে,
'সতীত্ব একটা কুসংস্কার'—
যে-দেশের নারীদের
এমনতর ধারণাপ্রসূত আলোচনা
বা আত্মনিবেদন
একটা গর্ব্বেপ্সু বদান্যতা-বিশেষ,—
সে-দেশ, সে-রাষ্ট্র, সে-সমাজ
সে-সম্প্রদায় বা সে-পরিবার যে,
জাহান্নমের আহুতি হ'য়ে র'য়েছে
সে-বিষয়ে কোন সন্দেহের অবসরই কম;
যে-কোন পরাক্রম—
যা'দের শক্তি আছে, সংহতি আছে,—
তা'রাই যে তা'দের
আহার্য্য ক'রে নিতে পারবে,—
অন্তরে এমনতর ঠিক দিয়ে রাখা

যে, বিশেষ অবিবেচকের কাজ
তা' নয় কিন্তু;
যদি দেশকে ভালবাস,
মানুষকে ভালবাস,
সত্য ও সম্বর্দ্ধনাকে ভালবাস,
আর, যদি কোথাও
এমনতর লক্ষণ দেখতে পাও,—
তা' তৎক্ষণাৎ নিরোধ কর,
হয়তো বাঁচতেও পার,
বাঁচাতেও পার,
নয়তো, কাল
তিমির করাল ব্যাদানে
অন্ধকারে আত্মগোপন ক'রে
নিঃশেষ ক'রবে যে সবাইকে
তা'তে কিন্তু এতটুকুও ভুল নেই । ৪৯৩।

মানুষ প্রতিপ্রত্যেকে যতই
বৈশিষ্ট্যপালী-আপূরয়মাণ প্রেরিত-পুরুষোত্তমে
দৃঢ় নৈষ্ঠিকতা নিয়ে
অনুরাগ-নিবদ্ধ হ'য়ে চলে—
তাঁ'রই বাণী, আচরণ ও অনুপ্রেরণার
অনুবর্ত্তী হ'য়ে,
অনুচর্য্যানিরত অনুসরণশীল হ'য়ে,
পারস্পরিক সানুকম্পী সাহচর্য্য-নিরত হ'য়ে—
ঐ প্রেরিত-পুরুষোত্তমেরই
সার্থক অনুধ্যায়ী আপূরণ-তাৎপর্য্যে,—
তা'দের ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনও
ততই দৃঢ়নিবদ্ধ হ'য়ে ওঠে
সংহতিও অচ্ছেদ্য হ'য়ে ওঠে,
উদগতিও উদ্দাম হ'য়ে চলে তেমনতরই;
আর, পরবর্ত্তী যাঁ'রা, তাঁ'রা যদি

ঐ প্রেরিত-পুরুষোত্তমের আপূরণী প্রতিষ্ঠায়
গণ-অন্তরকে দৃঢ়-পরিবেদনায়
উদ্দীপ্ত ক'রে তোলেন,
তা'র ফলে
ঐ ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন, সংহতি ও ব্যষ্টিগত উদগতি
সমষ্টি সম্বর্দ্ধনায়
দীপালি-শয্যায়
আরোতর উদ্ভাসিত হ'য়েই চ'লতে থাকে,
কিন্তু জনগণ যতই
পারস্পরিক পূরণপোষণহীন
বিভিন্ন সম্প্রদায়ে গণ্ডীবদ্ধ হ'য়ে ওঠে—
নানা আদর্শে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে,
ঐ বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রেরিত-পুরুষোত্তম হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে,—
ভ্রাতৃত্ব ও সংহতিও ততই
দুর্ব্বল ও বিচ্ছিন্ন হ'য়েই চ'লতে থাকে,
জাতীয় বন্ধন ও জাতীয় শক্তিও
ততই ভঙ্গুর হ'য়ে ওঠে;
ফলকথা, যেখানে
সামগ্রিক একানুধ্যায়িতা নাই—
দৃঢ়নিষ্ঠ অনন্য আগ্রহে,
সেখানে সংহতিও শ্লথ,
ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনও
বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ওঠে বিদ্রোহে
বিকেন্দ্রিক ও বিকৃত দলবহুলে;
তাই বলি!
তোমরা সবাই বিশ্বাস কর—
যিনি বর্ত্তমান বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রেরিত-পুরুষোত্তম,
তাঁ'র ভিতর
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ

বিগত প্রেরিত-পুরুষোত্তম যাঁ'রা
তাঁ'দের প্রত্যেকেই
জীয়ন্ত আবেগে
সার্থকতায় দেদীপ্যমান হ'য়ে থাকেন,
তাঁ'র পূজাতে
সকলেই পরিপূজিত হ'য়ে ওঠেন;
আবার, তেমনি যাঁ'রা পরবর্ত্তী
তাঁ'রা যদি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরণী হন—
বাস্তব তাৎপর্য্যে,
আর, ঐ পূর্ব্ব-পুরুষোত্তমকেই
সান্বয়ী তাৎপর্য্যে
সুসঙ্গতি নিয়ে
নিজেরই জীবন-সত্তায় গ্রথিত ক'রে
গণ-অন্তরে প্রতিষ্ঠা ক'রে চলেন,
তাহ'লে আদর্শ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ওঠে না,
গণ-হৃদয়ও বিচ্ছিন্ন বিভাগে
টুকরো-টুকরো হ'য়ে ওঠে না,
ভ্রাতৃত্ব-নিবন্ধন যোগ্যতায় অভিদীপ্ত হ'য়ে
পরস্পর পরস্পরকে
সানুকম্পী সহানুভূতিপ্রবণ অনুচর্য্যায়
যোগ্যতায় অভিদীপ্ত ক'রে
সব্যষ্টি সমূহকে
সার্থক উদগতিতে
অবাধ অনুপ্রেরণায় উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে,
স্বর্গ
স্বতঃ-সন্দীপনায়
সম্বুদ্ধ পরিবেদনায়
প্রতিটি অন্তরেই প্রকট হ'য়ে ওঠে,
ঈশিত্বের উদ্ভাসিত আবেগ
পারিজাত-ঐশ্বর্য্যে
প্রতিপ্রত্যেককে ঐশ্বর্য্যবান ক'রে তোলে,

স্বস্তি, শান্তি, তৃপ্তি
হৃদ্য আবেগে
অমর-অনুপ্রেরণী সামগানে
মুখরিত ক'রে তোলে সবাইকে। ৪৯৪।

রাষ্ট্রেরই হো'ক বা সমাজেরই হো'ক
প্রতিটি ব্যষ্টিজীবন
সত্তাবৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শে
শ্রদ্ধানিবদ্ধ অনুদীপনা নিয়ে
তঁদনুগ চর্য্যায় আত্মনিয়ন্ত্রণ ক'রে
আত্মস্বার্থকে সমাজ বা রাষ্ট্রস্বার্থে
যতক্ষণ না উদ্ভিন্ন ক'রে তুলছে—
পোষণ-প্রদীপনা নিয়ে,—
ততক্ষণ সে সঙ্কীর্ণই হ'য়ে চ'লতে থাকবে—
প্রলুব্ধ স্বার্থপরতন্ত্রতায় অভিভূত হ'য়ে;
আর, এমনি ক'রেই সে
আত্মস্বার্থকে
ডাইনী ব্যাদানে নিক্ষিপ্ত ক'রে
দৈন্যে আত্মাহুতি দিতে
বদ্ধপরিকর হ'য়েই চ'লবে,
সে পরিবেশ, সমাজ বা রাষ্ট্রের পরগাছা হ'য়ে
জীবন-ধারণ ক'রতেই থাকবে—
যতক্ষণ ঐ সমাজ বা রাষ্ট্রদেহে
জীবন-ধারণোপযোগী পোষণ পায়;
ঐ ব্যষ্টি-ব্যক্তিত্বকে
সুধী-নিয়ন্ত্রণে উন্নতি-প্রদীপ্ত ক'রে
তা'র প্রকৃত স্বার্থকে
তা'র জ্ঞানচক্ষুর সম্মুখে উন্মোচন ক'রে
বাস্তবভাবে যতক্ষণ না দেখাতে পারছ,
তা'র ঐ সঙ্কীর্ণ ভাব
মুক্তিলাভ ক'রবে না কিছুতেই,

আর, ওর ভিতর-দিয়েই
সমাজ বা রাষ্ট্রশরীরে
একটু একটু ক'রে বিকার সৃষ্টি ক'রতে থাকবে,
তা'কে যদি স্বতন্ত্রভাবে
ঐ সমাজ বা রাষ্ট্রজীবনে অন্বিত হ'য়ে
তৎস্বার্থে স্বার্থান্বিত হওয়ার সম্বেগকে
স্ফূরণ ক'রতে না দিয়ে
শুধুমাত্র বোধিহারা বাধ্যতামূলক নিয়ন্ত্রণে
পরিচালিত কর,—
তা'র জীবনের স্বতঃ-স্ফূরণ হ'য়ে উঠবে না;
ঐ বাধ্যতার হাত
সে যে-মুহূর্ত্তেই এড়াতে পারবে—
সেই মুহূর্ত্তেই তা'র অন্তর্নিহিত সঙ্কীর্ণতা
ক্রিয়াশীল হ'য়ে উঠবেই,
সে পরশোষী হ'তে থাকবেই,
তা'র নিজের সঙ্কীর্ণ স্বার্থকে
সে জীবন-স্বার্থ মনে ক'রে চ'লবে—
যদিও মানুষের জীবন-প্রকৃতিতে তা' নেইকো;
সে ভালবাসে
তা'র আত্মীয়-পরিবার-পরিজন নিয়ে
তা'দিগকে অনুচর্য্যায় পরিপোষিত ক'রে
পুষ্টি ও প্রবর্দ্ধনায় সুশোভিত দেখতে,
আর, চায়ও তেমনি,
আবার, অমনতর করে ব'লেই
পারিবারিক জীবনও
তা'র কাছে প্রিয় হ'য়ে ওঠে—
এই আদান-প্রদানের ভিতর-দিয়ে
তা'র সঙ্কীর্ণ স্বার্থ স্বতঃ-প্রণোদনায়
পারিবারিক জীবনে বিস্তারলাভ ক'রে
তৎস্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে
আত্মপ্রসাদ লাভ করে,

এটা তা'র অন্তর্নিহিত সংস্কারেরই
পর্য্যায়ী পরিবেদনা;
তাই, রাষ্ট্র বা সমাজকে
স্বস্থ, সংহত ও সুদৃঢ় ক'রতেই যদি চাও,—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ এক আদর্শে
অনুপ্রাণিত ক'রে
অনুচর্য্যায় ও অনুপ্রেরণায়
বাস্তব-নিয়ন্ত্রণ-প্রবোধনায়
প্রতিটি ব্যষ্টিকে ঐ অমনতর ক'রে
সর্ব্ববিষয়ে সমুন্নত ও সুসঙ্গত ক'রে তোল—
পারস্পরিক অন্তরাস-নিবদ্ধতায়;
বুঝতে দাও প্রত্যেককে—
তা'র স্বার্থ তা'তেই নিহিত নেইকো,
আছে,
রাষ্ট্র, সমাজ বা পরিবেশের প্রত্যেকের
প্রবর্দ্ধনী অনুচর্য্যায়,
আর, নিজেরই জীবনের মতন ক'রে
অন্যের জীবনকে ধরাই হ'চ্ছে ধর্ম্ম,
আবার, ধর্ম্ম পরিপালনই হ'চ্ছে—
সত্তা ও প্রকৃত স্বার্থকে পরিপালন করা;
এই সত্তাপোষণী বৈশিষ্ট্য বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে
আদর্শানুগ সার্থক সম্বর্দ্ধনায়
অভ্যস্ত ক'রে তুলতে হ'লে
যেখানে যেমন প্রয়োজন,
তাই ক'রতে হবে,
আর, তা'ই-ই হ'চ্ছে প্রকৃত লোকচর্য্যা,
এমনতর দীক্ষা-শিক্ষায় ব্যষ্টিজীবনকে
যতই উদ্ভিন্ন ক'রে তুলতে পারবে,—
রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবেশও তত
সুস্থ, স্বস্থ হ'য়ে সুদীর্ঘ জীবন লাভ ক'রবে;
যা'ই কর, তা'ই কর,

এমনি ক'রে তা'দিগকে
বাস্তবতার ভিতর-দিয়ে
বিজ্ঞ ক'রে না তুলে'
শাসন-সংযমে যতই রাখ না কেন,—
রোগের হাত হ'তে অব্যাহতি
কিছুতেই পাওয়ার সম্ভাবনা নেই । ৪৯৫।

যা'রা প্রতিলোম-পরিণীত
বা প্রতিলোম-সঞ্জাত—
সমাজ তা'দিগকে বাহ্যজাতি ব'লে
বস্তি বা গ্রামের বাইরে
স্থান নির্দ্ধারণ ক'রে দিত,
এবং সমাজের সাধারণে যা' ক'রত—
তা' হ'তে ভিন্ন রকমের কর্ম্মের
ব্যবস্থা ক'রে দিত,
যা' দিয়ে তা'রা নিজেরা
নিজেদিগকে পরিপালিত ক'রতে পারে,
এবং যা' হ'তে সমাজও খানিকটা
পরিচর্য্যা পায়;
বাহ্যজাতিকে গ্রামের বাইরে বসবাসের
ব্যবস্থার মর্ম্ম এই—
যা'তে তা'দের অবান্তর সংস্রব-আধিক্যে
উৎকৃষ্ট বা সুকৃষ্ট জনসাধারণ
সংক্রামিত হ'য়ে
ঐ অপকৃষ্টের মত
বুদ্ধি, বিবেচনা ও প্রবৃত্তি-পরায়ণ হ'য়ে না ওঠে,
কদাচারী না হ'য়ে ওঠে,
কুৎসিত ব্যভিচারী হ'য়ে না ওঠে—
ঐ সংসর্গজ আকর্ষণ-অনুক্রমণায়;
কোন স্থায়ী উৎকৃষ্ট কুল বা বংশও যদি
ঐ বাহ্যজাতির সংসর্গে

বসবাস করে বেশীদিন,
তা'দের প্রবৃত্তিও ঐ রকম
কৃষ্টি-বিপর্য্যয়ী হ'য়ে উঠতে থাকে ক্রমশঃ,
ফলে, সুজনন সংক্ষুব্ধ হ'য়ে
ব্যভিচার-ভারান্বিত হ'য়ে উঠতে থাকে,
সমাজও অধঃপতিত হ'য়ে চলে;
সমাজের উদ্দেশ্যই ছিল এমনতর—
যা'তে অনুশীলন-নিয়মনে
উৎকৃষ্ট জনগণের আবির্ভাব
অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে ওঠে,
এবং নিকৃষ্ট জনন চিরতরে তিরোহিত হ'য়ে যায়,
আর, ঐ উৎকৃষ্ট জাতক
জাতির সম্বর্দ্ধনার
সম্পদ্ হ'য়ে উঠতে পারে;
এই এমনতর করার উদ্দেশ্য ঘৃণা নয়কো;
জাতিকে হীন সংক্রামকতা হ'তে বাঁচানো;
বিধি যদি ব্যভিচার-বিদগ্ধ হ'য়ে চলে—
প্রকৃতি তা'কে ক্ষমা করে না কখনই,
নুন কখনও চিনি হয় না,
আবার, চিনি কখনও নুন হয় না,
এই লবণ-গুণসম্পন্ন বা মিষ্টি-গুণসম্পন্ন
ক'রতে হ'লেই চাই
বিহিত সংসর্গসঙ্গতি;
নতুবা তা' কিছুতেই হ'তে পারে না;
তাই, তুমি উদার হও,
প্রীতি-প্রসন্ন হও,
সবাইকে আলিঙ্গন দাও,
কিন্তু আত্মঘাতী হ'তে যেও না
যা'কে যে-স্থানে নিয়োজিত রাখলে
তা'র বৈশিষ্ট্য বর্দ্ধনাভিমুখে চলে—
বা যা'কে যেমনতর স্থলে নিয়োগ ক'রলে

তা'র বৈশিষ্ট্য উৎকর্ষী হ'য়ে ওঠে,—
তা'ই ক'রাই কিন্তু ধর্ম্ম;
দয়া পরম ধর্ম্ম,
কিন্তু বৈশিষ্ট্যকে আহত ক'রে
তোমার দয়া যদি তা'র ব্যভিচার করে,
সে-দয়া কিন্তু পরম অধর্ম্ম
হ'য়ে উঠতে পারে,
কারণ, তা' তোমার সম্বর্দ্ধনার ধৃতিকে
অপলাপ-অনুশায়ী ক'রে তুলে' থাকে,
তোমার অন্তর্দেবতা পতিত-পাবন হ'য়ে উঠুন,
কিন্তু কা'রও পাতিত্যের কারণ হ'য়ে
তোমার অন্তর্দেবতাকে
অপকৃষ্টের দুস্তর সংঘাতে
সংক্ষুব্ধ ক'রে তুলতে যেও না,
ম'রো না,
মেরো না কা'কেও,
বরং যদি পার,
মরণেরই মৃত্যু ঘটাও,
অমৃতের অধিকারী ক'রে তোল সবাইকে;
ঈশ্বরই অমৃত-স্বরূপ । ৪৯৬।

তোমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি কী—
অন্বয়-তৎপর সঙ্গতি-সার্থকতায়
তা'কে খুঁটিনাটি ক'রে বুঝে
তা'র ধারণায়
নিজ অন্তরে ধৃতি জন্মাও,
অর্থাৎ সে-সম্বন্ধে সহজ বোধে উপনীত হও;
এই সহজ বোধে উপনীত হ'লেই
তবে বুঝতে পারবে—
তোমার ঐ কৃষ্টির ভিতরে
যত ঝঞ্ঝাই ব'য়ে যেয়ে থাকুক না কেন,

তোমার দেশের মানুষের
জৈবী-সংস্থিতির বপনা কী;
দাস-সুলভ মনোভাবকে ত্যাগ ক'রো,
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টি
যা' তোমার অন্তঃস্থলে উপ্ত হ'য়ে আছে
অভিজাত অভিনিবেশে,—
তা'রই দাসত্বকে বরণ ক'রে নাও—
স্মিত-গৌরবী দৃপ্ত হৃদয়ে,
আপ্যায়নী অভিসারণায়;
তারপর সংস্কার্য্য কী—
সেগুলিকে বেশ ক'রে ভেবেচিন্তে
গুছিয়ে নাও;
এই সংস্কার ক'রতে হ'লে
ঐ আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
অনুদীপী অনুসারিণী অভিসারে
সব্যষ্টি গোষ্ঠী, সমাজ ও সমষ্টি-জীবনে
খন্ড ও বৃহৎ রকমে
ব্যষ্টি-বৈশিষ্ট্য-অনুনয়নী ধাঁজে
তা' ক'রতে হবে,—
যে-অনুশীলনায়
উদ্যোগী অনুবেদনায়
প্রতিটি ব্যষ্টি
যোগ্যতায় সুযুক্ত হ'য়ে ওঠে—
ধী-প্রবণ আত্মবিনায়নী তৎপরতায়
সক্রিয় নিষ্পাদনী অনুদীপনা নিয়ে;
আর, তা' করতে গেলে—
গ্রামে, নগরে,
দেশে, প্রদেশে, তীর্থে,
বিদ্যার্থী নিকেতনে,
সাহিত্যে, কলায়, শিল্পে
যেখানে যেমনতর

ঔপাদানিক বিন্যাস ক'রতে হয়,
উপকরণের সন্নিবেশ ক'রতে হয়,
খাদ্য, পানীয়, গৃহ ইত্যাদির
যেমনতর সংস্কার ক'রতে হয়,
কৃষি-শিল্পের যেখানে যেমন
পরিবর্ত্তন সাধন ক'রতে হয়,
ইত্যাদি যেখানে যেমন প্রয়োজন,
তা' সেইভাবেই ক'রতে হবে—
বিহিত বিনায়নায়,
শুধু কতকগুলি
কল-কারখানা নদী-নালা ক'রলে যে,
তোমার দেশের উন্নতি হবে—
তা' নয় কিন্তু;
চাই সংস্কৃতিমূলক সংস্কার—
সব্যষ্টি সমষ্টির,
যে-সংস্কার তোমার জৈবী-অনুদীপনায়
বিধৃত হ'য়ে আছে,
তা' শীর্ণই হো'ক,
আর নিরেটই হ'য়ে থাক,
তা' যেন উচ্ছল উপচয়ী হ'য়ে চ'লতে পারে,
তা' ক'রতে হ'লেই চাই—
প্রতিটি অন্তরে
শ্রদ্ধাকে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলা,
সুকেন্দ্রিক ক'রে তোলা,
প্রত্যেককে অন্বিত সার্থক সুসঙ্গত সন্ধিৎসায়
সম্বুদ্ধ ক'রে তোলা;
কর্ম্মকুশল উদ্যোগী ক'রে তোলা,
নয়তো কিছুতেই হবে না;
আর, তোমার দেশের ভিতর
কৃষ্টি-অনুপাতিক মহৎ ব্যক্তি
যাঁ'রা যাঁ'রা আছেন,

আপ্যায়নী সৌজন্যে অর্ঘ্যান্বিত ক'রে
তোমাদের পূজার ভিতর-দিয়ে
লোকপূজ্য ক'রে তুলতে হবে তাঁ'দিগকে;
বিদ্যা, মহত্ত্ব, সাধুত্ব যেখানে
নির্য্যাতিত—নিষ্প্রভ,—
সেখানেই কিন্তু
লোক-অন্তরের জাগ্রত দৃষ্টি হ'তে
তা' নির্ব্বাণোন্মুখ হ'য়ে ওঠে,
উৎসাহে, ভরসায়, উদ্দীপনায়
তাঁ'দিগকে যতই
অর্ঘণীয় ক'রে তুলতে পারবে,
ধন্যবাদার্হ ক'রে তুলতে পারবে,
প্রীতি-আলিঙ্গনে
আপ্যায়িত ক'রে তুলতে পারবে,
সারা দেশও হ'য়ে উঠবে
তেমনতর নেশায় বিভোর;
তা' না ক'রে যা'ই ক'রতে যাও,
সবই কিন্তু খাবি খাওয়ার
খোরাক জুগিয়েই চ'লবে;
মনে রেখো—
লোক-সম্বর্দ্ধনী সংস্কৃতিরঞ্জনাই
রাজপুরুষ বা গণ-নায়কের রঞ্জন মুকুট;
ঈশ্বর সর্ব্বেশ্বর,
কৃষ্টির মহাসার্থকতা,
ব্যষ্টি ও সমষ্টির উদাত্ত উদ্ধার,
বিবর্ত্তনের পরম প্রদীপ,
পুরুষের পৌরুষ-সূক্ত । ৪৯৭।

যতদিন দেশের ধর্ম্মসংস্থাগুলি
প্রত্যেকে প্রত্যেকের স্বার্থ না হ'য়ে উঠছে—
নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে,

আর, প্রত্যেকে প্রত্যেকের যোগ্যতাকে
বাড়িয়ে তোলার চেষ্টায়
স্বতঃ-সন্দীপনায় নিয়োজিত না হ'চ্ছে,
সাংস্কৃতিক সন্দীপনায়
প্রত্যেককেই সম্বুদ্ধ ক'রে না তুলছে—
লোকচর্য্যী অনুবেদনা নিয়ে,—
যা'র ফলে,
প্রত্যেক মানুষ
প্রত্যেক মানুষের
স্বস্তি, স্বার্থ, সদ্-আচার ও ব্যবহারে
প্রতিপ্রত্যেককে উৎসর্জ্জিত ক'রে তোলে—
আত্মোৎসর্গের উৎসারিত সুখ-নন্দনায়
আরোগ্য-উৎসারণী তৎপরতায়—
যা,
পরিবেশ বা দেশের ভিতর চারিয়ে গিয়ে
প্রত্যেকটি ব্যষ্টিকে
তদনুপাতিক অনুনয়নে
চর্য্যাসম্পন্ন কৃতী ক'রে তু'লে থাকে—
আত্মনিয়মনী সম্বুদ্ধ
ও শক্তি-সন্দীপ্ত ক'রে,—
প্রতিপ্রত্যেকেই যতক্ষণ
এমনতর অভিদীপনায়
স্বস্তি-আরতিতে
ফুল্ল হ'য়ে না উঠছে,—
তুমি
লাখ স্বাধীনতার মহড়া দাও,
লাখ কীর্ত্তির মহড়া দাও না কেন,
লাখ বিভবে বিভবান্বিত হও না কেন,
দেশ কি তোমার
শান্তি ও স্বস্তি-স্রোতা হ'য়ে উঠবে?
বুঝে দেখ;

আর, এও কিন্তু বুঝে নিও—
প্রতিটি ব্যষ্টি
যা'রা বেঁচে থাকতে চায়,
বাড়তে চায়,
সেখানেই আছে—
ধর্ম্মসত্তার অধিষ্ঠিতি । ৪৯৮।

যখনই
নিষ্ঠানন্দিত
কুলাচারসম্পন্ন মহৎ
কৃতিদীপ্ত ধৃতিগরীয়ান্ বিজ্ঞ যাঁ'রা
অল্পায়ু হ'য়ে জ'ন্মে
তিরোহিত হ'য়ে যাচ্ছেন,
বুঝে নিও—
জীবনীয় নিষ্ঠামেরুদণ্ড ভেঙ্গে
ঐতিহ্যবেদীকে ছারখার ক'রে দিয়ে
দুর্দ্দিনের আগমন
ত্বরিত গতিতে
সাত্বত বিধিবিনায়িত আত্মনিয়ন্ত্রণকে ভেঙ্গে
আত্মপ্রতিষ্ঠালাভে
বেল্লিকের মত
সমস্ত দেশকে
ক্রীতদাস-তৎপরতায় মুহ্যমান ক'রে
দেশ ও সমাজের কৃষ্টিকে উপেক্ষা ক'রে
বিধি ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়ে
শিষ্ট সঙ্গতিশীল ব্যক্তিত্বকে ভেঙ্গে-চুরে
আচার ও সামাজিক ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যকে
অপলাপে জলাঞ্জলি দিয়ে
এগিয়ে যেতে থাকে—
নির্য্যাতন-অভিদীপ্ত শাতনের দিকে;
ব্যষ্টি-জীবনে যখন

পরাক্রমী বীর্য্য না থাকে,—
তখন অন্তরে-বাহিরে
কৃতি-উর্জ্জনা অবল হ'য়ে পড়ে,
ব্যক্তিত্বের চারিত্র্য-বল হারিয়ে
অসৎ-শাসনকে
অবনত মস্তকে মেনে নিয়ে
দুর্জ্জন ও ব্যতিক্রমের ইন্ধন হ'য়ে ওঠে;
ব্যষ্টি ও সমষ্টির
সৎ-উদ্দীপনী শক্তি
নিষ্ঠাহারা হ'য়ে ওঠে,
দীপ্তিহারা হ'য়ে ওঠে—
ধৃতিবিনায়িত কাণ্ডারী যদি না থাকে;
তাই বলি,
এখনই সাবধান হও,
ভরদুনিয়াটা কুরুক্ষেত্র—
অর্থাৎ কর্ম্মক্ষেত্র,
কৃষ্টিকে
সহজাত সার্থকতায়
উচ্ছল উদ্দীপনী তাৎপর্য্যে
বিধায়িত ক'রে
ব্যক্তিত্বের বিকাশ-বিনায়নায়
সার্থক সন্দীপনী সুস্রোতা হ'য়ে
বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে
ঐতিহ্যবেদীতে
নিজেকে প্রতিষ্ঠা ক'রে
লোক-পরিচর্য্যায়
স্বস্তিকে আবাহন ক'রে
ধৃতি-উৎসারণায়
ঐ অনুবেদনী আগ্রহ নিয়ে চ'লতে থাক,
পারস্পরিকতার ভিতর-দিয়ে
প্রতিপ্রত্যেককে

সুসম্বদ্ধ ক'রে তোল—
অনুকম্পী পরিচর্য্যায়
প্রত্যেককে
স্বস্তিমুখর উচ্ছলায় উদ্দীপ্ত ক'রে,
বৈধী-উদ্দীপনায়
মহৎকে অনুসরণ ক'রে
মহত্ত্বকে গজিয়ে তোল—
মহতের প্রতি অকম্পিত ভক্তি নিয়ে,
—হয়তো
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্য নিয়ে
এড়িয়েও যেতে পার
ঐ শাতনিক নির্য্যাতন হ'তে;
নতুবা—
ঝঞ্ঝা ঐ এলো । ৪৯৯।

পুরুষই হো'ক
আর, মেয়েই হো'ক—
যা'দের প্রকৃতি দুষ্ট
অর্থাৎ ব্যতিক্রম-বিন্যাস-অশিষ্ট হ'য়ে
সত্তাকে ছদ্ম রূপায়ণে
ব্যাপৃত ক'রে রেখেছে,
দেখে নিও—
তা'দের শ্রেয়নিষ্ঠা থাকেই না,
গর্ব্বিত জলুস নিয়ে
তা'রা মানুষের কাছে
বিশেষত্ব লাভ ক'রতে চায়;
আর, তেমনতর ভাবভঙ্গী নিয়েই চলে,
পুরুষের দেখতে পাবে—
তা'দের পিতামাতা বা শ্রেয়জন
যেই হো'ক না কেন,
তা'দের পরিচর্য্যানিরতি নিয়ে

থাকতে পারে না;
যেখানে তা' প্রবৃত্তি-পোষিত হয়,
ভাবভূতিও তা'দের
সেখানে মত্ত হ'য়ে থাকে—
একটা নিষ্ঠার মুখোস-পরা
অশ্লীল ঔদার্য্যের
আগ্রহ অন্বিত উপচার নিয়ে;
মেয়েদের মধ্যে
অমনতরই দেখতে পাবে—
তা'রা হয়তো—
শ্রেয়নিষ্ঠা কিংবা স্বামিনিষ্ঠা নিয়ে
থাকতে পারে না,
কোন-কিছু কোথাও
পাতিয়ে-টাতিয়ে নিয়ে
অশিষ্ট কামকলুষতাকে
বেশ সাজিয়ে-গুছিয়ে—
তা'ই নিয়েই মত্ত হ'য়ে চলে;
এমনতর মত্ততা দেখলেই বুঝে নিও—
নিষ্ঠাসঙ্গতি নাই,
তা'দের কলুষদৃষ্টি
অন্যের রকম-সকমগুলি
বেছে-গুছে নিয়ে
কলুষ চিন্তাকেই
হয়তো কায়েম ক'রে
নিজেদের মিথ্যা
বা অশ্লীল অনুরতি-সহ
নিজেকে অশ্লীল ব্যস্ততায়
নিয়োজিত ক'রে রেখে দেয়;
স্বামী কিংবা কোন শ্রেয়জন
যদি তা'দের থাকেও
তা'হলেও তা'রা

অমনতর না হ'য়ে চ'লতেই পারে না,
একটা বিক্ষুব্ধ অন্তর নিয়ে চলে তা'রা;
পিতৃতুল্য বা শ্রদ্ধাভাজনদের প্রতি
শ্রদ্ধা, অনুচর্য্যা, অনুনয়নগুলিকে
একটা বিপর্য্যয়ী দর্শনের আওতায় এনে
নিজেদের চালচলনগুলিকে
এমনতর সমর্থন ক'রেই চ'লতে থাকে;
তা'দের সাথেই বাস্তব সঙ্গতি হয়—
যা'দিগকে দিয়ে তা'র
ঐ প্রবৃত্তিগুলি পরিচর্য্যা লাভ করে;
মেয়েই হো'ক,
পুরুষই হো'ক,
বাপ-মা কিংবা কোন শ্রেয়ের সম্বন্ধে
তা'রা সম্বন্ধান্বিত হ'য়ে থাকতে পারে না;
যা'দের উপর
তা'দের ঐ লোলুপ উদ্দেশ্যের
নিষ্পাদনী পরিচর্য্যা
সংগ্রথিত হ'য়ে থাকে,
সেখানেই একটা-না-একটা সম্বন্ধ পাতিয়ে
ঔদার্য্যের অভিনয়ে
তা'রা নিজেদের বৃত্তিলোলুপতাকে
সিদ্ধ ক'রে নেয়,—
রকমারি দুষ্টভাবের মুখোস-পরা
শিষ্ট অনুনয়ে;
তা'দের দুষ্ট অভিসার
তা'রা নেহাত রাখে
লোকচক্ষুর অন্তরালে;
এমনতর রকম দেখলেই সন্দেহ ক'রো,
আর, নিজেও
যথাসম্ভব দূরত্ব সংরক্ষিত ক'রে চ'লো,
প্রবৃত্তির ফাঁদে প'ড়ে

নিজের শিষ্ট মর্য্যাদাকে
নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতিসম্বেদনাকে
শ্রমপ্রিয় তৎপরতাকে
ঘায়েল ক'রে তুলো' না;
যদি শিষ্ট থাক তুমি,
সুনিষ্ঠ থাক তুমি,
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগশালী যদি হও—
তোমার জীবনের স্বার্থ ও অর্থ
যদি কোন শ্রেয়জন হন,
নিজেকে
ঐ বিভবেই উৎসর্জ্জিত ক'রে রেখো,
তাঁ'র পরিচর্য্যা ক'রে
যেন তোমার আত্মতৃপ্তি হয়,
আর, তোমার জীবনের অর্থও যেন
ওখানেই সার্থকতা লাভ করে;
ঐ-ই শ্রেয় অভিনিবেশ। ৫০০।

যতক্ষণ না—
নিষ্ঠানন্দিত ব্যক্তি-উর্জ্জনা
প্রতি বিশেষকে বিশাসিত ক'রে
সমষ্টিতে সুসন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে—
একই নিয়মতান্ত্রিকতায়,
যে যেমনতর তা'র তেমনি ক'রে,
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগের
পরিচর্য্যী শ্রমসুখপ্রিয়তা নিয়ে,—
ঠিক জেনো—
ততক্ষণ পর্য্যন্ত
তোমাদের বিচ্ছিন্ন বিবাদের
ক্ষান্তি আসবে না,
ব্যতিক্রমী চলন স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়াবে না,
উচ্ছিষ্ট-উপভোগে

ব্যর্থ উর্জ্জনায়
অবিধির বিহিত গহ্বরে বিক্ষিপ্ত হ'য়ে
দুর্দ্দান্ত বেদনায়
ক্লিষ্টই হ'তে থাকবে,
বিহিতভাবে
প্রতিপ্রত্যেকে
দরদী তাৎপর্য্যে
প্রত্যেকে প্রত্যেকের
সার্থক বান্ধবতার
নিবিষ্ট অনুক্রমণে সজাগ হ'য়ে
বাস্তব স্বাধীনতাকে
আহরণ ক'রতে পারবে না,
ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে
প্রত্যেকে
বিচ্ছিন্নতায় নিজেকে সমর্পণ করা ছাড়া
ঐশ্বর্য্য ব'লে আর কী থাকতে পারে?
বৈশিষ্ট্যবান সমষ্টি নিয়ে
একনিবিষ্টতায়
যতক্ষণ পর্য্যন্ত সুসংহত হ'য়ে না উঠছ,—
অস্তিত্বের হোম-আহুতি
জীবনীয় আরাধনায় বঞ্চিত হ'য়ে
দুর্ভাগ্যের আরাধনাই ক'রে চ'লবে;
আমার মনে হয়—
এখনও সাবধান হও,
সুসংহত হ'য়ে ওঠ,
সার্থক হ'য়ে ওঠ,
আর, এই সার্থকতা যেন
প্রত্যেকের ভিতরে ছিটিয়ে যায় । ৫০১।

তুমি যদি
তোমার জীবনকে

জীবনীয় প্রকৃতিকে
অধিগমনী ধীকে
বৈশিষ্ট্যানুপাতিক প্রত্যেককে
উচ্ছল ক'রে তুলতে চাও—
শিক্ষা ও কৃতিতে
উদ্দীপ্ত ক'রে তুলতে চাও—
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
সবাইকে সুসম্বন্ধান্বিত ক'রে তুলতে চাও—
যদি প্রতিপ্রত্যেককে বীর্য্যশালী ক'রে
সুঠাম সন্দীপনায়
সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে চাও—
এখন থেকেই
তুমি যে-উপায় কর
তা'র থেকে কিছু-না-কিছু রাখতে চেষ্টা কর
গণ পরিচর্য্যার জন্য,
যে যেমনই হো'ক
তা'র খোরাক থেকেও সে ঐরকম রাখুক,
সেগুলি সংগ্রহ ক'রে
এমন তাৎপর্য্যশীল একটা কৃতি—
বিশ্বশিক্ষা সন্দীপনী শুভ কেন্দ্র সৃষ্টি ক'রে
তা'দিগকে পরিমার্জ্জিত ক'রে
প্রবুদ্ধ ক'রে
প্রদীপ্ত ক'রে
বীর্য্যশালী ক'রে
এমন ক'রে তোল—
যা'তে তা'রা
কোনপ্রকারেই দরিদ্র না থাকে—
যে-প্রকৃতিতে যেমনতর খাটে
তেমনি ক'রেই;
এমনভাবে নিয়োজিত যদি না হও—
পরিবেশকে

সুপরিবেষণার ভাণ্ডার ক'রে তুলতে পারবে না,
সার্থক দরদী ক'রে তুলতে পারবে না,
উৎকর্ষী উৎসব ক'রে তুলতে পারবে না;
তাই বলি,—
এখনই প্রস্তুত হও,
এতটুকুও ফাঁক দিও না,
অমনোযোগী হ'য়ো না এতটুকুও;
তোমার পরিবার, পরিবেশ, দেশের
প্রত্যেককে
সম্বুদ্ধ ক'রে তোল,
সক্রিয় ক'রে তোল,
উদ্ভবাত্মক অনুবেদনা নিয়ে
তা'দিগকে নিবিষ্ট ক'রতে চেষ্টা কর—
জননপ্রথাকে বিহিতভাবে নিয়ন্ত্রণ ক'রে,
যা'তে তা' সুন্দর ও সৌষ্ঠবমণ্ডিত হ'য়ে ওঠে—
সব দিক-দিয়ে,
সানুনয়ী সদৃশাত্মক ঘরে
পরিণয়সূত্রে নিবদ্ধ হ'য়ে;
পারবে না?
ক'রে তোল দেখি,—
দেশের যা'-কিছু ব্যতিক্রম আছে
সেগুলিকে নিরুদ্ধ ক'রে
নিরোধ ক'রে
নির্ম্মূল ক'রে দিয়ে
জীবনীয় নিরোধ-তাৎপর্য্যকে
প্রবুদ্ধ ও প্রদীপ্ত ক'রে দিয়ে—
যা'তে সবাই শিষ্ট ও সম্বুদ্ধ হ'য়ে চলে,
কা'রো যেন
পেটের দায়ে
কা'রো দরজায় হাত পাততে না হয়;
এমনতর বিভব-বিভূতিতে সম্বৃদ্ধ হ'য়ে

নিজে সার্থক হও,
অন্যকে সার্থক ক'রে তোল,
উৎসর্জ্জনী আবেগকে
সঞ্চারিত ক'রে তোল প্রত্যেক হৃদয়ে,
প্রত্যেককে
ঐ তাৎপর্য্যে প্রবুদ্ধ ক'রে
কৃতিশালী ঊর্জ্জনায়,
আর, সবাইকে সার্থক ক'রে তুলে'
নিজে সার্থক হও । ৫০২।

সমাজ মানেই একসাথে চলা—
সার্থক সঙ্গতিশীল কৃতিচর্য্যায়
জীবনীয় ঐক্যতানে
ঐক্য সম্বেদনায়
একনিষ্ঠ তৎপরতায়,
আমি বলি,—
ইষ্টনিষ্ঠ হও,
ঐ ঐক্যতানে চ'লতে থাক—
পারস্পরিক পরিচর্য্যা নিয়ে
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে,—
যেন তোমার একটা লোম স্পর্শ ক'রলেও
অন্যের বেদনা লাগে,
দেখবে—
ক্রমে-ক্রমে
সমাজ আবার সমাজ হ'য়ে উঠছে—
তা'র সঙ্গতিশীল ঐশ্বর্য্য নিয়ে—
প্রতি ব্যষ্টির
সুসন্দীপ্ত বর্দ্ধনায় উৎসর্জ্জিত হ'য়ে;
শুধু ফাঁকা বাগ্‌বিতণ্ডার আমদানি ক'রে
জীবনীয় বিধিকে অগ্রাহ্য ক'রে চ'ললেই
সমাজ হয় না,

সে-সমাজ
বিচ্ছিন্নতার—
বিচ্ছিন্নকারীর—
বিচ্ছিন্ন হওয়ার;
তাই বলি,
ইষ্টনিষ্ঠ হও—
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ নিয়ে
শ্রমসুখপ্রিয়তার পরিচর্য্যী মূর্চ্ছনায়—
প্রতিপ্রত্যেককে উচ্ছল ক'রে তুলে',
উচ্ছলতা
প্লাবন এনে দিক,
আর, সে-প্লাবনের পুরোহিত হও তুমি । ৫০৩।

সমাজ মানেই একসঙ্গে চলা—
ইষ্টানুগ অনুচলনে
অর্থাৎ আদর্শ-অনুগ অনুচলনে
কল্যাণ-কর্ম্মে,
সম্বর্দ্ধনার পথে;
তা'র মানেই হ'চ্ছে কৃষ্টিচর্য্যায়
নিজেকে বা নিজদিগকে
নিয়োজিত ক'রে চলা—
বৈশিষ্ট্যানুগ বর্ণ ও বর্গের পর্য্যায়ী ক্রমে,
যা'তে প্রত্যেকটি বিশেষ
কৃষ্টির পথে
সব-কিছুর বিধায়নী সংহতি নিয়ে চ'লতে পারে—
পারস্পরিক আদর্শানুগ প্রীতি-বন্ধনে
পরস্পরের পোষণ-বর্দ্ধনার
অনুক্রমণী তৎপরতায়;
আর, কৃষ্টি হ'চ্ছে
বৈশিষ্ট্যানুগ সাত্বত-তপা অনুচলনে চলা,—
ঐ চলন আয়ত্ত ক'রে

ও তা'তে অভ্যস্ত হ'য়ে
নিজেদের সাত্বত সম্বর্দ্ধনায়
অর্থাৎ সত্তা-সম্বর্দ্ধনায়
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলা,
যা'র ফলে, বিশেষের
বিশেষ অভিব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও
ইষ্টীভূত নিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে
কৃষ্টি-অনুচর্য্যায়
সহজ সাম্যের অভ্যুত্থান হ'য়ে ওঠে;
আর, সাম্য মানেই হ'চ্ছে—
যা'র যেমনতর বৈশিষ্ট্য
বা যে-গুচ্ছের যেমনতর বৈশিষ্ট্য—
তদনুপাতিক অনুচর্য্যায়
তা'কে সম্বৃদ্ধ ক'রে চলা,
—সর্ব্বতোভাবে একজনের মত
আর একজন হওয়া নয়কো,
একের বর্দ্ধনাকে অনুসরণ ক'রে
অন্যের বৈশিষ্ট্য-মাফিক
তা'কেও সম্বৃদ্ধ ক'রে তোলা;
কৃষ্টি মানেই করা,
ক'রে চলা,
ক'রে হওয়া,
ক'রে পাওয়া—
প্রত্যেকের মত প্রত্যেকে,
একায়িত অনুবেদনা নিয়ে;
বহু রকমারি ফুলের যেন একটি মালা,
যা' জীবন ও বর্দ্ধনার ভিতর-দিয়ে
আমরা অঞ্জলি দিয়ে সার্থক হই
ঐ ইষ্টে বা আদর্শে,—
যা'র ফলে
প্রত্যেকটি বিশেষ বিশেষ হ'য়েও

ঐ ইষ্ট বা আদর্শানুবন্ধনে অনুবদ্ধ হ'য়ে
পরস্পর পরস্পরের স্বার্থ হ'য়ে উঠে থাকে—
প্রত্যেকের অন্তর-ঐশ্বর্য্যকে
তা'র বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী
বর্দ্ধনী অনুচর্য্যায় নিয়োজিত ক'রে;
আর, এই বৈশিষ্ট্যকে বাদ দিয়ে
সাত্বত অনুচর্য্যা ক'রবে কী ক'রে?
—তা' প্রকৃতিবিরুদ্ধ;
তাই, আমি যা' বুঝি—
এই বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত সাত্বত বিধানকেই
বলে সমাজতন্ত্র,
আর, সাত্বত কথার মানেই হ'চ্ছে—
সত্তা-সম্বন্ধীয়,
যতক্ষণ পর্য্যন্ত আদর্শনিষ্ঠার ভিতর-দিয়ে
প্রত্যেকের স্বার্থকে প্রত্যেকে
সম্বৃদ্ধ ক'রে না তুলতে পারছ—
বৈধী-নিয়মনের ভিতর-দিয়ে
সাত্ত্বিক সংস্থিতি ও সুপ্রজননকে
সুষ্ঠুতর ক'রে,—
সমাজতন্ত্র তখনও
তান্ত্রিক ঐশ্বর্য্যে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠেনি;
আর, এই অনুচলনে
যেখানে যেমন ক'রে যা' ক'রতে হয়,
সাত্বত সম্বর্দ্ধনার জন্য তা'ই ক'রে চলা,—
এইতো আমি বুঝি—
সমাজতন্ত্রের
চুম্বক কাঠামোর অভিব্যক্তি;
আর, এই হ'ল
আর্য্য গণ-সাম্য বা সমাজতান্ত্রিক সংসদের রূপ ।৫০৪।

মোক্তা কথায়
মানুষের তিনটি সমাজ আছে—

একটি বর্ণানুগ সমাজ,
একটি পারিবেশিক সমাজ,
আর একটি লোক-সমাজ;
প্রত্যেকটি সমাজে
তা'র পরিচর্য্যা
স্বতঃসন্দীপী তাৎপর্য্যে সংশ্লিষ্ট—
মানুষের ক্রম-অনুপাতিক;
সে যে-কোন সমাজকেই
অবজ্ঞা করুক না কেন,
অবহেলার চক্ষে দেখুক না কেন—
যা' সাত্বত-বিধিকে
ক্ষুণ্ণ ক'রেই ক'রতে হয়—
তা' ব্যতিক্রমদুষ্ট,
ব্যতিক্রমদুষ্ট যা'
তা'কে সে যদি
অনুক্রমসিদ্ধ না ক'রে তুলতে পারে—
সে-ব্যতিক্রম ক্রমশঃ
বিস্তীর্ণ হ'তে-হ'তে
সবগুলিকে সংক্রামিত ক'রে
লোকসমাজকে
বিধ্বস্ত ক'রতে পারে কিন্তু;
লোকসমাজের
সব-সময় দৃষ্টি রাখা উচিত—
বৈশিষ্ট্যনিবিষ্ট
যে-কোন সমাজই হো'ক না কেন—
সে-সমাজকে ব্যতিক্রমদুষ্ট ক'রে
অন্য সমাজের আশ্রয় নিয়ে
তা'কে সংঘাতধর্ষিত ক'রে তুলে'
তা'কে দুর্ব্বল ক'রে তোলা—
একটা গর্হিত কর্ম্ম;
সমাজের দৃষ্টি থাকা উচিত—

কেউ যেন তা' না ক'রতে পারে;
সমাজের বেষ্টনীকে নষ্ট ক'রে
অন্য সমাজের পরিধি বাড়ালেই—
সে-সমাজ শিষ্ট হ'ল,—
তা' নয়কো,
তা'র মানে,
তা'র স্বার্থবৈশিষ্ট্যই হ'চ্ছে—
সমাজকে ভঙ্গুর ক'রে তোলা;
এক সমাজকে যে ভঙ্গুর ক'রে তোলে—
অন্য সমাজকে সে
সে তালিমে নিয়ে চলে,
এমন-কি—
লোকসমাজকেও
সেই তালিম দিয়ে চলে;
বিশিষ্ট বিধায়নায়
সমাজকে বিধৃত ক'রে যা'তে রাখতে পার—
তা'ই করাই ভাল;
আর, ভঙ্গুর শিষ্টাচার যা'র অব্যাহত—
তা'কে এমনতর পরিক্রমায় নিবদ্ধ রেখে
যদি সৎসন্দীপিত ক'রে তুলতে পার,—
তা' ঢেরই ভাল,
নয়তো তা' সহজভাবেই ত্যাজ্য,
'ত্যাজ্য'-র কারণই হ'চ্ছে—
তা'র অন্যকে সংক্রামিত ক'রে
সংহতির গণ্ডীকে
বিধ্বস্ত ক'রে
ভেঙ্গে-চুরে
চুরমার ক'রে দেওয়ার সম্ভাবনা সেখানে অধিক;
তাই, সাবধান হও!
বিশেষ সামাজিক বন্ধনের ভিতর-দিয়ে
তা'কে শুধরে নিয়ে

লোকসমাজ-পরিধিকে উপযুক্ত ক'রে তোল;
শিষ্ট চরিত্র নিয়ে
পারিবেশিক লোকসমাজে
সংস্কৃতি, আচার ও অগ্রগতিকে
বাড়িয়ে তোল—
বীর্য্যবান পরাক্রমী তাৎপর্য্যে
সাধু সন্দীপনায়
অসৎ-নিরোধী উদ্দাম-উর্জ্জনা নিয়ে;
অস্তিত্বের অবঘাত কিন্তু সর্বনাশা;
মনে রেখো—
বৈশিষ্ট্য যা'র ভঙ্গুর,
অভিযান তা'র ভঙ্গপ্রবণই হ'য়ে থাকে। ৫০৫।

আমি আবার বলি শোন—
এখনও বলছি—
অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠা নিয়ে
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগকে
উচ্ছল ক'রে রাখ;
শ্রমপ্রিয় হও,
কর—
যা' ক'রবে তা' বিহিতভাবে,
এমনি ক'রেই তোমার ব্যক্তিত্বকে
বাস্তব জ্ঞানে অধিরূঢ় কর;
সদাচার মানে সত্তাপোষণী আচার,
সত্তাপোষণী আচারগুলি
কাঁটায়-কাঁটায় পালন কর;
আমি বলি—
যথাসম্ভব আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে
তা'কে আরো ক'রে তোল
এমনতরভাবে
যা'তে তোমার স্বাস্থ্য

অটুট, অক্ষুণ্ণ ও বৃদ্ধিপ্রবণ হ'য়ে চলে;
সদৃশ ঘরে
সুসঙ্গতিশীল বরকন্যার বিবাহে
শিষ্ট আচারের ভিতর-দিয়ে
শুভ-নিয়ন্ত্রণে
সেগুলিকে সার্থক ক'রে তোল;
ঐতিহ্য, প্রথা ও সংস্কারগুলিকে
সাত্বত সঙ্গতিশীল ক'রে,
বিনায়নে সেগুলিকে
পবিত্র নিষ্ঠার সহিত পরিপালন কর,—
যা'তে ঐ সাত্বত সঙ্গতি
যা'-কিছু সব নিয়ে
তোমাকে
ইষ্টনিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগে
উচ্ছল ক'রে তুলতে পারে;
লোকচর্য্যা তোমার জীবনে
যেন সহজ হ'য়ে ওঠে,
কিন্তু সাবধান থেকো—
ঐ চর্য্যার ভিতর-দিয়ে
অশিষ্ট যা'-কিছু
তোমাকে আক্রমণ না করে,
সংক্রামিত না হও;
তীব্র ঊর্জনা নিয়ে
অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠায়
তাঁর আদেশপালন-নিরতি নিয়ে
চ'লতে থাক—
আনন্দ-উচ্ছল অন্তঃকরণে;
যা'তে হাত দিয়েছ ক'রবে ব'লে;
তা' বিহিতভাবে নিষ্পাদন কর,
যদি তা' লোকহিতী হ'য়ে
সবাইকে সম্বুদ্ধ ও সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলতে পারে;

মোক্তা কথায়
অন্ততঃ এমনি ক'রেই চ'লতে থাক,
তাড়ন-পীড়ন যা'ই আসুক না কেন,—
তোমাকে যেন বিচ্যুত ক'রতে না পারে;
হাতে-কলমে এমনি ক'রেই চ'লতে থাক,
ভগবানের ভজনদীপনা
বিভূতি-বিভবে সম্বৃদ্ধ হ'য়ে
তোমার পরিবেশকেও
ঐ সম্বর্দ্ধনে সুদৃঢ় ক'রে তুলুক;
আমি বলি—
তুমি এ ভুলো না,
সংক্ষুব্ধ হ'য়ো না,
বিরক্ত হ'য়ো না—
জোয়ার-ভাঁটা যতই আসুক না কেন;
তোমার নিষ্ঠানন্দিত আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ
তোমাকে সিদ্ধকাম ক'রে তুলবে । ৫০৬।

নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে
যাঁরা প্রেরিতপুরুষ
তাঁ'দিগকে—
একেরই প্রেরিত ব'লে জেনে
এবং এক আদর্শের উদ্যোক্তা প্রত্যেক প্রেরিতই—
ব'লে স্বীকার ক'রে
বৈশিষ্ট্যানুগ অনুচলনে
যখন থেকে
প্রতি-প্রত্যেক
প্রতি-প্রত্যেকের বিভব হ'য়ে উঠবে,
সুপদ হ'য়ে উঠবে,—
অবৈধ ব্যতিক্রমগুলিকে দূর ক'রে,
জীবনীয় পন্থাকে ও পরিচর্য্যাকে
অটুট উচ্ছল ক'রে,

সমবেদনদীপ্ত অনুনয়নে,
প্রত্যেকটি সত্তাকে বিশেষ জেনে,
এবং প্রত্যেক বিশেষের সঙ্গে
প্রত্যেক বিশেষকে সুসঙ্গতিতে
সুসংস্থ রেখে,
পরিচর্য্যা ও পরিপোষণের সহিত
সগোষ্ঠী সব্যষ্টির একায়িত অনুশ্রয়ে,
যখন প্রতি-প্রত্যেকে
প্রতি-প্রত্যেকের স্বার্থ হ'য়ে উঠবে,
দিন তখন
ঐশ-ঐশ্বর্য্যে অধিষ্ঠিতি লাভ ক'রে
স্বতঃ-প্রেরণায়
বৈধী-বিনায়নায়
ঐ ঐশী-পথের পন্থী হ'য়ে উঠবে,
আর, যখন বুঝবে—
ঐ একই প্রেরণা
জীবনবর্দ্ধন-সম্বেগে
বিশেষ-বিশেষ আকারে বিশেষিত হ'য়ে
প্রতিটি বিশেষে অধিষ্ঠিতি লাভ ক'রে
ব্যষ্টি-বিশেষের বিশেষত্বে
সুসংস্থিত হ'য়ে
স্বতঃস্রোতা স্বস্তি-প্রবাহে চ'লেছে,—
মর্ত্ত্য তখন
স্বর্গের বিভায় সমুন্নত হ'য়ে
আরো-আরোর পথে
ক্রমশঃই এগিয়ে চ'লতে থাকবে—
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্য নিয়ে;
প্রতিটি সবিশেষ
ঐ সেই নির্ব্বিশেষের
বিশেষ উৎসৃজনী অনুনয়ন;
যতদিন বিশেষ ব'লে কিছু থাকবে,

বৈশিষ্ট্যের সংস্থিতি ততদিন
অমনি হ'য়েই থাকবে,
আর, জীবন-চলনাও
অনন্তের পথে এগিয়ে চ'লতে থাকবে;—
স্মৃতিচেতনার আনন্দ-নন্দনায়;
তাই, ব্যষ্টি যখন তা'র বিশেষত্ব হারিয়ে
আত্মবিলয় করে,—
দুনিয়াটাও তখন
বিমূর্ত্তন মননে বিলীন হ'য়ে যায়;
আবার, বিশেষ যতদিন থাকে
শ্রেণীও ততদিন থাকবেই—
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্য নিয়ে;
সেই সঙ্গতি যখন
শিষ্ট সন্দীপনায়
সাত্বত অনুচলনে চ'লতে থাকে—
আত্মিক মর্য্যাদা নিয়ে,
দেশ ও দুনিয়াটাও তখন
ঊর্জ্জী মর্য্যাদায় উৎফুল্ল হ'য়ে উঠে,
স্বর্গের জীবনীয় আভা নিয়ে
সার্থক পদক্ষেপে চ'লতে থাকে;
তাই, প্রেয়নিষ্ঠ হও—
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে,
শ্রমপ্রিয় তৎপরতায়
প্রত্যেককে প্রত্যেকের মতন ক'রে
উদ্বর্দ্ধিত ক'রে তোল—
প্রতিটি বিশেষের সাথে সুসংগ্রথিত হ'য়ে,
মননে, অনুভবে, কর্ম্মে
ও অনুবেদনী অনুকম্পায়;
আর, নিজের সত্তাতেই
ব্যষ্টি-সহ দুনিয়াকে উপভোগ কর—
অমৃত প্রপাত সৃষ্টি ক'রে,

অঢেল উচ্ছল হ'য়ে;
প্রতিপ্রত্যেককে নিয়ে
সবার দুনিয়াটা
স্বস্তিসুন্দর হ'য়ে উঠুক,
আর, পারিজাত হো'ক
তা'দের স্বর্গীয় উপহার । ৫০৭।

আরে পাগল!
সমাজ মানে
একসাথে যা'রা চলে;
এই চলায়
বিপ্র-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রের
কোন তফাৎ নেই,
নিজ-নিজ বৈশিষ্ট্যকে
বিহিতভাবে বিন্যাস ক'রে
যেমন ক'রে তা' শিষ্ট হ'তে পারে—
আচার্য্য বা শ্রেয়প্রধানকে অনুসরণ ক'রে
তা'ই করা;
সবারই আচার্য্য—
তপশ্চারী ব্রাহ্মণ,
তাঁদের হ'তে অনুশাসন সংগ্রহ ক'রে
সমীচীন তৎপরতায়
বিধিমাফিক
যা'র যেমন চলা উচিত—
তেমনি ক'রে চলা দরকার;
বিধিমাফিক চলা মানেই হ'ল—
সাত্বত-বিধিকে অনুসরণ ক'রে চলা,—
যে যেমন ক'রে যত যা' পারে,
এতে বিপ্র-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রের
গুণ ও বর্ণের আলাদা হ'লেও—
সদৃশ ঘরে বিবাহ করা বিধি হ'লেও—

সঙ্গতি-তাৎপর্য্য সবারই সমান,
যদিও বৈশিষ্ট্যমাফিক ব্যক্তিত্ব
সবারই বংশানুক্রমিক,
আর, সবারই আচার্য্য তো ব্রাহ্মণই,
ব্রাহ্মণ যদি
তা'র ক্রিয়াকলাপ না করে—
বৈধী-জ্ঞানকে আয়ত্ত না করে—
কারণ ও তাৎপর্য্যগুলিকে জেনে,—
অন্যকে চালাবে কে?
বৈশিষ্ট্যমাফিক
ধাতুমাফিক
অবস্থামাফিক
যা'কে যেমন ক'রে
নিয়ন্ত্রিত ক'রতে হয়,
তা' তো তাঁ'রাই ক'রতেন,—
ঐ ব্রাহ্মণরাই,
প্রত্যেকের বর্ণানুগ সমাজ যেমনতর আছে—
তা'র নিয়ন্তাও ঐ তত্ত্ববিদ্‌রাই,—
যাঁ'দের জন্মগত লোহধারায়
আত্মিক স্পন্দন নিয়ে
অল্প হো'ক
বিস্তর হো'ক—
সেগুলি সম্বদ্ধ থেকেই থাকে;
তা'তে কখনও
কোন কারণে
সমাজ তো ক্ষুণ্ণ হ'য়ে পড়েনি;
এক্‌সা' করার অসুবিধাই হ'ল—
সবাই ভেঙ্গে চ'লবে,—
ধ'রবার বা ক'রবার কেউ থাকবে না,
নষ্ট
স্পষ্ট উদ্যমে

আক্রমণ ক'রবে সবাইকে;
ঐ বৈধী-অনুশাসনে না চ'ললে
বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ না রাখলে—
অন্তর্নিহিত বিনষ্টি-তাৎপর্য্যই
তা'দিগকে
বিশেষ নিহতি-বিধায়না নিয়ে
আক্রমণ ক'রতে ক্ষান্ত থাকবে না,
এই প্রকৃতির উদগমকেই শাতন বলে,
যা'তে যে শিষ্ট থাকে
সম্বৃদ্ধ থাকে—
তা'র ব্যতিক্রম হ'লেই
সে তা'র কবলেই পড়ে,
তা'র জীবনীয় ঊর্জ্জনা তা'তে ক্ষুণ্ণ হয়,
তা' ছাড়া—
বাড়ার দিকেও যায় না;
এই হ'ল মোক্তা কথা;
একসা' যত ক'রবে—
ধ্বংসও তত মুখর হ'য়ে
তেমনিভাবে তোমাকে আক্রমণ ক'রবে—
তদনুগ আচার-বিচারের ভ্রান্ত তৎপরতায়;
যদি ভাল লাগে
বুঝে চ'লো । ৫০৮।

দেখ—!
শুনবে—?
তবে শোন,—
শ্রেয়নিষ্ঠ নন্দনায় অটুট থেকে
প্রীতি-পরিচর্য্যী তৎপরতায়
তোমার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরিজন—
যা'-কিছু থাকে,
পারস্পরিক প্রীতি-সন্দীপনী পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে

সৎ-সম্বন্ধান্বিত ক'রে তোল;
অসৎ-নিরোধী তৎপরতাকে
কখনও ত্যাগ ক'রো না,
আর, অসৎ-নিরোধ ক'রতে গেলেই যে
সেখানে খড়্গহস্ত হ'তে হবে—
তা'র কোন মানে নেইকো,
সব-সময়ে যে কড়া-কথা ব'লতেই হবে—
তা'রও কোন মানে নেই,
আবার, কোন সময়ে
যদি কড়া-কথা ব'লতে হয়
তা' যেন মিষ্ট ও স্নেহমণ্ডিত হয়;
অনুকম্পী অনুবেদনা নিয়েও
অসৎ-নিরোধ ক'রতে পারা যায়;
যেখানে তা' হয় না—
সেখানে যা' ক'রে হয়
তা'ই ক'রতে হয়;
এই অসৎকে নিরোধ ক'রে
প্রীতি-পরিচর্য্যায় উৎসর্জ্জিত হ'য়ে
পারস্পরিকতায় সুবন্ধান্বিত হ'য়ে যদি চল—
কাজ ও কথায় কোন ধাপ্পা না রেখে,—
দেখবে,—
দিন দিন
কেমনতর সুষ্ঠু-সঙ্গতি লাভ ক'রছ,
পারস্পরিক সার্থক অনুবেদনা
গুরুগৌরব বর্দ্ধনায়
কেমনতর বিদীপ্ত হ'য়ে উঠছে;
এমনি ক'রে
শরীর ও মনকে বিনায়িত ক'রে তোল,
পরিবারকে বিনায়িত ক'রে তোল,
তোমার সংসারকে বিনায়িত ক'রে তোল;
আঘাতের প্রাবল্য না-রেখে

ব্যাঘাতকে প্রশ্রয় না-দিয়ে
সঙ্গতিসিদ্ধ হ'য়ে
সবাইকে সুসন্দীপ্ত ক'রে রেখো—
ঐ শ্রেয়নিষ্ঠাকে কেন্দ্র ক'রে;
আর, সাত্বত ধৃতিকে
সুন্দর সতেজ রাখতে গেলে—
অর্থাৎ সত্তাধর্ম্মকে
সুন্দর ও সজীব রাখতে গেলে—
যা' যা' করণীয়
কথায়-বার্ত্তায়
আচার-নিয়মে
সে-সব ক'রবেই কি ক'রবে—
ঐ শ্রেয়নিষ্ঠার বাঁধনকে দীপ্ত রেখে;
নিজে তো সুখী হবেই,
লাখ জঞ্জালের ভিতরেও
তোমার ঐ শ্রেয়-প্রসাদে—
তোমার আওতায় যে যে থাকে—
তা'রাও অমনতর হ'য়ে উঠবে,—
শুধু মুখের কথায় নয়,
ধ'রে—
হাতেকলমে ক'রে;
বুঝলে?
ইচ্ছা যদি থাকে—
এখনই লেগে যাও,
সহ্য কর,
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় নিয়ে চলতে থাক;
গুরুগৌরবই
তোমার বিজয়-পতাকা হ'য়ে উঠুক। ৫০৯।

জলেই হ'চ্ছে প্রথম
জীবনের উৎসারণী উৎসব,

জীবনের শারীর সন্দীপনা
ঐ জল থেকেই উদ্ভাসিত হ'য়েছে,
এই অপ্ বা জল তাই
নারায়ণের অনন্তশয্যার
প্রথম সন্দীপিত সুদীপনা,
তাই, 'নারা' মানেও জল,
ব্রহ্মণ্যদেব সেখান থেকেই
স্থূল মূর্ত্তনায় উদ্ভাসিত,
অর্থাৎ স্থূল বর্দ্ধনায় উদ্ভাসিত—
ক্রম-তাৎপর্য্যে,
আর, ব্রহ্মণ্যদেব হ'চ্ছেন—
ব্রহ্মের ভাব-সংযোজনী
দ্যোতন-মূর্ত্তনা;
ওখান থেকেই
মৎস্য-অবতারের
প্রথম আবির্ভাব হ'য়ে উঠল—
অনন্তের অভিসারিণী উদ্বর্ত্তনায়,
আর, জল হ'তেই যখন
স্থলের উদ্ভব হ'তে লাগল—
জল ও স্থলে
তখনই
উভচর কূর্ম্মের অবতরণ হ'য়ে উঠল;
তা'রপরেই হ'ল বরাহ,
সে জলেও থাকতে পারে
স্থলেও থাকতে পারে—
যদিও সে স্থলচর বেশী;
তা'রপরেই হ'ল—
নৃসিংহ-অবতার
নর ও পশুর
সমাবেশী সম্বর্ত্তনা,
তা'রপরেই হ'ল—

বামন-অবতার,
মানুষের খাটো অবতরণ
বা উৎসর্জ্জনা;
তা'রপর
ক্রমেই অবতরণ হ'য়ে উঠল
আর-আর যা'-কিছুর—
ঐ পরিবেশকে সুসজ্জিত ক'রে
সব দিক-দিয়ে
সমাবর্ত্তনী তাৎপর্য্যে,
যা' থেকে
ঐ মানুষ পেতে লাগল—
জীবনীয় সম্বেদনী
স্মৃতি-উৎসর্জ্জনী তাৎপর্য্যে—
বোধ ও বিবেকের
ধীদীপ্ত ব্যক্তি-সম্বেগ;
এমনি ক'রেই
দুনিয়াটা
সমূর্ত্ত জীবনদীপ্ত
উৎসব-বিভবান্বিত হ'য়ে উঠতে লাগল;
তা'রপর থেকে
জ্ঞানীদের ভিতর
ভক্তি-আনত সন্দীপনায়
হ'য়ে উঠল—
মানুষের প্রথম অবতরণ,
যা'র উপরে
ক্রম-তাৎপর্য্যে
সুঠাম সম্বেগের সহিত
ক্রমদীপনী সন্দীপনায়
ধৃতিমুখর জ্ঞানের ভিতর-দিয়ে
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
সংগঠিত হ'য়ে উঠতে লাগল—

লোকসমাজ-সংহতি;
প্রত্যেকে
প্রত্যেকের সঙ্গতি নিয়ে
সমাবেশ সৃষ্টি ক'রে
বিশেষে
বিশেষিত হ'য়ে উঠতে লাগল,
গুণ, বর্ণ ও কর্ম্মের
অন্বিত তৎপরতায়
বিশেষত্বের বিধিবিশিষ্ট সমাজ
গজিয়ে উঠল—
এক-এক জাতীয়
গুণ, বর্ণ ও কর্ম্মের
বৈশিষ্ট্যানুপাতিক গুচ্ছ সৃষ্টির
বিভাবিত তাৎপর্য্যে
ক্রমসন্দীপনী
বিভাজনী তৎপরতায়,
ঐতিহ্য, প্রথা ও সংস্কৃতির সম্বেদনায়—
ক্রমবিকাশ নিয়ে;
প্রতিপ্রত্যেকের বিহিত
গুণ ও কর্ম্ম নিয়ে
অন্য সবের সেবাচর্য্যায়
সম্বর্দ্ধনার লালনপালনে
সুদীপ্ত হ'য়ে
প্রত্যেকে প্রতিটির প্রতি
চর্য্যানিরত তাৎপর্য্যে
ক্রমান্বয়ে
উচ্ছল হ'য়ে উঠতে লাগল;
সমাজ ও পরিবেশের উপরেও
তা'র পরিচর্য্যী পরিবেদনা
তদনুপাতিক তাৎপর্য্য নিয়ে
কৃতি-উচ্ছল হ'য়ে উঠল;

আবার, এই গুচ্ছের ভিতর
ভেদসন্নিবিষ্ট সঙ্গতি
যেমনতর হ'য়ে উঠল—
পরিবেশ-সংহতিও
পরিচর্য্যা ক'রতে লাগল
ও পেতে লাগল
তেমনি ক'রে—
স্বতঃ-সন্দীপিত
বৈশিষ্ট্য-অনুপাতিক তাৎপর্য্যে;
মানুষ তো দূরের কথা,
পশুপক্ষী-গাছপালাও
তেমনি ক'রেই
সুবিষ্ট সার্থকতায়
নিজ-নিজ সাত্বত অভিদীপনার সাথে
স্বার্থ হ'য়ে উঠল
প্রত্যেককে নিয়ে;
তা'রপর,
উচ্ছলতা সচ্ছল হ'য়ে
আরোর দিকে যেতে লাগল,
প্রীতি-তাৎপর্য্যের
বিহিত পরিবেষণে
তা'কে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
সভ্যসমাজও
ক্রমদ্যোতনায়
বিশিষ্ট হ'য়ে চ'লল;
এই চলন
নানা সময়ে
নানা দেশে
নানা রকম হ'য়ে
সুশৃঙ্খলার ভিতর-দিয়ে
আবার, কখনও বা

বিশৃঙ্খল ব্যতিক্রমের ভিতর-দিয়ে
গজিয়ে উঠতে লাগল—
বৈশিষ্ট্যানুপাতিক ক্রমদীপনায়;
অবতার বা প্রেরিতপুরুষের
ক্রম-আগমন নাকি
এই বিধায়নায় সংগঠিত হ'য়ে
সম্বর্দ্ধনায় সম্বুদ্ধ হ'য়ে চ'লল;
সৃজনধারা
এই চলনেই চলৎশীল;
মণীষিগণের প্রবচন
এমনতরই—
উৎসজ্জনী অনুপ্রাণনায়
চলন্ত উৎসৃজনে
লীলায়িত উচ্ছলায়। ৫১০।

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
মূর্ত্ত আদর্শানুদীপ্ত
প্রেরণা-প্রবুদ্ধ আত্মনিয়মন-তৎপর
আপূরণী পালন-পোষণী
সক্রিয় আকৃতি-সম্পন্ন
সম্বেগশালী জীবন-অভিযান,
স্বতঃ-বিভান্বিত হ'য়ে উঠেছে যা'দের ভিতরে,—
তা'দের প্রদীপ্ত প্রেরণা-প্রবুদ্ধ
বাক্য, ব্যবহার ও অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
যে-চরিত্র উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে—
প্রত্যেকের অন্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রে,
সুকেন্দ্রিক অভিধায়িণী তৎপরতায়
অসৎ-নিরোধী বজ্র-নির্ঘোষে;
তাই কিন্তু তা'দের জীবন-সম্বেগ,
আত্মিক প্রসারণা,
জাতীয় জীবনে সম্বর্দ্ধনী আহুতি;

এমনতর অন্বিত গুচ্ছ
যতই বিস্তার লাভ করে—
জাতির ভিতরেও
এই আবেগ-উদ্দীপনা
ও বিনায়নী বাক্, ব্যবহার ও কর্ম্ম
প্রতিটি ব্যষ্টিতে ছড়িয়ে গিয়ে
একটা বিরাট অজেয় সংহতি সৃষ্টি ক'রে তোলে—
তেমনতর;
কিন্তু এই গুচ্ছের ভিতর কেউ যদি
সার্থক সঙ্গতিহারা
স্বতন্ত্র-উদ্দেশী, ভিন্নমনা,
সহকর্ম্মা হ'য়ে চলে
বৈশিষ্ট্য-হিসাবে ও গুচ্ছ-হিসাবে—
তা'দের জীবন-সংহতি
বিচ্ছিন্ন অনুবেদনায়
দুর্ব্বল তৎপরতায়
এমন রেখাপাত ক'রতে-ক'রতেই চ'লতে থাকে,—
যা' ভবিষ্যকালে আত্মঘাতী হ'য়ে ওঠে;
তাই, প্রত্যেকটি গুচ্ছের
প্রত্যেকটি ব্যষ্টিরই চাই
ঐ ইষ্টার্থ বা শ্রেয়ার্থ-পরায়ণ
স্বতঃ-উৎসারিত
সক্রিয় সম্বেদনী
ধায়িনী অনুবেদনা,—
যা'র ভিতর-দিয়ে
প্রতিপ্রত্যেকে প্রতিপ্রত্যেকের
স্বার্থ হ'য়ে ওঠে,
সমর্থনের সৌধ বিনায়িত ক'রে তোলে,
অস্তি-বৃদ্ধির ঐকতানিক মন্ত্র
উদগায়িত হ'য়ে চলে—
বাক্যে, আচারে, ব্যবহারে, চলনে;

এইভাবে অভ্যাসের ভিতর-দিয়ে
সেগুলি এমন জাগ্রত-প্রথা হ'য়ে দাঁড়ায়—
সেই চালনায়
না-চ'লেই যেন উপায় নেই,
জীবন-গতিই যেন
ঐ চলনে সার্থক হ'য়ে ওঠে;
ঐ জীবনধারাই
ঐ গঠন-অনুক্রমণায়
ঐতিহ্যকে বিনায়িত ক'রে চ'লতে থাকে,
সমষ্টির প্রতিপ্রত্যেকে
তখনই সেখানে
ঐ জীবন-সমন্বিত গোষ্ঠীপ্রাণ হ'য়ে ওঠে,
আর, ঐ কেন্দ্রায়িত গোষ্ঠীই হ'চ্ছে
লোকজীবন-উদ্ধাতা;
এমনতর অযুত গোষ্ঠী
অযুত হস্ত বিস্তার ক'রে
এক চলনায়
অযুত তালছন্দ-লসিত লাস্যে
যতই চলন্ত হ'য়ে উঠতে থাকবে,—
ব্যষ্টি ও গোষ্ঠী-জীবনও তেমনতরই
বর্দ্ধনার নট-নর্ত্তনে এগুতে থাকবে—
এক মন্ত্রে,
অনন্তের দিকে
ঈশ্বরে স্বতঃ-উৎসারিত ঝঙ্কার-দীপনায়
উৎসর্গের প্রণব-মন্ত্রে,
অস্তিবৃদ্ধির যাগ-প্রদীপ্ত
আহুতি হবন ক'রতে ক'রতে;
এই গুচ্ছই দেবগুচ্ছ,
এই ব্যষ্টিই দেবদূত,
ঐ ব্যষ্টি-সমন্বিত গোষ্ঠীই হ'চ্ছে
গণবর্দ্ধনার অগ্রদূত—

অভ্যুদয়ের সন্দীপী আহ্বান;
ঈশ্বরই ধর্ম্মক্ষেত্র,
ঈশ্বরই কর্ম্মদীপনা,
ঈশ্বরই ছন্দায়িত তাণ্ডব-নৃত্য,
ঈশ্বরই সুকেন্দ্রিক সংহতির
অন্বয়ী ঐতিহ্য,
ঈশ্বরই পরম কারণ। ৫১১।

বীর্য্যবান
তেজস্ক্রিয় হ'য়ে ওঠ,
অগ্নিদর্ভ হ'য়ে ওঠ,
অন্তর-আকৃতিকে
উচ্ছল ক'রে তোল—
ন্যায্য যা' ক'রবে, তা'কে মূর্ত্ত ক'রতে,
আর, তোমার সব কৃতিযাগ যেন
শান্তিবারি সেচন করে,
তুমি সার্থক হও,
সার্থক হ'য়ে উঠুক সবাই—
যা'রাই বিদাহতপ্ত,
স্বস্তি আসুক
তোমার কৃতিসীমাকে অবলম্বন ক'রে—
আরোতরের পথে,—
আরো দীপ্ত
উজ্জ্বল-উচ্ছল কৃতিদীপালীর
দীপ্তমুখর স্বস্তিপ্রতাপ নিয়ে,
দুরদৃষ্ট যা'-কিছু আছে,—
ঐ স্বস্তিবারিরই আহুতি হ'য়ে উঠুক—
বাড়বানলের
বৃহৎ দীপ্তির ঔজ্জ্বল্যে—
স্বস্তিময়ী জ্বলন্ত অবগাহনে,
আর, তা'র তেজস্ক্রিয় ফাগই হ'চ্ছে—
নিষ্ঠানিপুণ কৃতিরাগ।

সূচীপত্র

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

পাতিত্যেরই আমন্ত্রক কখন?

২৪২। অসৎকে প্রশ্রয় দিও না।

২৪৩। অসৎকে নিরোধ কর।

২৪৪। বিহিতভাবে নিরোধ কর।

২৪৫। আপদ্ তীক্ষ্ম হয় কিসে?

২৪৬। থাকাকে যা' ব্যাহত করে, তা'কে নিরোধ কর।

২৪৭। বিরোধকে নিরোধ ক'রতে যেয়ে নিরোধের সাথে বিরোধ পাকিও না।

২৪৮। অসৎ-নিরোধে অসৎ প্রবল হ'য়ে যেন তোমার সত্তাকে আঘাত না করে, সতর্ক থেকো।

২৪৯। বিরোধের মধ্যে প'ড়লে কী ক'রবে?

২৫০। শুভবিরোধী মিথ্যা ষড়যন্ত্রকে লহমায় নিরুদ্ধ না ক'রলে।

২৫১। কৃতঘ্ন ও মিথ্যাচারীদের জীবনীয় ক'রে তুলতে হ'লে।

২৫২। তোমার সম্বন্ধে সত্তা সংঘাতী বিকৃত মিথ্যা ধারণাকে নিরোধ কর।

২৫৩। এমনভাবে প্রতিরোধ কর, যেন মন্দ তোমার নাম শুনলেই পালায়।

২৫৪। সাংঘাতিককে নিরোধ ক'রে শান্তি ও সোয়াস্তির ব্যবহার করাই কৃতী বিজ্ঞতার লক্ষণ।

২৫৫। নিরোধে যেন বিরোধ সৃষ্টি না হয়।

২৫৬। জাতির বরেণ্যগণের ব্যঙ্গকারীকে নিরোধ না করলে সাবাড় অবশ্যম্ভাবী।

২৫৭। আততায়ী, বিশ্বাসঘাতক, কৃতঘ্ন, ও ব্যভিচারীকে নিরোধ করা

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

পাপের নয়।

২৫৮। নিন্দুক বা অনিষ্ট-উৎপাদককে নিরোধ না ক'রলে।

২৫৯। কাউকে আশ্রয় দিলেও তা'র অসৎ-নিরোধে সজাগ থেকো।

২৬০। শুভকর্ম্মী হ'লেও ব্যবস্থাকে হাতে রেখে চ'লো।

২৬১। অসৎনিরোধই যেন তোমার প্রতিজ্ঞা হয়।

২৬২। সাধুতার বাহানায় কাপুরুষ হ'য়ো না।

২৬৩। প্রিয়পরমের প্রতি অমর্য্যাদাকে যদি নিরোধ ক'রতে না পার।

২৬৪। অপ্রত্যক্ষদর্শীর কা'রও বিরুদ্ধে কদর্য্য অভিযোগকে নিরোধ না ক'রলে।

২৬৫। প্রিয়র বিপন্নতার কারণকে যদি নিরোধ না কর।

২৬৬। ইষ্টানুগ উপচয়িতার দিকে নজর রেখে যা' ভাল তা'ই গ্রহণ কর,—যা' মন্দ তা', নিরোধ কর।

২৬৭। অশুভ-নিরোধী হ'তে গিয়ে অসৎকে প্রশ্রয় দিও না।

২৬৮। ধৃতি-বিরুদ্ধ অসৎ যা', সঙ্গে-সঙ্গে তা' নিরোধ না ক'রলে পরিণামে আঘাত হানে।

২৬৯। অশুভকে নিরোধ ক'রে শুভকে উচ্ছল ক'রতে হ'লে।

২৭০। অসৎনিরোধ কর, কিন্তু প্রীতিহারা হ'য়ো না।

২৭১। অমঙ্গল-নিরোধে সজাগ প্রস্তুতি।

২৭২। অসৎকে নিরোধ ক'রতে হ'লে।

২৭৩। অসৎপ্রশ্রয়ী না হ'য়ে সত্তাশ্রয়ী হও।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

২৭৪। অসৎ-প্রতিষ্ঠ সত্তা স্বত্ব ও মর্য্যাদা নিরোধনীয়।
২৭৫। অসৎ-নিরোধী হ'য়েও লোক বিরোধী হ'য়ো না।
২৭৬। অসৎনিরোধে ও যোগ্যতা-অর্জ্জনে পরাক্রমকে ত্যাগ ক'রলে।
২৭৭। অসৎনিরোধ ক'রতে দ্রোহ পোষণ ক'রো না।
২৭৮। অসৎনিরোধে শক্ত হও, কিন্তু সত্তাপ্রীতি নিয়ে।
২৭৯। সৎ-সংঘাতী যা', অঙ্কুরেই তা'র অপনোদন কর।
২৮০। ন্যায়-নিয়ন্ত্রণে অন্যায়ের নিরাকরণ কর।
২৮১। অসৎ-সংক্রমণে সংক্রামিত হ'য়ো না।
২৮২। অসৎকেও জানবে কেন?
২৮৩। শক্তির আবির্ভাব।
২৮৪। কুৎসিতকে যথাসময়ে নিরোধ না ক'রলে।
২৮৫। অসৎনিরোধী তৎপরতায় অভ্যস্ত না থাকলে।
২৮৬। সত্তার অসৎনিরোধী ক্ষমতা দুর্ব্বল হ'লে।
২৮৭। প্রত্যেকেরই অসৎনিরোধ প্রয়োজন কেন?
২৮৮। দুনীর্তির প্রশমনে।
২৮৯। হিংসাকে অহিংসা ক'রো না।
২৯০। অন্যের হিংসা-বিক্ষোভকে প্রশমিত কর।
২৯১। ক্লীব-হিংসা ও তা'র পরিণাম।
২৯২। মানুষের জীবনস্রোতকে যা' নিরোধ করে, তা'কে নিরুদ্ধ ক'রতে ত্রুটি ক'রো না।
২৯৩। বিপজ্জনককে যথাসময়ে আয়ত্তে না আনা মানে, সাংঘাতিক কিছুকে আমন্ত্রণ করা।
২৯৪। বিপাক-নিরোধী প্রস্তুতিকে অবজ্ঞা ক'রলে।
২৯৫। বিব্রত কম হবে কী ক'রে?
২৯৬। আশপাশে নজর রেখে চ'লো।
২৯৭। আপদ্-নিরাকরণী প্রস্তুতি যা'র অমোঘ।
২৯৮। ব্যতিক্রম বিনায়নে সুকেন্দ্রিক চলনা।
২৯৯। সৎপথের ব্যাঘাত রেখো না।
৩০০। তোমার নিরাপত্তার প্রস্তুতি যেন অপরের আপদের কারণ না হয়।
৩০১। সতর্ক থেকো, বিধ্বস্ত হ'য়ো না।
৩০২। যে-মেজাজেই থাক, বিষয় বা ব্যাপারের অমঙ্গল যা' তা'কে নিরোধ ক'রো, রেহাই পাবে।
৩০৩। ভ্রান্তকে বরং সহ্য কর, কিন্তু অবিশ্বস্ততাকে নয়।
৩০৪। বিবাদ-বিসম্বাদ বা শত্রুবৃদ্ধিকারী চলন থেকে নিরস্ত থেকো কিন্তু তা'র নিরোধ-প্রস্তুতি থেকে বিরত থেকো না।
৩০৫। সতর্ক-দৃষ্টি রেখে শত্রুতাকে নিরোধ ক'রে চল।
৩০৬। বৈরীভাবকে জীইয়ে রাখতে যেও না।
৩০৭। ভবিষ্যতের আপদ্-নিরোধের সবল-প্রস্তুতি নিয়ে চল।
৩০৮। ভবিষ্যতের আপদ্-নিরাকরণী প্রস্তুতিতে সজাগ থেকো।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

৩০৯। যে-কোন উপায়ে সত্তাঘাতী বিপাককে নিরোধ করা— সবলতারই পরিচায়ক।
৩১০। সংশোধনে সচেষ্ট হ'য়ে দুষ্ট-প্রবৃত্তি-প্রশ্রয়ীদের থেকে সাবধান না হ'লে, বিধ্বস্তি তোমাকে আলিঙ্গন ক'রবে।
৩১১। ঊর্জ্জী পরাক্রমী হও।
৩১২। মানুষের অপরাধ-নিরাকরণ প্রয়াসী হও, কিন্তু কৃতঘ্নতা থেকে সাবধান।
৩১৩। অপরাধকে খুঁচিয়ে ফলাও না ক'রে বিনায়িত সত্তাপোষণী ক'রে তোল।
৩১৪। ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম নিয়ন্ত্রণে।
৩১৫। ভাল কর, মন্দ আপনি পিছিয়ে যাবে।
৩১৬। অপরাধের ভুল ভিত্তি-অজ্ঞতা,— দূর ক'রবার উপায়।
৩১৭। অকল্যাণকর সংঘাত ক্ষুদ্র হ'লেও তা'কে নিরোধ ক'রো।
৩১৮। ঈশ্বরার্থী অনুবর্ত্তনায় শাতনকে পরাভূত কর, তাঁ'র আশীর্ব্বাদ উপভোগ ক'রবে।
৩১৯। ঋত্বিক্ বা যেই হো'ক, পরকে ঠকিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা ক'রতে চায় যে, তা'কে নিরোধ কর।
৩২০। জীবনীয় চতুর চলন।
৩২১। একাদশ গুরু-অপরাধ ও তা'র নিরোধ অকরণে।
৩২২। অন্যায়-নিরোধে ন্যায়, নীতি ও সৌজন্য।
৩২৩। তোমার প্রতি যে অন্যায়, তা' দ্রোহী অন্যায় দিয়ে প্রতিরোধ ক'রতে যেও না।
৩২৪। অন্যায় ও বিপর্য্যয়ী যা', তা'র নিরোধে পূর্ব্বাহ্ণেই প্রস্তুত থেকো; নয়তো আত্মবিলয় অবশ্যম্ভাবী।
৩২৫। ন্যায়বান্ হ'য়ে ওঠ।
৩২৬। ক্লীব সাধুতা।
৩২৭। দশের প্রতি কল্যাণদৃষ্টি রেখে অসৎ-নিরোধ ক'রো।
৩২৮। অন্যায়-নিরোধে প্রাজ্ঞ স্থিতধীর লক্ষণ।
৩২৯। কথা দিয়ে খারিজ ক'রো না, কিন্তু অসৎকে প্রশ্রয় দিও না।
৩৩০। সত্তাঘাতী অধর্ম্মের বিরুদ্ধে যা'রা দাঁড়ায় না, তা'দেরকে প্রতিরোধ কর—তা'দের পরিশুদ্ধির প্রতি নজর রেখে।
৩৩১। কোন অন্যায়কে স্বীকার না ক'রে সাত্বত পন্থায় তা'র প্রতিবাদ করো।
৩৩২। অন্যের প্রতি অন্যায়, অবজ্ঞা, অপমান বা অত্যাচারকে নিরোধ না ক'রে ঔদার্য্য-বাহানায় তা' এড়িয়ে চ'ললে—।
৩৩৩। নিছক দণ্ড না দিয়ে অন্যায়কে ধ্বংস কর।
৩৩৪। শ্রেয়ের প্রতি কূট-কটাক্ষ ক'রে থাকে যা'রা, তা'দের নিরোধ কর।
৩৩৫। প্রিয়প্রীতির ব্যতিক্রমকারী যেই হো'ক না কেন, তা'কে নিরোধ কর।
৩৩৬। অপরাধপ্রবণতাকে উস্কে তোলে, এমনতর কিছু থেকে নিজেকে

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

প্রথম-পংক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচী

সূচী বাণী-সংখ্যা

সূচী	বাণী-সংখ্যা

সূচী	বাণী-সংখ্যা

সূচী	বাণী-সংখ্যা

সূচী বাণী-সংখ্যা

সূচী	বাণী-সংখ্যা

সূচী	বাণী-সংখ্যা

সূচী	বাণী-সংখ্যা

সূচী	বাণী-সংখ্যা

সূচী	বাণী-সংখ্যা

সূচী — বাণী-সংখ্যা

সূচী	বাণী-সংখ্যা

সূচী বাণী-সংখ্যা

সূচী বাণী-সংখ্যা

সূচী বাণী-সংখ্যা

সূচী	বাণী-সংখ্যা

—০—

বর্ণানুক্রমিক শব্দার্থ-সূচী

শব্দ, বাণী-সংখ্যা ও শব্দার্থ

১। অকৃতি—৪৭৮=কৃতি (কর্ম্ম)-বিহীনতা; দুষ্কর্ম।
২। অগ্নিদর্ভ—*=(অসতের বিরুদ্ধে) আগুনের মত তেজোদ্দীপ্ত সংহতিসম্পন্ন।
[দর্ভ=দৃন্‌ভ্‌ (গ্রন্থন)+ঘঞ্‌ (কর্ত্তরি)]
৩। অট্ট-ব্যাদানী—৪৬৮=অতি বিস্তৃত ভয়ঙ্কর হাঁ-করা।
৪। অতিচারী—১৮=বর্দ্ধনশীল, উচ্ছল।
৫। অতিশায়নী—১০১=ঝোঁকসম্পন্ন।
৬। অধি-আত্মিক—১৩০=আধ্যাত্মিক, অর্থাৎ ধারণপোষণযুক্ত চলৎশীলতা আছে যেখানে।
৭। অধিগমনী—১৫৯=অধিগত অর্থাৎ আয়ত্ত-কারী।
৮। অধিষ্ঠিতি—১৬৬=অধিস্থিতি, অর্থাৎ অধিষ্ঠান বা আশ্রয়।
৯। অধিস্রোতা—৪৬৪=স্রোতকে অধিকার ক'রে চলেছে যা'।
১০। অনুকম্পিতা—৪৭৭=সমতানের সক্রিয় ভাবস্পন্দন।
১১। অনুক্রমণা—১৪২=অনুসরণপূর্ব্বক চলা।
১২। অনুক্রমসিদ্ধ—৫০৫=সঠিক চলনে সিদ্ধ।
১৩। অনুক্রিয়া—২২৭=সদৃশ বা যোগ্য ক্রিয়াশীলতা।
১৪। অনুচারণা—১৮৭=(কারো ভাব) অনুসরণপূর্ব্বক তদনুযায়ী আচরণ।
১৫। অনুচারী—১৬৫=একসাথে চলৎশীল।
১৬। অনুদীপনা—৫৩=দীপ্তি।
১৭। অনুদীপী—৪৯৭=অনুসরণপূর্ব্বক দীপ্ত ক'রে তোলে যা'।
১৮। অনুধাবনী তৎপরতা—২০৩=যে-তৎপরতার মধ্যে অভিনিবেশ-সহ অনুসরণ আছে।
১৯। অনুধায়নশীল—১২৭=অনুধাবনশীল। ['ধাবন' অর্থে 'ধায়ন' (ব্রজবুলি)]
২০। অনুধায়না—৩৯১=অনুধাবন ক'রে চলা।
২১। অনুধায়িতা—৪৭২=অনুধাবনপূর্ব্বক চলন।
২২। অনুনয়ন—৬৫=কোন-কিছু অনুযায়ী নিয়ে চলা।
২৩। অনুপ্রাণতা—৬২=সমপ্রাণের আবেগ।
২৪। অনুবন্ধ—৪৪১=সংযুক্তকরণী কেন্দ্র।
২৫। অনুবর্ত্তনা—১৪২=অনুসরণপূর্ব্বক চলতে থাকা।
২৬। অনুবেদনা—৩৫=অনুসরণ করা ভিতর-দিয়ে লব্ধ জ্ঞান।
২৭। অনুসিঞ্চনা—৪২৮=সম্যকপ্রকারে সিক্ত ক'রে তোলার ক্রিয়া।
২৮। অনুস্পন্দনা—৩৬৭=অনুকম্পন, equal vibration.
২৯। অনুস্রোতা—৩৬৮=অনুসরণপূর্ব্বক চলমান।
৩০। অন্তঃপ্রক্ষেপ—১৩৫=Interpolation.
৩১। অন্তরাস—৩৩=Interest, আগ্রহ, আকূতি।
৩২। অন্তরাসী—৪৫=Interested, আগ্রহশীল।

শব্দ, বাণী-সংখ্যা ও শব্দার্থ

৩৩। অন্বিতি—৪১৩=অন্বিত অর্থাৎ সংযুক্ত হওয়া।
৩৪। অপকেন্দ্রিক—৪৪৪=অপকৃষ্ট বা কুৎসিতে কেন্দ্রায়িত যে।
৩৫। অপলাপ-অনুশায়ী—৪৯৬=ক্ষয় ও ক্ষতির দিকে ঝোঁকসম্পন্ন।
৩৬। অপসৌষ্ঠব-সংহতি—১৯০=হীন সংগঠনের সন্নিবেশ।
৩৭। অপস্মারী—৩৪৭=অপস্মার অর্থাৎ মৃগীরোগ-যুক্ত।
৩৮। অবক্রিয়া—১৪০=অবকৃষ্ট (কুৎসিত) ক্রিয়া।
৩৯। অবদলনী—২০৮=অবদলন (পীড়ন) করে যা'।
৪০। অবশায়িত—৬২=ঝোঁকপ্রবণ।
৪১। অভিচলন—৫৯=কোন-কিছুর অভিমুখে চলা।
৪২। অভিচারী—৪৫০=পরহিংসা আছে যা'র মধ্যে।
৪৩। অভিদীপনা—৬৩=কোন বিশেষ দিকের দীপ্তি।
৪৪। অভিধায়িনী—৫১১=তন্মুখী ধারণশীল।
৪৫। অভিব্যক্তিত্বে—৪০৯=অভিব্যক্ত, প্রকাশিত বা স্ফুটিত হওয়ায়।
৪৬। অভিষেক্তা—২২৪=অভিষেককর্ত্তা।
৪৭। অভিসারণা—৪৯৭=তদভিমুখী চলন।
৪৮। অভিসারিণী—১৪৭=কোন-কিছুর অভিমুখে চলৎশীল।
৪৯। অমরা—১৮৮=মৃত্যুহীনতা।
৫০। অরতিবিষণ্ণ—৪০৪=অনুরাগবিহীনতা (অরতি)-র দরুন বিষণ্ণ।
৫১। অর্জ্জনী—৪৯=অর্জ্জনকারী।
৫২। অর্জ্জী—৪৫৪=অর্জ্জনকারী, উপায়কারী।
৫৩। অর্থনা—১৬২=কিছু প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে চলতে থাকা।
৫৪। অলল—৪১০=অনির্দ্দিষ্ট, মাত্রাহীন।
৫৫। অসৎ-অভিভূতি—২৭০=অসৎ-কর্ত্তৃক অভিভূত বা বশীভূত হওয়া।
৫৬। অসৎ-বেধন—৩৫৭=অসৎ-কর্ত্তৃক বিদ্ধকরণ।

৫৭। আক্রুষ্ট—৯৪=আক্রোশযুক্ত।
৫৮। আগ্রহ-উৎক্ষেপী—১১৩=আগ্রহকে উৎক্ষিপ্ত বা বিক্ষিপ্ত ক'রে তোলে যা'।
৫৯। আচার্য্য-স্মারিণী—২২১=আচার্য্যকে স্মরণ করায় যা'।
৬০। আজীব—৩৫৭=সম্যক জীবন্ত।
৬১। আত্মবিসারী—২৪৮=নিজেকে বিস্তৃত করার চলন-সম্পন্ন।
৬২। আদর্শ-অনুশ্রয়ী—৪৭৬=আদর্শকে আশ্রয় ক'রে চলেছে যা'।
৬৩। আন্তর—৬৩=অন্তরের, ভিতরের।
৬৪। আপজাত্য—৪৩৫=অপ (নিকৃষ্ট) জাতি অর্থাৎ অপজন্মের ভাব (ক্রিয়া)।
৬৫। আপালনী—৪৬৫=সর্ব্বতোভাবে পালনকারী।
৬৬। আপূরণী-অনুধ্যায়ী—১৬৫=সম্যকভাবে পরিপূরণ করার চিন্তা ও চলন-সম্পন্ন।
৬৭। আপ্তীকরণ-সম্বেগ—১৫১=আপন ক'রে তোলার আবেগ।
৬৮। আপ্যায়ন-অভিধ্যায়িতা—৪৫=অপরকে বাড়িয়ে তোলার চিন্তা-তৎপরতা।

শব্দ, বাণী-সংখ্যা ও শব্দার্থ

৬৯। আভৃতি—৪৮৫=সর্ব্বতোভাবে পূরণ-পোষণ করা।
৭০। আশীর্ব্বাদ-অভিমন্ত্রে—১৭৭=যে-মন্ত্রণা আশীর্ব্বাদের অভিমুখে নিয়ে যায়।
৭১। আহব-আহূতি—৩৮৬=যুদ্ধের আহ্বান।
৭২। ইন্ধনী—২৬৪=ইন্ধন দেয় যা', জ্বালিয়ে তোলে যা'।
৭৩। ইষ্টানুগ—১৩=ইষ্টকে অর্থাৎ মঙ্গলকে অনুসরণ ক'রে চলে যা'।
৭৪। ইষ্টায়িত—৯=ইষ্টের ভাব বা চলন-প্রাপ্ত।
৭৫। ইষ্টার্থ-অনুধায়িনী—৪৭২=ইষ্ট অর্থাৎ মাঙ্গলিক প্রয়োজনকে অনুধাবন ক'রে চলে যা'।
৭৬। ইষ্টার্থ-অনুপ্রিয়—১০৬=ইষ্টার্থের অতি প্রিয়।
৭৭। ইষ্টীতপা—৪৭৯=ইষ্টের তপস্যা নিয়ে চলে যা'রা।
৭৮। ইষ্টীপূত—৬২=ইষ্টের ভাব বা আদর্শ অনুসরণের ভিতর-দিয়ে পবিত্রীকৃত।

৭৯। ঈক্ষণ—৩২৪=দর্শন, বিবেচনা।
৮০। ঈশী—৩৮৬=ঈশ্বরীয়, ধারণপালনী শক্তি-সমন্বিত।

৮১। উচিত—১৪০=মিলন আছে যা'র মধ্যে। [উচ্ (মিলন)+ক্ত]
৮২। উচ্চল—৪৫১=উন্নতি-অভিমুখে চলৎশীল।
৮৩। উচ্ছ্রিয়মাণ—৪৩=আশ্রয় ও সেবামুখরতায় বৃদ্ধিতৎপর।
৮৪। উছল—২০২=উচ্ছল, বেড়ে-চলা।
৮৫। উজ্জয়ী—৩৫২=জয়যুক্ত।
৮৬। উৎক্রমণী—১৩৬=উন্নতি-অভিমুখে চলে যা'।
৮৭। উৎক্রমিত—৪৫৭=উৎক্রম (উন্নত চলন) - প্রাপ্ত।
৮৮। উত্থানপন্থী—৪২৫=উন্নতি ও অভ্যুদয়ের পথে চলে যে।
৮৯। উৎসরণ—৪৪=বেড়ে চলা, বর্দ্ধনমুখরতা।
৯০। উৎসর্জ্জনা—৫৩=উন্নতি-অভিমুখী সৃষ্টি বা কর্ম্ম।
৯১। উৎসর্জ্জিত—৫০০=বিস্তারের পথে নিয়োজিত।
৯২। উৎসারিত—১৯৩=উন্নতির পথে জাগ্রত।
৯৩। উৎসৃজক—৪৬৫=উন্নতির পথে গড়ে তোলে যে।
৯৪। উৎসৃজন—৪ }—অভ্যুদয়ের পথে চলতে থাকা।
৯৫। উৎসৃজনা—১৯৩ }
৯৭। উৎসেচনা—১২৯=বৃদ্ধি।
৯৮। উৎস্রবা—১৪২=উন্নতি ক্ষরিত হয় যেখান থেকে।
৯৯। উদয়না—৪৭৭=উদয়, উন্নতি-অভিমুখী চলন।
১০০। উদয়নী—৩৮৪=উদয়ের পথে নিয়ে চলে যা'।
১০১। উদ্‌গায়িত—৫১১=উদাত্তভাবে অনুরণিত।
১০২। উদ্বর্ত্তনা—৬৭=বেড়ে-ওঠার পথে চলা।
১০৩। উদ্বর্দ্ধনা—৪৫=উন্নতির পথে বেড়ে চলার কাজ।
১০৪। উদ্ভবী—৪৪=উন্নতির পথে হইয়ে বা গজিয়ে তোলে যা'।

শব্দ, বাণী-সংখ্যা ও শব্দার্থ

১০৫। উন্নয়নী—৪৩৪=উন্নতির পথে নিয়ে যায় যা'।
১০৬। উপকৃষ্টি—১৩২=শাখা বা সহচারী কৃষ্টি।
১০৭। উপচয়নী—২১৫=উপচয়ের দিকে নিয়ে যায় যা'।
১০৮। উপচয়িতা—২৬৬=উপচয়-করণ।
১০৯। উপধায়িত—১৬=সমভাবে বিধৃত বা নিয়োজিত।
১১০। উপধায়ী—১৬=তদভিমুখী ধারণপ্রকৃতিসম্পন্ন।
১১১। উপসেবী—৪৬৫=সান্নিধ্যে থেকে সেবা করে যে।
১১২। উল্লম্ফী—৩৫২=প্রবলসম্বেগে এগিয়ে চলে যা'।

১১৩। ঊর্জ্জনা—৩৮=বল ও প্রাণনসম্বেগ।
১১৪। ঊর্জ্জিত—৩৫২=জীবনীশক্তি ও পরাক্রম-যুক্ত।
১১৫। ঊর্জ্জী—৪৩=শক্তিশালী, প্রাণবন্ত।

১১৬। ঋদ্ধি-জলুস—৪৪৮=উন্নতির জেল্লা।
১১৭। এৎফাঁক—১৯৯=কায়দা, কৌশল।

১১৮। ওজোদীপনা—৪১=বীর্য্যদীপনা।

১১৯। ওজোদ্যোতনা—৪৮৪=বলবত্তার সাথে দীপ্তিমান ক'রে তোলা।

১২০। কঞ্জুষী—৩৪=কৃপণতাপূর্ণ।
১২১। কণ্ডূতি—৩৪১=কণ্ডূয়ন, কোন কাজের জন্য চঞ্চলতা।
১২২। করণ-অভিচলন—২২৮=কর্ম্ম ও তদভিমুখী চলনা।
১২৩। কর্কটিকা—৪৮৬=দুষ্ট ক্ষত।
১২৪। কৃতি—৫=কর্ম্মসম্বেগ।
১২৫। কৃতিতপা—৬৭=কর্ম্মসম্বেগই যা'র তপস্যা।
১২৬। কৃতিসম্বেগ—৩৮=কর্ম্মসম্পাদনের সক্রিয় আবেগ।
১২৭। কেন্দ্রিকতা—৪৮৭=কেন্দ্রকে আশ্রয় ক'রে চলা।
১২৮। ক্লেশদিগ্ধ—৯৪=দুঃখপীড়িত, কষ্টের ফলে দুর্ব্বল।
১২৯। ক্ষেমবাহী—৩১২=মঙ্গলকে বহন ক'রে চলে যা'।

১৩০। গণদাহী—৫০=জনগণকে দহন করে অর্থাৎ কষ্ট দেয় যা'।
১৩১। গণহিতী—৪৬৯=জনগণের হিত (কল্যাণ) যা'তে হয়।
১৩২। গৃহস্থী—১৭৭=গৃহস্থধর্ম্ম-সংক্রান্ত যা'।
১৩৩। গোলামজিগরি—৪১৯=গোলামী-মনোবৃত্তির জিগির তোলে যা'।

১৩৪। চৌকস—১৯৪=চারিদিক দেখে কাজ করার শক্তি আছে যা'র।

শব্দ, বাণী-সংখ্যা ও শব্দার্থ

১৩৫। ছেদনী—৪৫০=ছেদন করে যে বা যা'।

১৩৬। জনন-দীপনা—৪৮৭=সৃষ্টির উৎস।
১৩৭। জনি—১২৪=Gene (জীন্)। সংস্কৃত জন্ (জনন)-ধাতুর অর্থ থেকে গঠিত শব্দ।
১৩৮। জয়জৃম্ভী—৪৬৪=জয় বিকশিত হ'য়ে ওঠে যেখানে।
১৩৯। জাঙ্গাল—৩৫৪=জঞ্জাল।
১৪০। জৈবী-অনুদীপনা—৪৯৭=জীবনের দ্যুতি।
১৪১। জৈবী-সংস্থিতি—১১৮=জীবদেহের গঠন, Biological make-up.
১৪২। জ্বালী-সম্বেগ—৫৮=জ্বলন্ত অর্থাৎ দীপ্ত সম্বেগ।

১৪৩। তড়িৎ-দীপনা—৪৭৯=দ্রুতগতি।
১৪৪। তপযজন—১৭১=তীব্র আকূতি-সহ অনুশীলন।
১৪৫। তান্ত্রিক ঐশ্বর্য্য—৫০৪=বিস্তৃতির ঐশ্বর্য্য।
১৪৬। তামস-অভিদীপনা—৫৭=ব্যাপক অজ্ঞান-অন্ধকার।
১৪৭। তামিলী-চর্য্যা—৪৬৫=হুকুম পালন করার কাজ।
১৪৮। তৃপণ-তাৎপর্য্য—১১৬=তৃপ্ত করার তৎপরতা।
১৪৯। তেজস্ক্রিয়—*=তেজ যেখানে ক্রিয়াশীল!

১৫০। দয়ীপুরুষ—৪৩=দয়ালদেশের অধিপতি, পরমপাতা।
১৫১। দারিদ্র্যব্যাধি—১০২=দারিদ্র্য যেখানে ব্যাধিস্বরূপ, Pauperism.
১৫২। দীপন—১৪৩=দীপ্ত ক'রে তোলার উৎস।
১৫৩। দুর্দ্দমী—৪৪৩=দুর্দ্দমনীয়, দুর্দ্দান্ত।
১৫৪। দেলোয়ারী—৩৪=অবুঝের মতন মাত্রাহারা খোলামেলা রকম।
১৫৫। দোধুক্ষিত—৩৭২=অতিশয় ক্লিষ্ট।
১৫৬। দ্যোতন—৪৮৪=দীপ্তিমান, উজ্জ্বল।
১৫৭। দ্যোতনা—৪৬৭=দ্যুতি, প্রকাশ।
১৫৮। দ্বিজাধিকরণান্তর—৪২৩=ধর্ম্মান্তর-অর্থে প্রযুক্ত।

১৫৯। ধায়িনী—৫১১=ধাবনশীল, অনুধাবনকারী।
১৬০। ধুক্ষা—১৯১=পীড়া, ক্লেশ।
১৬১। ধুক্ষিত—৪২৪=পীড়িত, ক্লিষ্ট।
১৬২। ধৃতি—১১৫=ধারণপোষণের আকৃতি।
১৬৩। ধৃতি-বিধায়না—১৪৭=ধারণসম্বেগকে বিশেষভাবে পোষণ করানোর কাজ।
১৬৪। ধৃতিবেদনা—৩২০=ধারণপোষণের জ্ঞান।
১৬৫। ধ্বনন-স্পন্দন—৩৯০=সাড়ার অনুরণন।

১৬৬। নট-নর্ত্তন—৫১১=ছন্দময় চলন।
১৬৭। নন্দনা—২০২=আনন্দকর চলন।

শব্দ, বাণী-সংখ্যা ও শব্দার্থ

১৬৮। নিঃশ্রেয়সী—৪৬০=যা'র উপরে আর শ্রেয় (মঙ্গল) নাই।
১৬৯। নিদেশবাহিতা—৪৬৭=নিদেশ বহন ক'রে চলা।
১৭০। নিবন্ধনা—৪৭৬=নিবিড় বন্ধন।
১৭১। নিবর্ত্তন—১১৮=নিকৃষ্ট গতি, পিছিয়ে পড়া।
১৭২। নিবাহ-নিবন্ধ—৪২২=নিকৃষ্ট বিবাহ=নিবাহ (নিকা, বিধবার পুনর্ব্বিবাহ), তা'র বন্ধন।
১৭৩। নিবিষ্ট-যজমান—১৪৫=যজমানের প্রতি অভিনিবেশযুক্ত।
১৭৪। নিবেদনা—১১৭=নিশ্চিতভাবে প্রাপ্ত করানো।
১৭৫। নিবেশ—২০৫=অবলম্বন।
১৭৬। নিয়মনা—৫২=নিয়ন্ত্রিত বিন্যাস।
১৭৭। নিরখ-পরখ—২২৩=নিরীক্ষা-পরীক্ষা।
১৭৮। নির্ণয়ী—১৪২=নির্ণয়কারী।
১৭৯। নিহতি-বিধায়না—৫০৮=নিহত করার বিধান।
১৮০। ন্যাক্—৬০=ইংরাজী শব্দ 'Knack'—দক্ষতা, শক্তি।

১৮১। পরশোষী—৪৯৫=অন্যকে শোষণ করাই যা'র স্বভাব।
১৮২। পরস্পর্শী—১৩৬=অপরকে স্পর্শ ক'রে অর্থাৎ আশ্রয় করে চলে যে।
১৮৩। পরাক্রমপ্লাবী—৩৪৮=পরাক্রমের প্লাবন সৃষ্টি করে যে।
১৮৪। পরাগতি—১৪০=শ্রেষ্ঠ গতি।
১৮৫। পরিণয়ন-প্রকরণ—৪২৩=পরিণত ক'রে তোলে যে-প্রকরণ।
১৮৬। পরিপ্রবণ—৪২১=ঝোঁকসম্পন্ন।
১৮৭। পরিবেক্ষণ—৫৯=সর্ব্বতোমুখী দর্শন ও পর্য্যালোচনা।
১৮৮। পরিবেক্ষণী—৩০২=সর্ব্বতোমুখী দর্শন আছে যা'র মধ্যে।
১৮৯। পরিবেদনা—৫৪=সর্ব্বতোমুখী সমীচীন জ্ঞান।
১৯০। পরিস্রবা—১৮০=পরিস্রুত বা ক্ষরিত হওয়ার উৎস।
১৯১। পর্য্যায়ী—৪৯৫=পারম্পর্য্যানুক্রমে, পর্য্যায়ক্রমে।
১৯২। পিনাকীপ্রভা—৩৫১=অসৎনিরোধী মহাপরাক্রমী শক্তি।
১৯৩। পূরণ-পুরুষ—৬৪=যিনি নিজে পূর্ণ এবং অপরকেও পরিপূরিত ও বর্দ্ধিত করে চলেন।

১৯৪। প্রত্যয়পরামৃষী—১৬৩=বিশ্বাসকে মর্দ্দিত করতে পারে যা'।
১৯৫। প্রদীপনা—৪৮৪=প্রদীপ্ত ক'রে তোলা।
১৯৬। প্রবর্দ্ধনী—৪৯৫=প্রকৃষ্টতার পথে বর্দ্ধিত ক'রে তোলে যা'।
১৯৭। প্রবোধনী—৬৫=প্রবুদ্ধ বা সচেতন ক'রে তোলে যা'।
১৯৮। প্রস্রোতা—১৪১=প্রকৃষ্ট-স্রোতযুক্ত।

১৯৯। বজায়ী চলনা—৫৮=বজায় থাকার চলনা।

শব্দ, বাণী-সংখ্যা ও শব্দার্থ

২০০। বপনা—৪৯৭=বপন, রোপণ-করা বীজ।

২০১। বর্ষণা—১৮০=বৃষ্টি।

২০২। বানপ্রস্থী-যজ্ঞ—২১০=বিস্তারের পথে প্রস্থান করার চলন।

২০৩। বিকৃত-অধ্যাসী—২১২=বিকৃতিতে সমাসীন।

২০৪। বিচারণা—২৩৫=বিবেচনাপূর্ব্বক চলা।

২০৫। বিদাহতপ্ত—*=নিদারুণ (সংসারযাতনার) দহনে পরিতপ্ত।

২০৬। বিদীপ্তি—২৩৫=বিশেষ প্রকাশ।

২০৭। বিদ্যমানতা—২৬৯=অস্তিত্ব, বেঁচে-থাকার ক্রিয়া।

২০৮। বিধাবিধ্বস্ত—১৪৪=বিশেষ ধারণপোষণ-ক্রিয়া যা'দের বিধ্বস্ত।

২০৯। বিধায়না—২০৫=বিহিত ধারণপোষণের পথ।

২১০। বিধায়নী—৫০৪=বিহিত ধারণ করার পথ আছে যেখানে।

২১১। বিধায়িত সত্তা-সমন্বিত—১৩৪=বিধান (system)-এ পরিণত হ'য়েছে যে সত্তা, তদ্‌যুক্ত।

২১২। বিধি-বিস্রোতা—৫০=বিধির বিশেষ স্রোত-বিশিষ্ট।

২১৩। বিনষ্টি-তাৎপর্য্য—৫০৮=বিনষ্ট করার তৎপরতা।

২১৪। বিনায়ন—১৮=বিশেষ পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ।

২১৫। বিনায়নী—৩৮৪=নিয়ন্ত্রণ করে যা'।

২১৬। বিনায়িকা—১৬৫=বিহিত পথে নিয়ে চলে যে (স্ত্রী)।

২১৭। বিবিদিষা—৪৪২=জানার ইচ্ছা।

২১৮। বিবৃদ্ধি—৪৫১=বিহিত বর্দ্ধনমুখরতা।

২১৯। বিব্রতি—১৯৫=বিব্রত বা ব্যতিব্যস্ত হওয়া।

২২০। বিভাজনা—১৬৮=বিভাগ করা, ভাল থেকে মন্দকে পৃথক করা।

২২১। বিভাজনী—৫১০=বিভাগ করতে করতে চলে যা'।

২২২। বিভাবিত তাৎপর্য্য—৫১০=বিশেষভাবে হ'য়ে ওঠার তৎপরতা।

২২৩। বিভূতি—৫৪=বিহিতভাবে হ'য়ে ওঠার ক্রিয়া, সম্পদ।

২২৪। বিমর্ষিত—২৫২=বিমর্ষতাপ্রাপ্ত, বিষণ্ণ।

২২৫। বিমূর্ত্ত—২৩৬=যা' মূর্ত্ত (matcrialised) অর্থাৎ শরীরী নয়।

২২৬। বিমূর্ত্তন মনন—৫০৭=সংহত ও মূর্ত্ত যা' তা'কে অমূর্ত্ত ও ভঙ্গপ্রবণ ক'রে তোলার চিন্তা।

২২৭। বিশ্বমিতি—৫০=বিশ্ববিধানে পরিব্যাপ্ত স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক সমতামূলক মাত্রা।

২২৮। বিষ্ণু—২০৪=সব-কিছুতে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে আছেন যিনি।

২২৯। বিস্তারণা—৩৮৫=বিস্তৃতি।

২৩০। বিস্তার-বেদনা—১০৬=বিস্তার বা ব্যাপ্তির জ্ঞান।

২৩১। বীক্ষণা—২১০=দর্শন।

২৩২। বীজ-বীজরণ—১২১=বীজের দীপ্তকারী (বিকাশমুখী) গতি (Kindling movement)।

শব্দ, বাণী-সংখ্যা ও শব্দার্থ

২৩৩। বেলয়—৫৬=লয়ের ব্যতিক্রম, বেকায়দা।
২৩৪। বেহুদা—৪৯=নিরর্থক।
২৩৫। বোধনা—৪৮৮=বোধের (জ্ঞানের) জাগরণ।
২৩৬। বোধায়নী—১৬১=বোধের পথে নিয়ে চলে যা'।
২৩৭। বোধায়িত—৬৩=বোধপ্রাপ্ত।
২৩৮। ব্যতিক্রান্ত—১৩৫=ব্যতিক্রমদুষ্ট (Adulterated, Deviated)।
২৩৯। ব্যাদান-পরিক্রমা—৩৫১=বিস্তার-পরিক্রমা।
২৪০। ব্যাহৃতি—৩৯=বিচ্ছিন্নতা।
২৪১। ব্রহ্ম-চর্য্যা—২১০=বিস্তৃতি বা বেড়ে-ওঠার চলন।
২৪২। ব্রহ্মানন্দ-বিধায়িনী-বিধৃতি—২৩৩=বিস্তারের আনন্দকে ধারণপোষণ করায় যে বিশেষ চলন।
২৪৩। ব্রাহ্মী-অনুবেদনা—১৮৫=ব্যাপ্তির জ্ঞান।

২৪৪। ভজনচর্য্যী—২১৭=সেবাপরায়ণ।
২৪৫। ভজনদীপনা—৪৩=সেবার সক্রিয় দীপ্তি।
২৪৬। ভবভূত তাৎপর্য্য—১৪৩=হ'য়ে ওঠার তৎপরতা।
২৪৭। ভাক্ত—১৯২=ভাতুড়ে, অর্থাৎ শুধু দুটি পেটের ভাতের জন্য ঘোরে যে।
২৪৮। ভাগবত প্রদীপনা—৯=ঐশী দ্যুতি (Divine lustre)।
২৪৯। ভাবভূতি—৫০০=হ'য়ে ওঠার সক্রিয় তৎপরতা।
২৫০। ভৃতিহারা ভরণ-চাহিদা—১৯২=কা'রো ভরণপোষণ না ক'রে অপরের দ্বারা ভৃত হওয়ার চাহিদা।

২৫১। মদালসা—৩৫১=মত্ত-অলসতাযুক্ত।
২৫২। মর্ষিত—১৯১=মর্দ্দিত, কষ্টকর।
২৫৩। মিতাচারী—৩৪=পরিমিত আচারে চলে যে।
২৫৪। মিতিচলন—১০৭=পরিমাপিত (measured) চলন।
২৫৫। মিতি-নিয়মনা—৩৭=পরিমিত নিয়ন্ত্রণ।
২৫৬। মুহ্য—৪৪৬=মোহযুক্ত।
২৫৭। মূর্চ্ছনা—১১৫=মূর্ত্ত ক'রে তোলার ক্রিয়া।
২৫৮। মূর্ত্তনা—৫১০=মূর্ত্ত ক'রে তোলার ভাব।
২৫৯। মৃতিময়—৪৩৯=মরণশীল।
২৬০। মৈত্রী-সন্ধিক্ষু—১৬২=মিত্রভাবকে প্রদীপ্ত ক'রে তোলে যা'।
২৬১। ম্রিয়মর্ষণা—৪৫৮=মৃত্যুভাবের স্পর্শ।
২৬২। ম্রিয়ল—৯৪=মরণপন্থী।

২৬৩। যক্ষীমন্ত—১৮৭=হীনপ্রকৃতিসম্পন্ন। যক্ষের মত যা'রা ধনসম্পদ ভোগ না ক'রে শুধু আগ্‌লে রাখে।

শব্দ, বাণী-সংখ্যা ও শব্দার্থ

২৬৪। যন্তা—৩৩৪=নিয়ন্তা, নিয়মনকর্ত্তা।
২৬৫। যুত-বর্দ্ধনা—১৮=যোগযুক্ত বর্দ্ধনা।
২৬৬। যুতবোধনা—৫২=বাস্তব বোধের সঙ্গে যুক্ত।
২৬৭। যুতমনা—৫২=যুক্তমনা।
২৬৮। যোগ-দীপনা—৫১=যুক্ত হওয়ার আবেগদীপ্তি।
২৬৯। যোগন-দীপনা—১০৬=যুক্ত ক'রে তোলার দীপ্তি।
২৭০। যোগাবেগ—১৪৪=যুক্ত হওয়ার আবেগ।
২৭১। যৌক্তিক আবরণ—৫৯=যুক্তির আবরণ।
২৭২। রয়-রব—১৫৮=ভয়ঙ্কর শব্দ।
২৭৩। রাগ-বিভূতি—২১০=অনুরঞ্জিত হওয়ার ভিতর-দিয়ে প্রাপ্ত ঐশ্বর্য্য।
২৭৪। রেতঃ-ঊর্জ্জনা—২০২=পিতৃপুরুষানুগ চলনের প্রাণনসম্বেগ।
২৭৫। রোচনা—১১২=রুচি, আকাঙক্ষা।

২৭৬। লওয়াজিমা—২০৯=উপাদান, উপকরণ।
২৭৭। ললিতজৃম্ভণ—৩৫৭=মনোহর প্রকাশ।
২৭৮। লোকশাসী-প্রবৃত্তিসম্পন্ন—৪৫৪=লোককে শাসন করার প্রবৃত্তিওয়ালা।
২৭৯। লোকসম্পোষী—২৬৯=লোককে সম্যকপ্রকারে পোষণ করে যে।
২৮০। লোকহিতী—২১৪=লোকের হিত (মঙ্গল) যা'তে হয়।
২৮১। লোকায়ত্ত—৪৮৭=লোক-কর্ত্তৃক আয়ত্ত, Popular.

২৮২। শক্তি-সঙ্গর্ভী—৪৮৯=শক্তি (energy) সংগর্ভিত (impregnated) হ'য়ে আছে যেখানে।
২৮৩। শাতন—৫০৮=বিশীর্ণ বা ছিন্ন ক'রে তোলে যা', Satan.
২৮৪। শাতনিক—৪৯৯ }
২৮৫। শাতনী—৩৮৫ } =শাতনের ভাব-যুক্ত, ছেদনশীল, Satanic.
২৮৬। শিবদসিন্ধু—৪৮৯=কল্যাণদানকারী সমুদ্রস্বরূপ।
২৮৭। শিষ্ট-সম্বোধি—১৫৭=শিষ্ট এবং সমীচীন বোধ-যুক্ত।
২৮৮। শুভক্রমণা—৩৫৭=মঙ্গলকর চলন।
২৮৯। শুভচারিতা—৩৫৭=মঙ্গল-আচরণশীলতা।
২৯০। শ্রমপ্রিয়—১৬৭=পরিশ্রম প্রিয় যা'র কাছে।
২৯১। শ্রমসুখপ্রিয়তা—১১৬=প্রিয়জনের জন্য শ্রম ক'রে যে সুখবোধ হয়, সেটা ভাল লাগা।
২৯২। শ্রয়ী—১৯১=আশ্রয়দাতা।
২৯৩। শ্রেয়-অনুধ্যায়ী—১০৭=শ্রেয়কে নিরন্তর ধ্যান ক'রে চলে যে।
১৯৪। শ্রেয়শ্রদ্ধী—৪২৯=শ্রেয়ের (শ্রেষ্ঠের) প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন।
১৯৫। শ্রেয়ার্থপ্রতিষ্ঠ—১৫৯=শ্রেয়ের প্রয়োজনকে প্রতিষ্ঠা করে যা'।

২৯৬। সংক্ষুধ—৩৮৬=আগ্রহাকুল।
২৯৭। সংবিষ্ট—৩৮১=সম্যক-নিয়োজিত।

শব্দ, বাণী-সংখ্যা ও শব্দার্থ

২৯৮। সংহিত—২২৮=সম্যকপ্রকারে বিধৃত।
২৯৯। সংহিতি—১৬৪=সংযোগ।
৩০০। সঞ্চারণা—১১৬=সঞ্চারিত করা, Imparting.
৩০১। সত্তাপহা—৪৫০=সত্তায় অপঘাত হানে যা'।
৩০২। সন্দীপনা—১৮০=সমীচীন দীপ্তি।
৩০৩। সন্ধুক্ষিত—১৯১=সর্ব্বতোভাবে ক্লিষ্ট।
৩০৪। সমাবেশী-সংবৰ্ত্তনা—৫১০=সমাবেশকারী সংস্থিতি।
৩০৫। সম্বৰ্দ্ধনা-উৎসৃজী—১৩৪=সম্বৰ্দ্ধনাকে বাড়িয়ে তোলে যা'।
৩০৬। সম্বুদ্ধ—১৬৪=সম্যক্-বোধসমন্বিত।
৩০৭। সম্বৃদ্ধ—৩৪=সম্যকপ্রকারে বর্দ্ধিত।
৩০৮। সম্বৃদ্ধি-সম্বেদনা—৫৭=সম্যকভাবে বেড়ে-চলার জ্ঞান।
৩০৯। সম্বোধি—৪৭=সম্যক বোধ বা জ্ঞান।
৩১০। সম্ভৃতি—২৩৪=সম্যক পোষণ।
৩১১। সহজাত সংস্কার—১২৫=Born instinct.
৩১২। সাত্বত—৪০১=সত্তাসম্বন্ধীয়, জীবনসম্বন্ধীয়।
৩১৩। সাত্বিক—৩৭=অস্তিত্বের পোষণী যা' (That which nurtures existence)
৩১৪। সাথীয়া—১৩১=সঙ্গী, সাথী।
৩১৫। সাম-নন্দনা—১৪৬=সাম্যভাবের তৃপ্তিকর চলন।
৩১৬। সাম-রঞ্জনা—১৪৩=সাম্যভাবে রঞ্জিত ক'রে তোলা।
৩১৭। সামসিদ্ধ—২০৪=সাম্যচলনে অভ্যস্ত।
৩১৮। সিদ্ধসাম-তাৎপর্য্য—২০১=সুনিষ্পন্ন সুসম তৎপরতা।
৩১৯। সিরজনী—১২৩=খোদকারী। স্রষ্টার উপর সিরজনী=খোদার উপর খোদকারী।
৩২০। সুক্রিয়—১০৬=সুষ্ঠু বা শুভ ক্রিয়া-শীল।
৩২১। সুতপা—৪৬০=সুচারু তপস্যা-পরায়ণ।
৩২২। সুতর্পণী—২৫৮=সু-এর (কল্যাণের) তর্পণ যা'তে হয়।
৩২৩। সুদর্শন—৩৭১=কল্যাণদৃষ্টি।
৩২৪। সুদীপনা—৫১০=সুষ্ঠু ও শুভ দীপ্তি।
৩২৫। সুপদ—৫০৭=ভাল অবস্থা।
৩২৬। সুবন্ধান্বিত—৫০৯=নিবিড়বন্ধন যুক্ত।
৩২৭। সুবিধায়িনী—৩৭৬=শুভকে বিশেষভাবে ধারণপোষণ ক'রে চলে যা'।
৩২৮। সুবিনায়িত—৩৭=শুভের পথে নিয়ন্ত্রিত।
৩২৯। সুবিনিষ্ঠ—২০৫=নিবিড় ও বিহিত নিষ্ঠা-যুক্ত।
৩৩০। সুবিষ্ট—৫১০=সুষ্ঠুভাবে প্রবিষ্ট।
৩৩১। সুবীক্ষণী—১৯৫=সুষ্ঠু এবং সম্যক দর্শন-যুক্ত।
৩৩২। সুব্রত—৩৭৮=শুভকে বরণ ক'রে তৎকর্ম্মনিষ্ঠ হওয়া।
৩৩৩। সুরবীর্য্যী—২০৪=দেববীর্য্যসম্পন্ন।
৩৩৪। সু-সংশ্রয়ী—১১১=শুভকে সম্যকভাবে আশ্রয় ক'রে চলে যা'।

শব্দ, বাণী-সংখ্যা ও শব্দার্থ

৩৩৫। সুস্থি—১৬৪=ভাল থাকা, সুস্থ থাকা।
৩৩৬। সুস্রোতা—৪৯৯=শুভস্রোত (চলন)-যুক্ত।
৩৩৭। সুহাল—১৯৯=ভাল অবস্থা।
৩৩৮। সৃজনী—২২৪=সৃষ্টিকারী।
৩৩৯। সেবনা—২২৫=সেবা করা।
৩৪০। সৌরত—৪৩৭=সত্তাসম্বেগ থেকে জাত।
৩৪১। সৌরত-সন্দীপনা—৭৯=সত্তাগত সম্বেগের দীপ্তি।
৩৪২। স্তেয়চর্য্যী—১০৯=চোরের ধর্ম্মবিশিষ্ট।
৩৪৩। স্তোতনদীপ্ত—১৮৯=স্তুতির দ্বারা দীপ্ত।
৩৪৪। স্বতঃসম্পোষী—১৯৩=আপনা থেকেই সম্পুষ্ট করে যা'।
৩৪৫। স্বার্থবিজৃম্ভী—৪৫২=স্বার্থকে বিকশিত ক'রে তোলে যা'।
৩৪৬। স্মৃতিবাহী চেতনা—৩৯১=যে চৈতন্য স্মৃতিকে বহন ক'রে নিয়ে চলে, মরণেও যা' বিনষ্ট হয় না।
২৪৭। স্রোতল—১০৩=স্রোতযুক্ত।

৩৪৮। হবন—৫১১=প্রীতিসম্পাদন।
৩৪৯। হিতঘ্নী—৩৫৬=হিতকে (মঙ্গলকে) যে হত্যা করে এবং করায়।
৩৫০। হিরণ্য-অভিযান—৪৭৭=স্বর্ণ (গৌরবময়)-অভিযান।
৩৫১। হৃদ্য—১৬৫=হৃদয়গ্রাহী, মনোরম।
৩৫২। হ্লাদনসম্বেগ—৩৬৬=হৃষ্ট ক'রে তোলার আবেগ।
[তারকাচিহ্নিত শব্দগুলি বইয়ের প্রথম ও শেষ আশীর্ব্বাণীতে ব্যবহৃত।]

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—'সমাজ-সন্দীপনা'র প্রথম প্রকাশকালে শব্দার্থের সংখ্যা অল্প ছিল। বর্ত্তমান সংস্করণে ঐ সংখ্যা অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। আশা করি, এর ফলে, এই গ্রন্থের বাণীরাজির অর্থ বুঝতে পাঠকগণের আরও সাহায্য হবে। নিবেদক—শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।